শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কল্যাণীয়া

শ্রীমতী মীরা ভট্টাচার্য

চিরায়ুষ্মতীষু—

দিদিমণি,

বিগত দিনের কত মধুর আলাপন, হাস্যকৌতুকের গুঞ্জন—কত স্বপ্নময় অবকাশ-সন্ধ্যার মনোরম চলচ্ছবি তোমার মনে ফুটিয়ে তুলবে আমার এই গ্রন্থ ভাবী-কালেও—সে-কথা ধ্রুব জেনে বইখানা তোমারই হাতে দিলাম। ইতি—

দাদু

ভূমিকা

নির্যাতনের অসহনীয় জন্ম-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জাতি হিসাবে হিব্রু জাতির প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল তিন সহস্রাধিক বছর পূর্বে, যখন ঘটেছিল মোজেসের নেতৃত্বে প্রবাসভূমি মিশর থেকে তাদের নিষ্ক্রমণ, যখন তারা জোশুয়ার বাহুবল প্রভাবে প্যালেস্টাইনে গিয়ে রাষ্ট্রগঠন করতে সমর্থ হয়েছিল। সেই পুরনো নাটকেরই পুনরভিনয় চলেছে সাম্প্রতিক কালে আমাদের চোখের সামনে, পরম বিস্ময়কর নাটক, যার পরিসমাপ্তি হয়তো বা এখনো হয়নি। দু-হাজার বছর ধরে দূর প্রবাসে ইহুদিরা অশেষ দুর্গতি ভোগ করেছে, যেমন দুর্ভোগ হয়েছিল তাদের মিশরে তার চেয়েও শতগুণ অধিক অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, পেষণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে শুরু হয়েছিল ইউরোপ থেকে ইহুদিদের নিষ্ক্রমণ, তার জের চলেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও, সেই বাইবেল-বর্ণিত 'এক্সোডাসে'র মতই ঘরছাড়ার গৃহে প্রত্যাবর্তন, যার স্মৃতি-তর্পণ চিরদিন করে এসেছে তারা ধ্যানে জ্ঞানে, শয়নে স্বপনে। দলে দলে তারা প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করল, অনুপ্রবেশও করল, তাদের ধর্মরাজ্য জাতীয় রাষ্ট্র-সংপ্রতিষ্ঠার জন্য। যে জাতির দেশ ছিল না, রাষ্ট্র ছিল না, এমন কি যার ভাষা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই সর্বহারা গোষ্ঠী দেশ পেল রাষ্ট্রও গড়ে তুলল, অসামান্য সাধনার ফলশ্রুতিরূপে। ইসরায়েল এখন একটি 'নেশন', তার জাতীয় ভাষা হিব্রু।

ইসরায়েলের এই নবজাতক একটি সত্যকার অঘটন, যুগপৎ যা বিস্ময় ও রোমাঞ্চের সঞ্চার করে, এমন অপূর্ব কাহিনী হিব্রু জাতির প্রাচীন ইতিহাসের ভূমিকায় সবিস্তারে বলতে বোধ করি দ্বিধা করবার কোন কারণই নেই। প্রসঙ্গত শুধু এইটুকু বলা আবশ্যক যে 'নেশন'রূপে ইহুদির স্বাধীন সত্তা নতুন হলেও, জাতীয়তা তারা কোনদিন হারায় নি, আর কালে কালে কুসংস্কারের পর্বতপ্রমাণ আবর্জনা-সঞ্চয়ের তলে প্রাচীন সংস্কৃতিকে তারা অক্ষুণ্ণই রেখে-ছিল, যেজন্য তাদের সমুত্থানকে প্রাচীনেরই পূর্বানুবৃত্তি বলে ধরে নেওয়া চলে। তা ছাড়া, জাতীয় সংস্কৃতির সংকীর্ণ পথে বিচরণের শুভাশুভ পরিণাম নির্ণয়ের একটি পরীক্ষা-ক্ষেত্র এই নব-প্রতিষ্ঠিত ইসরায়েল। প্রতিকূল অবস্থার ঘনঘটা কাটিয়ে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যদি বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির

সঙ্গে সমান ধাপে এগিয়ে দেশের ও জগতের ইষ্ট বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, তবেই তাদের এই বিপুল কৃচ্ছ্রসাধনের সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রোমানরা জেরুসালেম অধিকার ক'রে ইহুদি ধর্ম-মন্দির ধ্বংস করেছিল, অবশিষ্ট ছিল মাত্র একটি দেয়াল, তারই গায়ে উত্তর-কালের ইহুদিরা মাথা কুটত আর বিলাপ করত। রোমানরা ইহুদি জাতিকে তাদের দীর্ঘকালের মাতৃভূমি প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত করেছিল। ইহুদিরা তখন আফ্রিকা ও ইউরোপের নানান দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই থেকে তারা হয়েছিল 'দায়েস্পোরা' (*Diaspora*)। শক্তিপ্রমত্ত দাম্ভিক বিজয়ীর বিজিতের প্রতি অত্যাচারের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ভূরি ভূরি আছে, কিন্তু মধ্যযুগীয় ইউরোপে খৃস্টান জাতিসমূহের আশ্রয়ে নিরীহ ইহুদিদের নির্যাতন এমন একটি ব্যাপার যার তুলনা পাওয়া কঠিন। এই ইহুদি-গোষ্ঠী কোন উপদ্রব না করে বৃহত্তর সামাজিক প্রয়োজন মিটিয়েই কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছিল, এমন একটি সম্প্রদায়ের ওপর চলেছিল অকথ্য নিগ্রহ, ধর্মান্ধতা ও জাতিবিদ্বেষ ছাড়া যার আর কোন কারণ নির্দেশ সম্ভব নয়। একাদশ শতকে পোপের আহ্বানে যখন খৃস্টানদের পুণ্যভূমি জেরুসালেমকে 'অবিশ্বাসী' (infidel) মুস্লিমদের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য ক্রুসেড আরম্ভ হ'ল, সেই তথাকথিত ধর্মযুদ্ধের প্রথম বলি হয়েছিল ইহুদিরা, শুধু প্যালেস্টাইনে নয়, ইউরোপেও। খৃস্টানদের পূতপাবন 'শুদ্ধি'র আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য তারা দলে দলে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, বোহেমিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে পালিয়ে গিয়ে পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করেছিল। সেখানেও তাদের ভোগান্তির অবধি ছিল না। ইহুদি-ট্যাক্স ধার্য করা হ'ল, ইহুদিদের বিশেষ পরিচ্ছদ পরতে বাধ্য করা হ'ল। ইউরোপের সর্বত্রই অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাসের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তাদের রাখা হয়েছিল 'ঘেটো' (ghetto)-র মধ্যে, শহরের বাইরে অপরিচ্ছন্ন নোংরা বস্তির সমষ্টি এইসব 'ঘেটো'। এই 'ঘেটো'-জীবনের ফল হয়েছিল, ইহুদি জাতির মৃত্যু নয়, সংহতি, নির্যাতিতের সার্বভৌম জাতীয় সংহতি। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সমান পর্যায়ে মেলামেশা, আন্তরিক সহানুভূতি, সমভাবে আদান-প্রদানের সুবিধা পেলে কালক্রমে হয়তো তারা সর্বত্রই স্থানীয় সমাজ-জীবনের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে যেত, স্বাতন্ত্র্য ভুলে যেত, যেমন ঘটেছে আমেরিকায়, কিন্তু

এই শুভ পরিণতির পথ বন্ধ করেছিল মধ্যযুগের ইউরোপীয় খৃস্টানদের ধর্মান্ধতা, ইহুদি জাতির প্রতি বিদ্বেষ।

চতুর্দশ শতকে ইউরোপে ভীষণ মহামারী দেখা দিয়েছিল, ইতিহাসে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'Black Death'। তখন ইহুদিদের হয়েছিল প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, কেননা এই কালান্তক ব্যাধি তারা এনেছে কূপের জল বিষাক্ত করে, এই বিশ্বাসেই খৃস্টানরা তাদের ওপর নানান রকমের জুলুম চালিয়েছিল। ইংলণ্ড থেকে তাদের নির্বাসিত করেছিলেন রাজা প্রথম এডোয়ার্ড (১২৭২-১৩০৭ খৃঃ)। মধ্যযুগে রাশিয়ায় ইহুদি-নির্যাতন সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। দক্ষিণে ক্রিমিয়া অঞ্চল যখন মুস্লিম শক্তির শাসনাধীনে এল তখনই ইহুদিরা সেখানে তাদের সারা জীবনে সর্বপ্রথম সুখাস্বাদন করতে পেরেছিল। সেখানকার ঘাজারগণ জুডা-ধর্মের প্রতি এমনই আকৃষ্ট হয়েছিল যে তারা দলে দলে ঐ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। মুস্লিমদের পরাভবের পর জারের সাম্রাজ্য সংপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে গ্রীক চার্চের প্রভাবে আবার জুলুম শুরু হ'ল। ইহুদিরা জাদুকর-জাদুকরী, খৃস্টানের রক্ত ছাড়া তাদের পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না, এমনি সব আজগুবি মিথ্যা প্রচার করে মূঢ় অজ্ঞান চাষাভুষাদের বিভ্রান্ত করা হ'ল। ফলে তারা শত শত ইহুদি বিধর্মীকে (heretics) 'স্টেক'-এ পুড়িয়ে মেরেছিল।

পোল্যাণ্ডে চারশ' বছর নির্যাতন-পর্বের নিষ্ঠুরতম কুকীর্তি, ১৬৪৮ খৃস্টাব্দে কসাকদের আক্রমণে পাঁচ লক্ষ ইহুদি নিধন। পশ্চিম ইউরোপে তখন মধ্যযুগের অবসান ঘটলেও পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ায় সেই কৃষ্ণ পটভূমির কোন পরিবর্তন ঘটে নি। 'ঘেটো'-র জীবন ছিল শরীর মন উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তার ওপর লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির হত্যা সেখানকার ইহুদিদের মনোবল চূর্ণ করে এমন পচন ধরিয়ে দিয়েছিল যে, সেই চরম দুর্দশায় তাদের মধ্যে স্বভাবতই নানান রকম কুসংস্কার আগাছার মত গজিয়ে উঠতে লাগল। ঝাঁকে ঝাঁকে 'মেসায়া' নামধারী মহাপুরুষের আবির্ভাব হ'ল। বস্তুত সারা মধ্যযুগ ধরে মাঝে মাঝে যখনি নির্যাতনের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে তখনি তারা এসে দেখা দিত জাতির সমুদ্ধর্তা-রূপে তেমন নয়, যেমন শাস্ত্রের ভাষ্যকার-রূপে। বাইবেলের প্রথম ইসায়া 'মেসায়া'-র আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, তার লক্ষণগুলি নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান এই 'মেসায়া'-

গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই সেই দাবি করত। তারা ছিল সাধক (mystic)। সাধনতত্ত্ব, সংখ্যাতত্ত্ব (numerology) ও অভিরুচি-সম্মত চিন্তাকে ভিত্তি করে তারা বাইবেলের একান্ত দুর্বোধ্য ভাষ্য রচনা করত। ভাষ্যগুলি যে কিরূপ দুর্বোধ্য ও কষ্টকল্পিত, তার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে দিয়েছি আমরা 'তালমুড' থেকে অংশ-বিশেষ উদ্ধরণ করে। 'মেসায়া' ছাড়া আরও দুটি সাধক-সম্প্রদায় ছিল, তারাও সাধন-ভজন করত এই নিদারুণ ভব-যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে আনন্দলোকে বিভু-সঙ্গ লাভ করবার জন্য।

মধ্যযুগের ইউরোপে ইহুদিদের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা থেকে চোখ ফিরিয়ে আরব জগতের পানে চাইলে সেই মুস্লিম রাজ্যে তাদের সুখসমৃদ্ধি, সম্মানপ্রতিপত্তি দেখে চমৎকৃত হতে হয়। আরব সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম ভাগে ইহুদিরাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক, তারা ছিল রাজবৈদ্য, দার্শনিক, এক কথায় আরব-সমাজের শিরোমণি। হারুন-অল-রসিদের কালে বাগদাদে ভারতীয় ও নেস্টোরীয় সুধীবৃন্দের সঙ্গে সমান স্থান পেয়েছিলেন ইহুদি চিকিৎসক জন বার মেসারযোয়ি। তিনি এয়ারন প্রণীত 'সিনটাগমা' নামক ভেষজ-গ্রন্থ সিরিয়াক ভাষায় অনুবাদ করেন, এবং রাজধানীতে একটি চিকিৎসা-শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ হন। কায়রো, দামাস্কাস, ফেজ, কুর্দিস্তান, ক্যাসাব্লাঙ্কা, সব স্থানেই ইহুদিরা দীর্ঘকাল নিরাপদে অবস্থান করেছে, মুস্লিমদের ঠিক সমকক্ষ না হোক প্রায় তাদের মত সদয় ঘনিষ্ঠ ব্যবহারই পেয়ে এসেছিল তারা আরবদের কাছ থেকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে একেবারে ঘটত না এমন নয়, তবে সেগুলি কখনো ব্যাপক আকারে গুরুতর হাঙ্গামায় পরিণত হয় নি। স্পেনে আরবদের রাজত্বকালে ইহুদিরা তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় প্রভূত সাহায্য করে কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে মধ্যযুগের ইউরোপ ছিল ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধতার দরুন সেখানে গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটেছিল, তখন সেই জ্ঞানের ধারক ও বাহক হয়েছিল আরবরা এবং তাদেরই সহায়ক নেস্টোরীয়রা ও ইহুদিরা। স্পেনে অনেক গ্রীক গ্রন্থের আরবী অনুবাদকে ইহুদিরা ল্যাটিন ভাষায় তরজমা করেছিল, এইরূপে জ্ঞানের প্রসার দ্বারা ইউরোপের অজ্ঞতা অপসারণে তাদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্পেনদেশে আরব প্রভুত্বের অবসানে যেমন খৃস্টানদের ধর্মরাজ্যের পুনরাবির্ভাব হ'ল অমনি ঘটল ইহুদিদের

ভাগ্যবিপর্যয়। সেই কুখ্যাত পেষণ-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল যার নাম Inquisition। ইহুদিদের সামনে তিনটি মাত্র পথ খোলা রাখা হ'ল, খৃস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ, অন্যথায় মৃত্যু নয় নির্বাসন। স্পেন থেকে দলে দলে তারা বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু সে হয়েছিল তপ্ত কটাহ থেকে আগুনে ঝাঁপ, অনেকেরই তাদের ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল।

ইহুদিদের প্রতি খৃস্টান ও মুস্লিম, এই দুই জাতির আচরণে বৈষম্যের কারণ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই স্বভাবত মনে জাগে। জুডাইজম্ বা হিব্রুধর্ম খৃস্টধর্মের সত্যকার অগ্রজ, হিব্রুদের ধর্মশাস্ত্রকে 'প্রাচীন বিধান'-বাইবেল-রূপে খৃস্টানরা পুরোপুরি গ্রহণ করেছে, এমন অবস্থায় তাদের হাতে তাদেরই ধর্মীয় পূর্বসূরী-গোষ্ঠীর নিগ্রহ দর্শনে বিস্মিত হতে হয় বৈ কি। ইহুদি জাতির প্রতি ইউরোপের জনসাধারণের অন্ধ ঘৃণার একটি কারণ হয়তো এই বদ্ধ বিশ্বাস যে ঈশ্বর-পুত্র খৃস্টকে ইহুদিরা মেনে নেয় নি এবং তাদেরই প্ররোচনায় তিনি ক্রুশ-বিদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সে যেমনই হোক, আসল সত্য বোধ করি এই যে, ধর্ম-বিদ্বেষের মুখোশ পরে উৎপীড়ন করা হলেও তার মূলে ছিল বিজাতি-বিদ্বেষ, 'অ্যান্টিসেমিটিজম্'। ইহুদিদের আকৃতি-প্রকৃতি, ধরন-ধারন, বেশভূষা, ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণ সবই ছিল ভিন্ন রকমের, সেজন্য মধ্যযুগের ইউরোপ তাদের আপনার জন বলে গ্রহণ করতে পারে নি। এই বিজাতীয় লোকদের ব্যবসাবুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা তদানীন্তন ইউরোপীয় সমাজে যে ঈর্ষারও উদ্রেক করেছিল, তার ভুল নেই।* পক্ষান্তরে আরবরা

---

* মধ্যযুগীয় ইউরোপে ইহুদি নিগ্রহের কারণ সম্বন্ধে মনীষী আরনল্ড টয়েনবি এই মন্তব্য করেছেন: "These Ashkenazim (Jews) have had to suffer doubly from the fanaticism of the Christian Church and from the resentment of the barbarians. A barbarian cannot bear to see a resident alien living a life apart and making a profit by transacting business which the barbarian lacks the skill to transact himself. Acting on these feelings, the Western Christians have penalised the Jew as long as he has remained indispensible to them and have expelled him as soon as they have felt themselves capable of doing without him." *A Study of History* (*Abridgement*), *P. 136-137*

সেমেটিক জাতি, ইহুদিদের সঙ্গে তাদের রক্তের যোগ ছিল বলে তাদের তারা আত্মীয় বলেই মনে করত, এইসব কারণে ও আরবদের স্বভাবসিদ্ধ গুণগ্রাহিতার দরুণ ইহুদিরা তাদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিল।

১৭৮৯ খৃস্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের পর পশ্চিম ইউরোপে ইহুদিদের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মন্ত্রে প্রবুদ্ধ নাগরিকরা নিজ হাতে 'ঘেটো'-র কারাদ্বার মুক্ত করে যারা ছিল অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় তাদের সমাজে তুলে নিল। নেপোলিয়ান তাদের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন, তাঁর নির্দেশমত ইহুদিদের অবস্থার অনেক উন্নতি করা হয়েছিল। এই নবযুগে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র ইহুদি-প্রতিভা বৃত্তি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মেঘমুক্ত আকাশে নক্ষত্রের মত প্রোজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করতে লাগলো। কালক্রমে বহু ইহুদি আমেরিকায় গিয়ে পরিশ্রম ও ধীশক্তির গুণে ধনকুবের হ'ল, আর এই ইহুদি প্রতিভার সক্রিয় সহায়তা জার্মান জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করল। ইহুদিদের মধ্যে তখন অতুলনীয় গুণী পুরুষের আবির্ভাব হতে লাগল—হেইন, রথচাইল্ড, কার্ল মার্কস্, মেনডেলসন, ফ্রয়েড, আইনস্টাইন, আরও অনেক স্বনামধন্য মনীষী, অফুরন্ত যাঁদের নামের তালিকা। ইহুদিদের দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, তারা নিজ নিজ দেশের সৈন্যদলেও ভর্তি হ'ল। এইরূপে জাতীয় জীবনের সঙ্গে তারা অন্তরঙ্গ ভাবেই মিশেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতিবিদ্বেষের উন্মত্ততা কখনো কখনো হঠাৎ দেখা দিয়েছে। এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল ফ্রান্সে ১৮৯৪ সালে যখন আলফ্রেড ড্রেফুস (Alfred Dreyfus) নামে জনৈক ইহুদি সামরিক কর্মচারী জার্মানির গুপ্তচর সন্দেহে কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। দণ্ডাদেশ যেমন হ'ল অমনি সেই হতভাগ্য ব্যক্তি আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'আমি নির্দোষী—আমি নির্দোষী'। অভিযোগটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিলি জোলা একখানি পত্রিকায় *J' Accuse*-নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধে তিনি এই অভিযোগ করেন যে ড্রেফুসের প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সের জনমত তখন ইহুদি-বিদ্বেষে ক্রোধান্ধ, নগরে নগরে জোলার কুশপুত্তলিকা, তার প্রবন্ধ পোড়ান হ'ল। ক্ষিপ্ত জনতা দাঙ্গা শুরু করল, ইহুদিদের দোকানপাট লুঠ করল, জিগির তুলল, 'ইহুদি ধ্বংস হোক।'

পূর্ব-ইউরোপের রাশিয়া ও রুশ সাম্রাজ্যে যাকে বলে Jewish Pale সেই 'বেড়া-ঘেরা ইহুদি অঞ্চলে'র অন্তর্গত রুমেনিয়া প্রভৃতি দেশসমূহে ইহুদিদের অবস্থার উন্নতি কোনদিনই হয় নি। সেই 'ঘেটো'-জীবন, বৃহত্তর সমাজের বাইরে রাব্বিদের তত্ত্বাবধানে স্বকীয় শাসনব্যবস্থা, 'সিনাগগ্' বা উপাসনালয়, সেখানে তালমুড, মিদ্রাস, কবালা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের চর্চা—সবই চলেছিল পূর্ববৎ। তারা পূর্বপুরুষদের বাইবেলবর্ণিত ব্যাবিলনে নির্বাসনের কথা স্মরণ করে বিলাপ করত, তাদের মতই জেরুসালেমে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখত। প্রার্থনা করত :

> "হে জেরুসালেম, যদি আমি কখনো তোমায় ভুলে যাই, তাহলে যেন আমার দক্ষিণ বাহু পঙ্গু হয়···যদি আমার সর্বসুখের ওপর জেরুসালেমকে প্রতিষ্ঠিত না করি, তাহলে যেন আমার জিহ্বা বিদীর্ণ হয়, বাক্‌শক্তি লোপ পায়।" (Psalm 137)

মধ্যযুগে যেমন, এখনও ইহুদিরা ছিল তেমনি গোঁড়া, ধর্মান্ধ, রাশিয়ার জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। রাশিয়ার জারদের রাজনৈতিক অভীষ্টসিদ্ধির একটি প্রকৃষ্ট উপায় ছিল ইহুদিদের এই স্বতন্ত্র গোষ্ঠীসত্তা বজায় রাখা। রাজনৈতিক চেতনা তখন গণমানসে জাগ্রত হয়েছে, সম্রাটের স্বৈরাচারে সর্বত্রই ক্ষুব্ধ চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। জারের শাসকদের কূটবুদ্ধি এই বিষম অবস্থার প্রতিকারের সন্ধান করল কালপরম্পরাগত ইহুদি-বিদ্বেষে ইন্ধন যুগিয়ে, জনগণের চিত্ত বিভ্রান্ত করল তারা ইহুদি উৎসাদনের প্ররোচনা দিয়ে। ১৮৮১ সালে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার জনৈক সন্ত্রাসবাদীর বোমায় নিহত হলেন। বিদ্রোহীগণের বিচার হ'ল, দণ্ডিতদের মধ্যে ছিল একটি ইহুদি মেয়ে। অমনি জাতি-বিদ্বেষের মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ল কায়েমি স্বার্থরক্ষীদল, হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্য ইহুদিদের দায়ী করে শুরু হ'ল 'পোগ্রোম' বা ইহুদি-নিগ্রহ। এই পোগ্রোমের পরিকল্প প্রস্তুত করেছিলেন জারের মন্ত্রী পোবিদোনোস্তেভ, গ্রীক গীর্জার সমর্থনও লাভ করেছিলেন তিনি। বছরের পর বছর চলেছিল এই পোগ্রোম, ইহুদিদের উৎসাদন-পর্ব।

এই অমানুষিক নির্যাতনের ফলেই সেই দুর্দাম ইহুদি-জাতীয়তা জন্ম নিয়েছিল, যে জাতীয়তার নাম 'জিয়নিজ্‌ম্' (Zionism)। এই অগ্নিমন্ত্রের

উদ্‌গাতা থিওডোর হারজ্‌ল্‌ ছিলেন একজন অষ্ট্রিয়ান ইহুদি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সাংবাদিক। তিনি এসেছিলেন প্যারিসে, ড্রেফুসের দণ্ডদানকালে উপস্থিত ছিলেন, তার মর্মভেদী আর্তনাদ শুনেছিলেন, 'আমি নির্দোষী'। তারপর নগরের পথে-পথে যে ইহুদি-বিরোধী কাণ্ডকারখানা চলেছিল তা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। ফ্রান্স, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমেনিয়া, রাশিয়া সর্বত্রই অ্যান্টিসেমিটিজম আবার শুরু হয়েছিল। এই সার্বিক নির্যাতনের হাত থেকে ইহুদি জাতিকে কিরূপে ত্রাণ করা যায় সেই চিন্তাই এখন হারজ্‌ল্‌কে পেয়ে বসল। তিনি দেখলেন একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যতীত ইহুদি জাতির মুক্তি নেই, জীবন উৎসর্গ করলেন তিনি সেই মুক্তিপথের সন্ধানে। তাঁর উদ্যোগে ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বাস্‌ল্‌ নগরে সারা জগতের ইহুদিদের (World Jewry) একটি মহাসম্মেলন হয়, সেই সম্মেলনে জিয়নিজ্‌ম্‌ বা ইহুদি জাতীয়তার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হ'ল এইরূপ: প্যালেস্টাইনে ইহুদি জাতির একটি 'নিজস্ব বাসভূমি' (homeland) সৃষ্টি করাই জিয়নিজ্‌ম্‌-এর লক্ষ্য। বাস্‌ল্‌ সম্মেলনের প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র-স্থাপনের কল্পনা যে কোনদিন বাস্তবরূপে দেখা দেবে একথা সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি, এমন কি ইহুদিরাও নয়—কেবল একজন ছাড়া, তিনি হারজ্‌ল্‌। তিনি বলেছিলেন, আজ সবাই হাসবে বটে, কিন্তু একদিন আসবে, তা সে পাঁচ বছর পরে হোক কি পঞ্চাশ বছর পরে হোক, যখন তারা সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য হবে।

১৯০৫ সালে রাশিয়ায় দীর্ঘবিলম্বিত বিপ্লব জেগে উঠেছিল, অবশ্য সে বিপ্লব কঠোর হস্তে দমন করা হ'ল। তারপর সেই জাতীয় জাগরণের জন্য যথারীতি ইহুদিদের দায়ী করে পোগ্রোম চলতে লাগল, বীভৎস হত্যাকাণ্ড ধ্বংস লুঠ, যার খবর দেশে দেশে ছড়িয়ে সারা বিশ্বকে দিয়েছিল স্তম্ভিত করে। এই প্রচণ্ড জুলুমের পিছনে ছিল প্রত্যক্ষ সরকারি সমর্থন। অবস্থা দেখে মহামতি টলস্টয় এমনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে স্বয়ং জার ও মন্ত্রী প্লেভির বিরুদ্ধে তাঁর জলন্ত লেখনী-মুখে ধিক্কারধ্বনি তুলতে তিনি এতটুকুও সংকোচ করেন নি।

তখন শুরু হ'ল নিষ্ক্রমণ, রাশিয়া পোল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইহুদিদল বহু ক্লেশে বেরিয়ে পড়ে কখনো পদযাত্রায় কখনো জলপথে

প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করল। প্যালেস্টাইনের মালিক ছিল তুর্কী, তাদের কাছে কোন বাধাই পায় নি ইহুদিরা। সেখানকার স্থায়ী ইহুদি বাসিন্দারা ছিল আরবদের মত নিঃস্ব, অজ্ঞ, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ, জীবনযাত্রার প্রণালীও ছিল আরবদেরই মত, তাদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকত। ভূস্বামী ছিল আরব 'এফেন্দি' বা রইসরা। তারা 'ইহুদি-স্বর্গে'র লোভে ঊষর নীরস জমি ইহুদিদের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে প্যালেস্টাইনে তাদের কলোনি স্থাপনে সহায়তাই করেছিল। আগন্তুক ইহুদিরা চাষবাসে ছিল অনভ্যস্ত, বর্গাদার-রূপে আরবরা প্রথম দিকে তাদের জমি চাষ করত বটে, কিন্তু অল্পকালমধ্যে তারা বিপুল উদ্যম অধ্যবসায় সহকারে কৃষিকর্ম শিখে নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক ইহুদি প্রতিষ্ঠান হয়েছিল তাদের সহায়, আমেরিকান ইহুদিদের অর্থানুকূল্যে প্যালেস্টাইনের ঊষর জমি সার প্রয়োগে উর্বর করে তারা সেখানে উন্নত ধরনের কৃষির প্রবর্তন করেছিল। এইরূপে ইহুদিদের যে বিত্তশালী স্বতন্ত্র গোষ্ঠী-সমাজ গঠিত হ'ল তার সঙ্গে দীনদরিদ্র আরবদের ব্যবধান আকাশ-পাতাল, ফলে শ্রেণীবিরোধের পূর্বাভাস-রূপে আরব প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। ক্ষেত থেকে ইহুদিদের শস্য কেটে নেওয়া, এমনি সব ছ্যাঁচড়া উপদ্রব চলল বটে, কিন্তু গুরুতর কোন হাঙ্গামা হতে পারে নি, তার কারণ তুর্কী সুলতানের শাসকেরা শোষক হলেও ইহুদি উৎসাদনে তাদের একটুও সমর্থন ছিল না।

যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল (১৯১৪) প্যালেস্টাইনে ইহুদি-সংখ্যা তখন পঞ্চাশ হাজার অতিক্রম করে নি, কিন্তু তারা সকলেই জিয়নিজম্-এর রুদ্রমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আত্মরক্ষা করে চলেছিল। সংগ্রামে তুর্কী তখন মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানির সঙ্গে যোগ দিয়েছে, তুর্কীর রাজ্য আক্রমণ করল ইংরেজ গ্যালিপলি ও মেসোপটেমিয়ায় অভিযান প্রেরণ করে। উভয় রণক্ষেত্রেই ইংরেজের শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল। এই বেগতিক অবস্থায় বৃটেনকে কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিতে হ'ল। স্বাধীনতা-দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আরবদের তারা তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার প্ররোচনা দিল। আরব বিদ্রোহী দল গঠিত হ'ল এবং সাধ্যমত তারা মেসোপটেমিয়া সিরিয়া প্যালেস্টাইন প্রভৃতি স্থানে রেল-লাইন উড়িয়ে স্যাবটেজ বা অন্তর্ঘাতী কার্যও করেছিল। কিন্তু জার্মানিতে ইহুদিরা তখন নিজের দেশের সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশপ্রেমিকের আদর্শ অনুসরণ করে

চলেছিল। শত্রু-শিবিরে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজ এখন জিয়নিজ্‌ম্‌-এর টোপে জার্মান-ইহুদিদের বঁড়শিতে গাঁথবার একটা জবর ফন্দি করল। জিয়নিজ্‌ম্‌ আন্দোলনের অধিকর্তা ডক্টর চাইম্‌ ওইজ্‌ম্যান ছিলেন একজন জার্মান-ইহুদি, ইংলণ্ডে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধকালীন বৈজ্ঞানিক-কার্যে ইংরেজকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বারবার দাবি জানিয়েছিলেন প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনে সাহায্য করবার জন্য, এখন তাঁর সেই দাবি মঞ্জুর করবার সময় এল। ইংলণ্ডের মন্ত্রী লর্ড ব্যালফোর একটি ঘোষণা করে প্যালেস্টাইনে ইহুদি-রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দান করলেন (১৯১৭)। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'ব্যালফোর ঘোষণা'র (Balfour Declaration) মূল্য ইহুদিদের কাছে ছিল ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক সনন্দ 'ম্যাগনা চার্টা'-রই সমতুল্য। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই ঘোষণা দ্বারা ইংরেজরা চেয়েছিল ইহুদি জাতির সমুদ্ধরণ তেমন নয়, যেমন জার্মান-ইহুদিদের স্বদেশের প্রতি আনুগত্যের বিনষ্টি এবং প্যালেস্টাইনে তুর্কীর বিরুদ্ধে ইহুদি-বিদ্রোহের সৃষ্টি।

ইংরেজের এই চতুর দাবার চাল আখেরে কিন্তু প্রচুর অনর্থের সৃষ্টি করেছিল, সে কথা পরে বলছি। দু'হাজার বছর পর আরবদের বুকের ওপর বিদেশ থেকে আগত ইহুদিদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠন স্বভাবতই বাহুবল ছাড়া অন্য কোন যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। এ কথা ঠিক, যেমনধারা নির্যাতন এযাবৎ ভোগ করে এসেছিল ইহুদিরা তাতে তাদের একটি স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবি অসংগত নয়, তবে আরবদের পুরুষানুক্রমিক ভিটাতেই যে সেই বাস-ভূমির প্রতিষ্ঠা করতে হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু জিয়নিজম্‌-এর কর্ণকুহরে তখন প্রভু-ঈশ্বরের বাণীই নিরন্তর বেজে উঠছিল :

> "ভূমি চিরদিনের জন্য বিক্রি করা চলবে না ; কেন না জমি আমার ; তোমরা বিদেশী আগন্তুক মাত্র। তোমাদের দখলি জমির জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হবে" (Leviticus 25)।

তাঁর এই কথাগুলি শুনল তারা :

> "আমিই তোমাদের প্রভু-ঈশ্বর, মিশর থেকে তোমাদের নিয়ে এসেছি আমি, তোমরা যেন আর দাস হয়ে না থাক ; জোয়ালের বন্ধন মুক্ত করেছি তোমাদের, তোমরা যেন উঁচু হয়ে চলতে পার" (Leviticus 26)।

ইহুদি জাতির ভাগ্যবিধাতার এই সুস্পষ্ট নির্দেশকে জপমন্ত্র করে তারা তাদের ধর্মান্ধ দৃষ্টি শুধু প্যালেস্টাইনের ওপর নিবদ্ধ করে রেখেছিল। বস্তুত ইউগ্যাণ্ডা বা অন্যত্র কোথাও তাদের বসতি স্থাপনের প্রস্তাব ইংরেজ ইতিপূর্বে করেছিল, কিন্তু সে প্রস্তাবে তারা রাজী হয় নি। স্মরণ রাখতে হবে, আরব-স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির আওতায় প্যালেস্টাইনও পড়ে, যেহেতু আরবরাই সে দেশের প্রকৃত অধিবাসী। এই পরস্পরবিরোধী প্রতিশ্রুতি-দানের ফলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইনে নানান অশান্তি দেখা দিয়েছিল।

ইংরেজদের প্রতিশ্রুতি-দান সম্বন্ধে ভারতের কোন বড়লাট বলেছিলেন : যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় কর্ণে, হৃদয়ে তাকেই ভাঙা হয় আছাড় মেরে। আরব ও ইহুদি উভয়েই প্রতিশ্রুতি পেল, কিন্তু ইতিমধ্যে বৃটেন ও ফ্রান্স একটি গোপন চক্রান্ত করে সমগ্র মধ্য-প্রাচ্য উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগির ব্যবস্থা করেছিল। রাশিয়ায় বলশেভিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর জারের বিবিধ কাগজ-পত্রের সঙ্গে উক্ত শক্তিদ্বয়ের মধ্যে মধ্য-প্রাচ্য বণ্টনের একটি গোপন চুক্তিনামা আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার নাম 'সাইক্‌স-পিকট চুক্তি' (Sykes-Picot Agreement), বলশেভিকরা সেই চুক্তিপত্রখানা প্রকাশ করে দিয়েছিল ইংরেজদের বিব্রত করবার জন্য। যুদ্ধোত্তর কালে কার্য হয়েছিল অনেকটা এই চুক্তিমতই : ব্যালফোর ঘোষণা চুলোয় গেল, জাতি-সংঘের সনদ (mandate) নিয়ে ইংরেজ বসল প্যালেস্টাইনে আর ফ্রান্স সিরিয়ায়। আর আরব-স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হ'ল, কয়েকটি তাঁবেদার আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, যে-সব রাজ্য ছিল নামমাত্র স্বাধীন, আর তাদের রাজারা ছিল ইংরেজের করপুত্তলি।

'লীগ অফ নেশনস্' থেকে সনদ নিয়ে ইংরেজদের প্যালেস্টাইনকে আপন দখলে রাখবার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ : সাম্রাজ্যের জীবনসূত্র সুয়েজ খালে বৃটিশ প্রভুত্ব রক্ষা, আর আরব তৈল কবলিত করা। আরব রাজ্যসমূহের নৃপতিরা ছিলেন ইংরেজের অর্থানুকূল্যে আরাম-বিরামের সুখসুপ্তি মগ্ন, এফেন্দিদের-কাজ ছিল প্রজা-শোষণ, আর কোনমতে জীবনযাত্রা নির্বাহই ছিল অসহায় অজ্ঞান প্রজাদের একমাত্র চিন্তা। কিন্তু প্যালেস্টাইনের অবস্থা হয়েছিল ভিন্নরূপ। এখানে ইংরেজরা ইহুদি বা আরব কাউকেই সন্তুষ্ট করতে

পারে নি। প্রথম দিকে ইহুদিরা দলে দলে বিনা বাধায় ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ থেকে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করতে পেরেছিল, কিন্তু তাদের আগমনকে আরবরা প্রীতির চক্ষে দেখে নি। আমেরিকান ধনকুবেরগণ কর্তৃক অজস্র অর্থদানের ফলে নবাগত ইহুদিরা দেশের কৃষি-প্রণালী ও শস্য উৎপাদনের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল, অসংখ্য বৃক্ষরোপণ করেছিল, অবক্ষয় রোধ করে ভূমিকে শস্যশ্যামল করে তুলেছিল, কিন্তু এসব সত্ত্বেও একদিকে আরবদের হীনমন্যতা, অপর দিকে শিক্ষাভিমানী আগন্তুকদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও উচ্চ মানের জীবনযাত্রা দুই জাতির মধ্যে ব্যবধানকে গভীরতর করে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করল যা সহাবস্থানের একান্তই পরিপন্থী। 'ব্যালফোর ডিক্লারেশন' আরবদের মনে গভীর অসন্তোষ জাগিয়েছিল, যার উপশম ঘটে নি সেই ঘোষণা কার্যত প্রত্যাহৃত হবার পরও। প্যালেস্টাইন শুধু ইহুদিদের নয়, খৃস্টান ও ইসলামেরও তীর্থক্ষেত্র। এখানকার পুণ্যভূমিতে যিশু খৃস্টের জন্ম ও খৃস্টধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। আবার এখানেই জেরুসালেম নগরে প্রাচীনকালে রোমানগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত 'বৃহৎ ইহুদি-মন্দিরে'র ওপরে খালিফ ওমর তাঁর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দিরের একটি ভগ্ন প্রাচীরের গায়ে ইহুদিরা চিরকাল কপাল ঠুকে বিলাপ করত, যার জন্য ওই দেয়ালের নাম হয়েছিল Wailing Wall। ১৯২৯ সালে জেরুসালেমের মুফ্‌তি অল্‌ হুসেইনি ইহুদিদের এই দেয়ালের গায়ে কপাল ঠোকার একটি অদ্ভুত চিত্র আরবদের মধ্যে বিতরণ করে এই কথা প্রচার করলেন যে ইহুদিরা ওমরের মস্‌জিদ অপবিত্র করেছে। দাঙ্গা বাধল, যেরূপ দাঙ্গা আমরা বাংলা দেশে দেখেছি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে। এরকম দাঙ্গা পূর্বেও হয়ে গেছে, কিন্তু মুফ্‌তির প্ররোচনায় এবারকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটি বিরাট হত্যাকাণ্ডে পরিণত হ'ল, যেমনটি পূর্বে কখনো হয় নি। কমিশন বসল, আরবদের দোষী সাব্যস্ত করা হ'ল, কিন্তু সকল নষ্টের মূল 'ব্যালফোর ডিক্লারেশন' সম্বন্ধে এতটুকু উচ্চবাচ্য করা হ'ল না।

১৯৩৩ সালে জার্মানিতে হিটলার ও নাৎসিগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। ভার্সাই সন্ধির নিষ্পেষণে জার্মান জাতির প্রাণ তখন কণ্ঠাগত, এই দুর্দিনের মধ্যেই হয়েছিল হিটলারের আবির্ভাব। আশাহত নির্জীব জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি যেসব জিগির তুলে, তার একটি হ'ল আর্য-তত্ত্ব, অর্থাৎ

জাতিসমূহের মধ্যে আর্য জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ, এই বর্ণাভিজাত্যের জিগির। জার্মানি দার্শনিকের দেশ, দর্শন-সমুদ্র মন্থন করে অমৃত উঠেছে সেখানে, আবার হলাহলও উঠেছে। এমনি হলাহলেরই উৎসারণ দেখতে পাই আমরা দার্শনিক নিটশে (Nietzsche)-র এই দম্ভোক্তিটির মধ্যে : "I teach you the Superman. Man is a thing to be surmounted. What is ape to a man? A jest or a thing of shame. So shall man be to Superman—a jest or a thing of shame." বর্ণশ্রেষ্ঠ অতি-মানব হবে অন্য জাতীয় মনুষ্যের অধিকর্তা, যেমন মনুষ্যেতর জাতির অধিকর্তা মানুষ, আর সেই অতি-মানবই ইউরোপীয় আর্য ওরফে জার্মান জাতি—উদগ্র শক্তিকামনার এই আদর্শকেই হিটলার বাস্তব রূপ দিতে চাইলেন স্বগৃহে অ্যান্টিসেমিটিজ্‌ম্ প্রচার করে। খাঁটি জাতিবর্ণমূলক বিদ্বেষ জার্মানির এই অ্যান্টিসেমিটিজ্‌ম্, দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর তার প্রতিষ্ঠা, যেমন সর্বনাশা দ্বিজাতি-তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছিল। এই তিক্ত বিদ্বেষ জার্মান-ইহুদিদের অতিমাত্র ভয়াকুল করে তুলেছিল। ইহুদি-সম্প্রদায় জার্মানির জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবেই মিশে গিয়েছিল, প্রথম মহাযুদ্ধে তারা জার্মান সেনাদলে যোগ দিয়ে স্বদেশপ্রেম প্রদর্শনে ত্রুটি করে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন তাদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ আনা হ'ল যে তারা বিশ্বাস-হন্তারক পঞ্চম বাহিনী, এবং সেই সঙ্গে শুরু হ'ল তাদের ওপর নানান জুলুম। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে ইহুদি-নিগ্রহের তালিকা এইরূপ : ২০০ সিনাগগ দহন, অসংখ্য ইহুদি দোকানপাট লুঠ, খুন, প্রহার, ২০০০০ ইহুদি গ্রেপ্তার। মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাসমূহের পুনঃপ্রবর্তন হ'ল। ইহুদি জাতির ওপর বিশেষ জরিমানা ধার্য হয়েছিল ২৫ কোটি টাকা; ব্যবসা ও কারিগরিকার্য নিষিদ্ধ করা হ'ল; ইহুদি ছেলেমেয়েদের সাধারণ স্কুলে ভর্তি ও পার্কে প্রবেশ বন্ধ করা হ'ল; প্রত্যেক ইহুদিকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত ব্যাণ্ড বাহুতে পরতে বাধ্য করা হ'ল। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থায় ইহুদিদের জার্মানিতে অবস্থান অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। দলে দলে তারা নানান দেশে চলে গেল, অনেকে এল প্যালেস্টাইনে। এই নূতন ইহুদির আগমনের দরুন আরব জনমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তারা হরতাল করে বিক্ষোভ প্রকাশ করল। ১৯২৯ সালের সেই ভীষণ হাঙ্গামার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা দিল।

ইংরেজ বিষম ভয় পেয়ে গিয়েছিল। খাল কেটে এখানে ইহুদি-কুমীর এনেছে তারাই, এখন নতুন আমদানি বন্ধ করে সেই পুরনো কুমিরগুলোকে তারা জু-গার্ডেনের শ্বেতপাথরে-বাঁধা চৌবাচ্চার অবরোধ মধ্যে রাখাই শ্রেয় মনে করল। ইহুদির প্রতি পূর্বপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে আরবদের তোষণের জন্য তারা প্যালেস্টাইনে ইহুদি প্রবেশ এবং সেখানে তাদের ভূমিক্রয় একেবারে বন্ধ করে দিল। কিন্তু ইহুদি-জগৎ এই ব্যবস্থাকে মেনে নিল না, গোপন অনুপ্রবেশ দস্তুরমত চলতে লাগল, ফলে আরবদের সঙ্গে সংঘর্ষের মাত্রাও বৃদ্ধি পেল। আগন্তুক ইহুদিরা ছিল সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সামাজে বর্ধিত, 'ঘেটো'-জীবন ছেড়েছে তারা অনেকদিন, নীরবে উৎপীড়ন সহ্য করবার মানুষ তারা ছিল না। আরবদের হামলার জবাবে তরুণ ইহুদিরা গঠন করল সন্ত্রাসবাদী দল, যার ক্রিয়াকলাপ শুধু আরবদের বিরুদ্ধেই সীমিত ছিল না, প্রয়োজনমত শাসক ইংরেজদেরও নাজেহাল করে ছাড়ত। নানান উপায়ে প্যালেস্টাইনে অস্ত্র পাচার করা হ'ত ইউরোপ, বিশেষ করে আমেরিকা থেকে। জাহাজে বড় বড় মাল এমন-কি স্টিম রোলারের মধ্যে রাইফেল, গুলি, প্রভৃতি আমদানি হতে লাগল। সেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ইহুদিরা আরববস্তি আক্রমণ করত, সশস্ত্র ইংরেজ-ছাউনিতে হানা দিত। এমনি একটি গুপ্ত সমিতি ছিল 'মেক্‌কাবি দল'। প্রাচীনকালে প্যালেস্টাইনে গ্রীক টোলেমিদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে জুডাস মেক্‌কাবিয়াস্ (Judus Maccabeus) নামে জনৈক ইহুদি নেতা বিদ্রোহ করেছিলেন, এবং ক্রমাগত খণ্ডযুদ্ধ দ্বারা গ্রীকদের বিতাড়িত করে সাময়িকভাবে ইহুদি-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইহুদিগৌরব জুডাস মেক্‌কাবিয়াস্-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শত্রুকুল উন্মূল করবার উদ্দেশ্যে সেই মহাবীরের নামেই সন্ত্রাসবাদী দল তাদের গুপ্ত সমিতির নামকরণ করেছিল।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল। পূর্বে বলেছি, জার্মানিতে ইহুদিদের প্রতি ভীষণ জুলুম হয়েছিল, এবার তাদের সকলকে জড়ো করে বৈদ্যুতিক তার-দিয়ে-ঘেরা বিভিন্ন 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে' ভরে রাখা হ'ল। সেখানে আরম্ভ হ'ল বন্দীদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, জাতিকে-জাতি নির্মূল করবার উদ্যোগ, যাকে বলে 'জেনোসাইড'। যন্ত্রের মতই বাঁধা-ধরা নিয়মে উদ্যোগী কর্মকর্তাদের সুদক্ষ পরিচালনাধীনে চলতে লাগল এই নৃশংস ধ্বংসলীলা,

প্রথমে রাইফেলের গুলিতে খুন, কিন্তু এই পদ্ধতি লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির গোটা একটা জাতিকে বিনাশ করবার উপযোগী নয়। তাই জার্মান বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা ইহুদি-নিধনের নতুন উপায় উদ্ভাবন করল। চার দিক ইস্পাত দিয়ে বন্ধ বিশেষ রকমের অসংখ্য লরি তৈরি হ'ল, তার মধ্যে ইহুদিদের ভরে যাত্রাপথে গ্যাস-প্রয়োগে তাদের ভবযন্ত্রণা দূর করা হ'ত। তারপর লরি শ্মশানে পৌঁছলে ইলেকট্রিক ক্রিমেটোরিয়ামে তাদের শবদেহের সদ্গতি হ'ত। কিন্তু এই প্রণালীও অগণিত ইহুদির ধ্বংসকার্যকে তেমন ত্বরান্বিত করতে পারে নি, যেমন দ্রুত সমাধা তারা চেয়েছিল। তখন আউস্‌উইজ বেলসন প্রভৃতি স্থানে বৃহৎ সৌধ নির্মিত হ'ল, সেগুলি বন্দীশিবির, নির্মাণকার্যে বড় বড় ইঞ্জিনীয়র নিযুক্ত হয়েছিল। আউস্‌উইজের দু' মাইল দূরে বার্কেনিউ নামক স্থানে 'গ্যাস-চেম্বার'-যুক্ত গৃহ তৈরি হ'ল, চারদিকে বৃক্ষপরিবেষ্টিত রম্য পুষ্পো-দ্যানের মাঝখানে বিরাট অট্টালিকার অভ্যন্তরে ছিল সারি সারি ঘর, বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা—'শৌচাগার'। আসলে এগুলিই ছিল গ্যাস চেম্বার। বন্দীশিবির থেকে দলে দলে ইহুদিদের এখানে লরি করে নিয়ে আসা হ'ত স্নানের জন্য; কাপড়-চোপড় চশমা প্রভৃতি খুলে রেখে তাদের 'শৌচাগারে' যেতে বলা হ'ত। অনেকেই তারা বিমূঢ় হতভম্ব হয়ে যেত, যন্ত্রচালিতের মতই স্নানাগারে প্রবেশ করত, আর যারা তা করত না তাদের মুগুরের ঘায়ে বা চাবুক মেরে ঢোকানো হ'ত। সেখানে তারা দেখত সাবান বলে যা তাদের দেওয়া হয়েছে, সেটি সাবান নয় পাথর, আর কলের ঝরনায় একবিন্দুও জল নেই। বিস্ময় কেটে যাবার পূর্বেই তারা পায় গ্যাসের গন্ধ, স্নানাগারের মধ্যে তখন গ্যাস প্রবেশ করতে শুরু হয়েছে। দম বন্ধ হয়ে আসে তাদের, হাত-পা ছুঁড়তে থাকে তারা। দরজা আগেই বন্ধ করা হয়েছে, তারা প্রাণপণ আঘাত করে দরজা ভাঙবার জন্য। দশ পনর মিনিট—তারপর সব শেষ। সঙ্গে সঙ্গে চেম্বার খালি করে নতুন বলির আয়োজন। যান্ত্রিক পদ্ধতিমতই অতি অল্প সময়ে মৃতদেহগুলি সংলগ্ন ক্রিমেটোরিয়ামে চালান যেত। কয়েকটি স্থানে এই ধরনের গ্যাস-চেম্বার ও ক্রিমেটোরিয়াম প্রস্তুত হয়েছিল, সেখানে আধ ঘণ্টায় দু' হাজার, স্থানবিশেষে এমন-কি দশ হাজার ব্যক্তিকেও অনায়াসে ফৌত করে ভস্মসাৎ করা হ'ত। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ—আবালবৃদ্ধবনিতা ষাট লক্ষ ইহুদির জীবননাশ

হয়েছিল এমনি নৃশংস ভাবেই। যুদ্ধে পরাজয় যতই নিশ্চিত হয়ে এগিয়ে আসছিল, ধ্বংসের গতি যেন ততই বর্ধিত হচ্ছিল, উদ্দেশ্য ছিল বোধ করি এই যে, একটিমাত্র ইহুদিও যেন জীবিত থেকে জার্মানির এই পাশবিক কার্যের সাক্ষ্য দিতে না পারে। ইহুদি-জীবনকে কানাকড়ির মূল্যও দেয়নি আর্য-সভ্যতাভিমানী জার্মান জাতি, কিন্তু 'ইহুদি স্বর্ণে'র দাম তারা ভোলে নি, নিয়মিতভাবে শবদেহ থেকে সোনার আংটি খুলে সোনার দাঁত তুলে, সেই সোনা সরকারি তহবিলে জমা দিয়েছে! *

এই নাটের অন্যতম গুরু ছিল অ্যাডল্‌ফ আইকম্যান, আর্জেন্টিনার আশ্রয় থেকে যার অপহরণ এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদি আদালতে সম্প্রতি যার বিচার ও ফাঁসি বিশ্বময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। বিচারে জেনোসাইডের সকল তথ্যই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু অনাসক্ত দৃষ্টিতে দেখলে শুধু আইকম্যান ও তার মত করিতকর্মা ব্যক্তিরাই নয়, জার্মানির শিক্ষিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেককেই এই অচিন্তনীয় অপকীর্তির সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সমর্থনের জন্য দায়ী করতে হয়। ইতিহাসকে বিকৃত করে, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দর্শন ও বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে, জার্মান প্রজ্ঞা আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের অলীক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল। ইতিহাসে আর্য ও সেমেটিক জাতিদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের মূলে জাতিভেদ নয়, জঙ্গম জগতে পরাক্রান্ত শক্তির সম্প্রসারণের প্রয়াসই সংঘর্ষের

---

* এই ভূমিকায় বর্ণিত গ্যাস-চেম্বারের বিবরণসহ আরও কয়েকটি বৃত্তান্ত Leon Uris প্রণীত *Exodus* গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বইখানা উপন্যাস, কিন্তু আখ্যায়িকার পটভূমিতে ইহুদি জাতির নবজাতকের ইতিহাস যথার্থ-রূপে বলা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেছেন, "Most of the events...are a matter of history and of public record"। যুদ্ধাবসানে তদন্তকালে গ্যাস-চেম্বারের সকল গোপন রহস্যই প্রকাশ পেয়েছে, আউস্‌উইজ্‌ বেলসন প্রভৃতি স্থানের চেম্বারগুলিও সেই গর্হিত অপকর্মের সাক্ষ্য দিয়েছে। জার্মানি, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে ছিল লক্ষ লক্ষ ইহুদি, তারা সব অন্তর্হিত হয়েছে, সারা পশ্চিম ইউরোপ এখন প্রায় ইহুদিশূন্য। বিচারকালে আইকম্যানের অনুতপ্ত স্বীকারোক্তি এই নৃশংস জেনোসাইডকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছে। তার সুদীর্ঘ বিচারের উদ্দেশ্য যদি প্রোপাগ্যাণ্ডাই হয়, তা হলেও একথা বলতে বাধা নেই যে বলবান কর্তৃক দুর্বলের নিগ্রহ, জাতি-বর্ণ-ধর্মের পরস্পর বিদ্বেষ যা চলে এসেছে সর্বদেশে সর্বকালে, তার বীভৎস পরিণতি, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু সম্বন্ধে বিশ্বমানবকে সতর্ক করে দিয়ে এই প্রোপাগ্যাণ্ডা ইতিহাসের একটি কালোচিত প্রয়োজনকে সার্থকভাবেই মিটিয়েছে।

কারণ। দীর্ঘকাল বিবদমান পারসীক ও গ্রীক উভয়েই ছিল আর্য জাতি, একের অপরের ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্যই তাদের লড়াই। আবার আসিরীয়, ব্যাবিলোনীয় ও হিব্রু জাতিসমূহ সকলেই সেমাইট, কিন্তু আসিরীয় ও ব্যাবলোনীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল তাদেরই স্বগোত্রীয় ইহুদিরা, তাদের হয়েছিল ব্যাবিলনে নির্বাসন, আর তাদের পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূত হলেন পারস্যসম্রাট সাইরাস যিনি ছিলেন একজন আর্য। এই কি আর্য-সেমেটিকের অহি-নকুলের সম্বন্ধ ?

যুদ্ধকালে জার্মানিতে ইহুদি-মেধ যজ্ঞের কথা প্যালেস্টাইনে তাদের স্বজাতীয়দের কাছে পৌছেছিল। প্যালেস্টাইনে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে ইহুদিদের ক্ষোভের অন্ত ছিল না, কিন্তু জার্মানরাই ইহুদিজাতির পরম শত্রু, তাই তারা ইংরেজকে এখন বিব্রত না করে জার্মানির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ-ব্যাপারে তাদের সাহায্যদানের সংকল্প করল। সন্ত্রাসবাদী দলসমূহ তাদের আক্রমণাত্মক কার্য বন্ধ করল, ইহুদিরা দলে দলে ইংরেজের সাহায্যার্থে সৈন্যদলে যোগ দিতে লাগল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আরবদের তুষ্টিবিধানের জন্য বৃটিশ কূটনীতির প্রয়োগে এমন দুটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, মানবতার লজ্জাস্বরূপ যা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কলঙ্কের ছাপ এঁকে রেখেছে। স্ট্রুমা নামে একটি জাহাজ ইউরোপ থেকে পলাতক আট শ' ইহুদি নিয়ে ড্যানিয়ুব নদী ভাটিয়ে কোনমতে ইস্তাম্বুল এসে পৌছেছিল। পলাতকদের আশা ছিল, তারা প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করবার অনুমতি পাবে। কিন্তু ইংরেজ তাদের সর্বতোভাবে নিরাশ করল, তাদের কূটনৈতিক চাপে তুর্কীরা জাহাজখানাকে প্যালেস্টাইনে যেতে না দিয়ে ঘুরিয়ে বস্‌ফোরাসের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণসমুদ্রে ছেড়ে দিল। জীর্ণ পঞ্চাশ ফুট লম্বা নৌকা, খাদ্য নেই জল নেই, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গিত সমুদ্রে অসহায় অবস্থায় স্ট্রুমার সলিলসমাধি হ'ল। সাত শ' নিরেনব্বুই জন মরল, বাঁচল একজন। অনুরূপ অবস্থায় প্যাট্রিয়া নামে আর একটি জাহাজ দু-হাজার আশ্রয়ার্থী সহ প্যালেস্টাইনের তীরভূমির অনতিদূরে জলমগ্ন হয়েছিল। শত শত রেফিউজি ডুবে মরেছিল।

প্যালেস্টাইনের ইহুদিরা প্রাণপণে ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল, এমন কি টিউনিসিয়ায় তারা একটি আত্মঘাতী দল (suicide squad) গঠন করেছিল জেনারেল রোমেলের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য। ইতালী, গ্রীস,

ক্রীট, নেদারল্যাণ্ড সর্বত্রই তারা লড়েছিল। যুদ্ধে ইহুদি নারীরাও অংশ-গ্রহণ করেছিল, হ্যানা সেকেল নামে একটি নারীর আত্মবলি চিরস্মরণীয়। এই মেয়েটিকে হাঙ্গেরিতে প্যারাসুটে করে নামিয়ে দেওয়া হয়, গুপ্ত সামরিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য। সে ধরা পড়ল, নাৎসিদের হাতে অসহ্য নির্যাতন ভোগ করেও কোন গোপন তথ্য ফাঁস করে নি। শেষে তাকে শহিদের মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল।

যুদ্ধোদ্যমে সাহায্যের প্রতিদান-রূপে স্বরাষ্ট্র লাভের স্বপ্ন সফল হবে বলেই ইহুদিরা আশা করেছিল, কিন্তু যুদ্ধান্তে দেখা গেল স্বাধীন রাষ্ট্র দূরে থাক, আরব-ইহুদি বিরোধেও ইংরেজ ইহুদিকেই পূর্ববৎ কোণঠাসা করে রাখতে চায়। আরবরা কিন্তু ইহুদিদের মত মনে-প্রাণে ইংরেজের যুদ্ধজয় কামনা করে নি। ইংরেজের সপক্ষে তারা, বাইরে এমনি ভাব দেখালেও অন্তরে চাইত বিদেশীর বজ্র আঁটুনির গ্রন্থি থেকে স্বদেশের মুক্তি, এবং সেই মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করতেই জেরুসালেমের মুফ্‌তি জার্মানিতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধাবসানের পর তিনি যখন ফিরে এলেন, ইংরেজ তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে সাহস করে নি। পক্ষান্তরে প্যালেস্টাইনে ইহুদি-প্রবেশের নিষেধ-বিধান পালনের ত্রুটি দূর করবার জন্য কড়া রকমের বিধিব্যবস্থা করা হ'ল। কিন্তু এত সব উদ্যোগ আয়োজন সত্ত্বেও আমেরিকার পরোক্ষ সাহায্যে গোপনে দলে দলে ইহুদি পাচার চলতে লাগল। ইহুদিদের সংখ্যা এখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, দেশের বিভিন্ন অংশে ঘন বসতিপূর্ণ ইহুদি জনপদ গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে তেল্-আভিব একটি। দেশের প্রভূত উন্নতি করেছিল ইহুদিরা, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য, হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল, অনাথ আশ্রম, বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে আরবরা উপকৃত হয়েছিল সামান্যই। ইউরোপীয় আগন্তুকরা এখানকার বাসিন্দা ইহুদিদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাদের অভ্যাস প্রকৃতিও ভিন্ন। স্থানীয় ইহুদিরা ছিল আরবদের সমান স্তরের বা নীচু শ্রেণীর মানুষ, নবাগত ইহুদি-সম্প্রদায় কিন্তু শিক্ষায়, জ্ঞানে, সম্পদে, বুদ্ধিমত্তায় দীনদরিদ্র আরবদের বহু উর্ধ্বে। নিজের দেশে উচ্চশ্রেণীর বিদেশী জাতির এই প্রসার, তাদের স্বকীয় রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা স্বভাবতই আরবরা প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল আপ্রাণ চেষ্টার দ্বারা। কিন্তু বিগত যুদ্ধে ইহুদি-দের অস্ত্রবিদ্যা ও রণকৌশল শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল, তারা এখন বীরের জাতি

হয়ে উঠেছিল। তাই ইংরেজদের পূর্ণ সহায়তা পেয়েও আরবরা তাদের কাবু করতে পারে নি। ইহুদিরা হয়েছিল সংঘবদ্ধ, শক্তিশালী, এবং 'মেক্কাবি দল' আবার তাদের অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপ ও সন্ত্রাসকার্য আরম্ভ করল। জাতির গুরু মোজেসের এই কথাগুলি হ'ল তাদের জীবনের মূলমন্ত্র :

> "জীবন নিয়ে জীবন দেবে, চোখের বদলে দেবে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হস্তের বদলে হস্ত, পদের বদলে পদ…" (Exodus 21)

তারা ধরল তখন জোসুয়া সল্ ডেভিডের রক্তাক্ত পথ, পূর্বসূরী মেক্কাবি-দের শাণিত কৃপাণ। আজ হাইফা রিফাইনারিতে বিস্ফোরণ, মোসুল তৈলের পাইপ উৎপাটন, কাল ইংরেজ ছাউনি আক্রমণ, আরব পল্লী ধ্বংস, এই সব কার্যে ইংরেজ ও আরব উভয়েই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ইংরেজ পুলিস ও সামরিক কর্মচারীদের ব্যাপক হানা, ধরপাকড় চলতে লাগল, মেক্কাবি-দের বিচার হ'ল, অনেকে ফাঁসি গেল। কিন্তু এসব কাজের প্রতিক্রিয়া থেকে ইংরেজ রক্ষা পায় নি, এমন ছিল মেক্কাবিদের স্পর্ধা যে তারা একজন ইংরেজ বিচারককে অপহরণও করেছিল। প্যালেস্টাইনে ইংরেজদের অবস্থান হয়ে উঠল বিপজ্জনক, বেসরকারি ইংরেজদের স্বদেশে পাঠানো হ'ল। শাসন-কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিল। ১২০০০০ সৈন্য রাখতে হয়েছিল প্যালেস্টাইনে, যুদ্ধশেষে ইংরেজের ভগ্নপ্রায় অর্থনীতির মুব্জ পৃষ্ঠে এই বিরাট সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার পড়ল যেন শেষ তৃণখণ্ডের মত। অবস্থা এমন হ'ল যে ম্যাণ্ডেট বলে এখন আর প্যালেস্টাইনকে দখলে রাখা কিছুতেই সম্ভবপর রইল না।

অনেক চেষ্টাচরিত্র করেছিল ইংরেজ দুই জাতির মধ্যে আপস-মীমাংসা, আর নিজের সঙ্গে উভয়ের একটা বোঝাপড়া করতে, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। তখন হাল ছেড়ে দিয়ে ইংরেজকে রাষ্ট্রসংঘের শরণাপন্ন হতে হ'ল। ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রসংঘ একটি কমিটি প্রেরণ করল প্যালেস্টাইনে। ইহুদিরা স্বাগত জানাল, আরবরা করল প্রতিবাদ। তদন্ত করে কমিটি এই মত প্রকাশ করল যে প্যালেস্টাইনকে ইহুদি ও আরব এই দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করাই সংগত। ইতিহাস ইহুদিদের যেমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছিল তাতে বোধ করি দেশবিভাগ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ইহুদিরা এ প্রস্তাবে

সম্মত হ'ল, তবে নেগেভ মরুভূমি দাবি করল, আর আরবরা সরাসরি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। ১৯৪৭ সালের ২৭শে নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘে ভোট নেওয়া হ'ল, এবং ভোটের সংখ্যাধিক্যে দেশবিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। ভোটের ব্যাপারে আমেরিকা ও রাশিয়া দেশবিভাগ সমর্থন করেছিল, ইংরেজ ছিল নিরপেক্ষ।

দেশ বিভক্ত হ'ল ১৯৪৮ সালে। প্যালেস্টাইনের সমুদ্রতীরের অংশে ইহুদিদের ইসরায়েল রাষ্ট্র স্থাপিত হ'ল। অপরার্ধে জর্ডান নামে আরবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল। দেশবিভাগে সমগ্র আরব-জগৎ প্রচণ্ড বিক্ষোভে উদ্বেলিত হয়ে উঠল, 'আরব লীগে'র রাজ্যসমূহ নবপ্রতিষ্ঠিত ইসরায়েলের ওপর হানা দেবার উদ্যোগ করল। ইসরায়েলের অস্ত্রবল যত না হোক, আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ ছিল অপরিমিত। বেপরোয়া সাহসের বলেই পরিণামে তারা দেশরক্ষায় সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু জেরুসালেম নগরের অর্ধেক অংশ আরব নব-রাজ্য জর্ডানের অন্তর্ভুক্ত হ'ল।

দেশবিভাগের ফলে আরব উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সে সমস্যা আজও মেটে নি। দশ লক্ষ উদ্বাস্তু প্যালেস্টাইন ছেড়ে আরব দেশসমূহে এসেছিল, তাদের পুনর্বাসনের জন্য ইহুদিরা বিশেষ কিছু সাহায্য করে নি। এই সব বাস্তুহারা আরবদেশগুলির ভারস্বরূপ, যে-ভার বহন করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

এখন কায়েম হয়েই বসেছে ইসরায়েল। 'আরব লীগে'র উদ্যত হস্তকে প্রতিহত করতে চায় তারা আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপ দ্বারা, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে সুয়েজ খালের ব্যাপারে এবং সিরিয়ার প্রান্তদেশে বোমাবর্ষণে।

* * * *

একালের মত সেকালেও ইতিহাসই ইহুদি জাতিকে গড়ে তুলেছিল, জাতি কিন্তু কোন ইতিহাস সৃষ্টি করে নি। প্রাচীন যুগে ইতিহাসের সেতু ছিল প্যালেস্টাইন, এক দিকে মিশর অন্য দিকে ব্যাবিলোনীয় জগৎ, এই দুই সভ্যতার যোজকরূপেই প্যালেস্টাইনে দেখা দিয়েছিল হিব্রু জাতির সংস্কৃতি, যার বুকে রয়েছে উভয়েরই ভৃগুলাঞ্ছনা। প্যালেস্টাইনে আসিরিয়া মিশর ও ব্যাবিলনের যুদ্ধাভিযান, গোটা জাতিকে দেশান্তরে প্রেরণ, 'হারানো দশ গোষ্ঠী', বদ্ধাবস্থায় ব্যাবিলনে নির্বাসন—এমনি সব নির্যাতনের মধ্য দিয়ে

হয়েছে হিব্রুদের ঐতিহ্যের রূপায়ণ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হিব্রু জাতির প্রাচীন জীবন, এবং তার জীবনের চেয়েও প্রিয় বিগত কালের মহিমা-সমুজ্জ্বল ঐতিহ্য। আমার রচিত 'প্রাচীন মিশর' ও 'প্রাচীন ইরাক'-এর সঙ্গে এই বইখানা যোগ দিয়ে পশ্চিম প্রাচ্যভূমির সুমহান সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি স্থূল রেখাচিত্র পাঠকের সামনে ধরা হয়েছে, এবং সে হিসাবে 'প্রাচীন প্যালেস্টাইন' উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের পরিশিষ্ট। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, এ একখানা স্বয়ংপূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ, পরিশিষ্ট নয়। কারণ, হিব্রু জাতি স্বতন্ত্র, তার ইতিহাস স্বতন্ত্র, এবং এই মহীরুহ তার বিস্তৃত শিকড়গুলি দিয়ে বিদেশ বিভুঁয়ের রসগ্রহণ করলেও, পৃথকভাবে তার আলোকচিত্রকে দেখলে তবেই তার পত্রপুষ্পের বর্ণাঢ্য রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া, ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থার পটভূমিকায় মানুষের ধর্ম-বিবর্তন কিরূপ স্বচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হয়েছে তারই একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট অক্ষরে জাজ্জ্বল্যমান, যেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না, সেই জন্যেই ইহুদি-ইতিবৃত্তের একটি স্বতন্ত্র বিশেষ মূল্যও রয়েছে।

আমার শেষ বক্তব্য এই গ্রন্থের নাম সম্বন্ধে। 'ইসরায়েল' শব্দটি প্রাচীন-কালে দুই অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 'ইসরায়েল' ও 'জুডা' ছিল দেশের দুটি অংশ, ইসরায়েল উত্তরে, জুডা দক্ষিণে। স্বতন্ত্র দুই গোষ্ঠী অধ্যুষিত এই দুই অঞ্চলে কালক্রমে দুটি বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভৌগোলিক অর্থে ইসরায়েল ছিল প্যালেস্টাইনের একটি অংশ, কিন্তু অন্য অর্থে শব্দটি একই ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত বিবিধ গোষ্ঠীসমষ্টিকে বোঝায়। এই দ্ব্যর্থ-বোধের জটিলতাকে পরিহার করবার উদ্দেশ্যে সুপরিচিত প্যালেস্টাইনের নামেই গ্রন্থটির নামকরণ সংগত মনে করেছি।

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিষয়-সূচি

চিত্রসূচি

॥ এক ॥

প্রত্নতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক :
আদিযুগের দেশ ও দেশবাসী

আরব মরুভূমির মাথার ওপর ইন্দ্রনীলখচিত মুকুটের মত যে অনতি-প্রশস্ত শ্যামল ভূখণ্ড পারস্য-উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই 'উর্বর অর্ধ-চন্দ্রে'র (Fertile Crescent) পশ্চিম প্রান্তে ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে প্যালেস্টাইন-দেশ অবস্থিত—এখন যার নাম ইসরায়েল। প্যালেস্টাইনের প্রাচীন নাম 'ক্যানান' (Canaan)। দেশটিকে 'জুডিয়া' (Judeah)-ও বলা হত। প্যালেস্টাইনের পূর্ব দিক ধরে সোজা অগ্রসর হয়ে 'মরুবালুকার উপসাগর' ('desert bay') উত্তরে সিরিয়ার পাদমূল স্পর্শ করছে। একদিকে সমুদ্র অন্যদিকে মরুভূমি, মাঝখানে দেশটি সংকীর্ণ, মাত্র ১৫০ মাইল দীর্ঘ, আয়তন দশ হাজার বর্গমাইলেরও কম। দেশের বেশিভাগ ভূমি অনুর্বর, দক্ষিণাঞ্চল পর্বত-সংকুল, উত্তরদিকের উপত্যকাটি কিন্তু শস্যশ্যামলা। এখানে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় না, মৌসুমী ধারা নামে শীতকালে, সেজন্য শস্যের ফলন অপ্রচুর। সমগ্র তটভূমিতে কোথাও পোতাশ্রয় নেই, উত্তর দিকের কয়েকটি বন্দর ছাড়া, আর এই বন্দরগুলি ইতিহাসের আদি যুগ থেকেই ফিনিসীয়গণ অধিকার করে বসেছিল। ফলে প্যালেস্টাইনের সমুদ্রপথ ছিল বন্ধ, আর প্রাকৃতিক সম্পদেও এ-দেশ দরিদ্র ছিল ব'লে এখানকার লোকেরা নীল বা ইউফ্রেটিস্ টাইগ্রিস নদীকূলের অধিবাসীদের মত বিত্ত-সম্পদ বা রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে পারে নি। সিরিয়া বা ফিনিসিয়ার মত এখানে কোন প্রতিপত্তিশালী বণিক জাতিরও আবির্ভাব হয় নি। প্যালেস্টাইনবাসীরা পশুপালক ও কৃষক পর্যায়ের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল কদাচিৎ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র দেশের একটি বর্বর জাতির কাহিনী বিশ্ব-ইতিহাসের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে রয়েছে, তার কারণ এই যে, বিশ্ব-সভ্যতার ক্ষেত্রে এই জাতির অবদান অবিস্মরণীয়, অতুলনীয়ও বটে। এখানকার পুণ্যভূমিতে ধর্মের যে চিন্তাধারা জাগ্রত করেছিল হিব্রু জাতির মনীষা ও নৈতিক জীবন, তারই পরিণত ফল স্বরূপে দেখা দিয়েছিল এই ধর্মক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম মহৎ ধর্ম—ক্রিশ্চানিটি। পরম

পুরুষ যিশুখৃস্ট ছিলেন এখানকারই একজন ইহুদি। আর, মোজেস-প্রবর্তিত ইহুদিদের জাতীয় ধর্মকে সার্বজনীন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে মরুবাসী সেমেটিক জাতির অন্য একটি শাখা পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই, প্যালেস্টাইন ইসলামেরও তীর্থক্ষেত্র। বিশ্ব-মানবের অধিকাংশই ধর্ম-প্রেরণা লাভ করেছে যে-দেশ ও যে-জাতির নিকট থেকে,
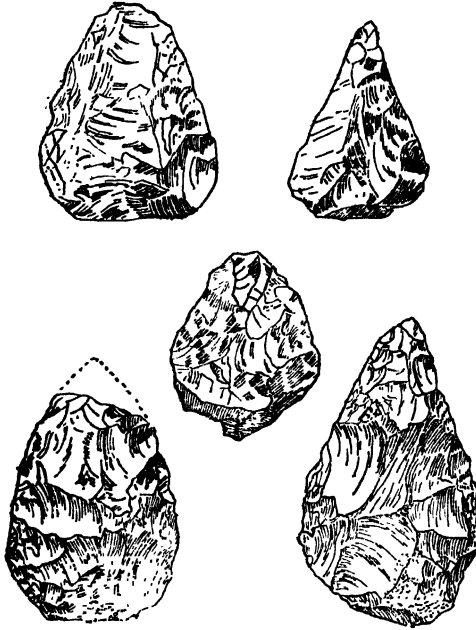
অকিউলিযান যুগের প্রস্তরনির্মিত কুঠার

সেই দেশের প্রত্নতত্ত্ব ও রাজনৈতিক ইতিহাস, সেই জাতির ধর্মের ও নৈতিক জীবনের কাহিনীগুলি একটু বিশদভাবে বর্ণনা করা দরকার, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারসমূহ সুদূর প্রস্তরযুগ থেকে ইতিহাসের আমল পর্যন্ত ধারাবাহিক কাল-পরম্পরার ওপর প্রচুর রশ্মিপাত করেছে যেমন প্যালেস্টাইনে, তেমনটি অল্প স্থানেই দেখা যায়। এখানে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক

প্রমাণ ধরে স্পষ্টই দেখতে পাই মানুষের জীবনযাত্রা কিরূপে শিকার ও খাদ্যসংগ্রহ-কার্য থেকে খাদ্য উৎপাদনের পর্যায়ে উঠেছিল। গ্যালিলি সাগরের তীরে নিয়ানডারথ্যাল মানবের (Neandarthal Man) অবশেষ পাওয়া গেছে। আর হাইফার নিকটে একটি গুহায় নিয়াণ্ডারথ্যাল মানবের পাঁচটি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। মানবের প্রাচীনতম প্রস্তরাস্ত্র দ্বিতীয় ও
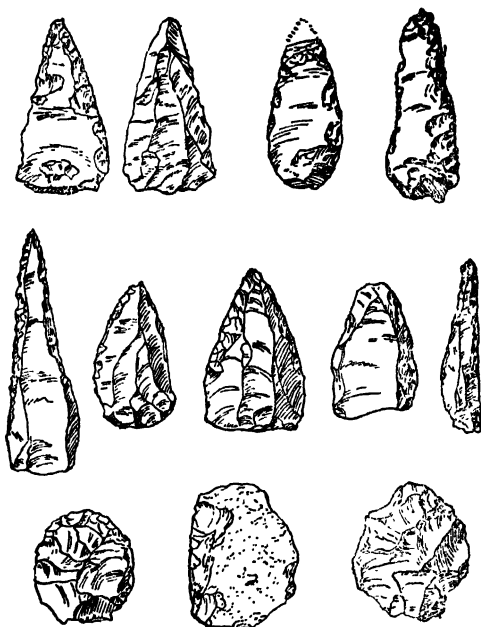
মাউস্টেরিয়ান প্রস্তর দ্রব্য

তৃতীয় বরফযুগের মধ্যবর্তী কালের (Second Interglacial period) তৈরি, এবং পাথরের ঐ প্রহরণগুলি ফ্রান্সের চেলিয়ান ও অকিউলিয়ান সংস্কৃতির পরিচায়ক (Chellian and Acheulian cultures)। এই যুগের প্রস্তরাস্ত্রের অনুরূপ প্রহরণ প্যালেস্টাইনে পাওয়া গেছে যা থেকে প্রমাণ হয়েছে যে ১৮০০০০ থেকে ২৩০০০০ বছর পূর্বে প্যালেস্টাইনে মানুষের বসবাস ছিল। নাজারেথ নামক স্থানে ১৫০০০০ থেকে ১২০০০০

বছর পূর্বেকার নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে একটি গুহায়। এই সব মানুষের সংস্কৃতি ছিল মাউস্টেরিয়ান (Mousterian) ধরনের। উচ্চ প্রস্তরযুগীয় অরিগনেসিয়ান (Aurignacian) সংস্কৃতিরও অবশেষ দেখা যায় প্যালেস্টাইনে। এই সংস্কৃতির কাল ১২০০০০ থেকে ২০০০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত। এই যুগের শেষ ভাগে প্রাক্-ঐতিহাসিক জীব-জন্তুর গুহাচিত্র অঙ্কিত
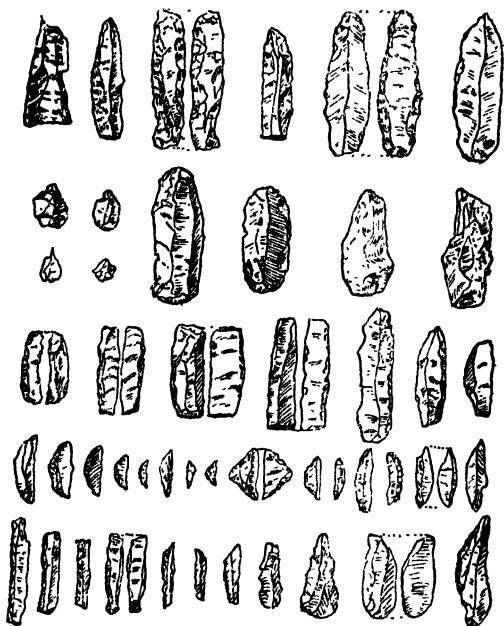
নাটুফিয়ান প্রস্তর দ্রব্য

হয়েছিল ইউরোপে। তেমন কোন চিত্রাঙ্কন কিন্তু প্যালেস্টাইনে আবিষ্কৃত হয় নি। পরবর্তী পর্যায়ে, দশ হাজার বছর পূর্বেকার (খৃঃ পূঃ ৮০০০) নাটুফিয়ান (Natufian) সংস্কৃতির সাক্ষাৎ পাই আমরা। এ যাবৎ মানুষ ছিল শিকার-জীবী, সম্ভবত গুহামুখে পর্ণকুটির নির্মাণ করে সাময়িক ভাবে বসবাস করত এবং মৃতকে প্রোথিত করত। অতি প্রাচীন কালে শিকারের জন্য ব্যবহার হত যে-সব প্রস্তরাস্ত্র তেমন কতকগুলি পাথরের ব্লেড, ছুরি

ও চামড়া ছুলবার হাতিয়ার খুঁড়ে বের করা হয়েছে, এবং সেই সব জিনিস থেকেই পূর্বোক্ত যুগসমূহে মানুষের জীবন-ধারণের উপায় ও প্রণালী নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে। নাটুফিয়ান সংস্কৃতি কৃষিমূলক। মানুষ তখন চাষ-আবাদ শস্য উৎপাদন কার্য শিক্ষা করে শিকারীর পর্যায় ছাড়িয়ে খাদ্য উৎপাদকের পর্যায়ে উঠেছে। প্যালেস্টাইনে এই অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের সংস্কৃতির অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ কতকগুলি ছুরি পাওয়া গেছে যেগুলি শস্য কাটবার জন্যই ব্যবহার হয়েছিল, কেন না শুধু খড় কাটার দরুনই মার্জিত পালিসের ধারে ঐ মত চক্‌চকে হয়ে উঠতে পারে পাথরের ছুরি। গুহামুখে গম পিষবার চিহ্ন-স্বরূপ গর্ত আছে আর তারই কাছে কয়েকটি মুষল (mortar) পাওয়া গেছে যা দিয়ে গম পেষা হত।

পুরাতন জেরিকো (Jericho) নগরে একটি সাম্প্রতিক খনন-কার্যে সাত হাজার বছর পূর্বেকার (খৃঃ পূঃ ৫০০০) নব-প্রস্তর (neolithic) সংস্কৃতির কয়েকটি বিশেষ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সাতটি নর-করোটি ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে—সেই করোটিগুলিকে পলেস্তারার প্রলেপ দিয়ে জীবন্ত আকৃতি দান করেছিল সে-যুগের শিল্পীরা। বৃটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ্যাপীঠের ডিরেক্‌টার মিস্ কেথেলিন কেনিয়ন বলেন যে, এই নরকপালগুলি "আধুনিক কালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার"। তিনি আরও বলেন, করোটির ওপর ভাস্কর্যের 'প্রাকৃতিক ধাঁচের কারিগরি' (naturalistic modelling) সত্যই অপূর্ব। নমুনাগুলির নাক, মুখ, গণ্ড ও কর্ণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ধরনের। ঝিনুক-বসানো চক্ষু চিত্রিত আঁখি-পল্লবের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। শিল্পীর প্রত্যেকটি কারুকার্যে রুচি ও সৌষ্ঠব প্রকাশ পেয়েছে। করোটিগুলি সম্ভবত তদানীন্তন গণপতিদের। শ্রদ্ধাভাজন মৃত ব্যক্তিগণের প্রতিমূর্তি তৈরি করে স্মৃতি-চিহ্ন রূপে রক্ষা করা হত। সে-যুগে সেখানে কুম্ভকারের মৃৎপাত্র নির্মাণ আরম্ভ হয় নি বটে, কিন্তু গৃহপ্রাচীরের ওপর প্রলেপের জন্য চমৎকার উপাদান প্রস্তুত করা হত। প্রস্তরাস্ত্র দিয়ে পাথরবাটি তৈরি করে অথবা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে রাখা হত সেই পলেস্তারা।

প্যালেস্টাইন ইউরোপীয় জাতিদের ধর্মক্ষেত্র। সেখানে তাদের তীর্থপর্যটন আরম্ভ হয়েছিল বাইজানটিয়ামের শাসনকাল থেকেই, মুস্লিমদের রাজত্ব-কালেও তা বন্ধ হয় নি, অন্তত নবম-দশম শতাব্দে খৃস্টানদের ক্রুসেডের পূর্ব

পর্যন্ত। প্রত্নতত্ত্বের আবির্ভাবের সঙ্গে খৃস্টধর্মের পীঠস্থান প্যালেস্টাইনেও খননকার্য শুরু হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তারও পূর্বে এখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুরাতত্ত্বের তথ্যসংগ্রহের উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল, বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দের জার্মান, সুইস্, ইংরেজ সন্ধানীদের মধ্যে। বুরকহার্ট (Burakhardt) নামে একজন জার্মান পেত্রা আবিষ্কার করেছিলেন, অনুসন্ধানের উৎসাহ তাঁর এত বেশি ছিল যে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্যালেস্টাইন-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, এবং 'এয়ারনের সমাধি' (tomb of Aaron) আবিষ্কার করে তার শিলালিপির একটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। কায়রোর মুস্লিম গোরস্থানে এই মনীষীর সমাধি রয়েছে। ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে আমেরিকান এডোয়ার্ড রবিনসন ও সুইস টিটাশ টবলার অনেক মূল্যবান ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ১৮৫০-৫১ সনে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক ডি সলসি (De Saulcy) সর্বপ্রথম প্যালেস্টাইনে বিজ্ঞানসম্মত খননকার্য আরম্ভ করেন। সেই থেকে সন্ধানকার্যে উৎসাহের অভাব বা ব্যয়সংকোচ দেখা যায় নি। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যর ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি যখন মৃৎপাত্রের নমুনা পরীক্ষা করে কাল-পর্যায় নির্ধারণের মূলনীতি (fundamental principles of sequence dating) আবিষ্কার করলেন তখন থেকে সেই পদ্ধতির অনুসরণ করে প্রত্নতত্ত্ব প্যালেস্টাইনের ইতিহাসেরও কালনির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯২১ সন থেকে ১৯৩৬ সন পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রঃ জন গার্সটাং (Garstung)-এর তত্ত্বাবধানে যে খনন-কার্য চলেছিল তাতে আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য অবগত হয়েছি। জেরিকো নামক স্থানে নব প্রস্তর-যুগীয় পাথরের মেঝে ও চুল্লী খুঁড়ে বের করা হয়েছে সাম্প্রতিক খনন-কার্যে, সেখানকার শিল্প-সৃষ্টির কথা পূর্বে বলা হয়েছে। সেই যুগ থেকে শুরু করে' খৃঃ পূঃ ২০০০-১০০০ অব্দের ব্রোঞ্জ-যুগের ইতিহাসের নিদর্শনও সেখানে পাওয়া যায়। মধ্য ব্রোঞ্জযুগে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার সমৃদ্ধি মিশরের সাম্রাজ্যবিস্তার-লিপ্সা জাগিয়ে তুলেছিল। খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দে জেরিকো ছিল মিশরের অধীন নৃপতি-শাসিত সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত একটি নগর। গার্স্টাং অভিযানের ফলে রাজন্যবর্গের সমাধিগর্ভ থেকে যে-সব মৃৎপাত্র ও অর্ঘ্যদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে, তাই থেকে মিশরে হিকসোসদের সমসাময়িক কালের জেরিকো

নগরে স্থিতিবান সমাজজীবন প্রমাণিত হয়েছে। আরও দেখা যায়, রানী হাটসেপস্থট ও তৃতীয় থাটমোসের আমলে এখানে সভ্যতা বিলক্ষণ উন্নত পর্যায়ে উঠেছিল। টেল-এল-আমরনার পত্রাবলীতে (Amarna Letters) আমরা প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার জীবনযাত্রার চিত্র স্পষ্টই দেখতে পাই।* ইখনাটনের সময়ে জেরুসালেমের জনৈক মিশরী শাসন-কর্তার পত্রে 'খাবিরু' (Khabiru)-গণ কর্তৃক নগরের পর নগর অধিকারের কথা বর্ণিত আছে। 'খাবিরু' সম্ভবত 'হিব্রু' (Hebrew)-জাতি, যদিও এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এখনো উপনীত হন নি। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর মিশরবাসী হিব্রু-সম্প্রদায় কর্তৃক লিখিত একখানি পত্র দক্ষিণ মিশরের এলিফ্যানটাইন নগরের ভগ্নস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৯০৭ সালে। নীল-নদীর তীরবর্তী এই নগরে ৬০০ কি ৭০০ ইহুদির বসতি ছিল, সেখানে তারা জাতির উপাস্য দেবতা 'জাভে'-র (Javeh) একটি মন্দির নির্মাণ করেছিল। ইহুদিদের প্রতি ঈর্ষা বশে মিশরী পুরোহিতেরা সেই মন্দিরটিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিল, এবং সেখানকার স্বর্ণ রৌপ্য লুণ্ঠন করেছিল। অনেক চেষ্টা করেও সেই মন্দির পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম হয় নি ইহুদিরা। তখন তারা লিখেছিল এই পত্র খৃঃ পূঃ ৪০৭ অব্দে প্যালেস্টাইনের পারস্য শাসনকর্তা বাগাওস-কে। পত্রটি 'আরামিক' (Aramic or Aramaic) ভাষায় প্যাপিরাস কাগজের ওপর কালিকলমে লেখা। পত্রের মর্ম এই যে, বাগাওস যেন মিশরের পারসীক শাসনকর্তাকে অনুরোধ করেন ইহুদিদের মন্দির-নির্মাণ ব্যাপারে সাহায্য করতে। এই পত্রে এমন সব ব্যক্তির উল্লেখ আছে যাদের নাম বাইবেলের 'প্রাচীন বিধান' (Old Testament) গ্রন্থে পাওয়া যায়। দেখা যায় তখন আরামিক ভাষা হিব্রু-ভাষার স্থান অধিকার করেছে।

* মিশরের টেল এল-আমরনা নামক স্থানে তিন শতেরও অধিকসংখ্যক পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সাম্রাজ্যযুগের প্রাচীন ভগ্ন রাজপ্রাসাদের মহাফেজখানায়। এই পত্রসমূহ 'আমরনা পত্রাবলী' নামে খ্যাত। অধিকাংশ পত্রই কাদামাটির চাকতির ওপর ব্যাবিলোনীয় পদ্ধতি-মত কিউনিফরম হরফে অর্থাৎ কীলকাক্ষরে লেখা। এই পত্রাবলীর মধ্যে আছে আর্য মিটানিরাজ দশরথের, ব্যাবিলনের ক্যাসাইট-রাজ বুরনা-বুরিয়াসের এবং আসিরিয়া-রাজ পুজুর আস্থর-এর পত্র। হিব্রুদের নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সংগত কারণেই জগতের প্রাচীনতম আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র রূপে এই পত্রাবলী একটি বিশেষ মর্যাদা এমন কি আভিজাত্যেরও দাবি রাখে।

১৯২৫ সনে ফিসার কর্তৃক মোগিড্ডোর খনন-কার্যে ইসরায়েল-রাজ সলোমন-এর আমল থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের কয়েকটি আস্তাবল আবিষ্কৃত হয়েছে। তা ছাড়া, খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে নির্মিত হস্তীদন্তের কারুশিল্প পুঞ্জীকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে যা সত্যই বিস্ময়কর। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মিশর-প্রবাসী ইহুদিগণ কর্তৃক প্যালেস্টাইন অধিকারের পূর্বেকার সময়ের ন্যূনপক্ষে পনেরটি স্তর আবিষ্কার করা হয়েছে, যা ধরে আমরা খৃঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দে পৌঁছতে পারি। তারপর আরও কয়েকটি খুচরা আবিষ্কার হয়েছে প্যালেস্টাইনের নানান স্থানে। এই সব আবিষ্কার থেকে আমরা জুডা (Judah) প্রদেশের গৃহাদির প্ল্যান ও গৃহস্থালি দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানতে পেরেছি। বস্তুত প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণে ইহুদি নবী বা পয়গম্বর ইসায়া ও জেরেমিয়ার আমলে জুডায় বসবাসপ্রণালীর সুস্পষ্ট একটি চিত্র আমাদের সমুখে মেলে ধরা হয়েছে।

‘গেজের পঞ্জিকা’ : ‘মেসা প্রস্তর’ : ‘লাকিস অস্‌ট্রাকা’

প্যালেস্টাইনে যে-কয়টি আবিষ্কার প্রাচীন লিখনপদ্ধতি ও বাইবেল-সাহিত্যের ওপর রশ্মিপাত করেছে, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ‘গেজের পঞ্জিকা’ (Gezer Calender) নামে একটি শিলালিপি। ইসরায়েলি লিখনের প্রাচীনতম ভঙ্গি এই শিলালিপিতে দেখা যায়। খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দের শিলালিপি—পাঠশালার ছেলের হাতের আঁকা-বাঁকা হরফে কৃষিকর্মের বিবরণ নরম চুনা-পাথরের ওপর লেখা। আর একটি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার রাজা মেসা-র সুন্দর কারুখচিত ‘স্টেল’ (stele) বা জয়স্তম্ভ। খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দের এই স্তম্ভটির নাম ‘মেসা প্রস্তর’ (Mesha Stone) —তার ওপর এই রাজার কীর্তি-কাহিনী খোদাই করা রয়েছে। মেসা ছিলেন সেমসের পুত্র, মেয়োব দেশের রাজা। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মোয়াব-রাজ মেসার অভিযান, তাঁর বিজয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বাইবেলের ‘রাজন্যবৃন্দ’ (II Kings 3) গ্রন্থে। ‘মেসা প্রস্তর’ বাইবেলের সেই কাহিনীকেই সমর্থন করে। এই শিলাখণ্ড এখন প্যারিসের লুভার মিউজিয়ামে রক্ষিত, লিপির ইংরেজি তরজমা করেছেন ডক্টর এস. এ. কুক। এই কাহিনীর

ঐতিহাসিক গুরুত্ব শিলায় লিখিত বিবরণ থেকেই বোঝা যায়। মেসা বলেছেন : "ওমরি ছিলেন ইসরায়েলের রাজা, তিনি মোয়াব-দেশকে বহুদিন নির্যাতন করেছিলেন, সেজন্য (মোয়াবের আরাধ্য দেবতা) সেমস তাঁর

গেজের পঞ্জিকা (খৃঃ পূঃ ৯২৫)
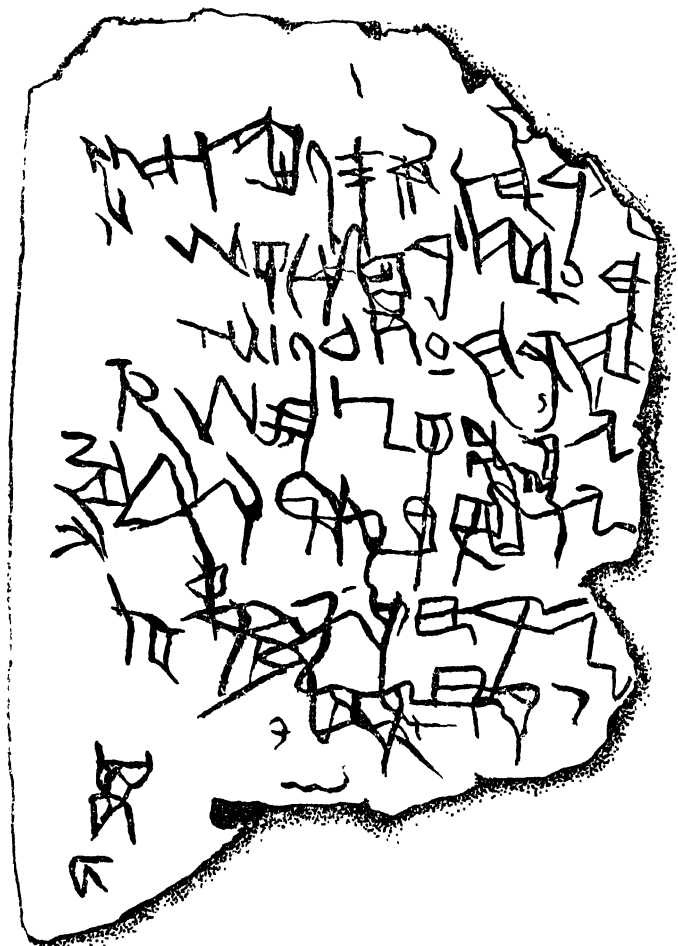
ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ওমরির পুত্র আহাব যখন রাজপদে অভিষিক্ত হলেন, তখন তিনিও বললেন, আমি মোয়াবকে নির্যাতিত করব। আমার রাজত্বকালে আমি তাঁর এই ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ দিয়েছিলাম।···গ্যাডের মানুষরা (men of Gad) যেখানে প্রাচীন কাল থেকে বাস করত ইসরায়েলরাজ সেখানে আটোরেথ নামে একটি নগর নির্মাণ করেছিলেন। আমি যুদ্ধ করে সেই নগরটি অধিকার করলাম এবং সকল নাগরিককে হত্যা করলাম। নগর-দেবতা ডডো (Dawdoh)-র বেদীমূল উৎপাটিত করে সেই বেদীকে টেনে নিয়ে ফেললাম সেমস-দেবের সমুখে।···সেমস বললেন, যাও, ইসরায়েলের কাছ থেকে নেবো প্রদেশ ছিনিয়ে নাও। আমি রাত্রে গিয়ে সেখানে উপনীত হলাম, ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধের পর নগর দখল করে সকলকে হত্যা করলাম, ৭০০০ নরনারী কুমারী, কারণ উপাস্য দেবতা আসটর-সেমেসের কাছে আমি এদের উৎসর্গ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। (ইসরায়েলের দেবতা) জাভের পাত্রগুলি নিয়ে টেনে ফেলে দিলাম সেমস-দেবের সামনে।" এই নিষ্করুণ হত্যাকাণ্ডের তুলনা মেলে শুধু আসিরীয় শিলালিপিতে বর্ণিত নৃপতিদের অভিযানসমূহে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াও লিখিত বিবরণে জনহিতার্থে অনুষ্ঠিত নানান কার্যের একটি তালিকাও দিয়েছেন রাজা মেসা—যেমন নগর, ফটক, মিনার, প্রাসাদ, জলাধার প্রভৃতি নির্মাণ। শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসরায়েল যে তখন প্রতিবেশী মোয়াবের কাছে হার মেনেছিল, লিপিলিখনকালে ইসরায়েল দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সেকথা স্পষ্টই বোঝা যায়, কিন্তু সেই সময়টি জেহু-র অভ্যুত্থানের আগে না পরে তা নির্ণয় করবার উপায় নেই।

১৯৩৫ সালের আর একটি বিশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার লাকিস নামক নগরে ২১ খানা পুঁথি, যার নাম Lachish Ostraca। পুঁথিগুলি প্যাপিরাস বা কাগজের ওপর লেখা নয়, মসী দিয়ে মৃৎপাত্রের ওপর চিত্রিত। ক্যালডিয়ানগণ লাকিস অধিকার করেছিল খৃঃ পূঃ ৫৮৯ বা ৫৮৮ অব্দে—পুঁথিগুলি সেই সময়কার বলেই মনে হয়। প্রায় সবগুলিই চিঠি, কতকগুলি ব্যবসাসংক্রান্ত লিখনও রয়েছে। কয়েকটির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে, তাই থেকে বোঝা যায় ভাষা হিব্রু পয়গম্বরদের, বিশেষত জেরেমিয়ার গদ্যভাষার

অনুরূপ। এই লাকিস অস্ত্রাকারও পূর্ববর্তী কালের ৭০টি অস্ত্রাকা পাওয়া গেছে সামারিয়ায়, সেগুলি সব প্রশাসনবিষয়ক, যা অষ্টম খৃস্টপূর্বাব্দের

মোয়াবের রাজা মেসার শিলালিপি (খৃঃ পূঃ ৮৩৫)

ইসরায়েলি ইতিহাসের ওপর প্রচুর আলোকপাত করেছে। এ ছাড়াও সিলোমের একটি পাহাড়ের সুরঙ্গ মুখে রাজা হেজেকিয়ার যে শিলালিপি

(খৃঃ পূঃ ৭০০) রয়েছে তাতে সেকালের বিশুদ্ধ হিব্রু ভাষায় সুরঙ্গ-খননের বিবরণ লেখা আছে।
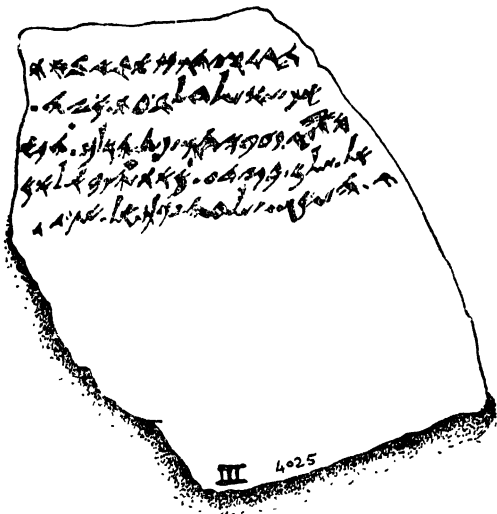
লাকিস অস্‌ট্রাকা (খৃঃ পূঃ ৫৮৯)

'ডেড্‌ সি স্ক্রোল'

অতি সাম্প্রতিক কালের একটি পরম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার 'ডেড্‌ সি স্ক্রোল' ('Dead Sea Scroll')-সমূহ, এই স্ক্রোল বা পশুচর্মের ওপর লিখিত বিবরণগুলিতে আমরা 'প্রাচীন বিধান' বাইবেল (Old Testament) গ্রন্থের মৌলিক রূপের সন্ধান পেয়েছি। বর্তমানে প্রচলিত সমগ্র গ্রন্থটির প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি লিখিত হয়েছিল খৃষ্টীয় নবম কি দশম শতকে, 'ডেড্‌ সি স্ক্রোল' তার অনেক আগেকার খৃস্টপূর্ব যুগের লিখন। এই সব স্ক্রোল আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে, আবিষ্কারের বৃত্তান্তটি কৌতূহলোদ্দীপক : একটি আরব বালক মজা-সমুদ্রের উত্তর-পশ্চিম দিকে কোন পাহাড়ে উঠেছিল, তার হারানো ছাগলের সন্ধানে। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে তার নজরে পড়ল পর্বত-গাত্রে একটি রন্ধ্র, ক্রীড়াচ্ছলে সে একটি পাথরের টুকরো নিয়ে সেই ফাঁক

দিয়ে ছুঁড়ে মারল, পর পর আরও কয়েকটি, তখন তার কানে প্রবেশ করল কি একটা জিনিস ভাঙার শব্দ। এ কি গুপ্তধন? বিস্ময়াবিষ্ট বালকের মানস-নেত্রে হয়ত বা 'আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ'-কাহিনীর স্বর্ণরত্নরাজি পরিপূর্ণ পর্বতগুহার বিচিত্র স্বপ্নই জেগে উঠেছিল। সে অমনি ছুটে গিয়ে একজন সাথীকে ডেকে নিয়ে এল, তারা দুজন এই ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ দিয়ে ঢুকল এক গুহাকক্ষে। সেখানে ছিল সারি সারি মাটির জালা, মুখ সরা দিয়ে বন্ধ। কত আশাই না করেছিল তারা, রাশি রাশি ধনরত্ন পাবে ওই জালাগুলির ভিতর, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! দেখা গেল জালাভর্তি পুরু মেষচর্মের তাড়া, দুর্গন্ধময়, একটির সঙ্গে আর একটি সেলাই-করা, বস্ত্রখণ্ডে জড়ানো, এমনি কতকগুলি চামড়ার স্তূপ।

আরব বালকদ্বয় কিন্তু আলাদিনের রত্নভাণ্ডারের চেয়েও অনেক বেশি দামী এক অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদ আবিষ্কার করেছিল, যে আবিষ্কারের তুলনা আমাদের যুগে নেই বললেই চলে। অসংখ্য স্ক্রোল, সব চেয়ে লম্বা যেটি সেটির দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট, হ্রস্বতমের ৩ ফুট, চামড়ার ওপর আলকাতরার মত কালো কালিতে লেখা প্রাচীন হিব্রু অক্ষরের সারি। কিন্তু এখানে এ সম্পদ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল কেন? পর্বতগুহা হতে ৬০০ ফুট দূরে একটি ভগ্নস্তূপ আবিষ্কার করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা, সেটি ছিল ইহুদিদের ধর্মমন্দির, তার লিখন-কক্ষে একটি টেবিল ও কয়েকটি দোয়াত পাওয়া গেছে, একটি মসী-পাত্রে শুকনো কালি এখনো বিদ্যমান। সেখানেই এই চর্মলিপিগুলি লেখা হয়েছিল, সে কথা বুঝতে পারলেন অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতেরা। কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা ও অন্যান্য তথ্য পরীক্ষা করে তাঁরা আরও জানলেন, ৬৮ খৃস্টাব্দে রোমান বাহিনী কর্তৃক ধর্মমন্দির আক্রমণ আশঙ্কা করে মন্দিরবাসী ইহুদিরা তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় গ্রন্থগুলিকে জালার ভিতর ভরে এই গুহামধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। অন্যান্য গুহায় ও গুপ্তস্থানে আরও অনেকগুলি স্ক্রোল পাওয়া গেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত এই স্ক্রোলগুলি এখন আন্তর্জাতিক পণ্ডিতমণ্ডলীর পরীক্ষাধীন। কত তিতিক্ষা, কত অধ্যবসায় সহকারে স্ক্রোলের পাঠোদ্ধার হয়েছে, কিন্তু এই কার্যের পরিমাণ এত অধিক যে শেষ হতে দীর্ঘ সময় লাগবে।

মরু-সমুদ্রের চামড়া-তাড়ায় লিপিবদ্ধ রয়েছে খৃস্টপূর্বকালের 'প্রাচীন

বিধান বাইবেল', যা ছিল হিব্রুদের ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ। ২২৫ খৃস্টপূর্বাব্দে লিখিত শত শত চর্মখণ্ড-লিখনের পাঠোদ্ধার হয়েছে, সেগুলি 'স্যামুয়েল গ্রন্থে'-র নানান অংশ। সম্পূর্ণ 'ইসায়া গ্রন্থে'র স্ক্রোল পাওয়া গেছে, সেগুলি লেখা হয়েছে ১০০ খৃস্টপূর্বাব্দে। প্রাচীনতর কালের হাজার হাজার চামড়ার টুকরায় প্রাচীন বিধান বাইবেল গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ লেখা রয়েছে। এইসব স্ক্রোল ও টুকরো চর্মলিপি থেকে বর্তমান জগৎ বাইবেল-লেখকদের মূল রচনার পরিচয় লাভ করেছে। প্রচলিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে তুলনা করলে মৌলিক রচনায় পাঠান্তর দেখা যায় যথেষ্ট, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এমন কিছু মারাত্মক নয় যাতে করে প্রচলিত বাইবেল গ্রন্থগুলিকে বাতিল করা চলে। বস্তুত স্ক্রোলের লিখন প্রাচীন বিধানের বিবরণগুলিকে মোটামুটিভাবে অভ্রান্ত বলেই প্রতিপন্ন করেছে। স্ক্রোলগুলিতে যিশুখৃস্টের ভাষা আরামাইকে লিখিত গ্রন্থও আছে। এই স্ক্রোলের পাঠোদ্ধারকার্য সম্পন্ন হলে যিশুখৃস্টের কথামৃতের ওপর নবলব্ধ তথ্য প্রচুর রশ্মিপাত করবে বলেই পণ্ডিতেরা আশা করেন।

জাতি—ভাষা—লিখন

আদিকাল থেকে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সংযোগভূমি প্যালে-স্টাইনের মধ্য দিয়ে এই তিন মহাদেশে যাতায়াতের পথ ছিল, সেজন্য সেখানে বিভিন্ন জাতির রক্তের সংমিশ্রণ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন আকৃতির মানুষের একটি স্তরপর্যায় সৃষ্টি হয়েছিল সেই আদিযুগেই, যার ফলে এই বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের শারীরিক গঠনের সঙ্গে তাদের জাতি-প্রকৃতি ও সংস্কৃতির কোন সংগতি রক্ষা সম্ভব হয় নি। বস্তুত ও দুটির মধ্যে গরমিল অত্যন্ত অধিক, এমনটি পৃথিবীর অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। এই সেদিনও আধুনিক ইসরায়েল রাষ্ট্রের যখন জন্ম হয় নি, ইহুদি ও আরবরা সেখানে থাকত তখন পাশাপাশি, নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ* অনুসারে

---

* নর-কপাল বা করোটির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নৃতত্ত্বের একটি মৌলিক সন্ধান-পদ্ধতি। করোটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা ও পরিমিতি দ্বারা নৃতাত্ত্বিকেরা মনুষ্যজাতিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: (১) 'ডেলিকোসিফালিক' (Delicocephalic) বা সরু লম্বা মাথা; (২) 'মেসোসিফালিক' (Mesocephalic) বা মাঝারি আকারের মাথা, (৩) 'ব্রাকিসিফালিক'

তারা একই গোষ্ঠীর মানুষ হলেও উভয়ের জাতীয়তা-বোধ ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রভেদ ছিল বিস্তর। এ-ক্ষেত্রে যেমন একই জাতীয় মানুষের বিভিন্ন সংস্কৃতি তেমনি আবার নৃতত্ত্বের বিভিন্ন শ্রেণীপর্যায়ের মানুষের মধ্যে একই সংস্কৃতির প্রচলন প্যালেস্টাইনের ছিল আর একটি বিশেষত্ব।

মূলত প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা পুরাকালেও ছিল সেমেটিক জাতির মানুষ, যদিও অ-সেমেটিক জাতির আগমন সেখানে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের পূর্বেও ঘটেছিল। ঐতিহাসিক কালে অ-সেমেটিক জাতীয় হিকসোসরা মিশর আক্রমণ করেছিল প্যালেস্টাইন থেকে এসে, তারপর আনাটোলিয়া ও সিরিয়ার উত্তর ভাগে দেখতে পাই আমরা হিটাইট ও মিটানিদের অভ্যুত্থান, ও দুটি জাতির কোনটিই সেমেটিক নয়। সেমাইট ব'লে কোন নৃতাত্ত্বিক জাতি নেই, আর্যজাতির মত তারা একটি ভাষা-গোষ্ঠী মাত্র। সেমাইটদের আর একটি শাখা হেমাইট, তাদের ভাষা সেমেটিকদের থেকে অল্প-বিস্তর বিভিন্ন। প্রাচীন কালের প্রধান সেমেটিক ভাষা ছিল আক্কাডীয় ভাষা, পশ্চিম সেমাইটদের ভাষা, যেমন ক্যানানাইট—আর দক্ষিণ সেমাইটদের অর্থাৎ আরবদের ভাষা। এই শেষোক্ত ভাষা উত্তর ও দক্ষিণ আরবে বিবিধ নামে পরিচিত ছিল, যথা মিনিয়ান, সাবিয়ান, ইথিওপিক ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই ভাষাগুলি সবই এক মূল ভাষার বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপ। আবার মিশরীয় ও লিবিয়ান (বারবার)-দের ভাষা ছিল হেমাইট ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত, অবশ্য মিশরীয় ভাষা ছিল অন্যান্য হেমেটিক ভাষার চেয়ে সেমেটিকের বেশি কাছাকাছি। কালক্রমে কী হেমাইট কী সেমাইট, উভয় ভাষারই প্রভূত পরিবর্তন হয়েছিল, এবং এই পরিবর্তনের ফলেই সেমেটিক ভাষার নূতন রূপান্তর 'পেট্রিয়ার্ক'দের হিব্রু, এবং তারও পরবর্তী মোজেসের কালের (১৩শ খৃঃ পূঃ) হিব্রু ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। খৃস্টপূর্ব দশম শতকে শব্দ-সম্পদ ও কাব্য-সৌষ্ঠবে সমৃদ্ধ হিব্রু ভাষা ভাবীকালের 'প্রাচীন বিধান' বাইবেলের যোগ্য বাহনরূপেই গড়ে উঠেছিল। হিব্রুর উদ্ভবকালে ও পরবর্তী সময়ে

(Brachycephalic) বা অনতিদীর্ঘ চওড়া মাথা। প্যালেস্টাইনে কালবিশেষে কখনো বা কোন একটি শ্রেণীর অধিকতর প্রাচুর্য দেখা যায়, যেমন ছিল প্রস্তরযুগে মেগিড্ডো-তে ডেলিকোসিফালিক বা লম্বা মাথার সংখ্যাধিক্য, কিন্তু ব্রোঞ্জযুগে সেখানে ব্রাকিসিফালিক বা চওড়া মাথার অধিকতর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। অনুরূপ তারতম্য প্যালেস্টাইনের সর্বত্র ঘটেছিল।

পশ্চিম এশিয়ার এই অঞ্চলে ফিনিসীয় ও আরামাইক ভাষার প্রচলন ছিল, উভয়ই সেমেটিক ভাষা, হিব্রুর স্বগোত্রীয়, যদিও তাদের সঙ্গে হিব্রু ভাষার একটা ভাসা-ভাসা রকমের প্রভেদ যে ছিল না, তা নয়। এখানে বলা প্রয়োজন, শিলালিপির ভাষা যে স্থানীয় ভাষার ইঙ্গিত দিয়ে যাবেই, এমন কোন কথা নেই—অর্থাৎ শিলালিপির ভাষা আর তৎকালে প্রচলিত স্থানীয় ভাষা এক না-ও হতে পারে। খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দের যে-সব শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে প্যালেস্টাইনে, সেগুলি ব্যাবিলোনীয় ভাষায় কীলকাক্ষরে লিখিত, কিন্তু প্রমাণ হয়েছে যে সেখানকার জনসাধারণ তখন ব্যাবিলোনীয় ভাষা ব্যবহার করত না, তারা ব্যবহার করত আরামাইক ভাষা। কিন্তু খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বে আরামাইক ভাষায় লিখিত কোন শিলালিপি প্যালে-স্টাইনে পাওয়া যায় নি। যিশু খৃস্টের সময়ে বাইবেলের হিব্রু ভাষা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আরামাইক বরাবরই চলে এসেছিল। যিশু তাঁর প্রচার-কার্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন হিব্রু ভাষায় নয়, আরামাইক ভাষায়।

খৃস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দেও প্যালেস্টাইনে লিখন প্রচলিত ছিল, এবং তারপর দু হাজার বছর ধরে সেখানে হরেক রকমের লিপি-রূপের আবির্ভাব হয়েছিল। শতাধিক শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, বিচিত্র সেসব লিপি-লিখন, যা দেখে সত্যই মনে হয় যেন প্যালেস্টাইন তখন লিখনের নানাবিধ প্রণালী উদ্ভাবনের একটি ল্যাবরেটারি বা পরীক্ষাগার হয়ে উঠেছিল। প্রথম সূচনায় এই লিখনগুলি একদিকে মিশরীয় হায়রোগ্লিফ বা চিত্রলেখা, আবার অন্যদিকে ব্যাবিলোনীয় কিউনিফরম বা কীলকাক্ষর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মিশরের হায়রোগ্লাইফিকের অনুরূপ এক প্রকার চিত্রলেখা আরব উপদ্বীপের সিনাই পর্বতের গাত্রে ক্ষোদিত রয়েছে। সেই শিলালিপির লিখনভঙ্গির সঙ্গে ক্যানানাইট ও ফিনিসীয় বর্ণমালার আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য দেখা যায়। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষভাগে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে এক প্রকার নতুন ধরনের লেখার প্রবর্তন হয়েছিল যাকে বলা হয় 'বর্ণ-সমষ্টি লিখন' ('syllabic writing')। এই পদ্ধতির বর্ণমালা আমদানি করা হয়েছিল সুমের দেশ থেকে। আরও দুটি লিপির সাক্ষাৎ পাই আমরা—উগারিট ও ফিনিসীয়—এ দুটি লিখন-পদ্ধতি সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের স্থানীয় উদ্ভাবন বলেই মনে করা হয়। উভয় লিখনেই

বর্ণমালার ব্যবহার হয়, উগারিট লিখন সুমেরীয় কিউনিফরমের মত, আর ফিনিসীয়রা লিখত লাইন-বাঁধা অক্ষরে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, যা উগারিট পদ্ধতির বিপরীত। প্যালেস্টাইনের ক্যানান ও ফিনিসীয় লিখন-প্রণালীরই অনুবর্তন করেছিল হিব্রু, সিরিয়াক, আরবী প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের লিপিসমূহ, এ-সব লিপির বর্ণমালাও ছিল একই। আর শুধু প্রাচ্য দেশগুলিতেই নয়, গ্রীক বর্ণমালা ও লিখনের উদ্ভব হয়েছিল ফিনিসিয়ারই আদর্শে, সম্ভবত খৃস্টপূর্ব নবম শতকের পূর্বে। ফিনিসীয়রা ছিল বণিক জাতি, বাণিজ্যসূত্রে দেশবিদেশে তাদের হিসাবের তালিকা বহন করতে হত, এবং এই ফিনিসিয়ানদের কাছ থেকেই নানান জাতি বর্ণমালা শিক্ষা করেছিল, যেমন পূর্বাঞ্চলের হিব্রু জাতি তেমনি পশ্চিমের গ্রীকরা ও রোমানরা। সিনাই চিত্রলেখা ও তার অর্থ, আর সেই সঙ্গে ক্যানানাইট ফিনিসীয় থেকে হিব্রু, গ্রীক ও রোমক লিখন-রূপের ক্রমবিকাশ কেমন সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে অগ্রসর হয়েছিল, পরপৃষ্ঠার রেখাঙ্কনে অক্ষর চিহ্নগুলি দেখলে সেকথা অনায়াসে বোঝা যাবে।

নব প্রস্তরযুগ থেকে প্যালেস্টাইনে যে সংস্কৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করে ব্রোঞ্জযুগের ক্যানানাইট সভ্যতার রূপ ধরেছিল, এই ক্রম-পরিণতির মধ্যে কোন ছেদ নাই, প্রতিটি যুগ ছিল পূর্ববর্তী কালেরই উত্তরাধিকারী। এখানকার প্রস্তরযুগীয় মানুষেরা ছিল ক্ষুদ্রাকৃতি, কৃষ্ণকায় মেডিটারেনিয়ান জাতি। কুটিরবাসী ছিল তারা, মৃৎপাত্র তৈরি করত হাত দিয়ে কাদামাটির তালকে টিপে-টিপে, কেন না কুম্ভকারের চক্র তখনো আবিষ্কৃত হয় নি। প্রধানত তারা পশুপালন করে জীবনযাপন করত, সহজ রকমের বয়নকার্যও জানত, এবং চর্মের পরিবর্তে বস্ত্র পরিধান করত। স্মরণাতীত কাল থেকেই এখানে আরব মরুর যাযাবর সেমেটিক জাতির অনুপ্রবেশ চলে আসছিল, এবং তাদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়মিত মিশ্রণ ঘটেছিল। সম্ভবত খৃঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম ভাগে যাযাবর মরুজাতির একটি নূতন তরঙ্গ ক্যানান ও সিরিয়ায় প্রবেশ করেছিল। ইতিপূর্বেই এই জাতি আংশিকভাবে ব্যাবিলোনিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছিল। ব্যাবিলোনীয়গণ এই নব আগন্তুক জাতির নাম দিয়েছিল 'আমরূরু' বা 'আমোরাইট'। তারা ছিল দীর্ঘাকৃতি,

সিনাই লিপি (খ্রীঃ পূঃ ২৫০০—১৫০০)	অক্ষর পরিচয়	ক্যানানাইট লিপি (১০০০ খ্রীঃ পূঃ)	ফিনিসীয় লিপি (৮০০ খ্রীঃ পূঃ)	হিব্রু লিপি (৬০০ খ্রীঃ পূঃ)	হিব্রু বর্ণপরিচয়	প্রাচীন গ্রীক লিপি (অষ্টম খ্রীঃ পূঃ)	রোমান লিপি (আধুনিক)
	বৃষ মুণ্ড				আলেফ		A
	বাড়ি				বেথ		B
?					গিমেল		G
	মাছ				দালেথ		D
	প্রার্থনারত মানুষ				হে		E
?					ওয়া		V
?					জাইন		Z
	?				হেথ		H
	বেড়া				টেথ		
	রাখালের পাচনি				লামেধ		L

লিখনে বর্ণরূপেব ক্রমবিকাশ—সিনাইটিক, ক্যানানাইট, ফিনিসীয়, হিব্রু, গ্রীক ও রোমান অক্ষর

প্রস্তরযুগীয় ক্যানানবাসীদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী, দক্ষিণ ব্যাবিলোনিয়ার সংস্পর্শে ধাতুবিদ্যার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছিল। আগন্তুকদের ছিল তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্মিত অস্ত্র, ক্যানানবাসীদের প্রস্তর-অস্ত্র তাদের প্রতিরোধ করতে পারে নি। ফলে এই আগন্তুক সেমেটিক জাতিই ক্যানানের অধীশ্বর হয়েছিল, এবং অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণকায় আদিবাসীদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে ভবিষ্যৎ ক্যানানাইট জাতির ইতিহাস রচনার পথ প্রস্তুত করেছিল। এই জাতিই ফিনিসিয়ায় প্রবেশ করে সামুদ্রিক জাতি হয়ে উঠেছিল। ফিনিসিয়ান, ক্যানানাইট ও সিরিয়ান জাতিসমূহ ইতিহাসে 'পশ্চিম সেমাইট' (Western Semites) নামে প্রসিদ্ধ। মহাপ্রবর আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরগণ এইসব 'পশ্চিম সেমাইট'দের মধ্যেই বসবাস করতেন। বাইবেলে আছে, "ইসরায়েল-সন্তানগণ ক্যানানাইট, হিটাইট ও আমোরাইটদের মধ্যে বাস করত। তারা তাদের কন্যাদের পাণিগ্রহণ করত এবং নিজেদের কন্যাদের তাদের পুত্রগণের সঙ্গে বিবাহ দিত" (Judges 3)। ইসরায়েল আব্রাহামের পৌত্র। কথিত আছে, ক্যানানে যখন মন্বন্তর তিনি তখন মিশরে গিয়েছিলেন। সেই থেকেই হিব্রুরা নিজেদের 'ইসরায়েলি' অথবা 'ইসরায়েল-সন্তান' (children of Israel) নামে অভিহিত করে এসেছে।

রাস সামরায় আবিষ্কার :
ক্যানানাইট সাহিত্য ও ধর্ম

প্যালেস্টাইনের খনন-কার্যে যে সব শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে তার অনেকগুলিই ব্যবসাসংক্রান্ত, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক তথ্যাদিও কিছু-কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে। মিশরী ও সুমেরীয় ধর্মসাহিত্য ও চিঠিপত্র (*belles lettres*) থেকে জানতে পারা গেছে যে হিটাইট ও হুরিয়ান ভাষায় প্রচুর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু প্যালেস্টাইন ও ফিনিসিয়ার ক্যানানাইট সাহিত্যের অস্তিত্বের কোনরূপ নিদর্শনই পাওয়া যায় নি। তারপর প্রত্নতাত্ত্বিক সি. এফ. এ সাফার (C. F. A Schaeffer) প্রাচীন ক্যানানের উগারিট, অর্থাৎ উত্তর সিরিয়ার রাস সামরা (Ras Shamra) নামক স্থানে কতকগুলি মৃন্ময় লিখন-চাকতি আবিষ্কার করলেন। এই আবিষ্কার সত্যই চমকপ্রদ, কেন না চাকতিগুলিতে খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে প্রচলিত

ক্যানানের পুরাণ ও ধর্ম-সাহিত্যের কয়েকটি অংশ লেখা ছিল। সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। অংশগুলি অন্তত চারটি সুবৃহৎ মহাকাব্যের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। তিনটি মহাকাব্যে বর্ণিত রয়েছে পবন-দেবতা বা-আল ও তাঁর ভগ্নী অনাথ-এর কীর্তিকাহিনী, রাজা কেরেট-এর অভিযান ও ক্লেশবরণের বিবরণ, এবং ডেভিডের পুত্র আখোয়াৎ-এর মৃত্যু ও পুনর্জন্ম। মহাকাব্যের দেবতারা প্যালেস্টাইনের ক্যানানাইট ও ফিনিসিয়ানগণ কর্তৃক সমভাবেই পূজিত হতেন। প্রকৃতপক্ষে সিরিয়া, ক্যানান ও ফিনিসিয়ার অধিবাসী 'পশ্চিম দেশীয় সেমাইট'-দের আচারপদ্ধতি ও ধর্মের ঐতিহ্য ব্যাবিলোনিয়া থেকেই এসেছিল, ব্যাবিলোনিয়ার সঙ্গে এ দেশগুলির ধর্মগত সাদৃশ্য থেকেই সে-কথা বোঝা যায়। সকলেই তারা ছিল প্রকৃতির জীবন-দায়িনী শক্তির আর জীবন-নাশিনী শক্তির উপাসক। এই শক্তিকে দেব-দেবীর যুগ্ম-মূর্তি রূপে কল্পনা করা হয়েছে—যেমন, আসের ও আসেরা, মোলক ও আসটোরেথ, বা-আল ও বা-আলিট। 'বা-আল' ও 'বা-আলিটে'র অর্থ, 'প্রভু ও প্রভুপত্নী'। পুং ও স্ত্রী এই দুটি শক্তির মিলনবিষয়ক একটি পুরাণ-কাহিনী আছে ফিনিসিয়ানদের। ব্যাবিলোনিয়ার প্রেমের দেবী ইস্‌তার, তাঁরই ফিনিসীয় নাম 'আস্‌টোরেথ', গ্রীকরা যাকে বলতো 'আফ্‌রোডাইট' (Aphrodite)। আখ্যায়িকায় বর্ণনা করা হয়েছে, কিরূপে সূর্য-দেবতা মেলকার্থ সেই পলাতকা দেবী আস্‌টোরেথের পিছু-পিছু পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরেছিলেন। আর যেমন হল তাঁদের মিলন অমনি আস্‌টোরেথ—যিনি ছিলেন 'স্বর্গের কুমারী' ("Virgin of Heaven"), যিনি ছিলেন উগ্রা, রণচণ্ডী—তিনিই তখন হলেন প্রণয় ও উদ্বাহের অধিষ্ঠাত্রী 'আসেরা'। গ্রীকরা 'জেয়ুস' (Zeus) ও 'ইউরোপা' (Europa) বা 'আইও' (Io)-কে নিয়ে অনুরূপ একটি আখ্যায়িকা রচনা করেছিল। ঋগ্‌বেদের পুরূরবা-উর্বশী কাহিনীতেও যেন এই ফিনিসীয় আখ্যায়িকারই ধ্বনি শুনতে পাই। প্রজনন ও উর্বরা-শক্তির মিলন, যা থেকে হয়েছে লিঙ্গ-পূজার উদ্ভব, সেইটে যেমন এই চিত্রের একদিক, তেমনি আবার জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রামও ফুটে উঠেছে এই কাহিনীটিতে, এই অনুমানও অনেকে করেন।

সূর্য-দেবতার মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন 'অসিরিস মিথ্‌'-এর মূল-সূত্র, এবং সেই

কল্পনাই ব্যাবিলোনীয় ধর্মে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে ইসতার-তামুজ উপাখ্যানে। ফিনিসীয়রা এই উপাখ্যানটি পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল। আদোনিস বিবলোস নগরের তরুণ বসন্ত-দেবতা, বলটিস বা ইসতারের প্রেমাস্পদ। গ্রীষ্মকালে বন্য-বরাহরূপী মোলক দন্ত দ্বারা বিদারিত করল আদোনিসকে। তখন আদোনিস হলেন তামুজ বা 'অন্তর্হিত দেবতা' ("the Vanished One')। পুরাণকথায় প্রেমিকের সন্ধানে নায়িকা ইসতারের মৃতের আবাসভূমি পাতালে প্রবেশ, এবং সেখান থেকে তামুজকে উদ্ধার করে জীবনের আনন্দলোকে প্রত্যাবর্তন, সে-সব কাহিনী বিশদ রূপে বর্ণিত হয়েছে। যে-সব বিলাপ-গীতি গাওয়া হত তাঁর এই মৃত্যু উপলক্ষে, সেগুলি অনেকটা 'অসিরিস শোকগাথা'-রই মতন। বসন্তকালে আদোনিস পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠেন, এবং তখন আবার প্রমোদোৎসবে মত্ত হয় নরনারী। জীবনের আনন্দ আর মৃত্যু-জনিত শোক—এই দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের দ্বন্দ্ব ও মিলনকে কেন্দ্র করেই পশ্চিম সেমাইটিদের পুরাণ-কথা রচিত হয়েছিল, ধর্মাচরণও সেই অনুসারে নির্দিষ্ট হয়েছিল।

রাস সামরায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে ক্যানানাইট সাহিত্য ও ধর্মের যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তার নিজস্ব মূল্য ছাড়াও পরবর্তী কালের হিব্রু সাহিত্যে, বিশেষত হিব্রু পদ্যে, নূতন উপাদানের যোগান দিয়ে সেই সাহিত্যকে নূতন সাজে সজ্জিত করবার কৃতিত্বও সে দাবি করতে পারে স্বচ্ছন্দেই। 'সাম'-গ্রন্থে (Psalm 29) প্রভু-ঈশ্বরের নামে যে স্তবকীর্তন করা হয়েছে, সেই স্তবটি বর্ণে-বর্ণে ক্যানানাইটদের 'বা-আল স্তোত্রে'-র সঙ্গে এমনভাবে মিলে যায় যে স্বীকার না করে উপায় নেই, 'সাম'-এর কবিতাটি ক্যানানাইট স্তোত্রেরই প্রতিধ্বনি, শুধু দেবাদিদের বা-আল-এর স্থলে হিব্রুদের প্রভু-ঈশ্বর অর্থাৎ জাভের নাম বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। হিব্রু সাহিত্যে এমনি আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে যার মধ্যে ক্যানানাইট প্রভাব সুপরিস্ফুট। যেমন, ইসায়া-গ্রন্থের ২৭ অনুচ্ছেদ, সেখানে বলা হয়েছে : "সেই দিবসে প্রভু-ঈশ্বর তাঁর ক্ষুরধার প্রচণ্ড কঠিন খড়্গ দিয়ে লেভিয়াথান নামে এক বিদ্ধকারী বক্রাকৃতি সর্পকে ('Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan that crooked serpent') শাস্তিদান করবেন।" রাস সামরায় প্রাপ্ত একটি মৃৎ-চাকতি লিখনে অনুরূপ

একটি আদিম সর্পের উল্লেখ আছে, সেই সর্পের নাম 'লট্‌ন্‌' (ltn), 'বিদ্ধকারী' 'বক্রাকৃতি' ঠিক এই দুটি বিশেষণই তার বেলায়ও প্রয়োগ করা হয়েছে। লেভিয়াথান ও লট্‌ন্‌, দুটিই সেমেটিক শব্দ, নাম দুটির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ক্যানানে প্রজনন ও উর্বরাশক্তি বিষয়ক 'মিথ' বা পুরাণ-কাহিনীর বিষয়বস্তু বিবেচনা করে লট্‌ন্‌-কে লিঙ্গ বা শিশ্নের প্রতীক বলে অনায়াসে ধরে নেওয়া চলে, আর বর্ণনায় সর্পের বিশেষণদ্বয় অনুরূপ আকৃতির শিশ্নকেই ইঙ্গিত করে। আবার ১৪ ইসায়ায় বলা হয়েছে : "হে উষাপুত্র লুসিফার, স্বর্গ (আকাশ ?) থেকে তোমার পতন ঘটল কিরূপে ? কেমন করে ভূলুণ্ঠিত হলে তুমি ? তোমার পতনে জাতিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়েছে।" বাইবেলের এই শোকগাথার বিবরণ ক্যানানের বা-আল মহাকাব্যের মেলকার্থ-আস্‌টোরেথ কাহিনীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, লুসিফার-এর পতন-কল্পনা সেই কাহিনীরই উপসংহার। সূর্যের উদয়, মধ্যাহ্ন, তারপর অস্তাচলে গমন, এই ত্রিবিধ অবস্থার সম্পূর্ণ বিবরণ কবি-মানসের বর্ণাঢ্য তুলির স্পর্শে চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রেমিকার অনুসরণরত মেলকার্থ ও লুসিফার-পতন কাহিনীর মধ্যে।

এমনি করে প্যালেস্টাইনের হিব্রুরা ক্যানানের উপকথাগুলিকে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সেগুলির হুবহু প্রতিলিপি তাদের শাস্ত্রগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নি, চিন্তাপ্রসূত নীতিধর্মের আলেপনে সে সবের নূতন জীবন্ত রূপকে তারা একান্তই নিজস্ব করে তুলেছিল।

॥ দুই ॥

মহাপ্রবর আব্রাহাম ও পরবর্তী কালের কথা

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে, সেই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে প্যালেস্টাইনে সংস্কৃতির ধারা পূর্বাপর অক্ষুণ্ণ ভাবেই বয়ে এসেছিল। হিব্রু জাতির ঐতিহ্য রক্ষিত আছে 'জেনেসিস্', 'একসোডাস্' প্রভৃতি বাইবেলের 'প্রাচীন-বিধান' (Old Testament) গ্রন্থসমূহে। সেই গ্রন্থমালার মধ্যে যেসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সেগুলির অতি-প্রাকৃতিক বা অলৌকিক বৃত্তান্তসমূহ বাদ দিলে মূল আখ্যায়িকার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় আবিষ্কৃত নানান দ্রব্য, শিলালিপি ও অন্যান্য লিখন প্রভৃতি থেকে। সুতরাং বাইবেল-বণিত বৃত্তান্তগুলিকে অলীক মনে করে অবজ্ঞার কারণ নেই। প্রতিদিন নূতন নূতন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বিবিধ তথ্য আমাদের উপহার দান করে চলেছে, সেগুলির সঙ্গে বাইবেলের বৃত্তান্তগুলিকে যোগ দিয়ে প্যালেস্টাইনের একটি স্বয়ংপূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে।

ক্যানানে আব্রাহামের আগমন

বাইবেলে বর্ণিত মহাপ্লাবনের ('The Deluge') নিদর্শন মেসোপটেমিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে পাওয়া গেছে। আট ফিট পুরু একটি পলির স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, সুমেরীয় সভ্যতার পূর্বেকার সময়ের সেই স্তর—সত্যই যা বাইবেলের ১৫০ দিনব্যাপী অস্বাভাবিক বন্যার অকাট্য প্রমাণ বহন করে। আসিরিয়ায় প্রাপ্ত একটি মৃৎ-চাকতির উপর প্লাবনের বিবরণ লিখিত আছে। বাইবেলের কাহিনীটি সুমেরীয় গিলগামেশ উপাখ্যানের মহাপ্লাবনের অনুরূপ, এবং তাই থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে আদিকালে সুমের দেশে যে প্রলয়ংকর বন্যা ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের উপত্যকাভূমি প্লাবিত করেছিল, সেই প্লাবনের স্মৃতিকেই বহন করে গিলগামেশ উপাখ্যান, আর বাইবেলের বর্ণনাও সেই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি। হিব্রুদের মহাপ্রবর আব্রাহাম ছিলেন ক্যালডিয়দের উর নগরের (Ur of the Chaldees) অধিবাসী। ঈশ্বরের আদেশে সেখান থেকে তিনি কিরূপে ক্যানান দেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তার

বর্ণনা রয়েছে বাইবেলের 'জন্ম-বৃত্তান্ত' (Genesis) গ্রন্থে। হিব্রু জাতির আদি বৃত্তান্ত থেকেই জানা যায়, ক্যানানের স্থানীয় অধিবাসী তারা ছিল না, আদি বাসভূমির ঐতিহ্য বহন করে এনেছিল ক্যানানে ব্যাবিলোনিয়া থেকে। ক্যানান দেশের প্রতি, ক্যানানবাসীদের প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা আসক্তিই ছিল না হিব্রুদের। "ক্যানান অভিশপ্ত হোক। সে তার ভ্রাতার অধীনস্থ ভৃত্যের ভৃত্য হয়ে থাকবে" (Genesis 9)। ক্যানানকে নিজেদের বাসভূমিতে পরিণত করতে দীর্ঘকাল লেগেছিল হিব্রুদের। আব্রাহামের ঈশ্বর মহাপ্রবরকে এই বর দিয়েছিলেন যে, তিনি হবেন 'বহু জাতির জনক' (father of many nations) আর "তাঁর বংশধরেরা মিশরের নদী থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের মালিক হবেন" (Genesis)। স্থানীয় ক্যানানাইটদের সঙ্গে হিব্রু জাতির রক্তের ও সংস্কৃতিগত প্রভেদ বিশেষভাবেই বজায় রাখতে আগ্রহান্বিত ছিলেন আব্রাহাম। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র যেন কোন ক্যানানাইটের কন্যার পাণিগ্রহণ না করেন।

বাইবেলের 'জেনেসিস' ও প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার : বেনি-হাসানের ট্যাবলো

আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরগণকে 'হিব্রু মহাপ্রবর' (Hebrew Patriarch) বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল কোন ধরনের তার কতক আভাস পাওয়া যায় বাইবেলের 'জন্ম-বৃত্তান্ত' গ্রন্থে বর্ণিত লামেক পরিবারের কাহিনী থেকে (Genesis 4)। লামেকের ছিল দুই পত্নী —আদা ও জিল্লা। আদার গর্ভে জন্মালো জাবল। পশুপালক গোষ্ঠীর জনক জাবল, যারা তাঁবুতে বাস করে। আর তার ভ্রাতা জুবল বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র-বাদকদের জনক। অন্য পত্নী জিল্লার পুত্র টুবলকেইন ছিল তাম্র ও লৌহ কর্মকারদের শিক্ষক। অনুন্নত জীবনযাত্রার এই বিবরণ পাঠ করে এমন একটি ধারণা জন্মানো স্বাভাবিক যে হিব্রু মহাপ্রবরগণ বুঝি পশুপালকের যাযাবর জীবন যাপন করতেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার এই ধারণাকে ভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত করেছে। আব্রাহাম যে নগর থেকে এসেছিলেন সেই উর নগরের খননকার্যে দেখা গেছে শহরটি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী, এবং একটি সুগঠিত সমাজসংস্থার জটিল পরিবেশের মধ্যে বর্ধিত হয়ে সেই দেশের

প্রাচীন ঐতিহ্যকেই বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি ক্যানান দেশে। এ-যুগের সংস্কৃতি ছিল ব্রোঞ্জযুগের। ব্যাবিলনের ইতিহাসে যে-যুগকে হাম্মুরাবির (খৃঃ পূঃ ২১২৩-২০৮১) যুগ বলা হয়, আব্রাহাম ছিলেন সেই কালের মানুষ। আব্রাহামের যে সমৃদ্ধির অভাব ছিল না তার ইঙ্গিত বাইবেলেও আছে। বলা হয়েছে, "পশুসম্পদে রৌপ্যে ও স্বর্ণে আব্রাহাম ছিলেন অত্যন্ত ধনশালী" (Genesis 13)। তবে এ-কথা সত্য যে, উরবাসী ক্যাল-ডিয়ানদের পূর্ব-পুরুষগণ ছিলেন মরু-ভূমির যাযাবর রাখাল জাতি। এই প্রসঙ্গে মিশর দেশের বেনি-হাসান নামক স্থানে প্রস্তরগাত্রে চিত্রিত একটি দৃশ্যের কথা (tableau of Beni-Hasan) উল্লেখ করা যেতে পারে। খৃঃ পূঃ ১৮৯২ অব্দে অঙ্কিত এই সুবিখ্যাত চিত্রটিতে দেখা যায়, প্যালেস্টাইন থেকে আগত মহা-প্রবরদের কালের খণ্ডজাতীয় অর্ধ-যাযাবর মানুষেরা গর্দভের পৃষ্ঠে কৃষ্ণ অঞ্জন (black pigment) অর্থাৎ সুর্মা বহন করে নিয়ে চলেছে রাজপুরুষের কাছে। তাদের পরিচয় লেখা রয়েছে মিশরীয় হরফে। দলপতির নাম আবসা, নামটি সেমেটিক। দলে রয়েছে ত্রিশটি নরনারী, বালকবালিকা। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই পরিধানে পশমি আলখাল্লা, উজ্জ্বল বর্ণের নকশি-করা কয়েক খণ্ড বস্ত্র সেলাই করে তৈরী। পুরুষের পরিচ্ছদ হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, পায়ে স্যাণ্ডেল, আর মেয়েদের পোশাক ঘাগরার মত পা অবধি ঝুলে পড়েছে, পায়ে চামড়াব খাটো বুট জুতো। কয়েকটি পুরুষের পরিধেয় কটিবাস মাত্র, সকলেই দাড়ি রাখে। বাবরি চুল, মাথায় টুপি নেই। পরবর্তী কালে পাগড়ির মত দেখতে এক প্রকার টুপির ব্যবহার দেখা যায়। ইহুদি মেয়েরা সুন্দরীকুলের শ্রেষ্ঠ, প্রাচীন কালেও

আদিকালের ব্রোঞ্জ শিল্প—প্যালেস্টাইনে প্রাপ্ত

তাদের এই খ্যাতি ছিল। গণ্ডদেশ রঞ্জিত করতো তারা, চোখে সুর্মা টানতো। আর যেমন ক্যানানে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে জাতির

ধাবমান মৃগশিশু—প্যালেস্টাইনে প্রাপ্ত মধ্য ব্রোঞ্জ উৎকীরণ-শিল্প (খৃঃ পূঃ ১৬০০)

ঘটল, তারাও তখন ব্যাবিলন, নিনেভে, দামাস্কাস ও টায়ার নগরবাসিনীদের মত নূতন ধরনের অলংকার শৌখিন বসনভূষণ অঙ্গে ধারণ করতে শুরু করল।

প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক অবস্থানটি এমনই বিচিত্র যে পূর্ব দিকে ব্যাবিলোনিয়া আর দক্ষিণে মিশর—মাঝখানকার এই নাতিদীর্ঘ, অনতি-পরিসর দেশটিকে যেন মিশরী, ব্যাবিলোনীয়, হিটাইট, আসিরীয় প্রভৃতি জাতি-সমূহের সংগ্রামক্ষেত্র রূপেই সৃষ্টি করেছিলেন বিধাতাপুরুষ। পূর্বে বলা হয়েছে, আদি যুগ থেকেই দেশটি সেমেটিক ভূমিতে পরিণত হয়েছিল, এবং তারপর নূতন নূতন মানবজাতির আবির্ভাব হ'তে লাগল। হিকসোস রাজত্বের অবসানের পর (খৃঃ পূঃ ১৫০০) মিশরীয় সাম্রাজ্য প্যালেস্টাইন, এমন কি সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। খৃঃ পূঃ সপ্তদশ শতাব্দ থেকেই প্যালেস্টাইনে বহু অ-সেমেটিক জাতি এসে বসবাস করছিল। এখানে কিউনিফরম হরফে লেখা এই সময়কার কতকগুলি চাকতি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই লিখনগুলির পাঠোদ্ধার করে জানা গেছে যে অ-মিশরী নামগুলির দুই-তৃতীয়াংশ সেমেটিক, আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ যে ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan)-নাম, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটি নাম 'ইন্দ্রুত'—বৈদিক নাম বলেই মনে

হয়। এরূপ আরও বৈদিক বা প্রাচীন সংস্কৃত নাম দেখা যায় যা থেকে সেকালে নব আগন্তুকরূপে আর্যদের প্যালেস্টাইনে আগমন প্রমাণিত হয়। এখানে এ-কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে আর্যদের চলাচল তখন ব্যাপকভাবেই আরম্ভ হয়েছিল এবং তাদের একটি শাখা ইতিপূর্বেই

বেনি-হাসানের প্রাচীর চিত্রে এশিয়ার খণ্ডজাতীয় অর্ধ-যাযাবর ব্যবসায়ী দল

বেনি-হাসানের আর একটি প্রাচীর চিত্রে এশিয়ার খণ্ডজাতীয় অর্ধ-যাযাবর ব্যবসায়ী দলে নারীগণ

ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। এশিয়া মাইনরে হিটাইট সাম্রাজ্য, তার দক্ষিণপূর্বপ্রান্তে মিটানি (Mitanni) রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। আর্মানয়েড জাতীয় হিটাইট আর মিটানির আর্যদের এবং অন্যান্য জাতিদেরও মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল প্যালেস্টাইন। খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে ক্রীটের নসোস নগর ধ্বংস হবার পর থেকে বহু ক্রীটবাসী প্যালেস্টাইনের সমুদ্রতটে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। উপকূলের এই অংশটির নাম

'ফিলিষ্টিয়া' (Philistia), এবং এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সেই বিতাড়িত অধি-বাসীরাই বাইবেলে 'ফিলিস্টাইন' জাতি নামে অভিহিত হয়েছে। হিব্রুদের সঙ্গে এই জাতির বহুবার সংঘর্ষ বেধেছিল। "ইসরায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে কদাচারী হয়ে উঠেছিল। তখন প্রভু তাদের চল্লিশ বছরের জন্য ফিলিস্টাইনদের হাতে সঁপে দিলেন" (Judges 13)। ফিলিস্টাইনদের অধীনতা থেকে কিরূপে মুক্তিলাভ করেছিল ইহুদিরা, বাইবেলের স্যামসন-কাহিনীতে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অন্য কতিপয় জাতির সঙ্গে, সম্ভবত ডোরিয়ান গ্রীকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফিলিস্টাইনরা মিশর-অভিযানে বহির্গত হয়েছিল, কিন্তু কী হিব্রুদের সঙ্গে ব্যবহারে, কী মিশর অভিযান ব্যাপারে কোথাও কোনরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নি তারা। ফিলিস্টাইনরা ছিল কিন্তু সমৃদ্ধ জাতি, বেশ জাঁকজমক করেই তারা তাদের জাতীয় দেবতা দাগন (Dagon)-এর পূজা করত। তাদের উৎসব, ব্যসন, ক্রীড়াকৌতুকের বিবরণ ক্রীটের নসোস নগরের প্রাচীর-চিত্রের দৃশ্যাবলী যেন চোখের সামনে মেলে ধরে। মন্দির-প্রাঙ্গণে অভিজাতবর্গের সমাবেশ—অলিন্দে সমবেত নারীকুলের উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে যুদ্ধরত বৃষ বা মল্লদের পানে। অভি-জাতবর্গের শাসনাধীন ছিল ফিলিস্টাইনদের নগরগুলি—শাসকেরা ছিলেন স্বৈরাচারী (tyrant)। কালক্রমে এই জাতি সর্বতোভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কি ভাষায় কথা বলতো তারা, কিরূপ ছিল তাদের লিখনপদ্ধতি, এসব কিছুই জানা যায় নি।

জাতিপুঞ্জের মহামিলন-ক্ষেত্র প্যালেস্টাইনে সেমিটিক যাযাবর জাতির রক্তের মিশ্রণ ঘটেছিল যেমন স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তেমনি আবার উত্তরাঞ্চলের হিটাইটরাও তাদের আকৃতির ছাপ অঙ্কিত করে রেখেছে ইহুদিদের মুখমণ্ডলের ওপর। যে-উন্নত বক্র নাসিকা সেমেটিক জাতির বিশেষত্ব বলে ধরা হয়, সেটি তারা পেয়েছিল হিটাইটদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবার ফলে। বাণিজ্যসূত্রে নানান বিদেশী জাতির আগমন ঘটত এখানকার পণ্য-ভূমিতে। বহু ভাষার দুর্বোধ্য স্বর-কাকলীতে পথঘাট মুখরিত হয়ে উঠত। এখানে মিশরী কারিগরদের তৈরী বিচিত্র অলংকার, ব্রোঞ্জপাত্র ও গজদন্তের আসবাব বয়ে আনতো সওদাগরেরা। এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মৃৎপাত্র, হিটাইটদের লাল রং-এর মাটির ভাণ্ড ও ব্যাবিলনের পশমী পরিচ্ছদ দ্রব্যেরও

আদান-প্রদান চলতো। এই তো গেল ব্যবসাক্ষেত্রে সামাজিক মিলনের কথা। ইতিহাসে সমরক্ষেত্র রূপে যে-সব স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, প্যালেস্টাইনের মেগিড্ডো নামক গিরিবর্ত্ম তার মধ্যে একটি। খৃঃ পূঃ ১৪৭৮ অব্দে মহাবীর তৃতীয় থাটমোস মেগিড্ডোর যুদ্ধে (Battle of Megiddo) খ্যাতি অর্জন করেন। আবার খৃঃ পূঃ ৬০৮ অব্দে ফারাও নেকো প্যালেস্টাইনের রাজা জোসিয়া-কে মেগিড্ডোর অধিত্যকাভূমিতে যুদ্ধে পরাজিত করেন। মেগিড্ডোর নাম অনুসারে ইংরেজি 'আর্মাগেডন' (armageddon) শব্দের উৎপত্তি—শব্দটির অর্থ, 'মহাসমর'। অতি-আধুনিক কালেও একটি প্রসিদ্ধ মহাযুদ্ধ ঘটেছিল এখানে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কী সেনা-বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন ইংরেজ জেনারেল লর্ড এলেনবাই মেগিড্ডোর ঐতিহাসিক সমরভূমিতে। সারা প্যালেস্টাইনকেই রণক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন দ্বিতীয় রামেসিস। আসিরীয় নৃপতি সেননাচেরিব ও আসুরবানিপালের মিশর অভিযানের পথ ছিল প্যালেস্টাইনের মধ্য দিয়ে। ক্যালডীয় নৃপতি নেবুকাড্নেজ্জারের নির্মম শাসন প্যালেস্টাইনকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। তারপর পারসীক রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে দেখা দিলেন সম্রাট সাইরাস। তখন আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের পদতলে দলিত মথিত ইহুদিজাতি মহাবীর সাইরাসকে বাহু তুলে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

মহাপ্রবর আব্রাহামের বংশধর হিব্রু বা ইহুদিজাতির উত্থান-পতনের কাহিনীই প্যালেস্টাইনের রাজনৈতিক ইতিহাস। পারসীক, গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের যুগে প্যালেস্টাইন ছিল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তখন সে দেশের কোন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্বই ছিল না। হিব্রুদের ইতিহাস বাইবেলের বিবরণ থেকে সুসম্বদ্ধভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে, আর অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্নতত্ত্ব সেই ইতিহাসকে সমর্থন করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাপ্রবরদের যুগ আর মিশর থেকে বিতাড়িত হিব্রু দল সহ জাতীয় নেতা মোজেসের প্যালেস্টাইনে আবির্ভাব, এই দুই কালপর্যায়ের মধ্যে ইতিহাসের বৃহৎ ফাঁকটি এখনো সন্তোষজনকভাবে ভর্তি করা হয় নি। অবশ্য মিশরের ইতিবৃত্ত থেকে আমরা জানতে পেরেছি, প্রথম থাটমোস-এর কাল থেকে ইখনাটনের আমল (খৃঃ পূঃ ১৫৮০-১৩৬০) পর্যন্ত মিশর-সাম্রাজ্যেরই অংশ-

রূপে ছিল প্যালেস্টাইন, এবং বিদ্রোহ দমনে তৃতীয় থাটমোসের অভিযান যেমন শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছিল, ইখনাটনের দুর্বল রাজশক্তি তেমনি বিদ্রোহীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর দেখা যায়, পুরুষসিংহ দ্বিতীয় রামেসিস (Rameses)-এর প্যালেস্টাইন বিজয়। এই ফারাওর রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ১৩০০-১২৩৩। তাঁর মৃত্যুর পর মিশর সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্যালেস্টাইনের বন্ধন একরকম ছিন্নই হয়ে গিয়েছিল, এবং তখনই হয়েছিল সেখানে হিব্রুজাতির নেতা মোজেসের আবির্ভাব।

॥ তিন ॥

হিব্রুদের রাজনৈতিক ইতিহাস—পূর্ব কাণ্ড

বাইবেলের 'একসোডাস' (Exodus) গ্রন্থে বলা হয়েছে, ফারাও কর্তৃক নির্যাতিত ইহুদির দল সঙ্গে নিয়ে দলপতি মোজেস মিশর পরিত্যাগ করে মরু দেশে প্রবেশ করেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর মহাবাহু জোস্থয়া ক্যানানে গিয়ে ক্যানানাইটদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। প্যালেস্টাইনে আসবার আগে মোজেস ও তাঁর ইহুদিদল ৪০ বৎসর কাল মরুভূমিতে বিচরণ করেছিলেন। যাযাবর জীবন যাপন যে জাতির ঐতিহ্য, সেই জাতির পক্ষে এরূপ সুদীর্ঘ কাল মরু-বাস হয়ত বা তেমন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। এখানে আমরা দেখতে পাই, যাযাবরদের স্থিতিবান জাতির দেশের ওপর হানা দেবার আর একটি দৃষ্টান্ত। ক্যানানাইটরা জাতি হিসাবে ছিল ইহুদিদের জ্ঞাতি। তাদের উন্নত সভ্যতার সংস্রবে এসেও নিজেদের ঐতিহ্যকে হারায় নি ইহুদিরা। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইহুদি জাতি—আসলে কিন্তু কোন ইতিহাস সৃষ্টি করে নি এই ক্ষুদ্র জাতি, বরঞ্চ ইতিহাসই ইহুদিদের একটি স্বতন্ত্র জাতির রূপ দিয়ে গড়ে তুলেছিল। ক্যানান ও মোয়াবের অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ, ফিলিস্টাইনদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ, নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পরিশেষে এই হিব্রু খণ্ডজাতি সমগ্র প্যালেস্টাইন জুড়ে একটি রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। বিজেতা ইহুদির দল রাজন্যবর্গ ও দেশ-বাসীদের কিরূপ নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, বাইবেলে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে: "তারা তাকে (নৃপতিকে) তার পুত্রদের আর তার সকল লোকজনকে হত্যা করেছিল, আপন বলতে তার আর কেউ রইল না। তারপর তার রাজ্য অধিকার করেছিল তারা।" এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে, এবং আততায়ী জাতি এই রক্তস্নান বিলক্ষণ উপভোগ করেছিল দেখা যায়। বর্ণনায় নির্মমতা গোপন করবার প্রয়াস কিছুমাত্র নেই—ভাবপ্রবণতা বর্জিত বাস্তব বর্ণনা। আসিরিয়া ব্যতীত আর কোন জাতিকে এরূপ নৃশংস কার্য করতে দেখা যায় নি।

মোজেসের জীবন-কথা

ইহুদিদের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে জাতির দলপতি মোজেসের অভিযানের সঙ্গে। এই অসামান্য পুরুষসিংহের জীবনকাহিনী সত্যই বৈচিত্র্যপূর্ণ। দীর্ঘ কাল ধরে মিশরে এক দল ইহুদি খণ্ডজাতি ফারাওর দাসরূপে বসবাস করছিল। নগর ও গৃহাদি নির্মাণের কঠিন কার্যে নিযুক্ত করে তাদের জীবন দুর্বহ করে তোলা হয়েছিল। বংশবৃদ্ধির ফলে যখন এই খণ্ডজাতি সংখ্যা-বলে শক্তিমান হয়ে উঠছিল, তখন সেই জাতির উচ্ছেদকল্পে নবজাত শিশু-পুত্রদের হত্যা করবার আদেশ দিলেন ফারাও। মিশরবাসী হিব্রুদের এই মহাসংকটকালে মোজেসের জন্ম হয়েছিল। নদী-তীরে একটি 'ঝুড়ির নৌকা'য় (ark of bulrushes) শিশু মোজেসকে লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁর মাতা। একজন রাজপরিচারিকা শিশুকে তুলে নিয়ে ফারাওর কন্যার কাছে এল। লালনপালনের জন্য শিশুকে সঁপে দিলেন রাজকুমারী একজন হিব্রু ধাত্রীর হাতে।* বাল্যকাল থেকেই মোজেসের মনে তীব্র জাতীয়তাবোধ জেগে উঠেছিল। একদা বালক দেখল, তারই স্বজাতীয় কোন ইহুদিকে প্রহার করছে একজন মিশরী। তৎক্ষণাৎ সে জাতির প্রতি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করল। "একবার তাকাল সে এদিকে, একবার ওদিকে এবং যখন দেখল ধারে কাছে কেউ নেই, তখন সেই মিশরীকে হত্যা করল আর তার মৃতদেহ বালির তলে চাপা দিল" (Exodus i. 12)। এই সংবাদ যখন ফারাওর কর্ণগোচর হল, তখন তিনি মোজেসকে হত্যা করতে মনস্থ করলেন। তাঁর এই অভিসন্ধির কথা

* প্রাচীন ইরাকের 'সারগন লিজেণ্ড' বা প্রবাদ-কাহিনীর মধ্যে সারগনের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে ঠিক এমনি একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সুমের-আক্কাডের সম্রাট সারগন ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল, দরিদ্রা মাতা তাঁকে গোপনে জন্মদান করে একটি নল-খাগড়ার ঝুড়িতে ভরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, জনৈক উদ্যান-রক্ষক তাঁকে তুলে নিয়ে লালনপালন করে। বাইবেলের 'জেনেসিস'-গ্রন্থে বর্ণিত নিমরড, যাঁকে বলা হয়েছে 'প্রভুর অনুগৃহীত মহা পরাক্রান্ত শিকারী', অনেকে মনে করেন তিনিই সম্রাট সারগন। সপ্তবিংশ শতক খৃস্টপূর্বাব্দের নৃপতি, তাঁর প্রবাদ-কাহিনীগুলি মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে মৃৎখণ্ডে লেখা হয়েছিল বাইবেল রচনার অনেক শতাব্দ পূর্বে, এই কথা বিবেচনা করে উভয় জন্মবৃত্তান্তের সাদৃশ্যকে নিতান্তই আকস্মিক বলে মনে না করলে বোধ করি ভুল করা হবে না।

জানতে পেরে মোজেস মিডিয়ান মরুভূমিতে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল। সেখানে একদিন সে একটি কূপের কাছে বসে আছে এমন সময় মিডিয়ানের পুরোহিতের সাতটি কন্যা একপাল পশু নিয়ে এল জলপান করাতে। কিন্তু রাখালের দল এসে সেই পশুপালকে বিতাড়িত করল। তখন মোজেস উঠে এল পুরোহিত-কন্যাদের সাহায্য করতে, পশুপাল জড়ো করে কূপ থেকে জল তুলে সে তাদের পান করাল। মেয়েরা পিতা জেথরো-র কাছে ফিরে গিয়ে জানাল, একজন মিশরী তাদের একদল রাখালের কবল থেকে উদ্ধার করেছে এবং জল তুলে পশুদের পান করিয়েছে। পিতা তখন সন্তুষ্ট হয়ে মোজেসকে ডাকিয়ে এনে পরম সমাদরে আহার্য দিয়ে তার সৎকার করলেন। মোজেস তাঁরই আশ্রয়ে বাস করতে লাগল, তিনি তখন তাঁর কন্যা জিপোরা-কে মোজেসের সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

মরু অঞ্চলে হোরেব পর্বতের সানুদেশে শ্বশুর জেথরো-র পশুপাল চারণকালে মোজেসের দিব্যদর্শন ঘটেছিল, বাইবেলে সেই কাহিনীর বর্ণনা এইরূপ :

"ঈশ্বরের স্বর্গদূত ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল অগ্নির রূপ ধারণ করে। বিস্মিত হয়ে মোজেস দেখল, ঝোপটি অগ্নিময়, কিন্তু কৈ পুড়ে ছাই হল না ত!

"তখন মোজেস বলল, আমি একটু সরে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখব, কেন ঝোপটি পুড়ে ছাই হল না।

"প্রভু-ঈশ্বর যখন দেখলেন সে সরে দাঁড়িয়েছে, তিনি তখন ঝোপের ভেতর থেকে তাকে ডাকলেন, মোজেস, ওহে মোজেস—আমি এখানে।

"তিনি বললেন, কাছে এস না। পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ তুমি পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে আছ।

"তিনি আরও বললেন, আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসাকের ঈশ্বর, জেকবের ঈশ্বর। মোজেস মুখ ঢাকল, ঈশ্বরের পানে চোখ তুলে চাইতে তার ভয় হল।

"প্রভু বললেন, মিশর-প্রবাসী আমার লোকদের দুঃখদৈন্য আমি দেখেছি ··আমি এখন এসেছি মিশরীদের কবল থেকে উদ্ধার করে তাদের নিয়ে যেতে এমন একটি বৃহৎ ভালো জায়গায় যেখানে আছে

প্রচুর দুগ্ধ ও মধু (unto a land flowing with milk and honey)···

"ইসরায়েল-সন্তানদের ক্রন্দন আমার কাছে পৌঁছেছে। মিশরীদের হাতে তাদের নির্যাতন আমি দেখেছি।

"এস তবে, আমি তোমাকে ফারাওর কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি ইসরায়েল-সন্তানদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে এস।

"তখন মোজেস ঈশ্বরকে বলল, আমার এমন কি সাধ্য যে আমি ফারাওর কাছে যাব এবং ইসরায়েল-সন্তানদের সঙ্গে করে মিশর থেকে বেরিয়ে আসব ?"

"তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি যখন তাদের মিশর থেকে বের করে আনবে তখন তোমার পর্বতোপরি ঈশ্বরেরই (God upon the mountains) সেবা করা হবে।"

(Exodus iii)

ঈশ্বরের সঙ্গে মোজেসের সাক্ষাৎকার, মোজেসের প্রতি ঈশ্বরের বাণী, বাইবেলের এই সব বৃত্তান্তের বর্ণনে ধর্মবিশ্বাস ও সাহিত্য-প্রতিভা স্থপরিস্ফুট। কিন্তু সেকথা বাদ দিয়েও এই দিব্যদর্শনের মর্মমূলে প্রবেশ করলে ইতিহাসের স্থূল বাস্তব সত্য সহজেই চোখে পড়ে, এবং সেই সত্যের দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করলে উপরোক্ত বিবরণের সরলার্থ দাঁড়ায় এই : মিডিয়ান মরুভূমিতে বাস করে তরুণ মোজেসের মনে পিতৃপুরুষের সহজ অনাড়ম্বর রুক্ষ জীবনের প্রতি আসক্তি আর বিজাতীয় সভ্যতার কৃত্রিম আরাম, কলুষিত নাগরিক জীবনের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা জন্মেছিল। তখন তিনি সংকল্প করলেন মিশরে নির্বাসিত নির্যাতিত ইসরায়েলি ভ্রাতৃবৃন্দকে মহাপ্রবরদের জীবনের আদর্শপথে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। এই উদ্দেশ্যে মিশর থেকে হিব্রুদের স্থানান্তরিত করতে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। মোজেসের নেতৃত্বে হিব্রুদের মিশরত্যাগের বিবরণ অলৌকিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ফারাও তাঁর বাহিনী সহ মোজেসের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। ঈশ্বরের ইঙ্গিতে লোহিত সাগরের উপকূলে এসে যষ্টি হেলন করলেন মোজেস, এবং সেই মুহূর্তে সমুদ্রের বারিরাশি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নীলাকাশে ছায়াপথের মতই একটি প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করে দিল। ইহুদিদের নিয়ে মোজেস যখন পরপারে এসে পৌঁছলেন, অনুসরণরত ফারাও-

বাহিনী তখন সমুদ্রপথের মাঝামাঝি স্থানে গিয়ে পড়েছে। মোজেসের যষ্টি-হেলনে সেই পথের ওপর প্রবল জলোচ্ছ্বাস এসে ফারাওর রথ অশ্ব ও সৈন্য সামন্তদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল (Exodus xiv)। বিপদমুক্ত হিব্রু নরনারী তখন মহানন্দে নৃত্য করে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান ধরল :

গাও সবে প্রভুর গান,
তাঁর এই বিজয় মহিমা—
ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার
তিনি ভাসালেন সাগরজলে।
(Exodus xv. 21)

ফারাওর কবল থেকে হিব্রুদের উদ্ধার করবার পর মোজেস সদলবলে সিনাই পর্বতের পাদদেশে সমতলভূমিতে যাযাবর জীবন যাপন করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল জনহীন মরুভূমির নিরালায় বসবাস করে তিনি 'আব্রাহামের ঈশ্বর'কে—অর্থাৎ, হিব্রুদের জাতীয় ঈশ্বরকে—আকাশ-বিদারী বজ্র ও ঝঞ্ঝাবাত্যার মহাপরাক্রান্ত ঈশ্বর ('the great God of the Thunder and Storm')-রূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য বিশ্বদেবকুলের মধ্যে ইনি ছিলেন একজন, যিনি শাসন করতেন মহাকাশ, যার ওপর নির্ভর করতো রাখালের জীবন। এই দেবতার নাম 'জাভে' (Yaveh)। হিব্রু জাতির ভাগ্য-নিয়ন্তারূপে একমাত্র এই দেবতাকেই পরমেশ্বররূপে কল্পনা করেছিলেন মোজেস। ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ ছিলেন মোজেস, নিভৃতে ঈশ্বর আবির্ভূত হতেন এই অনুগত ব্যক্তিটির কাছে অগ্নিশিখা বা জ্যোতিরূপে। একদিন দেখা গেল, মোজেস ইহুদিদের শিবির ত্যাগ করে কোথায় চলে গেছেন। সেইদিনই তিনি যখন সিনাই পর্বতের শিখরে আরোহণ করেছেন, চূড়াদেশটি তখন ধূম্র মেঘের আবরণে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল, আর সেই মেঘমণ্ডলের মাঝে ফুটে উঠলো ঈশ্বরের জ্যোতি-মহিমা। ছয় দিন ধরে সেই দিব্য জ্যোতির ঝলমলানি ইসরায়েল-সন্তানদের চোখ ঝলসে দিয়েছিল। চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি পর্বতচূড়ায় অবস্থানের পর মোজেস ফিরে এলেন দুইটি প্রস্তর-ফলক সঙ্গে নিয়ে। বজ্র-নির্ঘোষ ও বিদ্যুৎস্ফুরণের মধ্য দিয়ে জাভে ইহুদিজাতির উদ্দেশে যে-বাণী উচ্চারিত

করেছিলেন, শিলাখণ্ড দুটির ওপর সেই বাণী 'প্রত্যাদেশ-দশক' (Ten Commandments) রূপে খোদিত হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে জাভে-ই হলেন ইহুদিদের একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর, জাতির ভাগ্য-বিধাতা। তাঁর প্রত্যাদেশ পালনই হল জাতীয় ধর্ম।

মিশর-প্রবাসী হিব্রুগণ

মোজেসের অধিনায়কত্বে মিশর-প্রবাসী ইহুদিদের স্বদেশে প্রত্যাগমন ও ক্যানান বিজয়—বাইবেলে বর্ণিত এই ঘটনাটির উল্লেখ সমসাময়িক মিশরের কোন লিখিত বিবরণে পাওয়া যায় না। তবে দ্বিতীয় রামেসিসের বংশধর ফারাও মেরনেপটা (খৃঃ পূঃ ১২২৫) একটি স্মৃতিফলকে এইরূপ লিখে গেছেন :

বিদায় নিয়েছেন রাজারা 'সালাম' বলে,
বিধ্বস্ত তেহেনু (লিবিয়া),
প্রশান্ত হিটাইট-ভূমি,
লুণ্ঠিত ক্যানান……
বিপর্যস্ত ইসরায়েল……
পতিহীনা হয়েছে প্যালেস্টাইন মিশরের তরে,
যুক্ত সর্ব ভূমি, সেথা শান্তি বিরাজিত,
দুর্দান্ত যারা তাদের বেঁধেছেন রাজা মেরনেপটা।

এই কথাগুলি ফারাওর নিজের প্যালেস্টাইন বিজয়ের ঘোষণা, ইহুদিরা যে ক্যানান জয় করেছিল এমন কোন ইঙ্গিতই এখানে নেই। নির্বাসিত অবস্থায় কোন সময়ে ইহুদিদের মিশরে এনে রাখা হয়েছিল, কে এনেছিল তাদের এবং কোথা থেকে, তা-ও আমাদের জানা নেই। প্রত্নতত্ত্বের খনন-কার্যে মিশরে এলিফ্যান্টাইন নামক স্থানে ইহুদি উপনিবেশ সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজ পাওয়া গেছে। ব্রেস্টেড বলেন, দিগ্বিজয়ী দ্বিতীয় রামেসিসই নাকি ইহুদিদের প্যালেস্টাইন থেকে মিশরে এনে তাঁর বিশাল নির্মাণ-কার্যসমূহে দাসরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। আর একটি মতবাদ এই যে, ইহুদিরা তাদের স্বজাতীয় সেমেটিক (?) হিকসোস্‌দের মিশর অধিকারকালে তাদের সঙ্গেই মিশরে প্রবেশ করেছিল। বাইবেলে বলা হয়েছে, ইহুদিরা মিশরে ছিল ৪৩০ বছর। পেট্রি

এই হিসাব ধরে স্থির করেছেন, ইহুদিরা মিশরে এসেছিল খৃঃ পূঃ ১৬৫০ অব্দে আর সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল খৃঃ পূঃ ১২২০ অব্দে। প্রাচীন কালের মিশরীয় ঐতিহাসিক মনেথো (Monetho) বলেছেন, দীন দরিদ্র দাস শ্রেণীর ইহুদিদের মধ্যে প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছিল, যার জন্য মিশরীরা সন্ত্রস্ত হয়ে ছোঁয়াচ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যই দেশত্যাগ করতে তাদের বাধ্য করেছিল। তিনি আরও বলেন যে মোজেস ছিলেন একজন মিশরী পুরোহিত। ব্যাধিগ্রস্ত ইহুদিদের সেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তাদের শিক্ষাও নাকি তিনিই দিয়েছিলেন। মনেথো গ্রীক টোলেমি-রাজের আদেশমত মিশরের প্রাচীন কালের ইতিহাস লিখেছিলেন, তাঁর মতবাদ গ্রীক ও রোমান মহলে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু তার সত্যাসত্য যাচাই করবার মত কোন তথ্যই আমাদের জানা নেই। তবে 'মোজেস' নামটি মিশরীয় নাম বলেই মনে হয়—'আহমোস' (Ahamose) নামেরই সংক্ষেপ বা অপভ্রংশ। আবার বাইবেলের বর্ণনা থেকে এই অনুমানও করা হয়েছে যে ইহুদিদের কাজকর্ম বন্ধ করে মিশর ত্যাগের ব্যাপারটা শ্রমিক ধর্মঘটেরই সামিল। সে যা-ই হোক, মিশরে ইহুদিদের দাস-রূপে বন্ধাবস্থা, বিরাট নির্মাণকার্যে তাদের নিয়োগ, শেষে তাদের বিদ্রোহ ও পলায়ন—অতি-প্রাকৃত ও অলৌকিক বর্ণনা বাদ দিয়ে বাইবেলের এইসব বৃত্তান্ত সেকালের মিশর ও প্যালেস্টাইনের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই খাপ খায়। এই বিবরণটিকে সত্য বলে মেনে নিতে বাধা নেই, আর তাহলে ইহুদিজাতির ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে মিশরের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তিলাভের পর থেকে, সেকথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে।

জোসুয়ার বিজয় অভিযান : ফিলিস্টাইনগণ

"প্রভুর ভৃত্য মোজেসের মৃত্যুর পর, প্রভু-ঈশ্বর মোজেসের মন্ত্রী নান-পুত্র জোসুয়াকে বললেন, আমার পুত্র মোজেস গতাসু হয়েছে। উঠে এস, জর্ডানে যাও তুমি ও সর্বজন, সে-দেশ আমি ইস্রায়েল-সন্তানদের দিলাম।" বাইবেলের 'জোসুয়া'-গ্রন্থের (Book of Joshua) এই বর্ণনায় মোজেসের স্থলে জোসুয়াকে অভিষিক্ত করলেন স্বয়ং ঈশ্বর, কিন্তু 'গণমতই ঈশ্বরের আদেশবাণী' (*vox populi vox Dei*), এই অর্থে ধর্মীয় রচনাটির ব্যাখ্যা

করলে বেশ বোঝা যায়, জোস্থয়া গণপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ইসরায়েল-সন্তানগণ কর্তৃক, এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি জয়যাত্রায় বেরিয়ে মোজেসের অসম্পূর্ণ কর্মতালিকা পরিসমাপ্ত করেছিলেন। জোস্থয়ার বিজয় অভিযান শুরু হয়েছিল হিব্রুদের মিশর ত্যাগের চল্লিশ বছর পর, এই সুদীর্ঘ কাল তারা মরুভূমিতে যাযাবরের জীবনযাপন করেছিল। 'জোস্থয়া গ্রন্থে' জোস্থয়ার বিজয়কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, অবশ্য সেখানে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের সক্রিয় সমর্থনেই সর্বত্র তাঁর জয়লাভ ঘটেছিল। প্যালেস্টাইন ছিল নানান জাতিগণ কর্তৃক অধ্যুষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। আমোরাইট নৃপতিগণ ছিল জর্ডন নদীর পশ্চিমভাগে আর ক্যানানাইট নৃপতিরা সমুদ্রতীরে, তারা বশ্যতা স্বীকার করল ইসরায়েল-সন্তানদের কাছে, কিন্তু জেরিকো দখল করতে জোস্থয়ার বলপ্রয়োগ প্রয়োজন হয়েছিল। এই নগরটিকে তিনি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিলেন, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই হত্যা করা হল, গো মেষ গর্দভও খড়্গাঘাত থেকে ত্রাণ পায় নি (Joshua 6)। রক্ষা পেয়েছিল শুধু রাহাব নামে এক বারবনিতা ও তার পরিজনবর্গ, এই নারী জোস্থয়ার গুপ্তচরদের আশ্রয় দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিল। এইরূপ নির্মম ধ্বংসলীলা চলল নগরে নগরে, এই সব উন্মত্ত তাণ্ডবের বিবরণ পাঠ করলে স্বতঃই মনে হয় ভক্তের হিতার্থে, তার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য কোন নিষ্ঠুর কর্ম থেকেই জাতীয় ঈশ্বর বিরত হন নি।

প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে ইহুদিরা ক্যানানের দীর্ঘ পনের শ' বছরের সুপ্রাচীন পরিবেষ্টন-মধ্যে এসে পড়েছিল। সেখানে ছিল রক্ষা-প্রাচীর বেষ্টিত নগর। ইহুদিরা প্রথমে দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ক্যানানাইট শহর দখল করেছিল। উত্তরদিকে পরাক্রান্ত নগরসমূহ ছিল পর্বতমালার অন্তরালে। বস্তুত এই নগরগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানবিক ব্যবস্থা ছিল প্রতিরক্ষার এমনই অনুকূল যে, দক্ষিণ প্রদেশে উচ্চভূমির ওপর অবস্থিত জেরুসালেম নগর অধিকার করতে কয়েক শতাব্দী কেটে গিয়েছিল আততায়ী-দের। হিব্রুদের পরম সৌভাগ্য যে সে-সময় মিশরের পতনোন্মুখ অবস্থা, আর আসিরিয়া তখনো সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে নি। প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সমুদ্রতটে তখন ক্রীট থেকে সমাগত মেডিটারেনিয়ান্ জাতীয় ফিলিস্টাইনদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। গেজা,

এসকেলন, গথ, এস্‌ডড প্রভৃতি শহরগুলিতে ফিলিস্টাইনরা বসতি স্থাপন করেছিল। এখানে নূতন পরিবেশের মধ্যে এই সামুদ্রিক জাতি নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে হারিয়ে বসেছিল। মিনোয়ান শিল্পীর অপরূপ সৌন্দর্যবোধ এখন আর তাদের মধ্যে দেখা যায় না। সামুদ্রিক বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে তারা ধরেছিল যোদ্ধবেশ। নির্মম যোদ্ধারূপেই তাদের চিত্র দেখতে পাই আমরা বাইবেল-গ্রন্থে। খৃঃ পূঃ ১১০০ অব্দে তারা বিলক্ষণ প্রতাপপ্রবল হয়ে উঠেছিল। তাদের ব্রোঞ্জের বর্ম, কোমরবন্ধ, প্রকাণ্ড তরবারি ও বর্শা প্রভৃতি নানান রকমের যুদ্ধোপকরণ ছিল। এমনই বিক্রমশালী তারা যে তাদের সঙ্গে স্থানীয় ক্যানানাইটদের লৌহনির্মিত রথগুলিও দ্বন্দ্বে এঁটে উঠতে পারে নি। তাদের আকৃতি দীর্ঘ, বর্মচর্ম দুর্ভেদ্য, বাইবেলের 'গলিয়াথ কাহিনী'তে তার বিবরণ পাওয়া যায় (Samuel 17)। এই ফিলিস্টাইন জাতির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল ইহুদিদের। সেনাপতি জোস্থয়ার নির্মম ধ্বংসলীলা ও হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও যারা পারে নি দীর্ঘকাল পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত নির্বীর্য ক্যানানাইটদের উপত্যকাভূমি থেকে বিতাড়িত করতে, সেই মরুবাসী হিব্রুরা যে দোর্দণ্ড দুর্ধর্ষ ফিলিস্টাইনদের যুদ্ধোপকরণ ও সাজসরঞ্জামের সামনে টিকতেও পারে নি, তার আশ্চর্য কি ? সংগ্রামে বারবার পরাজিত হয়েছে ইহুদিরা ফিলিস্টাইনদের কাছে, যদিও দু'একজন ইহুদি বীরের কথা আছে বাইবেল-গ্রন্থে, যেমন স্যামসন, যিনি একাই বাহুবলে ফিলিস্টাইনদের পরাভূত করেছিলেন। পরিশেষে ফিলিস্টাইনদের আধিপত্য মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়েছিল হিব্রুদের। এই প্রসঙ্গে ইহুদিদের জন-নেতা (Judge) এলির সময়কার বাইবেলে-বর্ণিত একটি মহাযুদ্ধের কথা বলা যেতে পারে, যে-যুদ্ধ ঘটেছিল এবেনেজের নামক স্থানে। রণক্ষেত্রে ইহুদিরা নিয়ে এসেছিল তাদের কুলদেবতার প্রতীক-চিহ্ন, যাকে তারা বলত 'ঈশ্বরের নৌকা' (Ark of God)। তাই দেখে ফিলিস্টাইন সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়ল। ভর্ৎসনা করে তাদের বললেন সেনাপতিরা, "ফিলিস্টাইনগণ, দৃঢ় হও। মানুষের মত ব্যবহার কর। তোমরা যেন হিব্রুদের দাস হয়ো না, তারা যেমন তোমাদের দাস। মানুষের মত যুদ্ধ কর।" ফিলিস্টাইনরা তখন প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে হিব্রুদের পরাস্ত করল। কথিত আছে, এবেনেজেরের যুদ্ধে ত্রিশ সহস্র ইসরায়েলি আর এলির দুই পুত্র নিহত হয়েছিল।

প্রথম রাজা সল্

হিব্রুদের খণ্ডজাতির সংখ্যা ছিল ১২টি বা ততোধিক, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রধান। জাতির বিভক্ত অবস্থা সংহতির পরিপন্থী, আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণ। হিব্রুরা যে সে-কথা বোঝে নি, তা নয়। খণ্ডজাতিগুলির একীকরণ প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছিলেন উপজাতির নেতৃবৃন্দ (Judges), কিন্তু তাদের সেই সাধু উদ্যম সফল হয় নি। তখন খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দের কিছু পূর্বে সল্ নামে একজন দলপতি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে নিজেকে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হিব্রুদের প্রথম রাজা তিনিই, দক্ষিণ দেশীয় মানুষ, যাযাবর জাতির প্রথা নিয়ম কিছুই বর্জন করেন নি। বাসস্থান ছিল তাঁর গৃহ নয়, শিবির—হিব্রু উপজাতিগুলিকে যথাসম্ভব একত্র করে ফিলিস্টাইনদের সঙ্গে তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধ চলেছিল দীর্ঘকাল, শেষে নিতান্ত শোচনীয় ভাবেই তাঁর পরাজয় ঘটে। সৈন্যবাহিনী যখন রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করল তখন তিনি নিজ দেহে অসি চালনা করে প্রাণত্যাগ করেন। (I Samuel 31)

সল্-এর এই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি ধর্ম-যুদ্ধ, এবং তাঁকে ফিলিস্টাইন-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়েছিলেন হিব্রু নবী বা পয়গম্বর স্যামুয়েল। সল স্যামুয়েলের হাতে-গড়া মানুষ, অনুগত প্রিয়পাত্র, কিন্তু সেজন্য ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেন নি তিনি। স্যামুয়েল চেয়েছিলেন এই যে, তিনি যেন যুদ্ধ-নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হন, তবুও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সল্ নিজেকে 'রাজা' বলে ঘোষণা করেছিলেন। তখন রাজা ও পুরোহিতের ঐতিহাসিক বিরোধেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল, এবং সল্-এর মৃত্যুর পরবর্তী কাল পর্যন্ত সেই বিরোধের জের চলেছিল।

গলিয়াথ বধ

সল্-এর রাজত্বকালে ফিলিস্টাইন দমন-উদ্যোগের একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা 'গলিয়াথ নিধন'। এই ঘটনাসূত্রেই সল্ তাঁর ভাবী সেনাপতি ও জামাতা ডেভিড, যিনি হয়েছিলেন নিধন-পর্বের নায়ক, তাঁর শৌর্য-বীর্যের প্রকৃত পরিচয় পেয়েছিলেন। অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ ডেভিড, দেহের

বলে সিংহের মুখের গ্রাস থেকে একটি মেষশাবককে উদ্ধার করেছিলেন। ডেভিডের অতুলনীয় কীর্তি, দ্বন্দ্বযুদ্ধে গলিয়াথের নিধন মহাভারতের বকরাক্ষস-বধ উপাখ্যানটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। গলিয়াথ ছিল একজন বর্মাবৃত দীর্ঘাকৃতি ফিলিস্টাইন দানব যার নিষ্ঠুর অত্যাচার ইসরায়েলিদের মনে এমনই ত্রাসের সঞ্চার করেছিল যে তার দর্শনমাত্রেই তারা সভয়ে এদিক ওদিক পলায়ন করত। ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে তারা বলত, "দেখেছ কি তাকে? ইসরায়েল ধ্বংস করতেই এসেছে সে। রাজা বলেছেন, যে তাকে বধ করবে ঐশ্বর্যসম্ভার দিয়ে তিনি করবেন তাকে ধনকুবের, আর সেই সঙ্গে তাঁর হস্তে আপন কন্যাকেও সমর্পণ করবেন।"

পথে যেতে ডেভিড শুনলেন তাদের কথা। পাশে যারা ছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এত ভয় কিসের? কে সেই বে-সুন্নতি (uncircumcised) ফিলিস্টাইন যে জীবন্ত ঈশ্বরের বাহিনীর বিরুদ্ধাচরণ করবার স্পর্ধা রাখে?"

তারা গলিয়াথের পরিচয় দিল। তখন তিনি রাজা সল্-এর কাছে গিয়ে বললেন, "এই ফিলিস্টাইনের জন্য সন্ত্রস্ত হবার কারণ নেই! অনুমতি দিন, এই দাসই যাবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে।"

উদ্বিগ্নভাবেই সল্ বলে উঠলেন, "তুমি যাবে? সে কি! তুমি তো দেখছি তরুণ। আর সে একজন ঝানু—যুদ্ধ করেছে বাল্যাবধি।"

ডেভিড বললেন, "আপনি কি জানেন না, আমি সিংহের কেশর ধারণ করে তার মুখ থেকে মেষশাবক ছিনিয়ে নিয়েছিলাম, একাই সেই সিংহ আর একটি ভালুককে বধ করেছিলাম? এই বে-সুন্নতি ফিলিস্টাইনকে আমি সেই মতই বধ করব।"

সল্ তখন ডেভিডকে তাঁর বর্মচর্ম দিয়ে সজ্জিত করলেন, মাথায় স্বীয় তাম্র-কিরীট পরিয়ে দিলেন। ডেভিড কটিদেশে তরবারি বন্ধন করে গমনোদ্যত হলেন, কিন্তু চলতে গিয়ে কেমন আড়ষ্ট বোধ করতে লাগলেন। বললেন, "এ-সজ্জায় আমি অভ্যস্ত নই।"

যুদ্ধ-সজ্জা খুলে ফেলে ডেভিড একটি যষ্টি তুলে নিলেন, ঝরণা থেকে গোটা পাঁচেক মসৃণ উপলখণ্ড কুড়িয়ে নিয়ে কাঁধে ঝুলানো রাখালের তল্পি-মধ্যে রাখলেন, তারপর গজেন্দ্রগমনে যাত্রা করলেন সেই ফিলিস্টাইনের নিধন উদ্দেশ্যে, হাতে একটি গুল্তি (sling) ধারণ করে।

তাঁকে দেখে ফিলিস্টাইন ব্যঙ্গভরে হেসে উঠল। এ যে একটি সুদর্শন লোহিত নধর সুকুমার! বলল, "হ্যাঁ রে, আমি কি একটা কুকুর নাকি যে লাঠিপেটা করবি ভেবেছিস? আয় আয়, দেখবি কেমন করে তোর দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে মাংস ছড়িয়ে দেব আকাশের পাখী আর বনের পশুদের খাবার জন্য।"

ডেভিড বললেন, "তুই এসেছিস ঢাল তলোয়ার বর্শা নিয়ে, কিন্তু আমি এসেছি তোর কাছে আমাদের প্রভু-ঈশ্বরের নাম নিয়ে, ইসরায়েল বাহিনীর প্রভু, যার বিরুদ্ধাচরণ করেছিস তুই। আজ সেই প্রভু-ঈশ্বর আমার হাতে তোকে সমর্পণ করেছেন। তোকে বধ করে তোর ছিন্ন-মুণ্ড নিয়ে যাব আমি।"

গুলতি দিয়ে তিনি তার প্রতি উপলখণ্ডের সন্ধান করলেন, সেই আঘাতে ফিলিস্টাইন হল ভূপাতিত। ডেভিডের হাতে তরবারি ছিল না, তিনি সেই ধরাশায়ী ফিলিস্টাইনের কাছে ছুটে গিয়ে তারই খড়্গটি নিয়ে আঘাত করে তাকে নিহত করলেন।

এই দৃশ্য দেখে ইসরায়েলিরা হল পরম উল্লসিত, আর দলপতির নিধনে ভগ্ন নিরুদ্যম ফিলিস্টাইনরা ত্রস্তভাবে ইতস্তত পলায়ন করল।

তখন ডেভিড ছিন্ন-মুণ্ড হাতে নিয়ে রাজা সল্-এর কাছে হাজির হলেন।

বিস্ময়াবিষ্ট সল্ জিজ্ঞাসা করলেন, "যুবক, কার পুত্র তুমি?"

ডেভিড বললেন, "আমি আপনারই ভৃত্য বেথলেহেম্-বাসী জেস্ (Jesse)-এর পুত্র।"

সল্ তাঁকে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করলেন এবং স্বীয় কন্যা মিচালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন।

সল্—জোনাথান—ডেভিড

সল্ ফিলিস্টাইনদের ধ্বংস করতে ডেভিডকে পাঠালেন, এবং কয়েকটি যুদ্ধে রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে বিজয়গর্বে ডেভিড যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন ইসরায়েলের নানান শহর থেকে কাতারে কাতারে পুরনারীরা এল রাজা সল্-এর কাছে তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্য। আনন্দে তারা নাচল গাইল বাজনার তালে, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বলে গেল, 'সল্ ফিলিস্টাইন ঘায়েল করেছেন কয়েক হাজার, ডেভিড দশ হাজার।'

সল্ কিন্তু খুশী হলেন না। ডেভিডের দোর্দণ্ড শক্তি সামর্থ্যে শঙ্কিত, তাঁর প্রশস্তিকীর্তনে ঈর্ষা অনুভব করলেন, তাই কৌশলে তাঁকে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় দেবার নানান্ ফিকিরফন্দি উদ্ভাবন করতে লাগলেন। কিন্তু এখানে বাধা ছিল যথেষ্ট। সল্-এর পুত্র জোনাথানের সঙ্গে ডেভিডের পরম সৌহার্দ্য জন্মেছিল, প্রীতির বন্ধনে "জোনাথানের আত্মা গ্রথিত হয়েছিল ডেভিডের আত্মার সঙ্গে, এবং জোনাথান তাঁকে আত্মবৎ মনে করেই ভালবাসতেন" (I Samuel 18)। বিপদ আপদ থেকে বন্ধুকে রক্ষা করতে জোনাথানের ছিল সদাজাগ্রত দৃষ্টি। তিনি পিতার দুষ্ট অভিসন্ধির কথা ডেভিডকে বলে তাঁকে আত্মগোপন করবার পরামর্শ দিলেন। তারপর সল্-এর কাছে এসে তাঁর গর্হিত সংকল্প বর্জন করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। বললেন, "রাজার অনুগত ভৃত্য ডেভিড। তিনি তো রাজার বিরুদ্ধাচারণ করেন নি।"

কিন্তু 'ঈশ্বরপ্রেরিত দুষ্টশক্তিপুঞ্জ' ('the evil spirits of the Lord') তখন রাজার স্কন্ধে ভর করেছিল। তিনি পুত্রের যুক্তিপূর্ণ সাধু পরামর্শে কর্ণপাত না করে ডেভিডকে হত্যা করতে কৃতসংকল্প হলেন। একদিন রাত্রে নিজ গৃহে ডেভিড নিদ্রিত, এমন সময় পত্নী মিচাল এসে তাঁকে জাগিয়ে তুলল। বলল, "ওঠ ওঠ। এখনি পালাও। কাল সকালেই তোমাকে ওরা খুন করবে।" তারপর তাঁকে উঠিয়ে এনে জানালার ভেতর দিয়ে গলিয়ে বের করে দিল মিচাল। ডেভিড পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

অজ্ঞাতবাস করতে হল কিছুকাল ডেভিডকে, এই সময় বন্ধু জোনাথান তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। অনুচরবর্গ-সহ ডেভিড যখন এখানে ওখানে পালিয়ে চলেছেন, আর সৈন্যসামন্ত নিয়ে সল্ করছেন তাঁর অনুধাবন, সেই সময় এমন একটি চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনা ঘটল যা সত্যই ডেভিডের চরিত্রে অনুপম বর্ণ-বৈচিত্র্যের চমক ধরিয়ে দিয়েছিল। তিন হাজার সৈন্য নিয়ে সল্ একটি পাহাড়ের চূড়ায় শিবির স্থাপন করেছিলেন। নিশীথরাত্রে প্রহরী সৈন্যরা যখন নিদ্রিত, সেই অসতর্ক-ক্ষণে ডেভিড ও তাঁর অনুচর আবেসাই সকলের অলক্ষ্যে শিবিরে প্রবেশ করলেন।

ঘুমন্ত নৃপতি সল্-এর শয্যাপার্শে দাঁড়িয়ে ডেভিডকে বললেন আবেসাই,

"ঈশ্বর তোমার শত্রুকে আজ তোমার হাতে সঁপে দিয়েছেন। অনুমতি দাও, ভল্লবিদ্ধ করে তাকে বধ করি।"

ডেভিড বারণ করলেন। বললেন, "না। রাজাকে বধ করো না। ঈশ্বর যাঁকে অভিষিক্ত (anointed) করেছেন, তাঁর গায়ে হাত তোলা অপরাধ। ঈশ্বর জীবন্ত, তিনিই আঘাত করবেন তাঁকে। অথবা সে যুদ্ধে নিহত হবে।"

ডেভিডের কণ্ঠস্বরে জেগে উঠে সল্ বললেন, "বৎস ডেভিড, এ কি তোমার গলার স্বর শুনছি?"

ডেভিড বললেন, "হ্যাঁ। প্রভু। এ অধম কি অপরাধ করেছে? ইসরায়েলের রাজা ক্ষুদ্র একটি মাছি মারবার জন্য ছুটে এসেছেন কেন?"

অনুতপ্ত হয়েই সল্ তখন বলে উঠলেন, "আমি পাপকর্ম করেছি। ফিরে চল পুত্র, আমি আর তোমার কোন অনিষ্ট করব না। কেন না, আমি আজ দেখতে পেলাম আমার জীবন তোমার চোখে সত্যই মূল্যবান। হায় রে, কী মূর্খ আমি! কী ভ্রমেই পড়েছিলাম।"

ডেভিডের উদার মহানুভবতা অপরাধীর মনে গভীর অনুতাপের সঞ্চার করেছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন চারিত্রিক মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও আর-এক ক্ষেত্রে সেই ডেভিডই সল্-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে জাতির শত্রু ফিলিস্টাইনদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে বিবেকের কোন তাড়নাই অনুভব করেন নি। ফিলিস্টাইনরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান না করলে তিনি তাঁদের পক্ষে সল্-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করতেন না, এ-কথা যদি সত্য হয় তবে 'প্রভু-ঈশ্বরে'র পরম প্রিয় ব্যক্তি হলেও তাঁর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া আদৌ বিচিত্র নয়।

খৃস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে সল্-এর মৃত্যুর পর পুরোহিতকুলের পোষকতায় যুদ্ধ-নেতা মহাবীর ডেভিড রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ অঞ্চলে জুডা-প্রদেশে একটি পাহাড়ের চূড়াদেশে জেরুসালেম নগর অবস্থিত, সেখানে ছিল একটি প্রাকার-বেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গ। তিন শতাব্দ পূর্বে মিশরীয় রাজপ্রতিনিধি এই শহরেই অবস্থান করতেন। এতকাল

পর্যন্ত ক্যানানাইটরাই শহরের অধিপতি ছিল, হিব্রুরা পারে নি দুর্গ অধিকার করতে। দূরদর্শী ডেভিড বুঝেছিলেন যে, রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে সুদৃঢ় দুর্গের ও রাজধানীর প্রয়োজন, এবং সেই জন্যই দুর্গ-সমেত জেরুসালেম অধিকার করতে তিনি বিলম্ব করেন নি। রাজধানী স্থাপন করলেন তিনি জেরুসালেম শহরে। কিছুকাল দক্ষিণাঞ্চলের অধিপতি-রূপে অবস্থানের পর বাহুশক্তির দ্বারা তিনি উত্তর প্রদেশকেও হিব্রু-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। জাতির পরম শত্রু ফিলিস্টাইনদের যুদ্ধে পরাস্ত করে অরিন্দম-রূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মোয়াব জোবা প্রভৃতি নিকটবর্তী রাজ্যসমূহ, এমন কি সিরিয়ার দামাস্কাস নগর পর্যন্ত দখল করে তিনি দিগ্বিজয়ীর পর্যায়ে উঠেছিলেন। রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন তিনি টায়ার নগরাধিপ হিরাম-এর সাহায্য লাভ করে। এই ফিনিসীয় নৃপতির সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বন্ধুবর হিরাম দূত মারফত ডেভিডকে পাঠিয়েছিলেন সিডার বৃক্ষ, ছুতার ও রাজমিস্ত্রি গৃহনির্মাণের জন্য।

ডেভিডের চরিত্র

সল্, জোনাথান, ডেভিড—কোন নামই বাইবেলের বাইরে কোথাও পাওয়া যায় নি। তাই এই বৃত্তান্তগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বিচার না করেও বলা যায় যে, ডেভিডের চরিত্র বাইবেল-সাহিত্যের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। তিনি বজ্রের মত দৃঢ়, অথচ কুসুমের মত পেলব-প্রকৃতি। অতুলনীয় তাঁর বন্ধুত্ব। রসিক প্রেমের নাগর তিনি, সুগায়ক, নর্তক, বীণা-বাদন-বিশারদ। বীণা বাজিয়ে অপদেবতাকেও তিনি নাকি অপসারিত করতে পারতেন। সুকবি বলে তাঁর খ্যাতি ছিল অসাধারণ। বাইবেলের 'সাম' (Psalm)-গানের অনেকগুলিই তাঁর রচনা বলা হয়, যদিও এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এই অসামান্য গুণরাজির সঙ্গে কতগুলি বিপরীত প্রকৃতি-ধর্ম যুক্ত হয়েছিল, যা সত্যই তাঁকে একজন আবেগ-উচ্ছ্বাসভরা, দোষ-গুণসমন্বিত, মহৎ অথচ কদাচারী ব্যক্তির প্রতিমূর্তিরূপেই গড়ে তুলেছিল। যুদ্ধ-বন্দীদের তিনি আসিরীয়দের মত নির্মমভাবেই হত্যা করেছেন। মোয়াব, আমন প্রভৃতি দেশগুলির ধ্বংসের বিবরণ রোমাঞ্চের সঞ্চার

করে। লম্পট-প্রকৃতির মানুষ ডেভিড, কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য জঘন্য কপটাচারেও পরাঙ্মুখ নন।

"একদিন সন্ধ্যাকালে শয্যাত্যাগ করে ছাদে বেড়াচ্ছেন ডেভিড, তখন দেখলেন, একটি মেয়ে স্নান করছে। মেয়েটি দেখতে ভারি সুন্দরী।

"ডেভিড লোক পাঠিয়ে মেয়েটির খবর নিলেন। একজন বলল, একি সেই ইলিয়াসের কন্যা, হিটাইট উরিয়ার পত্নী বাথ-সেবা নয়?

"ডেভিড লোক পাঠিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে এলেন। মেয়েটি কাছে এল, তখন তার সঙ্গে সহবাস করলেন তিনি, যেহেতু মেয়েটির অশুচিতা পরিশুদ্ধ হয়েছিল (for she was purified from her uncleanliness)। তখন সে বাড়ী ফিরল।

"মেয়েটির গর্ভসঞ্চার হয়েছিল। সেই সংবাদ দিয়ে ডেভিডকে বলে পাঠাল সে, আমি গর্ভবতী।"

(II Samuel 11)

বিষাদান্ত পরিসমাপ্তি হল কাহিনীটির। ডেভিড মেয়েটির স্বামী উরিয়াকে যুদ্ধে পাঠিয়ে কৌশলে তার প্রাণবধ করবার ফাঁদ পাতলেন। অনুচর জোয়াবকে পত্র দিলেন: 'উরিয়াকে তুমুল সংগ্রামের পুরোভাগে ছেড়ে দিয়ে সরে এস।' কার্যে তাই করা হল, উরিয়াও যুদ্ধে নিহত হলেন।

"আর উরিয়ার পত্নী যখন শুনলেন যুদ্ধক্ষেত্রে তার স্বামীর পতন ঘটেছে, তখন তিনি স্বামীর জন্য শোক করেছিলেন।"

(II Samuel 11)

তারপর বাথ-সেবাকে ডেভিড স্বগৃহে নিয়ে এসে বিবাহ করেছিলেন। শেষে একদিন—

"প্রভু-ঈশ্বর নাথান-কে পাঠালেন ডেভিডের কাছে। তিনি এসে বললেন তাঁকে: এক শহরে দুটি লোক ছিল, একজন ধনী, অপরটি গরীব।

"ধনী ব্যক্তির ছিল অনেকগুলি পশুর পাল, কিন্তু গরীব লোকটির একটি মেষ ছাড়া আর কিছু ছিল না। মেষটি বর্ধিত হয়েছিল পরিবার-মধ্যে, তারই ছেলেপুলের সঙ্গে।

"একদিন একজন অতিথি এল ধনী ব্যক্তির ঘরে। অতিথি-সৎকারের জন্য সে তার নিজের মেষ স্পর্শও করল না, কিন্তু গরীব লোকটির

মেষ গ্রহণ করল। এবং সেই মেষের মাংস রান্না করা হল অতিথির জন্য।

"(নাথানের কথা শুনে) ডেভিডের ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল সেই ধনী লোকটির বিরুদ্ধে। নাথানকে বললেন তিনি, ঈশ্বর সাক্ষী, যে এমন গর্হিত কার্য করেছে তার প্রাণদণ্ড হবে। এবং সেই ব্যক্তিকে চতুর্গুণ মেষ ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দিতে হবে, কেন না তার কোন দয়ামায়া নেই।

"তখন নাথান ডেভিডকে বললেন, তুমিই সেই ব্যক্তি। ইসরায়েলের প্রভু-ঈশ্বর বলেছেন, আমি তোমাকে ইসরায়েলের রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলাম, এবং আমিই তোমাকে সল্-এর কবল থেকে উদ্ধার করেছিলাম।...

"কেন তুমি প্রভু-ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে তাঁরই চোখের সামনে এই গর্হিত কর্ম করলে? তুমি হিটাইট উরিয়াকে হত্যা করেছ তরবারির আঘাতে, তার ভার্যাকে তোমার নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করেছ।

... ...

"ডেভিড বললেন নাথানকে, আমি মহাপাপ করেছি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। নাথান বললেন ডেভিডকে, ঈশ্বর তোমার পাপ হরণ করেছেন। তোমার মৃত্যু হবে না এই পাপের জন্য।" (II Samuel 12)

ঈশ্বরের পরম ভক্ত, পরম অনুগ্রহভাজন ডেভিড, তাঁর অনুতপ্ত চিত্তের আকুতি কি তিনি না শুনে থাকতে পারেন?

ডেভিডের জটিল চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে আরও কয়েকটি ঘটনায়। ঈশ্বরের কোপে তাঁর শিশুপুত্র মরণাপন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হল। রোরুদ্যমান রাজা তখন উপবাস-ব্রত গ্রহণ করে প্রায়শ্চিত্ত শুরু করলেন। ছেলেটি বাঁচল না। রাজা ভূ-শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লেন, স্নানান্তে বেশভূষা পরিধান করলেন, তারপর ঈশ্বর উপাসনার পর বাড়ি ফিরে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করলেন। বললেন. "যতক্ষণ শিশু বেঁচে ছিল আমি উপবাস করেছি আর কেঁদেছি। কেন না, কে বলতে পারে—হয়তো বা ঈশ্বরের দয়ায় শিশু বাঁচতেও পারে। শিশুটি মারা গেছে, এখন উপবাস করে আর লাভ কি? আমি কি তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারবো?

আমাকেই তার কাছে যেতে হবে, সে আর ফিরবে না।" উপাসনার মধ্যে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন থাকে অনেক ক্ষেত্রে, কেমন সহজভাবে সেই চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ডেভিডের কথায় ও আচরণে!

পুত্র আবসালোম যখন পিতা ডেভিডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তখন ডেভিডের আচরণে ষড়যন্ত্রকারীর চতুর ধূর্ততার সঙ্গে অপরিসীম পুত্রস্নেহ মিশ্রিত দেখা গিয়েছিল। নানান দিকে অভিযান পাঠালেন ডেভিড বিদ্রোহ দমনের জন্য, সেনাপতিদের আদেশ করলেন রাজপুত্রের প্রতি যেন সদয় ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধে বিশ সহস্র বিদ্রোহী সৈন্য নিহত হল। অশ্বতরের পৃষ্ঠে চড়ে পলায়নরত আবসালোম বনমধ্যে একটি বিটপীর সুবিস্তীর্ণ শাখায় আবদ্ধ হয়ে ঝুলে রইলেন, আর অশ্বতরটি পায়ের নিচ দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাজার আদেশ অমান্য করে সেনাপতি জোয়াব বৃক্ষশাখায় ঝুলন্ত আবসালোমকে জীবিতাবস্থায় শরবিদ্ধ করে হত্যা করলেন। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ যখন পেলেন রাজা, তখন আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন, "হা পুত্র আবসালোম, হা পুত্র আবসালোম! ঈশ্বর যদি তোমায় বাঁচিয়ে আমার মৃত্যু ঘটাতেন" ("Would God, I had died for thee, O Absalom—my son, my son!" —II Samuel 18)। কিন্তু রাজার এই শোক দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নি। সেনাপতি জোয়াব এসে তাঁকে যখন ভর্ৎসনা করলেন এই বলে যে, তিনি ভালবাসেন বৈরীদের যারা তাঁর জীবন বিপন্ন করেছিল, আর ঘৃণা করেন বন্ধুদের যারা তাঁর জীবন রক্ষা করেছে, তখন জোয়াবকে রাজাদেশ অমান্য করার জন্য শাস্তি দেবার মত মনোবল তাঁর রইল না।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন ডেভিড। সমগ্র রাজত্বকাল জুড়ে চলেছিল হত্যাকাণ্ড, অন্তিমের শেষ বাণীও ছিল, 'রক্তমোক্ষণ'। যে রাজপুরুষগণ সারা জীবন ছিল তাঁর অনুগত এবং যাদের রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি ঈশ্বরের নামে, অন্তিমকালে উত্তরাধিকারীকে বলে গিয়েছিলেন তাদের সর্বাগ্রে বধ করতে। এরূপ নির্মম-প্রকৃতির মানুষের মুখে ঈশ্বর-স্তুতির সঙ্গে আত্ম-প্রশস্তি কিরূপ ফুটে বেরিয়েছে শুনুন: "ঈশ্বর আমার পর্বত-কঠিন আশ্রয় (The Lord is my rock), আমার দুর্গ, আমার পরিত্রাতা।···তিনি আমায় সততার জন্য পুরস্কৃত করেছেন, আমার কলুষশূন্য শুচিতার মূল্য দান করেছেন। যেহেতু আমি ঈশ্বরের নির্দিষ্ট পথেই চলেছি,

দুর্বুদ্ধিবশে (wickedly) বিপথে চলি নি কখনো" (II Samuel 22)। ঈশ্বরের উদ্দেশে এই সঙ্গীত আত্ম-প্রতারণার একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

সলোমনের রাজ্যাভিষেক

মৃত্যুশয্যায় রাজা ডেভিডের অবস্থা অযোধ্যাধিপতি দশরথের মতই হয়েছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ী রাজার কাছে ভরতকে রাজ্যদানের বর প্রার্থনা করলেন। ডেভিডের বেলায়ও হল তা-ই। জ্যেষ্ঠপুত্র এডনিজা-র রাজ্যাভিষেক, তখন তাঁর বিমাতা রানী বাথ-সেবা মুমূর্ষু ডেভিডের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠাভরা কণ্ঠে বললেন, "তুমি না মহারাজ ঈশ্বরের নামে শপথ করেছিলে যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে আমার পুত্র সলোমন? তবে আজ এডনিজা রাজপদে অধিষ্ঠিত হল কেন?" রাজা তখন অনুচরদের ডেকে সলোমনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে আদেশ দিলেন। রাজার আদেশ জ্যেষ্ঠপুত্র এডনিজা শিরোধার্য করলেন, এবং ন্যায্যভাবে অধিকৃত রাজসিংহাসন কনিষ্ঠভ্রাতা সলোমনকে সমর্পণ করলেন (খৃঃ পূঃ ৯৭৪)।

এডনিজা-র পিতৃভক্তি রামচন্দ্রের সমান, কিন্তু সলোমনের ছিল না জ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা ভরতের মত। ভ্রাতার উদারতার প্রতিদান দিলেন সলোমন একটা অজুহাত ধরে তাঁকে হত্যা করে। আরও কয়েকটি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির প্রাণবধ করে সিংহাসন নিষ্কণ্টক করেছিলেন তিনি। এ-সব কদাচার ও নির্মমতা সত্ত্বেও জাভের কৃপা থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি। অসামান্য প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছিলেন সলোমন ঈশ্বরের কৃপায়,—"ঈশ্বর দিয়েছিলেন সলোমনকে প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধি অন্য সকলের চেয়ে বেশি, আর দিয়েছিলেন হৃদয়ের বিশালতা, সমুদ্রের বেলাভূমিতে বালুরাশির মত" (I Kings 4)। জনসমাজে তাঁর এই খ্যাতি হয়ত অসত্য নয়, যেহেতু নানান উপায়ে রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে জাতিকে অম্লান গৌরব দান করেছিলেন তিনি। আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-সুখ উপভোগে কোন কার্পণ্য করেন নি তিনি, কিন্তু সেই চল-চঞ্চলতার মধ্যেও তাঁর কাজকর্মে কর্তব্যবুদ্ধি ছিল নিষ্কম্প অনির্বাণ দীপশিখার মতই প্রোজ্জ্বল। প্রজাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি আইন ও শৃঙ্খলার মর্যাদা, আর আত্মকলহ পরিহার করে শান্তি ও পরিশ্রমের পথে চলার কৌশল।

বণিকরাজা সলোমন : 'সলোমনের খনি'

জেরুসালেম ছিল হিব্রু রাজ্যের রাজধানী। 'জেরুসালেম' নামটির অর্থ 'শান্তি-নিকেতন' (Home of Peace)। শহরটি অধিকার করেছিলেন ডেভিড, কিন্তু সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল জেরুসালেম সলোমনের রাজত্বকালে। টায়ারের রাজা হিরামের সঙ্গে যে মিত্রতা স্থাপিত হয়েছিল ডেভিডের সময়ে, সেই বন্ধুত্বের বন্ধন আরও শক্ত করেছিলেন সলোমন। ফলে, ফিনিসীয় ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্য প্যালেস্টাইনের মধ্য দিয়েই নানান স্থানে যাতায়াত করতে লাগল, আর সেই সূত্রে ইসরায়েলের কৃষিজাত দ্রব্যের সঙ্গে টায়ার ও সিডনের শিল্পদ্রব্যের বিনিময়-ব্যবসা আরম্ভ হয়েছিল। সওদাগরদের ক্যারাভানের ওপর ট্যাক্স ধার্য করে অর্থসংগ্রহ করতেন তিনি। তা ছাড়া, ব্যাবিলনের নৃপতি হাম্মুরাবির মত সলোমন নিজেও ছিলেন একজন প্রধান বণিক। তিনি সুতা ও অশ্বের কারবার করতেন, এবং টায়ারের রাজা হিরামকে ব্যবসার অংশীদার করেছিলেন। বাইবেলে তাঁর চল্লিশ হাজার অশ্ব-বন্ধনীর (stalls) উল্লেখ আছে। বাণিজ্যের জন্য একটি নৌবহর প্রস্তুত করেছিলেন সলোমন। লোহিত সাগর দিয়ে সেই সব বাণিজ্যতরী দক্ষিণ আরব, আফ্রিকার নানান অঞ্চলে ফিনিসীয় দ্রব্যসম্ভার বয়ে নিয়ে যেত। 'সলোমনের খনি'-র (Solomon's Mines) নাম প্রসিদ্ধ। তিনি নাকি অফির (Ophir) নামক স্থানের স্বর্ণ ও বহুমূল্য রত্নরাজি খনি থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। এই অফির দেশটি কোথায় তাই নিয়ে মতবিরোধ আছে। অনেকে মনে করেন, অফির দক্ষিণ আরবের একটি প্রদেশ। কেউ বা বলেন, অফির ও পুনট (Punt) বা সোমালিল্যাণ্ড একই দেশ, আর সেখানে সলোমনের নৌবহর প্রেরণ মিশরের রানী হাটসেপসুটের অভিযানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু আমদানি পণ্যদ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্য ছাড়াও বানর ও ময়ূরের কথা আছে। ঐতিহাসিক হল বলেন, বানর ও ময়ূর নিশ্চয়ই ভারতের জীবজন্তু, সুতরাং অফির দেশটি ভারতীয় উপকূলে কংকণ বা কোচিন হওয়া বিচিত্র নয়। দেখা যায়, সলোমনের ফিনিসীয় নাবিকেরা বাণিজ্যের জন্য ভারতে উপনীত হয়েছিল। অথবা এমনও হতে পারে যে, আরব বা ভারতীয় বণিকেরা এ-সব মহার্ঘ পদার্থ দক্ষিণ

আরবে নিয়ে আসত, আর সেখান থেকেই সেই জিনিসগুলি নিজের রাজ্যে আমদানি করতেন রাজা সলোমন। প্রবাদ আছে—"সলোমন রৌপ্যের প্রাচুর্য সৃষ্টি করেছিলেন জেরুসালেমের রাজপথের পাথরকুচির মত অজস্র" ("Solomon made silver as plentiful as the stones in Jerusalem")।

কীর্তিমান যশস্বী সলোমন ও সেবার রানী

এইরূপে সলোমন প্রভূত ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছিলেন, সে-কালের শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম। কথিত আছে, "এক বছরে তিনি ৬০৩ কুড়ি ৬ ট্যালেণ্ট (talent) ওজনের সোনা আমদানি করেছিলেন।" * এই ধনরাশির কতক অংশ তিনি নিজের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যই ব্যয় করেছেন। বাইবেলে বলা হয়েছে, তাঁর ৭০০ পত্নী ও ৩০০ উপপত্নী ছিল। কোন কোন বেরসিক ঐতিহাসিক এই বিপুল সংখ্যা কমিয়ে মাত্র ৬০টি পত্নী ও ৮০টি উপপত্নীর বরাদ্দ ধরেছেন। সম্ভবত সলোমন দ্বিতীয় রামেসিসের মত বীর্যবান সন্তান উৎপাদন করে তাঁর বংশের শাসন কায়েম করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রভূত ধনরত্নের অন্য প্রকার সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি জেরুসালেম নগরে জাভের জন্য একটি সুবৃহৎ মন্দির এবং নিজের জন্য ততোধিক জমকালো একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে। বন্ধুবর হিরামের সাহায্যে মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল, হিরামই ফিনিসীয় কারিগর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই সব নির্মাণকার্যের জন্য। দেশে বিদেশে সলোমনের যশ এমনই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মিশরের মহামহিম নৃপতিও কন্যা সম্প্রদান করে তাঁকে জামাতা-রূপে বরণ করতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর যশের কথা শুনে দক্ষিণ আরব দেশ থেকে 'সেবার রানী' (Queen of Sheba) এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সঙ্গে নিয়ে এলেন তিনি উটের পিঠে চড়িয়ে নানান

* ব্যাবিলোনিয়ায় ধাতু ও অন্যান্য দ্রব্যের পরিমাপ করা হত ট্যালেন্ট (talent) মানে (maneh) ও সেকেল (shekel), এই সব ওজন দিয়ে। প্যালেস্টাইনেও এই ওজনগুলি ব্যবহার হত, যেমন হত আরও অনেক দেশে : "Babylonian currency and measures obtained in the first millennium a wide circulation over Asia and the Mediterranean world"—*The Legacy of the Ancient World* by W. G. De Burge p. 31.

উপহার—যেমন, আরবের সুগন্ধি মসলা, স্বর্ণ ও বিচিত্র রত্নরাজি। এক দেশের নৃপতিকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উপঢৌকন-সহ দূর বিদেশিনী রাজ্ঞীর আগমন, এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কেন, মহাকাব্যে কি উপকথায়ও নেই বললে চলে। তাই সেবার রানীর জেরুসালেম পরিদর্শন ও সলোমনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ যা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, ইতিহাস-সাহিত্যে তার একটি বিশেষ মূল্য আছে। বাইবেলের বর্ণনাটি এই :

"যখন সেবার রানী এলেন সলোমনের কাছে তখন নিভৃত সংলাপনে নৃপতিকে সকল কথাই তিনি নিবেদন করেছিলেন।

"আর সলোমনও তাঁর সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন ; এমন কোন বিষয়ই ছিল না যা রাজার কাছে গোপন করা হয়েছিল, আর যা রাজা তাঁকে বলেন নি।

"তারপর যখন সেবার রানী সলোমনের প্রজ্ঞার পরিচয় পেলেন, আর নবনির্মিত প্রাসাদ দেখলেন,

"আর (যখন দেখলেন) টেবিলের ওপর আহার্য, সারিবদ্ধ পরিচারকবৃন্দ, অমাত্যগণের রাজসন্দর্শনে আগমন, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, পাত্রবাহক দল......

"তিনি তখন রাজাকে বললেন, স্বদেশে আমি তোমার প্রজ্ঞা ও কর্মানুষ্ঠানের সত্য বিবরণই পেয়েছিলাম,

"কিন্তু আমি সে কথা বিশ্বাস করি নি যে পর্যন্ত না তার নিদর্শন এখানে এসে প্রত্যক্ষ করলাম। দেখছি, অর্ধেকখানিও তারা আমায় বলে নি। যে খ্যাতি আমি শুনেছি, সেই খ্যাতিকেও অতিক্রম করেছে তোমার প্রজ্ঞা ও বৈভব।

"সুখী তোমার প্রজারা, সুখী তোমার ভৃত্যগণ যারা নিরন্তর তোমার পার্শ্বচর, তোমার পরিচর্যা করে আর শোনে তোমার প্রাজ্ঞ বচন।

"ধন্য তোমার প্রভু-ঈশ্বর যিনি তোমাকে ইসরায়েলের সিংহাসনে বসিয়ে আনন্দলাভ করেছেন : কেননা ইসরায়েলকে তিনি চিরকাল স্নেহ করেন, আর সেজন্য সেখানে ন্যায়নিষ্ঠ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে তোমাকে নৃপাল পদে অধিষ্ঠিত করেছেন।" (1 Kings 10)

জেরুসালেমে মন্দির ও রাজপ্রসাদ নির্মাণ

সলোমনের সুমহান দুটি কীর্তি—জেরুসালেমের মন্দির ও রাজপ্রসাদ, যা দেখে সেবার রানী পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, সলোমনের পূর্বপুরুষরা ছিলেন যাযাবর জাতি—শহরে স্থিতিবান রূপে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন সম্ভবত ডেভিড। সারা প্যালেস্টাইনে, এমন কি জেরুসালেমেও কোন ইহুদি-মন্দির ছিল না। কোন আস্তানায় বা পর্বতশৃঙ্গে যজ্ঞ-বেদী রচনা করে জাভের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন (burnt offerings) ও বলিদান করা হত। হিব্রুদের 'ঈশ্বরের নৌকা' (Ark of God) নামক পবিত্র বস্তুটি তাঁবুর মধ্যে রাখা হত, এবং সেই তাঁবুই ছিল তাদের মন্দির। সলোমন ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীদের আহ্বান করে তাদের কাছে মন্দির-নির্মাণ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন। রাজকোষ থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, কাষ্ঠ ও বহুমূল্য রত্ন প্রদান করলেন এবং এই সাধু উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠীদের দান বাঞ্ছনীয় বলে ইঙ্গিত দিলেন। শ্রেষ্ঠীরা তখন ৫০০০ ট্যালেণ্ট স্বর্ণ, ১০০০০ ট্যালেণ্ট রৌপ্য এবং প্রয়োজনের অনুরূপ তাম্র, লৌহ ও কাষ্ঠ দান করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। পাহাড়ের সানুদেশে একটি স্থান নির্দিষ্ট হল, কিন্তু তেমন রাজমিস্ত্রী বা কারিগর কোথায় যে এই বিশাল নির্মাণকার্য সুসম্পন্ন করতে পারবে? তখন তিনি ফিনিসিয়ার রাজা বন্ধুবর হিরামের দ্বারস্থ হলেন। বলে পাঠালেন, "আপনি তো জানেন, আমাদের মধ্যে এমন একজন দক্ষ কারিগর নেই যে সিডনবাসী (ফিনিসিয়ান)-দের মত বৃক্ষ-ছেদন করতে পারে" (I Kings 5)। রাজার অনুরোধ হিরাম আনন্দের সহিত রক্ষা করেছিলেন। লেবনন থেকে সিডার বৃক্ষ কেটে নৌকাযোগে আনা হয়েছিল। রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে 'জিফ'-মাসের (month of Zif) শুভক্ষণে সলোমন মন্দির নির্মাণকার্য আরম্ভ করলেন। ফিনিসীয় পদ্ধতিতে তৈরী হল মন্দিরটি। এই পদ্ধতি মিশরীয় পদ্ধতিরই অনুরূপ, কারুকার্যের পরিকল্পনা আসিরিয়া ও ব্যাবিলন থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। মন্দিরটি বিরাট আকৃতির সৌধ নয়, গীর্জার মত একটি দালানও নয়, প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে অনেকগুলি গৃহের সমষ্টি। প্রধান সৌধটি

১২৪ ফুট দীর্ঘ, ৫৫ ফুট চওড়া, আর ৫২ ফুট উচ্চ—অর্থাৎ গ্রীকদের 'পারথেনন' নামক বিখ্যাত সৌধের মাত্র অর্ধেক লম্বা। মিশরের থিবিস, ব্যাবিলন ও নিনেভের মন্দিরগুলির তুলনায় জেরুসালেমের এই মন্দির অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহুদিরা মন্দিরটিকে দেখত পৃথিবীর একটি পরমাশ্চর্য বস্তুরূপে। বাইবেল-গ্রন্থের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, মন্দিরের সামনে ছিল একটি স্বর্ণমণ্ডিত তোরণ, ১৮০ ফুট উচ্চ (II Chronicles 3)। মন্দিরের প্রাচীর ছিল প্রস্তরনির্মিত, খুঁটি ও দরজাগুলি সিডার কাষ্ঠের। সিডন ও টায়ার থেকে আগত দক্ষ কারিগরদের সঙ্গে দেড় লক্ষ মজুর নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তারা সাত বৎসর পরিশ্রম করে মন্দির নির্মাণ করেছিল। নির্মাণ-কার্য শেষ হবার পর মহাসমারোহে 'ঈশ্বরের নৌকা' মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল দুইটি সোনালি রং-এর পক্ষযুক্ত দারুমূর্তির মধ্যে। সেই থেকে চার শ' বছর জাভের মহিমা এইরূপে বক্ষে ধারণ করে পরিশেষে ক্যালডীয় রাজা নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের হাতে মন্দিরটি ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল।

সলোমনের প্রাসাদের আকার ছিল মন্দিরের চেয়ে অনেক বড়, ১৩ বৎসর লেগেছিল এই সৌধ নির্মাণ করতে। অগণিত পত্নী আর উপ-পত্নীদের নিয়ে সলোমন থাকতেন এই রাজপ্রাসাদে। এত বৃহৎ এই সৌধ যে এক প্রান্তের 'লেবননের উপবন-গৃহ' (House of the forest of Labanon) নামক অংশবিশেষের আয়তনই ছিল মন্দিরের চতুর্গুণ। পাষাণ-প্রাচীরের প্রত্যেকটি পাথর ১৫ ফুট লম্বা, তার ওপর আসিরীয় ধরনের ভাস্কর্য, উৎকীর্ণ কারুশিল্প ও চিত্রাবলী। প্রাসাদে ছিল দেওয়ানি-খাস (Royal Reception Room), পাটরানীদের স্বতন্ত্র গৃহ, এবং শাসনশক্তির মূল আধারস্বরূপ একটি অস্ত্রাগার। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে কিন্তু বাইবেল-বর্ণিত এই রাজপ্রাসাদের চিহ্নমাত্রও আবিষ্কৃত হয় নি।

'ঈশ্বরের প্রজ্ঞা রয়েছে তাঁর মধ্যে'

সিংহাসনে আরোহণের পর সেই যে একটিবারমাত্র রক্তপাত ঘটেছিল, সলোমনের সারা রাজত্বকালের মধ্যে আর কোন হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় নি, যুদ্ধবিগ্রহও বাধে নি। তিনি যে অজাতশত্রু ছিলেন, তা নয়। কথিত আছে,

তাঁর অনুগত জনসমূহের মধ্যে পরম বিশ্বস্ত জেরোবোয়াম বিদ্রোহাচারী হয়ে উঠেছিল। তথাপি বলতে হবে, রাজ্যমধ্যে অমুদ্বেল শান্তি বিরাজ করত, এবং পুরোহিতকুলের ওপর রাজার প্রভাব পূর্ণভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ("And he appointed the courses of the priests to their service......and they departed not from the commandment of the King")। সু-বিচারক ছিলেন রাজা সলোমন, তার একটি দৃষ্টান্তও বাইবেলে আছে : দুইটি বারবনিতা একই বাড়িতে বসবাস করত। বাড়িতে আর কেউ থাকত না। দুজনার প্রায় একই সময়ে শিশু-সন্তান জন্মাল। একটি গণিকার শিশু মারা গেল। জীবন্ত শিশু ও তার মাতা ঘুমিয়ে রয়েছে, তখন সেই গণিকা সুপ্তা মাতার পাশে মরা শিশুটিকে শুইয়ে রেখে জীবন্ত শিশুকে নিজের কাছে নিয়ে গেল। জেগে উঠে চাতুরী বুঝতে পারল জীবন্ত শিশুর মাতা, এবং তৎক্ষণাৎ দাবি করল আপন সন্তানকে। কিন্তু অপর স্ত্রীলোকটি কিছুতেই স্বীকার করল না যে, জীবন্ত শিশুটি তার সন্তান নয়। তখন দুটি স্ত্রীলোকই রাজদরবারে এসে বিচার প্রার্থনা করল। উভয়ের কথা শুনে সলোমন বললেন, "একজন বলে আমার ছেলে, আর-একজন বলে, ওর নয়—আমার। ভাল, একখানা তলোয়ার নিয়ে এস। ছেলেটিকে অর্ধেক করে কেটে দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দাও।" রাজার আদেশ শুনে সত্যকার জননী বলে উঠল, "ছেলে বেঁচে থাক। আমি চাই না, ও-ই নিক।" অপর স্ত্রীলোক বলল, "রাজার আদেশ মেনে নিচ্ছি। ছেলেকে দু'ভাগই করা হোক।" রাজা তখন অনায়াসে বুঝতে পারলেন সত্যকার জননী কে, এবং তার শিশু তাকে প্রত্যর্পণ করলেন। এই সুবিচারের কথা শুনে ইসরায়েল-বাসীদের মন রাজার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। 'তারা দেখতে পেল, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা রয়েছে তাঁর মধ্যে বিচার করবার জন্য' ("The wisdom of God was in him to do judgment"—I Kings 3)।

রাজা সলোমনের প্রজ্ঞা একটি প্রবাদ বচনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আসলে কিন্তু এই প্রশস্তিটি যে অতিশয়োক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশে বিরাজমান পূর্ণ শান্তির অবস্থা সত্ত্বেও সলোমনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অন্তর্বিরোধের ফলে যেরূপে ইসরায়েল রাজ্য দু'ভাগে ভেঙে পড়েছিল, বাইবেলে সেই দেশ-বিভাগের বিশদ বর্ণনাই মৃত রাজার অদূরদর্শিতার চরম সাক্ষ্য বহন করে।

॥ চার ॥

হিব্রুদের রাজনৈতিক ইতিহাস—উত্তর কাণ্ড

সলোমনের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনে বসলেন তাঁর পুত্র রেহোবোয়াম (খৃঃ পূঃ ৯৩৭)। তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন করভারপ্রপীড়িত প্রজাবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে নেবথ পুত্র জেরোবোয়াম। রেহোবোয়ামকে বললেন তিনি, "আপনার পিতা আমাদের ওপর গুরুভার চাপিয়েছিলেন। আপনি যদি সেই ভার লাঘব করেন তবে আমরা আপনার সেবা করব।" এই স্পর্ধিত উক্তির জবাব সহসা দিলেন না রেহোবোয়াম, তিন দিন পর তাদের আসতে বললেন। এই সময়ের মধ্যে প্রবীণ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে পরামর্শ করলেন তিনি। তাঁরা উপদেশ দিলেন প্রজাবৃন্দের ভৃত্য হয়ে থাকতে একটি দিনের জন্য, কেননা তাহলে তারা চিরদিনের জন্য রাজার ভৃত্য হয়ে থাকবে। কিন্তু রেহোবোয়ামের পার্শ্বচর ছিল যত তরলমতি তরুণের দল, তারা তাঁকে পরামর্শ দিল, ঢিলের জবাবে পাটকেল ব্যবহার করতে। তিন দিন পর প্রজারা যখন আবার এল, তিনি তাদের তখন কড়া ভাষায় এই কথা বললেন, "আমার পিতা তোমাদের ঘাড়ে জোয়াল পরিয়েছিলেন, আমি সেই জোয়ালটিকে আরও ভারী করব। আমার পিতা তোমাদের চাবুক দিয়ে শাসন করেছেন, আমি করব বিছা দিয়ে শাসন।"

> "সারা ইসরায়েল যখন দেখল রাজা তাদের কথা শুনলেন না, তখন তারা এই বলে রাজাকে জবাব দিল, 'এই কি আমাদের সেই জেস্‌-পুত্র ডেভিডের উত্তরাধিকার ? চল ইসরায়েলবাসীরা।' নগর ছেড়ে তারা তাঁবুতে আশ্রয় নিল।
>
> "যে-সব ইসরায়েল-সন্তান জুডার শহরগুলিতে রইল, রেহোবোয়াম তাদের ওপর রাজত্ব করতে লাগলেন।" (I Kings 12)
>
> এইরূপে হয়েছিল দেশ-বিভাগের সূত্রপাত।

দেশ বিভাগ : 'দুই হিব্রু রাজ্য'

পূর্বেই বলা হয়েছে জাতি হিসাবে হিব্রু বা ইহুদিরা অন্যান্য ক্যানানাইটদের থেকে পৃথক নয়, এবং চার শ' বছরেরও অধিককাল ইহুদিদের এখানে থাকার

দরুন যথেষ্ট সংমিশ্রণও ঘটেছিল। কিন্তু ইহুদি-রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তারা হয়ে উঠেছিল 'রাজার জাত'। ঈশ্বরের 'নির্বাচিত জাতি' তারা, জাতির ঐক্য-বন্ধনের মূলে ছিল প্রভু জাভের প্রতি অবিসংবাদী আনুগত্যের ভাব। জাতির এই একেশ্বর কল্পনার সূচনাতেই তার মূলে আঘাত করলেন সলোমন, নানান দেশের বিভিন্ন জাতীয় পত্নীদের উপাস্য দেবদেবীর জন্য মন্দির-বেদী প্রস্তুত করে। জাভের মন্দিরে পূজা করতেন তিনি, তেমনি আবার আসটোরেথ, কেমোস, মোলোক প্রভৃতি বিজাতীয় দেবদেবীর মন্দিরেও অর্ঘ্যদান করতেন পত্নীদের সন্তোষ বিধানের জন্য। এমনিভাবে সার্বজনীন দেবদেবীর উপাসনা হয়ত বা রাজার উদার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল, কিংবা হয়ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত রাজত্বের শেষভাগে তিনি বিজাতীয় বিগ্রহের পূজার প্রবর্তন করেছিলেন। বাইবেল-গ্রন্থে তাঁর প্রতি এজন্য তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করা হয়েছে, এবং হিব্রু প্রফেটগণও তাঁর রাজত্ব ধ্বংস হবে বলেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁর প্রজ্ঞার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ছিল বটে, কিন্তু অসংখ্য মানুষের জীবনপাত করে নির্মাণকার্য করেছিলেন তিনি পিরামিডের ফারাওদের মত, সেজন্য ফারাওদের মতই তাঁকে লোকের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মৃত্যুকালে ইসরায়েল রাজ্যের সমৃদ্ধি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল—যে-সমৃদ্ধি তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন—এবং জনগণের মধ্যেও অসন্তোষ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। মিশরপতি ইখনাটনের মতই রাজা সলোমন ছিলেন শান্তিপ্রিয়, রণসজ্জায় নিরুদ্যম। তাঁর মৃত্যুর পর সম্পদশূন্য রাজ্যের দুর্বল উত্তরাধিকারীগণ রাজ্য বিভাগকে বন্ধ করতে পারলেন না। তখন প্রতিষ্ঠিত হল 'হিব্রু রাজ্য-দ্বয়' (Two Hebrew Kingdoms)—ইসরায়েল ও জুডা। উত্তররাজ্য ইসরায়েলের রাজধানী হল সামারিয়া, আর দক্ষিণ রাজ্য জুডার রাজধানী হল জেরুসালেম।

সমাজে 'শ্রেণী-যুদ্ধে'র সূত্রপাত : ফারাও শিশঙ্কের আক্রমণ

রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হবার হয়ত বা আরও গভীর কারণ ছিল। প্যালেস্টাইনের উত্তর অঞ্চল শস্যশ্যামল, সভ্য স্থিতিবান সম্প্রদায়ের বসবাসের উপযোগী। দক্ষিণ প্রদেশ মরুপ্রধান, অনুর্বর, সেখানকার হিব্রু সম্প্রদায় তাদের পূর্ব-পুরুষের যাযাবর স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে নি। উত্তরে নগরবাসীর সভ্য

সমাজ আর দক্ষিণে যাযাবর মরুবাসী, হিব্রু-জাতির এই দুই সম্প্রদায়ের জীবন-যাত্রা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। ইসরায়েলের নগরগুলি ছিল সমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু, নানা-বিধ সওদার জিনিস ও শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভারে বিপণীক্ষেত্র পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে জুডা ছিল দরিদ্র ও ক্ষয়িষ্ণু, একমাত্র জেরুসালেম ছাড়া আর কোন নগরই ছিল না সেখানে। যতদিন দেশে সমৃদ্ধি দেখা দেয় নি, অধিবাসীরা নিজেদের দারিদ্র্যও বুঝতে পারে নি তত দিন। সলোমনের রাজ্যকালে ধন-সম্পদ আমদানির ফলে ধনিকগোষ্ঠীর আবির্ভাব হল, সেই সঙ্গে জনসাধারণের দারিদ্র্যও প্রকট হয়ে উঠল, আর তখনই সে-দেশে 'শ্রেণী-যুদ্ধে'র (class-war) ভিত্তি পত্তন হয়েছিল। এদিকে খনিজ সম্পদ উদ্ধারের অভিযান ও কারিগরি শিল্পের অনিবার্য ফলস্বরূপ এক শ্রেণীর শ্রমিকের আবির্ভাব হয়েছিল জেরুসালেম নগরে, আর ধনীর ঐশ্বর্য ও রাজপ্রাসাদের জাঁকজমকের সঙ্গে দেখা দিয়েছিল দরিদ্রের জঘন্য বস্তি-জীবন। জমির মালিক ও ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক দরিদ্রের শোষণ ও সুদখোর মহাজনদের কঠোর নির্মমতা এমন একটি নীতিবিগর্হিত প্রথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে ধর্মমন্দিরের চারভিতে কুসীদজীবীরা বসে ব্যবসা চালাতে কুণ্ঠা বোধ করত না। ধনীর ও দরিদ্রের, নগরের ও পল্লীজীবনের মধ্যে যে মৌলিক দ্বন্দ্ব নিহিত রয়েছে, সেই বিরোধই সলোমনের মৃত্যুর পর অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করেছিল। ফলে দেশ যখন খণ্ডিত হল, এবং মাঝে মাঝে গৃহযুদ্ধের ফলে জাতি যখন দুর্বল হয়ে পড়ল, তখনই মিশরের দ্বাবিংশ বংশীয় ফারাও শিশঙ্ক জুডা আক্রমণ করে জেরুসালেম অধিকার করেছিলেন, এবং সলোমনের সঞ্চিত ধনরত্ন লুঠে নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন (খৃঃ পূঃ ৯২৫)।

প্রজা ও দরিদ্র নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রফেটদের প্রতিবাদ

রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বিরোধ শুরু হয়ে গিয়েছিল, রাজা ও ধনিক শ্রেণীর সেই শোষণ নির্যাতন নিয়ে দ্বন্দ্বের ব্যাপারে ইসরায়েলের 'প্রফেট' বা ধর্মগুরুগণ দুর্বলের পক্ষ সমর্থনে প্রবলের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় তাদের কদাচারের নিন্দা করেছেন। প্রফেটরা রাজ-প্রসাদভোগী স্তাবক-শ্রেণীর পুরোহিত ছিলেন না, সাধারণ মানুষের মধ্যেই ছিল তাঁদের বসবাস, অনেকেই তখন পূর্বপুরুষের যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ করেন নি। এই প্রফেটদের বিশদ বিবরণ পরে দেওয়া হবে, এখানে আমরা শুধু জুলুমের জন্য প্রফেট

এলিজার রাজা আহাবকে ভর্ৎসনা, এবং ধনিক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে প্রফেট আমোসের হুঁশিয়ারি, এই বৃত্তান্ত দুটি সংক্ষেপে বর্ণনা করব: দেশ বিভাগের পর এক শতাব্দকাল তখনও অতিক্রম করেনি, উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলের রাজা আহাব-এর একটি কুকীর্তির কথা বাইবেলে বর্ণিত আছে। রাজা তাঁর প্রাসাদ-উদ্যানের বিস্তারকল্পে প্রজা নাবোথকে হত্যা করে তার দ্রাক্ষাক্ষেত্র দখল করেছিলেন। এই সংবাদ শুনে দক্ষিণ দেশের মরুবাসী প্রফেট এলিজা এসে রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। মেষ-চর্মপরিহিত সাধুপুরুষ তিনি, ক্রোধ-কম্পিত স্বরে আহাবকে বললেন, "যে-স্থানে নিহত নাবোথের রক্তপান করেছে কুকুরের দল, সেই স্থানেই তোমারও রক্তপান করবে তারা।" ভীত ত্রস্ত রাজা প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করলেন। ঈশ্বরের কৃপায় তিনি রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু এলিজার অনুচরবর্গ রাজ-পরিবার সমূলে বিনষ্ট করেছিল (I Kings 21)।

আর এক শতাব্দী পর (খৃঃ পূঃ ৭৫০) মহাপুরুষ আমোস এসে দেখা দিলেন জুডার পাহাড় অঞ্চল থেকে। কদাচার তখন এমনি বীভৎস আকার ধারণ করেছিল যে আর্তবেদনায় বলে উঠেছিলেন তিনি, "ইসরাইল (Ephraim)-এর ভূস্বামীরা সত্যব্রত ব্যক্তিদের বিক্রি করেন রৌপ্যের বিনিময়ে, আর দরিদ্রদের বিক্রি করেন একজোড়া জুতার বদলে" (Amos 2)। ইসরায়েলবাসীদের সম্বোধন করে বজ্রনির্ঘোষে বললেন এই দক্ষিণাঞ্চলের রাখাল-ঋষি: "দরিদ্রদের তোমরা পদতলে দলিত করেছ, তাদের উৎপন্ন গম আত্মসাৎ করেছ তোমরা। পাথরের গৃহ নির্মাণ করেছ তোমরা, কিন্তু সেখানে তোমরা বসবাস করতে পাবে না" (Amos 5)। ঈশ্বরের নামে এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তিনি, "আবার আমি ইসরায়েলবাসীদের বদ্ধাবস্থায় নিয়ে যাব ; তারা পতিত ভূমিতে নগর নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করবে" (Amos 9)।

আসিরিয়া-রাজ চতুর্থ সালমানেসার ও দ্বিতীয় সারগনের যুদ্ধাভিযান : 'ইহুদিদের হারানো গোষ্ঠীসমূহ'

মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হবার নয়। পূর্ব অঞ্চলে কৃষ্ণ মেঘ দেখা দিয়েছিল—তা হল আসিরীয় সাম্রাজ্য—প্রথমে মানুষের হাতের মত ক্ষুদ্র,

সেই মেঘই দানবাকৃতি ধারণ করে পশ্চিমে সিরিয়ার দিকে ছুটে চলল। কিছুকাল সিরিয়া সেই আসুরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে অটলভাবেই দাঁড়িয়েছিল। তখন ইসরায়েল সাহায্য করেছিল সিরিয়াকে, কিন্তু পরিশেষে কারকার-এর যুদ্ধে (battle of Karkar) সিরিয়ার পরাজয় ঘটে। দামাস্কাস নগর অধিকার করল আসিরিয়া। এইরূপে সিরিয়া ও ফিনিসিয়া যখন আসিরিয়ার পদানত হল, তখন ইসরায়েল-রাজ হোসিয়া গোপনে মিশরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন আসিরিয়ার বিরুদ্ধে, আর সেই কথা জানতে পেরে আসিরীয় সম্রাট চতুর্থ সালমানেসার ইসরায়েল আক্রমণ করে রাজ্য ধ্বংস করেন।* বিরাট পরাভব সত্ত্বেও রাজধানী সামারিয়া দুই বৎসর কাল আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর হত্যাকারীর অস্ত্রাঘাতে সালমানেসেরের মৃত্যুর পর যখন দ্বিতীয় সারগন আসিরিয়ার সম্রাট হলেন (খৃঃ পূঃ ৭২২), তখন তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে সামারিয়া নগর অধিকার করেন। ষড়যন্ত্র বিফল হলে ষড়যন্ত্রকারীর দুর্ভোগের অবধি থাকে না, হতভাগ্য হোসিয়ার বেলায়ও এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি। হোসিয়াকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, আর দুই লক্ষ ইহুদিকে আসিরিয়ায় পাঠালেন সারগন দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করে। এই ইহুদি-দলের কোন দিশাই পাওয়া যায় নি ভবিষ্যতে, সম্ভবত 'ইসরায়েলের হারানো খণ্ডজাতিসমূহ' (Lost Tribes of Israel) নামে এরাই বর্ণিত হয়েছে। একটি শিলালিপিতে সারগনের নিজের ভাষায় বর্ণনা এইরূপ : "ভগবান সামাসের অনুগ্রহে রাজত্বের প্রথমভাগে আমি সামারিয়া নগর অবরোধ করে অধিকার করেছি। ২৭২৮০ জন অধিবাসীদের আমি উৎখাত করেছিলাম।...বন্দী অধিবাসীদের আমি আসিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলাম, এবং তাদের স্থানে অন্যান্য পরাজিত জাতির ব্যক্তিদের স্থাপন করেছিলাম।" আসিরিয়া কর্তৃক অধিকৃত

---

* বৃত্তান্তটির বর্ণনা বাইবেলে দেওয়া হয়েছে এইরূপ :

"আসিরিয়া-রাজ সমগ্র দেশ অধিকার করে সামারিয়ায় উপনীত হলেন, এবং শহরটি তিন বছর ধরে অবরোধ করলেন।

"হোসিয়ার রাজত্বের নবম বর্ষে আসিরিয়া-রাজ সামারিয়া অধিকার করলেন, এবং সমগ্র ইসরায়েলবাসীদের আসিরিয়ায় চালান করলেন। হালা (Halah), হাবর (Habor) ও মিডিস দেশের নানা স্থানে এই ব্যক্তিদের স্থাপন করলেন।" (II Kings 17)

ইসরায়েলের স্বাধীনতা সেই যে বিলুপ্ত হয়েছিল আর তা কখনো ফিরে আসে নি।

ইসরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ হবার পরও জুডা কিছুকাল টিঁকে ছিল। ইসরায়েলের সঙ্গে জুডার সম্প্রীতি ছিল না কোন দিন। দুই রাজ্যের মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব, এমন কি খণ্ডযুদ্ধও অবিরত চলেছিল। সিরিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে ইসরায়েল জুডার মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, তখনই (খৃঃ পূঃ ৭৩৩ অব্দে) জুডা আসিরিয়ার সাহায্য ভিক্ষা করে, এবং তারই ফলে আসিরিয়ার আক্রমণে ইসরায়েলের দু শ' বছরের অস্তিত্ব লুপ্ত হল।

সেন্নাচেরিব ও হেজেকিয়া

কিন্তু সিরিয়া ও ইসরায়েলের পতনে জুডার মনস্কামনা সিদ্ধি হলেও কার্যত দেখা গেল, তার সুবিধার চেয়ে অসুবিধার মাত্রাই বেড়ে গেছে। সে দেশটি হয়ে উঠেছিল যেন কর্মব্যস্ত শহরের একটি চৌরাস্তার মোড় যেখানে যান-বাহন, পদচারী জনতার ভিড়ে কণ্টকিত জীবন ভীষণভাবে বিপন্ন। আসিরীয় সম্রাট দ্বিতীয় সারগনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেন্নাচেরিব সিংহাসনে আরোহণ করে মিশর আক্রমণের সংকল্প করেছিলেন (৭০৫ খৃঃ পূঃ)। মিশরের ফারাও তখন ইথিওপীয়-বংশী তাহরকা, যিনি ইতিপূর্বে সিরিয়া ও ইসরায়েলের বিদ্রোহকে পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। তখন ব্যাবিলনে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলে উঠেছিল, জুডার অধিপতি হেজেকিয়া ব্যাবিলন-রাজের সঙ্গে পত্রব্যবহার করেছিলেন সম্ভবত আসিরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তাঁকে উৎসাহ দান করবার জন্যই। ব্যাবিলনের বিদ্রোহ চূর্ণ করে সেন্নাচেরিব মিশর অভিযানে যাত্রা করলেন, এবং তাহরকা কোনরূপ সামরিক সাহায্য পাঠাবার পূর্বেই সসৈন্যে সিরিয়া অতিক্রম করে জুডার সুরক্ষিত নগরসমূহ অধিকার করলেন (খৃঃ পূঃ ৭০১)। জুডা-রাজ হেজেকিয়া প্রমাদ গণলেন। সমুদ্রতটের নিকটবর্তী লাকিস-নগরে আসিরীয় শিবিরে সেন্নাচেরিবের কাছে দূত পাঠিয়ে নিবেদন জানালেন হেজেকিয়া :

> "আমি আপনার বিরাগভাজন হয়েছি। আপনি প্রত্যাবর্তন করুন। আমার ওপর যে-ভার স্থাপন করবেন আমি তা-ই বহন করব। তখন

আসিরিয়া-রাজ জুডার অধিপতি হেজেকিয়ার ওপর তিন শ' ট্যালেণ্ট রৌপ্য ও ত্রিশ ট্যালেণ্ট স্বর্ণ করস্বরূপে ধার্য করলেন।

"প্রভুর মন্দিরের ও রাজকোষের সব রৌপ্য তাঁকে দিয়েছিলেন হেজেকিয়া।

"সেই সঙ্গে হেজেকিয়া প্রভুর মন্দিরের দরজা ও স্তম্ভগুলিতে খচিত স্বর্ণ খসিয়ে নিয়ে আসিরিয়া-রাজকে অর্পণ করেছিলেন।"

(II Kings 18)

সেন্নাচেরিব স্বর্ণরৌপ্য উপঢৌকন গ্রহণ করেই নিরস্ত হন নি। বিরাট বাহিনীসহ সেনানায়কদের তিনি জেরুসালেমে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণের সমুখে আসিরিয়া-রাজের দূত রাব্-সাকেহ্ দস্তুরমত একটি প্রচারকার্য শুরু করলেন জুডা ও মিশরের বিরুদ্ধে :

"রাব্-সাকেহ্ তাদের বললেন, হেজেকিয়াকে বল তোমরা, আসিরিয়া-রাজ জিজ্ঞাসা করেন, কোন ভরসায় আছ তুমি ?

"তুমি বৃথাই নিজেকে আশ্বাস দিয়েছ যে যথেষ্ট বুদ্ধি বিবেচনা ও যুদ্ধ করবার সামর্থ্য আছে তোমার। আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছ তুমি কার ভরসায় ?

"চেয়ে দেখ মিশর একটি ভগ্ন যষ্টিবিশেষ। মিশর-রাজের ওপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের অবস্থা হয় ভগ্ন যষ্টি হাত থেকে খসে পড়ে নির্ভরশীল ব্যক্তিকে যেমন বিদ্ধ করে ঠিক তেমনি।"

(II Kings 18)

রাজদূত রাব্-সাকেহ্-র কথা শুনে ইহুদি নেতারা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। সরাসরিভাবে প্রজাবৃন্দের কাছে বক্তৃতা করছেন রাজদূত হিব্রু ভাষায় যা সর্বসাধারণের বোধগম্য, কিন্তু তাঁরা চান দূতের আলোচনা চলে শুধু তাঁদেরই সঙ্গে, জনসাধারণের সঙ্গে নয়।

"তখন হিলকিয়া-পুত্র ইলিয়াকিম বললেন, অনুগ্রহপূর্বক আপনার ভৃত্যদের সঙ্গে সিরীয় ভাষায় আলাপ করুন, যেহেতু আমরা ঐ ভাষা বুঝি। ইহুদিদের ভাষায় আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন না—প্রাচীরের উপর উপবিষ্ট ব্যক্তিরা শুনতে পাবে।

"কিন্তু রাব্-সাকেহ্ তাদের বললেন, আমার প্রভু কি এই কথাগুলি

শোনাতে পাঠিয়েছেন শুধু তোমাকে ও তোমার প্রভুকে? তিনি কি আমায় ঐ প্রাচীরের ওপর উপবিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠান নি এই বলে যে তোমাদের সঙ্গে তারাও যেন তাদের নিজ পুরীষ ভক্ষণ করে আর নিজ মূত্র পান করে?

"তারপর রাব-সাকেহ্ দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে ইহুদি-ভাষায় জনসাধারণকে সম্বোধন করে বললেন, আসিরিয়া-রাজের বাণী শ্রবণ কর। হেজেকিয়া আর যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে, যেহেতু সে তোমাদের আমার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।

"আসিরিয়া-রাজ বলেছেন, উপঢৌকন প্রদান করে আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হও তোমরা। তারপর নিশ্চিন্ত মনে আপন কুঞ্জের দ্রাক্ষা, নিজ বৃক্ষের ফিগ-ফল ভক্ষণ কর এবং নিজের জলাধারের জল পান কর।"

(II Kings 18)

দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন রাজদূত কিন্তু প্রজারা স্তব্ধ নির্বাক হয়ে রইল, কেননা জুডা-রাজের আদেশ ছিল, কেউ যেন কোন কথার জবাব না দেয়।

সেন্নাচেরিব দূত মারফত হেজেকিয়াকে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। সেই পত্র পাঠ করে জুড়া-রাজ হতাশ আক্রোশভরে তাঁর পরিধেয় বসন ছিন্ন করে দেবমন্দিরে ধর্না দিয়েছিলেন: "কান পেতে শোন প্রভু, চোখ মেলে দেখ। সেন্নাচেরিবের কথা শোন, সে জাগ্রত ঈশ্বরের নিন্দা করেছে।" তখন প্রফেট ইসায়া হেজেকিয়াকে সান্ত্বনা দিলেন ঈশ্বরের মুখনিসৃত একটি দৈববাণী প্রচার করে। ইহুদিদের ঈশ্বর জাভে (Yaveh) যেন সেন্নাচেরিবকে উদ্দেশ করে বলছেন:

"আমার বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধের তাণ্ডব আমার কানে এসে পৌঁছেছে। তাই আমি তোমার নাকে বঁড়শি গেঁথে দেব, মুখটি দেব বল্‌গা দিয়ে বেঁধে, এবং সেই অবস্থায় আমি তোমায় ঘুরিয়ে যে পথ ধরে এসেছ সেই পথে ফেরত পাঠিয়ে দেব।"

(II Kings 19)

প্রফেট ইসায়ার এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবত ধর্মীয় আকারে সমসাময়িক কালের ইতিহাসবর্ণনা মাত্র। সমুদ্রতীর ধরে অগ্রসর হয়ে সেন্নাচেরিব মিশরের দ্বারদেশে এসে উপনীত হয়েছিলেন, এলটেকে (Eltekeh) নামক

স্থানে মিশরীয় বাহিনীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধও হয়েছিল. এবং সেই যুদ্ধে জয়ের দাবী করেছেন তিনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও দৈবদুর্বিপাকে তাঁর পরাজয় ঘটল শক্রহস্তে নয়, মহামারীর আক্রমণে। সৈন্যশিবিরে প্লেগ দেখা দিয়েছিল, বহু সৈন্যের মৃত্যু হল, এবং সেজন্য তাঁকে কলঙ্ক নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হল। এই দুর্দৈবপ্রসঙ্গে বাইবেলে বলা হয়েছে এইরূপ :

> "সেই রজনীতে ঈশ্বরের দূতগণ বহির্গত হলেন এবং আসিরীয় শিবিরে সাত সহস্রেরও উর্দ্ধসংখ্যক সৈন্যকে আঘাত করলেন। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল তাদের মৃতদেহ। অনন্তর আসিরিয়াধিপ সেন্নাচেরিব নিনেভে নগরে প্রত্যাগমন করলেন।"
>
> (II Kings 19 ; II Chronicles 32)

হিব্রুরাজ্য ধ্বংসকারী আসিরিয়া—হিব্রুদের ধর্মগ্রন্থে আসিরিয়া-রাজ সেন্নাচেরিবের পরাজয় যে ঈশ্বরের দণ্ডরূপেই বর্ণিত হবে, তা আদৌ বিচিত্র নয়।

তারপর সেন্নাচেরিব-পুত্র এসারহেডনের আক্রমণের পালা এল—পূর্ববৎ জুডার মধ্য দিয়ে। মিশর তিনি অধিকার করেছিলেন, কিন্তু সে অধিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। মিডিস ও শক জাতিদের উত্তর দিক থেকে চাপ এসে পড়ল, এবং তারপর কিছুকাল ব্যাবিলনের বিদ্রোহ নিয়েই আসিরিয়াকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

মেগিড্ডোর যুদ্ধ : জোসিয়ার মৃত্যু

রামেসিড বংশের শেষভাগে মিশরে পতনের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, এখন সেখানে ঘটেছিল পুনর্জাগরণ সামেটিকাস বা নেকো রাজাদের আমলে। এবার শুরু হল মিশরের অভিযান। মিশরপতি সামেটিকাস বা প্রথম নেকো যখন জুডার মধ্য দিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন আসিরিয়ার বিরুদ্ধে, তখন জুডার রাজা ছিলেন একজন প্রখ্যাত নৃপতি, নাম জোসিয়া। মিশরীয় বাহিনীকে প্রাণপণে বাধা দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর এই উদ্যম নিতান্তই ব্যর্থ হয়েছিল। খৃঃ পূঃ ৬০৮ অব্দে মেগিড্ডোর যুদ্ধে (battle of Megiddo) জোসিয়া নিহত হলেন, এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে নেকো জুডা অতিক্রম করে ইউফ্রেটিস-তীর

পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোলেন। অবশ্য সেখানে আসিরীয় সমরশক্তির প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়ে তাঁকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করতে হয়েছিল। দেখা যায়, জুডার অবস্থা তখন হয়েছিল ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামের মত—অর্থাৎ, দুইটি মহাপ্রবল রাষ্ট্রের বিক্রম পরীক্ষা হয়েছিল জুডার সমরাঙ্গনে এবং তার ফলে জুডা একবার হল আসিরিয়া কর্তৃক অধ্যুষিত, তারপর সে-দেশ অধিকার করল মিশর, বেলজিয়াম যেমন পর্যায়ক্রমে অধিকার করেছিল জার্মানি ও মিত্রশক্তি।

জোসিয়ার ধর্ম-সংস্কার ও হিলকিয়ার আবিষ্কার

ধর্ম-সংস্কার বিষয়ে মিশরাধিপতি ইখনাটনের মতই জোসিয়ার উদ্যম ছিল অপরিসীম। জাভের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা তাঁকে দেবপূজা ও পৌত্তলিকতার ঘোরতর বিরোধী করে তুলেছিল। সলোমন অনেক মন্দির নির্মাণ করে নানান দেশের নানান দেব-দেবী, যেমন কেমস, মিলকম, আসটার্টের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাভের মন্দিরে বা-আল ও বালিমের পূজা হত। সেখান থেকে তাদের মূর্তিগুলি সরিয়ে অর্ঘ্যদ্রব্য বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন রাজা জোসিয়া। পুরোহিতদের দমন করেছিলেন তিনি, মূর্তি-পূজা এবং দেব-দেবীর উদ্দেশে গন্ধদ্রব্য পোড়ানো নিষিদ্ধ করে দিয়ে। পুত্রকন্যাদের মোলক-এর মন্দিরে অগ্নিদগ্ধ করে পরীক্ষা করা হত, তিনি এই ভয়ংকর প্রথার উচ্ছেদ এবং সলোমন-নির্মিত বেদীগুলিকে ভূমিসাৎ করেছিলেন। এই সকল সংস্কারকার্যে তাঁর সহায় হয়েছিল একদল পুরোহিত যাদের ধর্মচেতনা ও ঐকান্তিক আগ্রহ প্রফেটদের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। জোসিয়ার রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে হিলকিয়া নামক জনৈক পুরোহিত রাজসমীপে একখানি গ্রন্থ প্রেরণ করে এই সংবাদ দিলেন যে, 'প্রভুর মন্দিরে কোন নিভৃত স্থানে গোপনে রক্ষিত পুঁথিটি আবিষ্কার করেছেন তিনি। মোজেসের স্বহস্তলিখিত গ্রন্থ, জাভের অনুশাসনগুলি বইটিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে'। এই গ্রন্থকেই 'চুক্তি গ্রন্থ' (Book of Covenant) বলা হয়, যেহেতু মোজেস কর্তৃক অনুশাসনগুলি মেনে নেবার চুক্তিতেই জাভে ইহুদি-জাতিকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। বাইবেল-শাস্ত্রের কোন গ্রন্থটি হিলকিয়ার আবিষ্কৃত সেই 'চুক্তি গ্রন্থ' তা আমরা জানি না। সম্ভবত গ্রন্থটি 'একসোডাস' (Exodus)

বা 'ডয়টারোনমি' (Deuteronomy) গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়েছে, এবং এখানেই আমরা বাইবেল নামক ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর সূচনা দেখতে পাই। হিলকিয়ার আবিষ্কার জনগণের মধ্যে স্বভাবতই একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। প্রজাকুলের সমক্ষে রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন, জাভের অনুশাসনগুলি তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করবেন, এবং সেই অনুশাসন অনুসারেই দেশের সর্বত্র, মন্দিরে ও কুঞ্জবনে, প্রস্তর বা ধাতুনির্মিত দেব-মূর্তিসমূহ ভগ্ন করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাভের নিরংকুশ পূজার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু জোসিয়ার একনিষ্ঠ সাধনা ও সংস্কারব্রত সত্ত্বেও প্রভুর কোপ থেকে রাজাপ্রজা কেউ রক্ষা পায় নি, মেগিড্ডোর যুদ্ধে আমরা তা দেখেছি। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু জোসিয়ার মনে সান্ত্বনার অভাব ঘটে নি—যেহেতু ইতিপূর্বে প্রভু তাঁকে বাণী পাঠিয়েছিলেন যে, ভক্তি নিষ্ঠার জন্য মৃত্যুর পর রাজার স্থান হবে তাঁর পিতৃকুলের মধ্যে, এবং সমাধিগর্ভে শয়ন করে তিনি পরম শান্তি লাভ করবেন—সর্বোপরি, প্রভুর বিধানমত দেশ ও দেশবাসীর নির্মম ধ্বংসের মর্মন্তুদ দৃশ্য তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে হবে না।

(II Chronicles 34)

নিনেভের পতন : বাইবেলের বর্ণনা

মেগিড্ডোর যুদ্ধের মাত্র দুই বছর পর খৃঃ পূঃ ৬০৬ অব্দে মিডিসদের আক্রমণে আসিরিয়ার রাজধানী নিনেভের পতন ঘটে, এবং সেই সঙ্গে রাজ্যটির সুদৃঢ় কাঠামোটিও অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল। অত্যাচার নিপীড়নের একটি যন্ত্রবিশেষ হয়ে উঠেছিল আসিরিয়া, জেরুসালেম সামারিয়া আক্রমণ করেছে, অসংখ্য ইহুদি নরনারীকে নির্বাসিত করেছে, এমন নির্মম নিষ্ঠুর দোর্দণ্ডপ্রতাপ আসিরিয়ার পতনে পদানত সকল জাতিরই আনন্দে করতালি দেবার কথা। ইহুদি জাতির সেই আনন্দোচ্ছ্বাস নবী নাহুম-এর কণ্ঠে মুখরিত হয়ে উঠেছে : "অধঃপাতে যাক রক্তাক্ত নগরী (Woe to the bloody city !) ···হে আসিরিয়ার রাজা, তোমার রাখালেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। অভিজাতবর্গ ধূলিশয্যায় শায়িত। লোকজন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, কেউ নেই তাদের একত্রিত করে। তোমার গভীর ক্ষতস্থান আরাম হবার নয়। তোমার দুর্দশার কথা শুনে সকলে তোমায় ব্যঙ্গ করে দেয় হাততালি। কে না ভোগ

করেছে তোমার উপদ্রবের লাঞ্ছনা ?" বস্তুত বাইবেল-গ্রন্থে নিনেভের পতনের বর্ণনা এমনি বিচিত্র, এমনি তার মন-কাঁপানো শব্দের যোজনা আঙ্গিকের ভঙ্গিমা যে, নিম্নোদ্ধৃত বিবরণে যদি তার বর্ণাঢ্য সাহিত্য-চিত্র না ফুটে উঠে থাকে তবে সে দোষ অনুবাদের, মূলের নয় :

"নিনেভের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে (the burden of Nineveh) !

"জাভে বলেন, এইবার জোয়াল ভেঙে তোমায় মুক্তি দেব, তোমার বন্ধন ছিন্ন করব আমি। ...পাহাড় অঞ্চলে ঐ কার পদধ্বনি শোনা যায়, কে যেন শুভবার্তা বহন করে আনছে, শান্তির বাণী প্রচার করছে। আনন্দোৎসব কর জুডা...দুষ্টের আগমন আর ঘটবে না, সে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত।

"রাজপথে রথের ঘর্ঘর। প্রশস্ত পথের ওপর শকটগুলি পরস্পরের পাশ কেটে যায়—মশালের মত দেখা যায়, ছোটে যেন বিদ্যুৎস্ফুরণ।

"ছুটে চলে তারা, ঘটে পদস্খলন। প্রাচীরের ওপর উঠে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করে।

"নদীর দ্বার খুলে যাবে, রাজপথ ভেসে যাবে।

"পূর্বের মতই নিনেভে রয়েছে স্থির নিষ্কম্প, বাপীজলের মতন। তবু তারা ছুটে পালায়। দাঁড়াও, দাঁড়াও হাঁকে তারা। কিন্তু কেউ তো পিছন ফিরেও চায় না।

"নিয়ে যাও তোমরা লুন্ঠিত রৌপ্য, লুন্ঠিত স্বর্ণ নিয়ে যাও। ভাণ্ডারের নেই শেষ......

"নিনেভে শূন্য, ফাঁকা, বিধ্বস্ত......

"কোথায় সেই সিংহের বাসভূমি, সিংহশাবকের আহারের স্থান, যেখানে বৃদ্ধ সিংহ বিচরণ করত আর সিংহশাবকেরা করত নির্ভয়ে ছুটোছুটি ?

"ধ্বংস হোক সেই রুধিরাক্ত নগর, মিথ্যা ও লুণ্ঠনে ভরা নগর ; শিকার তো পালিয়ে যায় না ;

"চাবুকের শব্দ, চক্রের ঘর্ঘর, দুরন্ত অশ্বের হ্রেষা, ছুটন্ত শকটের ধ্বনি ;

"অশ্বারোহী শাণিত কৃপাণ, ঝক্‌ঝকে বর্শা উত্তোলন করে—আর দেখা যায় নিহতের অগণিত মৃতদেহ। শেষ নেই মৃতের—তারা মৃত-দেহের ওপর হোঁচট খায়।......

"যারা চেয়ে ছিল তোমার দিকে, মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা। বলবে, নিনেভে বিধ্বস্ত—কে তার জন্য বিলাপ করবে ?.... "

(Nahum 1-3)

নেবুকাড্‌নেজ্‌জার কর্তৃক জেরুসালেম ধ্বংস : ব্যাবিলনে ইহুদিদের বন্ধাবস্থা

কিন্তু জুডার এই সাময়িক উল্লাস অচিরেই আর্তনাদের মধ্যে নিঃশেষ হয়েছিল। কেননা, পরাক্রান্ত আসিরিয়ার স্থান গ্রহণ করেছিল তখন নব-জাগ্রত ব্যাবিলনে ক্যালডীয় রাজশক্তি। দেখতে দেখতে জুডার ইহুদিদের অবস্থা হয়েছিল ঠিক তেমনি, যেমন হয়েছিল ইসরায়েলের হিব্রুদের। খৃঃ পূঃ ৬০৪ অব্দে ক্যালডীয় নৃপতি নেবুকাড্‌নেজ্‌জার কারকেমিসের যুদ্ধে (battle of Carchemish) ফারাও নেকোকে পরাভূত করেন, এবং তারপর জুডাকে পরিণত করলেন একটি অধীন রাজ্যে। জুডার রাজা তখন জেহোইয়াকিম। স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারকল্পে মিশরের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ করলেন তিনি। সেই ষড়যন্ত্রের সূক্ষ্ম আভাস পেয়েই ব্যাবিলন-রাজ নেবুকাড্‌নেজ্‌জার প্যালেস্টাইনে সৈন্য পাঠিয়ে বন্দী করে নিয়ে এলেন জেহোইয়াকিমকে, এবং তাঁর স্থলে তাঁর ভ্রাতা জেডকিয়াকে রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন। দশ হাজার ইহুদিকে জুডা থেকে ব্যাবিলনে নির্বাসিত করে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিলেন তিনি। তারপর যখন জেডকিয়াও ব্যাবিলনের অধীনতাপাশ ছিন্ন করবার জন্য বিদ্রোহ করে বসল, তখন পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধযাত্রা করলেন নেবুকাড্‌নেজ্‌জার, ইহুদি সমস্যা চিরকালের জন্য চুকিয়ে দেবার সংকল্প নিয়ে। জেরুসালেম নগর ধ্বংস করলেন তিনি, প্রাসাদগুলি করলেন চূর্ণ-বিচূর্ণ, সলোমনের মন্দিরটিও বিধ্বস্ত করলেন। জেডকিয়ার সমুখেই তাঁর পুত্রদের হত্যা করলেন, তারপর করলেন তাঁর চক্ষুদ্বয় উৎপাটন। রাজবংশের প্রতি কঠোর শাস্তি-বিধান করেও তাঁর প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয় নি। জেরুসালেমের সমস্ত ইহুদিদের ঝাড়-গোষ্ঠী সকলকেই উৎসাদিত করে ব্যাবিলনে পাঠালেন তিনি (খৃঃ পূঃ ৫৮৬)। এই সময়কার নির্বাসিত ইহুদিদের মর্মবেদনা বাইবেলের 'সাম'-গানের এই সংগীতটিতে সুপরিস্ফুট :

ব্যাবিলন নদীতটে বসিলাম আসি
'জিয়নে'রে (Zion) স্মরি কত ঢালি অশ্রুরাশি,
ঝুলায়ে রাখিনু বীণা তরুশাখা 'পরে,
নীরব সংগীত—আর সুধা নাহি ঝরে।
বন্দীদের নির্বাসনে নিয়ে যায় যারা
গান চায়—আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা—
বলে, গাও 'জিয়নে'-র সংগীত মধুর
কোথা পাব গীত হায়! কণ্ঠে নাই সুর
অজানা বিদেশে?

(Psalm 137)

নির্বাসন-প্রসঙ্গে নবী জেরেমিয়ার খেদোক্তি সত্যই বড় মর্মস্পর্শী :

"আমাদের উত্তরাধিকার বিদেশীর হস্তগত, আমাদের গৃহ বিজাতীয়ের দখলে।

"আমরা পিতৃহীন, মাতৃগণ পতিহীনা।

"মূল্য দিয়ে জল কিনে পান করি আমরা, আমাদের কাষ্ঠ আমরাই খরিদ করি।...

"আমাদের পিতৃগণ পাপ করেছিলেন, এখন তাঁরা নেই। তাঁদের পাপের ফল ভোগ করছি আমরা।

"জিয়নে নারী-ধর্ষণ করেছে তারা, জুডার নগরসমূহে কুমারীরা ধর্ষিতা হয়েছে।...

"হৃদয়ের আনন্দ আর নেই, নৃত্য শোকোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়েছে।"

(Lamentations 5)

পারস্য-শাসনে ইহুদিদের মুক্তি

এমনি করে হিব্রুদের দুইটি রাজত্বই ধ্বংস পেয়েছিল। রাজা সল-এর রাজ্যাভিষেকের সাড়ে চার শতাব্দী পর জাতি হিসাবে হিব্রুদের অস্তিত্ব একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ব্যাবিলনে ইহুদিদের বদ্ধাবস্থা (captivity) দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। খৃঃ পূঃ ৫৩৮ অব্দে পারস্যসম্রাট দিগ্বিজয়ী মহাবীর কুরুস বা সাইরাস ব্যাবিলন অধিকার করেন। এই ঘটনাটি

হিব্রুদের জাতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। নির্বাসিত ইহুদিরা, এমন কি ব্যাবিলোনিয়ার অধিবাসীরাও কুরুসের আগমনে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। তিনি যেমন ইহুদিদের মুক্তিদান করেছিলেন বদ্ধাবস্থা থেকে, তেমনি আবার ব্যাবিলনেরও মুক্তিদাতারূপে যেন তাঁর আবির্ভাব। নির্বাসিত ইহুদিদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে জেরুসালেমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, জেরুসালেমের মন্দির থেকে লুণ্ঠিত ধনরত্নের অবশেষ যা কিছু ছিল নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের রাজভাণ্ডারে, সে-সবই তিনি ইহুদিদের প্রত্যর্পণ করেছিলেন। দেখা যায়, মুক্তির পর ইহুদিদের দেশে ফিরে যাবার উৎসাহ তেমন প্রবল হয়ে ওঠে নি। ব্যাবিলনের উর্বর ভূমিতে তারা বেশ শিকড় গেড়ে বসেছিল, পূর্বলাঞ্ছনার কথা আর তেমন মনেও ছিল না। হয়ত বা বদ্ধাবস্থায় তাদের বিশেষ কষ্টভোগ করতে হয় নি, তাই মুক্তিলাভ সত্ত্বেও ব্যাবিলন ছেড়ে জুডার উষর পার্বত্যভূমিতে প্রত্যাবর্তনের প্রথম উদ্যোগ দুই বৎসরের মধ্যে দেখা যায় নি।* তারপর যখন নির্বাসনের অর্ধ শতাব্দের পর নির্বাসিতের বংশধরেরা পদব্রজে দেশে ফিরল তিন মাসের পথ অতিক্রম করে, তখন তাদের সামনে দেখা দিল কতকগুলি নূতন সমস্যা। প্যালেস্টাইনে নব আগন্তুক কতকগুলি সেমিটিক জাতির দল ইহুদিদের পরিত্যক্ত জমিজমা নিরুপদ্রবে ভোগদখল করে আসছিল। নির্বাসিতের প্রত্যাগমন তাদের স্বার্থের প্রতিকূল, তাই তারা ইহুদিদের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিল। বস্তুত ইহুদিদের স্বদেশে অবস্থান একেবারেই সম্ভব হত না, যদি না পারস্য রাজশক্তি তাদের সযত্নে রক্ষা করত। তাই স্থানীয় বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও ইহুদিরা ক্রমে জেরুসালেমে প্রতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। পারস্যরাজ দারায়ুসের অনুমতিক্রমে সেখানে একটি মন্দিরও নির্মাণ করেছিল তারা। কালক্রমে জেরুসালেম আবার একটি ইহুদি নগর হয়ে উঠেছিল।

* সম্ভবত এই মতবাদটি সর্ববাদিসম্মত নয়। R. Grishman তাঁর 'ইরান' গ্রন্থে বলেছেন, খৃঃ পূঃ ৫৩৭ সালে অর্থাৎ সাইরাস কর্তৃক ব্যাবিলন অধিকারের পরবর্তী বৎসরে জেরুব্যাবেল নামক জনৈক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে ৪০০০০ ইহুদি ব্যাবিলন ছেড়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছিল ("In 537 B C. under the leadership of Zerubbabel, more than 40000 Jews left Babylonia to return to the promised land.")

ইহুদি জাতির সমরশক্তি আর পুনরুজ্জীবিত হয় নি। সমরশক্তি গঠনের উপযোগী অর্থবল বা জনবল কিছুই ছিল না জুডার। প্রবল বিক্রম পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল বলে এই ক্ষুদ্র রাজ্যে কোন বহিঃশত্রুর উপদ্রব ঘটে নি। সাম্রাজ্যের পক্ষপুটচ্ছায়ে ইহুদি জাতি আবার ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। জাতীয় ধর্মানুষ্ঠানের অনুকূল অবস্থার মধ্যে তারা তখন একটি ধর্মতন্ত্রের প্রবর্তন করেছিল যার আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ, আচার-বিচার, নিয়মপদ্ধতি ইহুদি সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে। এই নব-ধর্মেরই আধুনিক নাম 'জুডাইজম' (Judaism) বা 'ইহুদি-ধর্ম'। ইহুদি-রাজ্যের আর কোনও রাজা রইল না, শাসন-কর্তা হলেন জেরুসালেম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত (High Priest)। সেই থেকে ইহুদি রাষ্ট্র একটি ধর্মীয় সংস্থায় পরিণত হয়েছিল সংঘকে কেন্দ্র করে।

গ্রীকদের অধীনে প্যালেস্টাইন : মেক্‌কাবি যুদ্ধ ও ইহুদি স্বাধীনতা : প্যালেস্টাইনের রোমান রাজ্যে অন্তর্ভুক্তি

খৃঃ পূঃ ৩৩২ অব্দে গ্রীক মহাবীর আলেকজাণ্ডার প্যালেস্টাইন জয় করেন। সে-পর্যন্ত রাজ্যটি ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর যখন তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য গ্রীক সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হল, তখন এই রাজ্যটি পড়েছিল মিশরাধিপ টোলেমি-র (Ptolemy) ভাগে। এক শতাব্দ মিশরের অধীন থাকার পর প্যালেস্টাইন সিরিয়ার সেলিউসিড (Seleucides)-দের হস্তগত হয়। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দে গ্রীক সংস্কৃতির সঙ্গে ইহুদি ধর্মের বিরোধ বাধে। বাইবেলের 'ড্যানিয়েল' গ্রন্থ (Book of Daniel) সেই সংঘর্ষের একটি সাহিত্যিক ফল।* সেলিউসিড-বংশের আন্‌টিওকাস এপিফ্যানিস (Antiochus Epiphanis)-এর রাজত্বকালে ইহুদিদের একটি অত্যন্ত সংকটপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যা তাদের

---

* ড্যানিয়েল গ্রন্থে একটি দিব্যদর্শনের কথা রয়েছে, সেখানে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে স্বর্গদূত মাইকেল যা বলেছেন তাই থেকেই গ্রন্থটি গ্রীক শাসনকালের রচনা বলে ধরা যেতে পারে। দিব্যপুরুষ বলেছেন :

"আমি তোমার কাছে কেন এসেছি জান? আমি পারস্যরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ফিরে যাব, তারপর আমি যখন একেবারে চলে যাব তখন দেখবে গ্রীসের রাজা এসে পড়েছে।"

(*Daniel x. 10*)

জাতীয় ইতিহাসে গভীর চিহ্ন এঁকে রেখে গেছে। 'জেনটাইল'-দের অর্থাৎ বিধর্মী আসিরীয় ও ব্যাবিলোনীয়দের হাতে ইহুদিদের লাঞ্ছনা গঞ্জনার অবধি ছিল না, দেশান্তরে নির্বাসন, অতিরিক্ত করের দাবি প্রভৃতি অনেক নির্যাতন ভোগ করেছে তারা, কিন্তু পূর্বে কেউ কখনো তাদের ধর্মাচরণে বাধা দেয় নি। জাতীয় সমাজের গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের ধর্ম নিয়ে বৃহত্তর গণসমাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে থাকত তারা, এই একান্তে অবস্থানই এখন তাদের গ্রীকদের কাছে অপ্রিয় করে তুলেছিল। অ্যানটিওকাস ছিলেন 'হেলেনাইজেশন' অর্থাৎ গ্রীক সংস্কৃতি আরোপণের বিশেষ উদ্যোগী, এবং সেই উদ্দেশ্যে ইহুদি-ধর্ম ও সমাজের মূলোচ্ছেদ করতে বলপ্রয়োগে বিরত হন নি। ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত সুন্নত প্রথা বন্ধ করা হল, এবং তাদের ধর্মমন্দিরে পবিত্র বেদীর ওপর শূকর বলি দেওয়া হল, শূকর ছিল ইহুদিদের অপবিত্র জীব। এমনি করে ইহুদিদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় ধর্মের ওপর বিজাতীয় খড়্গের আঘাত পড়ল, জাতির সহনশীলতার বিরুদ্ধে বিষম চ্যালেঞ্জ সেই আঘাত, তারা বিদ্রোহ করল। অ্যানটিওকাস তখন মিশরদেশে সংগ্রামে ব্যাপৃত, সেখান থেকে ফিরবার পথে জেরুসালেমে প্রবেশ করে নগরটিকে ধ্বংস করলেন (১৬৮ খৃঃ পূঃ)। কিন্তু এত সব জুলুম সত্ত্বেও ইহুদিদের গ্রীক সংস্কৃতির আওতায় আনার প্রচেষ্টা সফল হয় নি। সমগ্র জাতি বিদ্রোহী হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে জাতীয় ধর্মে আবার প্রবেশ করল রাজনীতি। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা ছিলেন জুডাস মেক্‌কাবিয়াস (Judas Maccabeus), এবং তাঁরই নামে যুদ্ধের নাম হয়েছিল 'মেক্‌কাবিদের যুদ্ধ' (War of the Maccabees)। এই যুদ্ধে ইহুদি মেক্‌কাবিদল প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৪২ খৃস্ট পূর্বাব্দে বিজয়ী ইহুদিগণ 'তালবৃন্ত ও বাদ্যযন্ত্র হস্তে' বাজনার সঙ্গে গান গাইতে গাইতে পুণ্যতীর্থ জেরুসালেমে প্রবেশ করল। একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপিত হল, সেই রাজ্যের স্বাধীনতা অব্যাহত ছিল যতদিন না রোমানরা এসে তার অস্তিত্ব লুপ্ত করেছিল। এই নূতন রাষ্ট্রের শাসক ছিল হাস্‌মোনিয়ান নামে নূতন একটি শাসকগোষ্ঠী, উনাশি বছর (১৪২-৬৩ খৃঃ পূঃ) রাজত্ব করেছিল তারা। ৭০ খৃস্ট পূর্বাব্দে উগ্র জাতীয়তাবাদের যখন পুনরভ্যুত্থান ঘটল, রোমানরা তখন জেরুসালেম নগর বিধ্বস্ত করেছিল। ৬৩ খৃস্ট পূর্বাব্দে

রোমান সেনাপতি পম্পি প্যালেস্টাইন অধিকার করেন, তারপর থেকে ইহুদিরা রোমান সাম্রাজ্যের প্রজারূপে অবস্থান করতে লাগল। তখন শুরু হল আবার 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হবার পালা, 'পরদাসখতে সমুদায়' দিয়ে দেশে-দেশে ছড়িয়ে পড়ার পালা—তারপর দু হাজার বছর ধরে বিভিন্ন দেশে নানান কষ্ট, গ্লানি, অবিচার, অত্যাচার ভোগের পর বিগত বিশ্বযুদ্ধের কাল-রাত্রির শেষে নবযুগের অরুণোদয়ের সঙ্গে এল জাতির মুক্তি, ইসরায়েলি জাতীয় রাষ্ট্রের হল পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র কাহিনী যা আমরা এই গ্রন্থের ভূমিকায় বিশদভাবেই বলেছি।

॥ পাঁচ ॥

সমাজ, সমাজপতি ও নবীগণ

মিশর ছেড়ে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করবার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইহুদীরা কোন রাষ্ট্র গঠন করে নি। জাতিটি তখন দ্বাদশ বা ততোধিক খণ্ডজাতিতে বিভক্ত ছিল, আর পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার (patriarchal family) ছিল শাসনের ভিত্তি। খণ্ডজাতির মোড়লদের নিয়ে একটি শাসন-সমিতি (Council of Elders) গঠিত হয়েছিল, সেখানে প্রত্যেক পরিবারের কর্তার স্থান ছিল। এই সমিতি ছিল খণ্ডজাতির সর্বোচ্চ আদালত। আপদকালে অন্যান্য খণ্ডজাতীয় নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতাও করত এই সমিতি। জাতির অর্থ-নৈতিক জীবন নির্ভর করত কৃষি ও পশুপালনবৃত্তির ওপর। এরূপ ব্যবস্থায় রাজনীতিক্ষেত্রে পরিবারের পক্ষে শক্তিসামর্থ্য অর্জন করা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। পরিবারমধ্যে পিতা সর্বময় কর্তা, আর মাতার সম্মান ছিল প্রচুর। "পিতামাতার সম্মান করবে"—মোজেস-কানুনের (Code of Moses) এই পঞ্চম অনুশাসনই তার প্রমাণ। হিন্দু যৌথ পরিবারের মতই পরিবার গঠিত ছিল কর্তা ও তার পত্নীগণ, অবিবাহিত কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতিনাতনী নিয়ে—হয়ত বা কয়েকজন দাসদাসীকেও পরিবারভুক্ত করা হত। কৃষি-প্রধান অর্থনৈতিক সমাজে এরূপ সংসার বিশেষ সুবিধাজনক সন্দেহ নেই, যেহেতু কৃষিকার্য নির্ভর করে সমগ্রভাবে পরিবারের ওপর, আর সেখানে পিতার একাধিপত্যই নিয়ম। তাই রাষ্ট্র-সংস্থার প্রয়োজন সেখানে তেমন অনুভব করা যায় নি। পুত্রকন্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন পিতা, তাদের জীবনমরণ নির্ভর করত তাঁরই ওপর। কন্যাকে বিক্রিও করতে পারতেন তিনি। হিব্রুজাতির পিতৃপুরুষ (patriarch)-দের সমাজের অনুরূপ এক প্রকার পারিবারিক সাম্যবাদের (family communism) ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই পারিবারিক সাম্যবাদই পরিবারমধ্যে পিতার শাসনের কঠোরতা প্রশমিত করত। কালক্রমে এই সহজ সরল সমাজ-ব্যবস্থা যেমন জটিলতার জালে জড়িয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে লাগল, বিভ্রান্ত জননেতাগণ তখন সেই প্রাচীন সাম্যবাদী আদর্শের কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে শুরু করলেন। রাজা সলোমনের রাজত্বকালে কারিগরি

শিল্প-বিস্তারের সঙ্গে নাগরিক সভ্যতা যখন প্রতিষ্ঠালাভ করল, ইহুদি-সমাজের প্রাচীন কালের পারিবারিক শৃঙ্খলাও তখন ভেঙে পড়েছিল। অর্থ-নৈতিক উৎপাদনক্ষেত্রে যেখানে ছিল সমাজের ও পরিবারের প্রাধান্য, সেখানে দেখা দিল ব্যক্তির আত্মকর্তৃত্ব। ফলে ইহুদি সমাজে একটা বিষম ওলটপালট ঘটে গেল। আমরা এখনই দেখতে পাব, সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ফলস্বরূপ 'প্রফেট' বা 'নবী'দের আবির্ভাব হয়েছিল কিরূপে।

'জজগণ'

রাজা সল্ (খৃঃ পূঃ ১০০০) কর্তৃক রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে হিব্রু খণ্ডজাতি-গুলির মুখ্য ছিলেন 'জজ'-রা (Judges)। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা জজ বা বিচারক নন, ম্যাজিস্ট্রেটও নন,—তাঁরা ছিলেন দলপতি (chieftains)। জাতির স্বপক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ করতেন তাঁরা, কখনও বা পৌরোহিত্য করতেন। 'জজগণ' নামে বাইবেল গ্রন্থে বলা হয়েছে—"প্রভু জজ সৃষ্টি করলেন ইহুদিদের অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য" (Judges 2)। ভিতরে বাইরে তখন সর্বত্র শত্রু ইহুদি জাতির। ইহুদিরা কখনো ছিল প্রতিবেশী মোয়াব প্রদেশের অধীন, আর কখনো বা থাকতো মিডিয়ানদের অথবা ফিলিস্টাইনদের পদানত হয়ে। নিরবচ্ছিন্ন পরাধীনতার ফলে, ইহুদিদের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে প্রভু তাদের কোন-না-কোন শত্রুর হাতে সমর্পণ করছেন, জাতির শক্তি পরীক্ষা করবার জন্যই যেন—সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য তাদের কেবল যুদ্ধই করে যেতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে। ঈশ্বরের কৃপায় আপদকালে এমন সব জননেতা বা জজের আবির্ভাব হত, জাতিকে যাঁরা শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করতেন। ছল বল কৌশল—কোন ব্যবস্থাই প্রয়োগ করতে দ্বিধা করতেন না এই ঈশ্বরানুগৃহীত জননায়কগণ। ইসরায়েল মোয়াবের পদানত, এমন সময় গেরা-পুত্র এহুদকে খাড়া করলেন প্রভু জাতির উদ্ধারকর্তারূপে—তিনি ছিলেন বাঁইয়া। প্রচুর উপহার নিয়ে মোয়াব-রাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন এহুদ। যাবার আগে একখানা ছোরা তৈরি করেছিলেন তিনি, ফালের দুধার ধারালো—সেই শাণিত অস্ত্রটিকে পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে উরুদেশে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর উপহার নিয়ে হাজির হলেন

রাজপ্রাসাদে মোয়াব-রাজ এগলন-এর কাছে। এগলন ছিলেন স্থূলকায়। উপহার প্রদানের ব্যাপার সাঙ্গ করে বাহকেরা চলে গেল। এহুদ বললেন, "হে রাজন্, আপনার জন্য একটি গোপন বার্তা বহন করে এনেছি।" অনুচরদের বিদায় দিলেন রাজা। আসন ত্যাগ করে এগিয়ে এলেন এহুদ। "বার্তা এনেছি ঈশ্বরের কাছ থেকে", এই বলে বাঁ হাত দিয়ে ছোরা বের করে, তাই দিয়ে রাজার ভুঁড়িটি ফাঁসিয়ে দিলেন তিনি। তারপর সেখান থেকে কৌশলে বেরিয়ে এসে বিদ্রোহীদল সংগ্রহ করে মোয়াব আক্রমণ করলেন, এবং যুদ্ধে দশ হাজার শত্রু বধ করে সে-দেশে ইসরায়েলের প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (Judges 3)

নারীর পক্ষে 'জজ' হবার কোন বাধা ছিল না। ডিবোরা নামে একজন পূজারিনীও 'জজ' হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন লেপিডথের পত্নী। ইহুদিরা তখন ক্যানানের রাজা জাবিন-এর উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ইসরায়েল বা এফ্রাইম (Ephraim) দেশের কোন পাহাড়ে তাল-বৃক্ষের তলে বাস করতেন ডিবোরা, তাঁর কাছে এসে অত্যাচারের বিবরণ জানিয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করল ইসরায়েল-সন্তানেরা। তখন ডিবোরা তাঁর অনুগত সহচর বারাককে দশ সহস্র যোদ্ধা নিয়ে যুদ্ধ-যাত্রা করতে বললেন। কিন্তু পরাক্রান্ত রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বারাক ভয় পেয়েছিল। সে বলল, "তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবেই যাব। আর তুমি না গেলে আমিও যাব না।" ডিবোরা বললেন তাকে, "নিশ্চয় যাব আমি তোমার সঙ্গে। এই যাত্রার উদ্যোগ তোমার খ্যাতির জন্য নয়, যেহেতু ক্যানান-সেনাপতি সিসেরাকে প্রভু একজন নারীর হাতে তুলে দিয়েছেন।" এই বলে ডিবোরা উঠে পড়লেন, জয়যাত্রায় বেরুলেন বারাকের সঙ্গে। নয় শত লৌহ-নির্মিত রথ ও বিপুল বাহিনী নিয়ে সিসেরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তখন ডিবোরা বারাককে উৎসাহিত করলেন এই বলে, "ওঠ। আজ সেই দিন—প্রভু সিসেরাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়েছেন।" উৎসাহদানের ফল ফলেছিল অচিরেই। দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে টাবোর পর্বত থেকে নেমে গেল বারাক। তুমুল যুদ্ধ বাধল। সেই সংগ্রামে বারাকের সমুখে তীক্ষ্ণধার অসির দ্বারা প্রভু সিসেরাকে পরাস্ত করেছিলেন, আর তাঁর রথীবৃন্দ ও বাহিনীকে ("And the Lord discomfited Sisera, and

all his chariots, and all his host, with the edge of the sword before Barak")।

কিন্তু প্রভু সিসেরার রথ ও বাহিনী ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হন নি, ভক্তদের হিতার্থ সিসেরাকেও বিনাশ করেছিলেন বিচিত্র উপায়ে। সে-কথা বাইবেলের ভাষাতেই বলা যাক্ :

"(প্রাণভয়ে) পলায়মান সিসেরা হেবেল-পত্নী জায়েল-এর তাঁবুতে এসে উপস্থিত হল। যেহেতু (সিসেরার প্রভু) জাবিনের সঙ্গে হেবেলের সম্বন্ধ ছিল শান্তিপূর্ণ।

"জায়েল বেরিয়ে এসে সিসেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। তাকে বলল, 'প্রভু, ভিতরে আস্থন আমার সঙ্গে। কোন ভয় নেই।' তারপর সিসেরা যখন তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করল, জায়েল তাকে একখানা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল।

"সিসেরা বলল তাকে, 'একটুখানি জল দাও আমায় দয়া করে। আমি তৃষিত।' একটি বোতল খুলে দুধ দিল তাকে জায়েল, পানীয় দিল, আবার বস্ত্রে আচ্ছাদিত করল তাকে।

"তখন সিসেরা বলল, 'তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে থাক। যদি কেউ এসে জিজ্ঞাসা করে কে আছে ? তাকে বলবে, কেউ নেই'।

"ক্লান্ত হয়ে সিসেরা নিদ্রিত হয়ে পড়েছিল। হেবেল-পত্নী জায়েল তখন একটি তাঁবুর খুঁটি আর হাতুড়ি তুলে নিল, এবং সন্তর্পণে ঘুমন্ত সিসেরার কাছে গিয়ে তার কপালের ওপর খুঁটি রেখে হাতুড়ির আঘাতে সেটিকে মাটির মধ্যে বিদ্ধ করল। সিসেরার মৃত্যু হল।

"তারপর বারাক যখন সিসেরার সন্ধানে সেখানে উপস্থিত হল, জায়েল তখন বেরিয়ে এসে বলল তাকে, 'দেখবে এস, যে-ব্যক্তিকে তুমি এত খোঁজাখুঁজি করছ।' তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করে বারাক দেখল, সিসেরা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, তার কপাল খুঁটি-বিদ্ধ।

"এমনি করে ঈশ্বর সেদিন ক্যানান-রাজ জাবিনকে ইসরায়েল-সন্তানদের কাছে পরাভূত করেছিলেন।" (Judges 4)

আশ্রিতকে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা চরম বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু সেই বিশ্বাসহন্ত্রীকে ঈশ্বর ব্যবহার করেছেন যন্ত্ররূপে তাঁর প্রিয় জাতিকে রক্ষা করবার জন্য—এইখানেই কাহিনীটির বর্ণনায় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

'ডিবোরা সংগীত'

যুদ্ধজয়ের পর ডিবোরা ও বারাক প্রভুর স্তবগান করলেন। এই "ডিবোরা সংগীত" (Song of Deborah) বাইবেল-সাহিত্যের একটি প্রাচীন কবিতা। রচনাটির কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া গেল :

"হে নৃপতিগণ শ্রবণ কর। কান দিয়ে শোন, হে রাজন্যবর্গ। আমি গাইব প্রভুর গান। ইসরায়েলের প্রভু-ঈশ্বরের স্তুতিগান গাইব আমি।

"হে প্রভু, সেইর থেকে তুমি যখন বেরিয়ে এসেছিলে, ইডমের ক্ষেত্র থেকে যখন তুমি বহির্গত হয়েছিলে, পৃথিবী তখন কেঁপে উঠেছিল, আকাশ ঝুঁকে পড়েছিল, মেঘ বারি-বর্ষণ করেছিল।

"প্রভুর সমুখে পর্বতরাজি বিগলিত হয়েছিল, এমন কি ঐ যে সিনাই, ইসরায়েলের প্রভু-ঈশ্বরের সমুখে।

"অ-নাথ (A-nath)-পুত্র শামগরের কালে, জায়েলের সময়ে রাজপথগুলি ছিল পরিত্যক্ত। পথিকেরা আনাচ-কানাচ দিয়ে চলত।

"ইসরায়েলে পল্লীগ্রামসমূহ নরনারীশূন্য ছিল, যতদিন না আমি ডিবোরা এসেছিলাম, যতদিন না আমার আবির্ভাব হয়েছিল ইসরায়েলে —জননীরূপে।

"জনগণ নূতন দেবতা বেছে নিল ; যুদ্ধ দেখা দিল দ্বারদেশে। ইসরায়েলের চল্লিশ হাজার বাসিন্দাদের ঢাল বা ভল্ল কি একটিও দেখা গেছে ?

"হৃদয় আমার রয়েছে ইসরায়েলের শাসনকর্তাদের দিকে ফিরে, যারা জনগণের সঙ্গে স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

"কথা কও, যারা শুভ্র গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করেছ, বিচার করতে বসেছ যারা আর পথ দিয়ে চলেছ।

"জল তুলবার স্থানগুলিতে তীরন্দাজদের অস্ত্রের ঝনঝনি শব্দ থেকে উদ্ধার পেয়েছে তারা। সেখানে তারা প্রভুর মহিমা-স্তোত্র পাঠ করবে, ইস্রায়েলে তাঁর গ্রামসমূহের অধিবাসীদের প্রতি অপার করুণার গান। তখন প্রভুর অনুগত জনেরা দরজায় এসে দাঁড়াবে।

"জাগো, জাগো ডিবোরা। জাগো, জাগো, গান গাও। ওঠ,

আবিনোম-পুত্র বারাক, বদ্ধাবস্থাকে তোমার বন্দী করে নিয়ে চল ("Lead thy captivity captive")। (Judges 5)

জজদের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিমান পুরুষ ছিলেন স্যামসন। ফিলিস্টাইনদের কবল থেকে ইহুদি জাতিকে রক্ষা করে বিশ বছর জজ-রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। তারপর ডেলিলা নামে এক গণিকার প্রেমে পড়ে তাঁর অধঃপতন ঘটে। জজদের কাল আরম্ভ হয়েছিল, মোজেসের সেনানায়ক জোস্থয়া যখন প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে, তার পর থেকে। "তখন ইসরায়েলে কোন রাজা ছিল না, প্রত্যেক ব্যক্তি যা শ্রেয় মনে করত, নিজের অভিরুচিমত তাই করত সে" (Judges 17)। কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ চলে আসছিল দেশে, এমন অশান্তির মধ্যে সত্যযুগের অবস্থাটি চিরস্থায়ী হতে পারে নি। প্রবলবিক্রম ফিলিস্টাইনদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে হয়েছিল ইহুদিদের একজন রাজার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। এমনি করে হয়েছিল জজদের স্থলে রাজপদের প্রতিষ্ঠা, আর সল-ই হয়েছিলেন ইহুদিজাতির প্রথম নৃপতি। পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ ছিল নৃপতি-শাসিত, সেই আদর্শের অনুসরণে গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করে ইসরায়েল রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

স্যামুয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন স্যামুয়েল। তিনি ছিলেন একজন 'জজ'— 'প্রফেট' বা 'নবী'ও ছিলেন তিনি। ইসরায়েলের মোড়লরা এসে ধরল স্যামুয়েলকে, "তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, তোমার ছেলেরা তোমার পথে চলে না। অন্য জাতির মত আমাদেরও একজন রাজা হোক, যে হবে শাসনকর্তা।" যাযাবর জাতির অভ্যাস বা চিন্তা তখনো ইহুদিরা পরিত্যাগ করে নি। এ-যাবৎ রাষ্ট্রকে কল্পনা করত তারা ঈশ্বরের রাজ্য বা ধর্ম-রাষ্ট্র (theocracy) রূপে।* রাজপদ প্রতিষ্ঠার দাবির মধ্যে ছিল নূতনত্ব। দাবির প্রস্তাবে

* ইতিপূর্বে মিডিয়ান-বিজেতা গিডিয়ানকেও 'শাসক' নির্বাচিত করেছিল ইসরায়েলবাসীরা, কিন্তু তিনি সে-পদ গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। বলেছিলেন, "আমি তোমাদের শাসন করব না, আমার পুত্রগণও করবে না। তোমাদের শাসন করবেন জাভে।" (Judges 8)

স্যামুয়েল খুশী হন নি, কেননা সল্‌-কে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি জননেতা রূপে, রাজপদে অধিষ্ঠিত করতে চান নি। জনগণকে এই কথা বলেছিলেন তিনি :

"তোমাদের মেয়েদের মিষ্টান্ন প্রস্তুত কার্যে নিযুক্ত করবেন রাজা, তাদের রাঁধুনী করে রাখবেন। তারা হবে রাজার রুটিওয়ালী।

"তোমাদের কৃষিক্ষেত্র, দ্রাক্ষা অলিভের ভাল ভাল উদ্যানগুলি আত্মসাৎ করবেন তিনি। সেগুলি তিনি তাঁর ভৃত্যদের দান করবেন।

"বীজের ও দ্রাক্ষার দশম ভাগ গ্রহণ করবেন তিনি। সেগুলি তিনি দেবেন তাঁর কর্মচারী ও ভৃত্যদের।

"তোমাদের ভৃত্য, পরিচারিকা, যুবকদল, গর্দভ, সব নিয়ে তাঁর নিজের কাজে লাগাবেন।

"তোমাদের মেষদলের দশমাংশ নেবেন তিনি। তোমাদের রাখবেন ভৃত্য করে।

"আর তোমরা একদিন এই রাজপদ সৃষ্টির ফলে নানান দুঃখভোগের দরুন আর্তস্বরে ক্রন্দন করবে। কিন্তু প্রভু তোমাদের আকুতি শুনবেন না।"—(1 Samuel 8).

প্রফেট স্যামুয়েলের এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি। ইহুদিরাজ ডেভিড ও সলোমনের নানান গুণের ভূয়সী প্রশংসা সত্ত্বেও বাইবেল তাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থবুদ্ধিকে চাপা দিতে পারে নি। ফলে রাজ্য কিরূপে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছিল, আমরা তা দেখেছি। শুধু ইহুদিদের নয়, অনাগত কালের সর্বদেশের জনগণের উদ্দেশেই যেন এই মহাপুরুষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন—সাবধান, তোমরা যদি সর্বাধিনায়ক রূপে কোন ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত কর, তবে তোমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হবে!

প্রফেটদের প্রকৃতি ও জীবন

হিব্রু প্রফেটদের এমনি কত যে অমূল্য বাণী বাইবেল-গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বাণী অমূল্য—তার অর্থ এ নয় যে সব সময় এই প্রফেটদের বাণীর মধ্যে মার্জিত রুচি, বিনয়, সৌজন্য, ধৈর্য, তিতিক্ষা, দয়া, করুণা প্রভৃতি মানবীয় ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। বরঞ্চ অনেক

ক্ষেত্রে বিপরীত ধর্মেরই সাক্ষাৎ মেলে। শত্রু-নিধনে পরম আনন্দ আর বীভৎস হত্যাকাণ্ডে বিকট উল্লাস প্রকাশ করেছেন তাঁরা। কারণ, ওসব নিষ্ঠুর কাজ করেছেন স্বয়ং ইসরায়েলের ঈশ্বর—যিনি 'জাতির প্রভু' ("Lord of the hosts")—জাতির মঙ্গলের জন্য। ইসরায়েলের ঈশ্বর জাভে (Yaveh) শুধু ইসরায়েলের শত্রু ধ্বংস করেই নিরস্ত হন নি, পাপকর্মের জন্য ইহুদিদেরও নির্মম কঠোর হস্তে শাস্তি দিয়েছেন। বদ্ধাবস্থায় ইহুদিদের ব্যাবিলনে প্রেরণ করেছেন তিনি। প্রচণ্ড খড়্গাঘাত করেন জাতির ওপর, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক নিয়ে আসেন এবং জাতিকে পৃথিবীর নানান স্থানে ছড়িয়ে দেন অভিশাপের মত ("I will persecute them with the sword, with the famine and with the pestilence, and will deliver them to be removed to all the kingdoms of the earth to be a curse...and a reproach."—Jeremiah 29)। বস্তুত জাভেকে এমন ভাবেই চিত্রিত করেছেন প্রফেটরা যে মনে হয় যেন পাপের দণ্ডদান ছলে পাপীর রক্তপান করেই দেবতার চরম তৃপ্তি!

ঈশ্বরের নামে অভিসম্পাত তর্জন-গর্জন, সবই দার্শনিক বিচারে বিকৃত মনে হতে পারে বটে, কিন্তু সমসাময়িক কালের রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং সেই সঙ্গে কারা ছিলেন এই প্রফেটরা, আর কি ছিল তাঁদের ব্রত, সে-কথা বিবেচনা করলে প্রফেটদের বাণীর মূল উৎস-মুখের সন্ধান মেলে। "প্রফেট" শব্দটি গ্রীক *pro-phe-tes* থেকে উৎপন্ন—অর্থ, 'ঘোষক' (announcer)। কথাটির হিব্রু প্রতিশব্দ 'নবী'। প্রথমেই নবীরা কিছু দিব্যদ্রষ্টা রূপে দেখা দেন নি, যাঁদের কথায় বা আচরণে ভক্তি শ্রদ্ধার উদ্রেক হতে পারে। কেউ ছিলেন গণক, দক্ষিণার পরিবর্তে মানুষের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা বলতেন। আর কেউ বা ছিলেন দরবেশ, গান গেয়ে বা মাদক দ্রব্য সেবন করে উদ্দাম নৃত্য জুড়ে দিতেন। কখনো বা ভাবের আবেশে 'দশা'য় (trance) পড়ে নানান কথা বলে যেতেন, যা শুনে শ্রোতৃবৃন্দ মনে করত কোন দৈবশক্তির আবির্ভাব হয়েছে তাঁর মধ্যে এবং কথাগুলি ঐশী বাণী। এই শ্রেণীর উন্মাদ নবীদের নিন্দা করেছেন জেরেমিয়া ("every man that is mad and maketh himself a prophet"—Jeremiah 29)। তিনি বলেছেন, "দেখ, যেন প্রফেট ও ভবিষ্যদ্বক্তাগণ তোমাদের প্রতারণা না করে—যেহেতু তারা ঈশ্বরের নামে মিছামিছি বাণী উচ্চারণ করে থাকে।"

নবীদের মধ্যে এলিজার মত সংসারত্যাগী পুরুষ ছিলেন, কেউ বা থাকতেন মঠে, কিন্তু অনেকেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করতেন এবং বিষয় আশয়ের অধিকারী ছিলেন। কালক্রমে নবীদের রূপ বদলে গিয়েছিল। ফকিরের রূপ ছেড়ে ক্রমে তাঁরা দেশ কাল ও পাত্রের কঠোর সমালোচক হয়ে উঠলেন। স্পষ্টবাদী ছিলেন নবীরা, রাজাদেরও উচিত কথা বলতে ভয় পেতেন না। উদাহরণস্বরূপ নবী নাথানের রাজা ডেভিডকে ভর্ৎসনার কথা বলা যেতে পারে—ডেভিড হিটাইট উরিয়াকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছিলেন (II Samuel 2)। আবার রাজা আহাব যখন তাঁর উদ্যানের আয়তনবৃদ্ধির জন্য কৃষক নাবোথকে হত্যা করে তার দ্রাক্ষাভূমিখণ্ড আত্মসাৎ করলেন, তখন নবী এলিজা এসে ভয়ংকর অভিশাপ দিয়েছিলেন রাজাকে :

> "কুকুরের দল যেখানে করেছে নাবোথের রক্তপান, তোমার রুধির পান করবে কুকুরেরা সেখানেই।" (I Kings 21)

এইরূপে শোষণকারী ধনী সমাজের শত্রু আর দীনদরিদ্রের বান্ধবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নবীরা—সমাজতন্ত্রীরূপে। মালিকের জুলুম, কারিগরী শোষণ ও পুরোহিতকুলের কারসাজির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা টলষ্টয়-পন্থীদের মতই। সুসভ্য ক্যানানাইটদের সংস্পর্শে এসে যাযাবর ইহুদি জাতির সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছিল বিলক্ষণ। সেই নাগরিক সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন, উগ্র গান্ধীবাদীদের মত। তাঁরা বাস করতেন মরুপ্রান্তরে কি গ্রামাঞ্চলে, আর সেখান থেকে ঝঞ্ঝার মত ধেয়ে এসে কলুষপঙ্কিল নাগরিক জীবনের ওপর অজস্র ধিক্কার বর্ষণ করতেন।

সমাজব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ বিরোধ

প্যালেস্টাইনের হিব্রুসমাজে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির আভ্যন্তরীণ বিরোধের যোগফল রূপেই হয়েছিল প্রফেটদের আবির্ভাব। হিব্রুরা ছিল মরুবাসী যাযাবর জাতি। জাভে ছিলেন সেই জাতির প্রভু (Lord of the hosts)। জাভের সঙ্গে মোজেস চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন এই শর্তে যে, জাভে তাঁর 'নির্বাচিত জাতি'কে রক্ষা করবেন, যতদিন সেই জাতি কেবল জাভেকেই পূজা. করবে, অন্য কোন দেবতার পূজা করবে না—আর সেই সঙ্গে প্রভুর আইন-কানুন মেনে চলবে। হিব্রুরা যখন ক্যানান অধিকার করে সেখানকার

সভ্য স্থিতিবান জাতিসমূহের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার আরম্ভ করেছিল, জাভের সেই আদিম চুক্তিকেও ভঙ্গ করল তারা তখনই। কেন না 'ঝঞ্ঝা-দেবতা' (god of storm) জাভের পূজার সঙ্গে ইহুদিরা শুরু করেছিল ক্যানানের স্থানীয় দেবদেবীর পূজা, আর যাযাবর জাতির স্বভাব-সহজ আইন-কানুন ছেড়ে দিয়ে নাগরিক সভ্যতার কুটিল পথে জটিলতার গোলকধাঁধায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। যাযাবর জাতির সমাজে ছিল না রাজা-প্রজার ব্যবধান, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। এখন দেখা দিল মানুষে-মানুষে প্রভেদ, সার্বজনীন সাম্যের স্থলে অসাম্যের প্রতিষ্ঠা। সামাজিক ও ধর্মীয় অনাচারগুলি চরমে উঠেছিল রাজা সলোমনের আমলে। তিনি তাঁর বহু জাতীয়া বনিতা ও বার-বনিতাদের মনোরঞ্জনের জন্য আসটোরেথ, মিলকম প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দিরে পূজা অর্চনা করতেন এবং মোয়াব দেশের দেবতা 'কেমস্'-এর একটি বৃহৎ বেদী নির্মাণ করেছিলেন। বিজাতীয় দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে রাজা জনসাধারণের ধর্মমতকেই সমর্থন করেছিলেন। এজন্য তিনি এতই জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে বাইবেল লেখককেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, রাজার নানারূপ অনাচার সত্বেও প্রভু তাঁকে অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মেধার অধিকারী করেছিলেন ("I have given thee a wise and understanding heart"—I Kings 3)। কিন্তু যখন রাজার খনিজ সম্পদ উদ্ধার ও কারিগরি শিল্প-প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনীতির বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হল, এবং পরিশেষে যখন সলোমনের মৃত্যুর পর রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হল, তখন সেই বিষাদ-ভরা অশান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পর-পর কয়েকজন চিন্তাশীল দরদী প্রফেটের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, যাঁরা শুধু জাভের ধর্মপ্রচার বা রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুবিচার ও সুব্যবস্থার দাবি করেই ক্ষান্ত হন নি। জ্ঞানের চোখ দিয়ে যে-সব তত্ত্ব দর্শন করেছিলেন, তাই তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন, এবং তাঁদের সেই সারগর্ভ বিচিত্র রচনাবলী বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন রূপেই সঞ্চিত হয়ে আছে।

আমোস

প্রফেট-প্রসঙ্গে গোড়াতেই এই যুগের মহাপুরুষ আমোসের কথা বলতে হয়। তাঁর বাণী বাইবেল-গ্রন্থের একটি অধ্যায়। সেই রচনা থেকেই আমরা

জানতে পারি যে তিনি ছিলেন একজন রাখাল, জেরুসালেমের বারো মাইল দক্ষিণে টেকোয়া নামক স্থানের অধিবাসী। তিনি নিজেকে 'নবী' বলে দাবি করেন নি। বলেছেন, "আমি নবী নই, নবীর পুত্রও নই।" তাঁর বাসভূমি জুডায় হলেও উত্তর-রাজ্য ইসরায়েলে গিয়েছিলেন তিনি দ্বিতীয় জেরোবোয়ামের রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ৭৬০-৭৫০)। সেখানকার নাগরিক জীবনের অস্বাভাবিক জটিলতা, ধন-সম্পদের বৈষম্য, কঠিন প্রতিযোগিতা ও নির্মম শোষণ দেখে তীব্র মর্মবেদনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

"শোন ইসরায়েলের নরনারীগণ, আমার কথা—আমার শোকগাথা।

"(অপাপবিদ্ধা) কুমারী ইসরায়েলের পতন হয়েছে। আর সে উঠবে না।"···

"হস্তীদন্তের পালঙ্কের ওপর শুভ্র শয্যায় অঙ্গ বিস্তার করেন যাঁরা, পাল থেকে মেষ-শাবক আর গোষ্ঠ থেকে গো-বৎস সংগ্রহ করে আরামে যাঁরা মাংস ভক্ষণ করেন,

"যাঁরা বেহালার সঙ্গে গান গেয়ে যান আর ডেভিডের মত নব-নব বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার করেন,

"যাঁরা মদ্য পান করেন পাত্রে আর গন্ধদ্রব্য অবলেপন করেন সর্বাঙ্গে, কিন্তু জোসেফের দুর্দশায় দুঃখ বোধ করেন না,

"এমন বিলাসী ব্যক্তিদেরই সর্বাগ্রে আসবে বন্ধাবস্থা (they go captive with the first that go captive)। যে-ভোজের আয়োজন করেছে তারা, সেই ভোজ অপসারিত হবে তাদের সমুখ থেকে।"

(Amos 6)

নির্মম পেষণকারীদের কদাচার 'জাতির প্রভু' ঘৃণা করেন। তিনি বলেন:

"তোমাদের উৎসবদিবস ঘৃণা করি আমি। উৎসবক্ষেত্রে বলি নৈবেদ্যের ঘ্রাণও গ্রহণ করব না।

"স্তব্ধ হোক তোমাদের সংগীত। আমি তোমাদের বীণার ঝংকার শুনব না।

"বিবেকবুদ্ধির ধারা প্রবাহিত হোক, ঋত-সত্যের স্রোত বয়ে যাক।"

(Amos 5)

ইসরায়েলবাসীরা বিজাতীয় দেবতার পূজা শুরু করে দিয়েছে, তাই দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রভু বলেন :

"হে ইসরায়েল সন্তানগণ, তোমরা না আমাকে চল্লিশ বছর ধরে মরু-কান্তারে অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলে ?

"কিন্তু এখন তোমরা মোলোক ও চিউন-এর মূর্তি নির্মাণ করে বহন কর।

"সেজন্য আমি তোমাদের বদ্ধদশায় নির্বাসনে পাঠাব দামাস্কাস ছাড়িয়ে দূরদেশে।" (Amos 5)

প্রফেট আমোসের উক্তির মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, নীতিধর্মের অগ্রসর-পথে সামাজিক বিবেকবুদ্ধি একটি নূতন মোড় ঘুরেছে। এতকাল ধর্ম ছিল শুধু কতিপয় অনুষ্ঠান এবং 'জাতির প্রভু'র মনস্তুষ্টির জন্য স্তব-স্তুতি দ্বারা প্রশস্তি-কীর্তন মাত্র—এখন দেখা যায় সেই ধর্ম ঋত-সত্য বিবেকের নীতি-মঞ্চে আরোহণ করেছে। আমোসের নীতিগর্ভ সদুক্তিগুলির মধ্যেই খৃষ্টীয় দাক্ষিণ্যের সূত্রপাত। দুর্দশা থেকে, অত্যাচারীর কবল থেকে, ভক্ষকের গ্রাস থেকে ইসরায়েল-সন্তানদের উদ্ধার করা হবে, "রাখাল যেমন সিংহের মুখ থেকে বের করে আনে মেষের ছিন্ন পদ বা কর্ণ" (Amos 3)। এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে একজন পরিত্রাতার (Redeemer) ইঙ্গিত আছে।

হোসিয়া

দ্বিখণ্ডিত হিব্রু রাজ্যের দুরবস্থায় এই নবীর মর্মবেদনা আর্তস্বরে ফুকরে উঠেছে তাঁর রচনার মধ্যে। আমোসের মত তিনিও জুডার অধিবাসী। জুডার ও ইসরায়েল-সন্তানদের একটি যুক্ত রাজ্যই তাঁর কাম্য, তাহলেই 'তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে গণপতি মনোনীত করতে পারবে' (Hosea 1)। স্বভাবতই জুডার প্রতি গভীর মমতা রয়েছে তাঁর অন্তর-মধ্যে। প্রভু জুডাকে কৃপা করবেন, রক্ষা করবেন। কিন্তু ইসরায়েলকে বিন্দুমাত্রও কৃপা করবেন না তিনি, কেননা ইসরায়েল-সন্তানদের প্রতি তাঁর ক্রোধের অবধি নেই ("Mine anger is kindled against them"—Hosea 8)। ইসরায়েল তার প্রভুকে বর্জন করে অন্য দেবতার অঙ্কশায়িনী হয়েছে। সে গণিকা ("Thou, Israel, play the harlot"—Hosea 4)। পর্বতচূড়ায়

বা বৃক্ষতলে ক্যানানাইটদের 'বাল', 'গিলগল' প্রভৃতি দেবতার মূর্তি পূজা করে ইসরায়েলবাসীরা, সেজন্য অনেক কটূক্তি বর্ষণ করা হয়েছে। মূর্তি পূজা করে 'তারা যে ঝড়ের বীজ বপন করেছে তাই থেকে উঠবে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা' (Hosea 8)। নবী এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করলেন : "ইসরায়েলবাসীরা প্রভুর ভূমিতে বাস করবে না। দেশ মিশরে ফিরে যাবে আর দেশবাসীরা আসিরিয়ার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করবে। ...ইসরায়েল-দেশ আসিরিয়ার পদানত হবে, অসিবিদ্ধ হবে তার নগরসমূহ শাখা-প্রশাখাসহ, দগ্ধ হবে জনমানব।" কিন্তু এই কঠোর অভিসম্পাৎ করেই প্রভুর মনে অনুকম্পা জেগে উঠল, আত্মগ্লানি দেখা দিল—কোন প্রাণে ইসরায়েলকে ধ্বংসের হাতে সঁপে দেবেন তিনি ? ("How shall I deliver thee Israel ? ...mine heart is turned within me, my repentings are kindled together"—Hosea 11)। প্রভু বললেন, "উদ্দীপ্ত ক্রোধের বশে জাতিকে ধ্বংস করব না আমি। ঈশ্বর আমি, মানুষ নই—তোমাদের মধ্যে দিব্য পুরুষ আমি" ("The Holy One in the midst of thee")। প্রভু যে কোন জাতি-বিশেষের প্রভু নন, বিশ্বের ঈশ্বর—যিনি 'সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)—সেই মহাসত্যেরই একটুখানি অস্পষ্ট ইঙ্গিত নবী এখানে দিয়ে গেলেন না কি ?

ইসায়া

নবী ইসায়া (খৃঃ পূঃ ৭০২) জেরুসালেম নগরে বাস করতেন। তিনি ছিলেন অভিজাত বংশোদ্ভব। নবীর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তিনি ঈশ্বরের আদেশে, তার বর্ণনা আছে বাইবেলে 'ইসায়া-গ্রন্থে'র ষষ্ঠ অধ্যায়ে। জুডার রাজা উজ্‌জিয়া-র মৃত্যু হল যে-বছর, সেই বছর প্রভুর দর্শনলাভ ঘটল ইসায়ার। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলেন তিনি :

"তিনি বলছেন, 'কাকে প্রেরণ করব আমি ? কে যাবে আমার পক্ষ হয়ে ?' তখন আমি বললাম, 'আমি আছি এখানে। আমাকে পাঠান প্রভু।'

"তিনি বললেন, 'তবে যাও তুমি প্রচারকার্যে। লোকে শুনবে তোমার কথা, বুঝবে না। তোমায় তারা দেখবে বটে, কিন্তু অন্তর দিয়ে নয়" (See ye indeed, but perceive not"—Isiah 6)

আসিরিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে যখন যুদ্ধ বাধলো, কোন পক্ষে যোগদান না করে জুডা যেন নিরপেক্ষ থাকে সেই পরামর্শই দিলেন তিনি রাজা আহাজকে, তারপর রাজা হেজেকিয়াকে। তিনি জানতেন ক্ষুদ্র জুডার এমন শক্তি নেই যে সাম্রাজ্যবাদী আসিরিয়ার প্রবল শক্তিকে প্রতিরোধ করে। আমোস ও হোসিয়ার মত তিনিও ইসরায়েলের ধ্বংস এবং তার রাজধানী সামারিয়ার পতন দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক। 'আসিরীয় সৈন্য যখন জেরুসালেম অবরোধ করল, তখন রাজা হেজেকিয়াকে এই বীরোচিত পরামর্শ দিয়েছিলেন ইসায়া, তিনি যেন প্রাণপণ যুদ্ধ করেন, নতি স্বীকার কোনমতে না করেন। সৌভাগ্যক্রমে মিশরের দ্বারদেশে আসিরীয় সম্রাট সেন্‌নাচেরিবের শিবিরে মড়ক দেখা দিয়েছিল, এবং তার ফলে অচিরাৎ তাঁকে সসৈন্যে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। জুডা ও জেরুসালেম আপাতত রক্ষা পেল। নবী ইসায়ার পরামর্শ কিরূপ আশ্চর্য ফলপ্রদ, তাই ভেবে রাজা-প্রজা সকলেই চমৎকৃত হয়েছিলেন। নবীর মানমর্যাদাও সেই সঙ্গে অনেকখানি বৃদ্ধিলাভ করেছিল।

অনাচার কদাচার দর্শন করে ক্রুদ্ধ হয়ে জাভে কত দেশের কত সর্বনাশ করবেন, নবী তা দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন। পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে ব্যাবিলনের (The burden of Babylon)! ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তিনি :

> "ব্যাবিলনবাসী, আর্তনাদ কর! প্রভুর দিন আগত। ঈশ্বর পাঠিয়ে দেবেন ধ্বংস।…
>
> "চেয়ে দেখ, প্রভুর দিন আগত। ক্রোধবিকম্পিত নির্মম হস্তে দেশকে মরুভূমি করবেন তিনি, পাপীকুলকে ধ্বংস করবেন।
>
> "সোডোম ও গমোরাকে যেমন ধ্বংস করেছিলেন, তেমনি বিধ্বস্ত করবেন ব্যাবিলনকে ঈশ্বর—যে-ব্যাবিলন রাজ্যসমূহের গৌরব, কলডিসদের শিরোমণি।" (Isiah 13)

'পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে মোয়াবের!'…'পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে দামাস্কাসের!'…'পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে মিশরের!'…'সকলেই আর্তনাদ করবে'। রক্ষা পাবে না কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশ প্রভুর কোপ থেকে। অন্যান্য নবীদের মতই ধ্বংসাত্মক কল্পনায় সিদ্ধহস্ত ইসায়া। গাল-ভরা গাল

দিয়েছেন, প্রচুর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। কী কঠোর সেই অভিশাপ! কপিল মুনির কোপদৃষ্টি সগর-সন্তানদের ভস্মীভূত করেছিল, আর শাপাস্ত করতে মহর্ষি দুর্বাসার জোড়া সারা মহাভারতেও মেলা ভার। কিন্তু ঈশ্বরের নামে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার যে ধ্বনি নিনাদিত হয়েছিল নবীদের কণ্ঠে, সত্যকার বা কল্পিত পাপীর ওপর যেরূপ অগ্নিবর্ষণ করেছেন তাঁরা, তার কাছে ঋষিদের অভিশাপ করুণার আশিস্-বাণী বলেই মনে হয়। এখানেও একটি মূল প্রভেদ লক্ষ্য করবার বিষয়। তপোভঙ্গ বা আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হলে ঋষিরা অভিশাপ দিয়েছেন। আর জাতীয়তাবাদী নবীদের দেশাত্মবোধ ছিল জাগ্রত। দরিদ্রের প্রতি দরদ, নির্যাতিতের প্রতি অনুকম্পা আর অত্যাচারী শোষকশ্রেণীর প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা মর্মে মর্মে অনুভব করতেন তাঁরা। তাই বলতে হয়, তাঁদের অভিসম্পাত অসংযত ভাষায় উচ্চারিত হলেও অধিকাংশ স্থলেই যোগ্য পাত্রের ওপর বর্ষিত হয়েছে।

ধ্বংস-কল্পনাই নবী ইসায়ার বাণীর শেষ কথা নয়। পরম শান্তিময় জগতের চিত্রও তাঁর মানস-নেত্রের সমুখে ভেসে উঠেছে। তিনি বলেছেন, "জাতিদের (nations) বিচার করবেন প্রভু, জনগণকে ভর্ৎসনা করবেন। তখন তারা তাদের তরবারি ভেঙে লাঙল তৈরি করবে, বর্শা ভেঙে বানাবে কাস্তে। এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে অসি ধারণ করবে না। কেউ তারা আর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করবে না" (Isiah 2)। এরূপ শান্তিপূর্ণ জাতির সমুদ্ধর্তারূপে আবির্ভূত হবেন এক মহাপুরুষ। "প্রভু নিজেই ইঙ্গিত দেবেন তোমাদের। দেখ, এক কুমারী অন্তঃসত্ত্বা হবেন, পুত্র প্রসব করবেন, তার নাম হবে ইম্‌মানুয়েল।" (Isiah 7)

সমুদ্ধর্তার আবির্ভাব হবে, এই পরম বিশ্বাসই ইহুদি জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা প্রদীপ্ত করে রেখেছিল নবীর মনে। জাতির রাজনৈতিক বিভাগ, বশ্যতা, দৈন্যদুর্দশা ঘুচে যাবে। সৌভ্রাত্র ও শান্তির যুগ দেখা দেবে তখন।

> "যাঁরা ভ্রমণ করেছেন অন্ধকারে, উজ্জ্বল আলোকের সন্ধান পাবেন তাঁরা। মৃত্যুর অন্ধকার জগতে বাস করেন যাঁরা তাঁদের ওপর ঝরে পড়বে দিব্য জ্যোতিঃ।...একটি শিশুপুত্র জন্ম নেবে, শাসনভার স্থাপিত হবে তার স্কন্ধে। তার নাম হবে আশ্চর্য পুরুষ, পরম সখা, পরমেশ্বর,

চিরন্তন পিতা, শান্তির রাজা" ('and his name shall be called Wonderful Counseller, The mighty God, The Ever-lasting Father, the Prince of Peace'—Isiah 9)।

ইহুদিরা স্বদেশ পুনরুদ্ধার করবেন তার ইঙ্গিত করেছেন আমোস (Amos 9)। আর "জাতিদের বিচার করবেন প্রভু···তারা তাদের তরবারি ভেঙে লাঙল তৈরি করবে"—ইসায়ার এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেছেন নবী মিকা (Micah 4)।

প্রকৃতপক্ষে খৃস্টধর্ম ও সমাজতন্ত্রের সূত্রপাত দেখতে পাই আমরা আমোস ও ইসায়ার বাণীর মধ্যে। দুঃখ-দৈন্যহীন যুদ্ধবিগ্রহবর্জিত একটি শান্তিপূর্ণ ভাবী রাজ্যের আদর্শ রচনা করেছিল এই দরদী মহাপুরুষদের নিষ্কলুষ ভাবনা ও চিন্তা, যে-রাজ্যে সমগ্র মানবজাতি সৌভ্রাত্রের রাখী-বন্ধনে বাঁধা পড়বে। ইহুদি জাতির মনে 'মেসায়ার আবির্ভাবের আশা' (Messaionic expecta-tions) জাগরিত করেছিলেন তাঁরা। অনাগত কালের সেই শক্তিমান পরমপুরুষ 'মেসায়া' ইহুদিদের পার্থিব ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন, আর তখনই দেখা দেবে সর্বহারাদের একনায়কত্ব (dictatorship of the proletariat)। সহজ অনাড়ম্বর জীবন-যাপন, মানুষের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের ওপর সমাজ-প্রতিষ্ঠা—এই ছিল তাঁদের প্রচারকার্যের মূলমন্ত্র। নবীদের এই মহান আদর্শকেই যিশুখৃস্ট তাঁর ধর্মের সারবস্তু করে তুলেছিলেন। নির্মম ভয়ংকর জাভে, তর্জন-গর্জনকারী 'জাতির প্রভু' সর্ব মানবের 'প্রেমের ঈশ্বরে' পরিণত হয়েছিলেন। সত্যাশ্রয়ীর জয় আর কদাচারীর ক্ষয়—এই ছিল নবীদের নীতিধর্ম। খুবই স্থূল নীতিকথা, বিশ্লেষণ দ্বারা মূল্য যাচাই করলে হয়ত অনেক ত্রুটি চোখে পড়বে, তবু যেন এই বাক্যটির মধ্যে মহত্ত্বের স্পর্শ অনুভব করা যায়। এ কথা সত্য যে নবীদের কথায় কোনো স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁদের ছিল সত্যনিষ্ঠার আদর্শ, সর্বশ্রেণীর প্রতি সুবিচারকেই তাঁরা পরম শ্রেয় মনে করতেন। এবং সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে জগৎ-সমাজে সৌভ্রাত্রের যে মহান্ কল্পনাচিত্র এঁকে রেখে গেছেন তাঁরা, মানবজাতির পক্ষে তা একটি অবিস্মরণীয় অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে চিরকাল ধরে।

ইসায়া সম্ভবত একাধিক নবীর নাম। পণ্ডিতেরা মনে করেন, বাইবেলের

ইসায়া-গ্রন্থের শেষ ভাগ কোন অজ্ঞাত ইসায়ার রচনা। হয়ত বা একজন তৃতীয় ইসায়ার রচনাও আছে বইখানিতে (*Deutero-Isiah ; Trito-Isiah*)। বিভিন্ন নবী-সাহিত্য সংকলন করে গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ইহুদিদের ব্যাবিলনে নির্বাসনের পরবর্তী কালে। নির্বাসিতদের মনে স্বভাবতই হয়তো এই প্রশ্ন উঠেছিল, "বিদেশে বিভুঁয়ে জাভের স্তব-গান গাইব কেমন করে ?" (Psalm 137)। জাভের ভূমি প্যালেস্টাইন—সে-দেশ ত্যাগ করে তারা কি জাভেকে পিছনে ফেলে আসে নি ? অজ্ঞাত কণ্ঠস্বরে এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল, সে-কণ্ঠস্বর দ্বিতীয় ইসায়ার। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, "প্রভুর আগমনের পথ প্রস্তুত কর। ঋজু রাজপথ নির্মাণ কর আমাদের ঈশ্বরের জন্য।" জাভে এখন আর যুদ্ধ-দেবতা, হিব্রু জাতির প্রভু মাত্র নন, তিনি বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বের ঈশ্বর। যে করুণার আদর্শ পরবর্তী যুগে যিশু খৃস্টকে অনুপ্রাণিত করেছিল, অজানা কণ্ঠস্বরে আমরা যেন সেই আদর্শেরই পূর্বরাগ শুনতে পাই। কথাগুলির মধ্যে তিক্ত তিরস্কার বা কঠোর অভিসম্পাত আর শোনা যায় না। জাভে করুণাময় পিতা, দুঃখ দৈন্য দান করেন তিনি জীবনকে কষিত কাঞ্চনের মত পরিশুদ্ধ করে তুলবার জন্য। পরম আশার বাণী শোনালেন দ্বিতীয় ইসায়া: মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য পরিত্রাতার আবির্ভাব হবে। আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তিনি এই যে, পারস্যসম্রাট সাইরাসকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করবেন ঈশ্বর নির্বাসিত ইহুদিদের মুক্তি দেবার জন্য। ইহুদিরা জেরুসালেমে ফিরে গিয়ে নির্মাণ করবে নূতন মন্দির, নূতন নগর, ভূস্বর্গ—যেখানে "নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবক একত্র আহার করবে"।

জেরেমিয়া

জেরেমিয়া ছিলেন পুরোহিত-বংশীয়। খৃঃ পূঃ ৬২৬ অব্দে রাজা জোসিয়ার রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে প্রভুর আদেশ হয়েছিল তাঁর ওপর এইরূপ :

> "প্রভু বললেন, মাতৃগর্ভে তোমায় সৃষ্টি করবার পূর্ব থেকেই তোমায় জানি আমি। জন্মের পূর্বে আমি তোমাকে শুদ্ধ করেছি এবং জাতি-সমূহের নবীরূপে দীক্ষা দান করেছি।
>
> "তখন আমি বললাম, প্রভু, আমি যে শিশু।

"প্রভু বললেন, ও কথা ব'ল না। আমি যার কাছে পাঠাব তার কাছে যাবে, আর যা বলতে বলব তাই বলবে……

"তারপর প্রভু তাঁর হাত দিয়ে আমার মুখমণ্ডল স্পর্শ করলেন। বললেন, দেখ আমার কথাগুলি দিয়েছি তোমার মুখে।" (Jeremiah 1)

জেরেমিয়া নবী হলেন। নেবুকাডনেজ্জারের জেরুসালেম নগর ধ্বংস পর্যন্ত (খৃঃ পূঃ ৫৮৬) প্রচারকার্য করেছিলেন তিনি।

কর্মযোগের শুরুতেই নবী জেরেমিয়ার প্রতি প্রভুর এই আদেশ হয়েছিল : "শঙ্কা পরিহার কর। যদি ভয়বিহ্বল হও তাহলে আমি তোমার মতিভ্রম ঘটাব" (Jeremiah 1)। এই হুঁশিয়ারির বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ জেরেমিয়ার প্রচারকার্য ছিল রাজনৈতিক, এবং সেই কার্যে বিপদের সম্ভাবনা ছিল এত অধিক যে তা অতিবড় সাহসীর মনেও ত্রাসের সঞ্চার না করে পারে না। রাজনৈতিক প্রচার নবী ইসায়াও করেছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে জেরেমিয়ার কার্যের ছিল মূলগত প্রভেদ। জেরুসালেম রক্ষার জন্য আসিরীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে ইসরায়েল-সন্তানগণকে যুদ্ধে উৎসাহ দান করেছিলেন ইসায়া। আর জেরেমিয়া? ব্যাবিলন যখন জেরুসালেম আক্রমণ করল তিনি তখন স্বদেশবাসীদের শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন! তাঁর এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক আচরণের সমর্থনে যুক্তি: হিব্রুজাতির পাপ—তারা ব্যভিচারী, বিলাসী, মূর্তির পূজারী হয়ে উঠেছে—এই সব পাপানুষ্ঠানের শাস্তি দেবেন প্রভু ব্যাবিলনকে নিজের হাতের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। একথা নবী জেরেমিয়াকে প্রভু স্বয়ং বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁকে একটি কুম্ভকারের কর্মশালায় উপস্থিত করে। সেখানে জেরেমিয়া দেখলেন, কুম্ভকার চাকা ঘুরিয়ে একটি ঘট নির্মাণ করছে, কিন্তু গড়তে গড়তে তার হাতেই পাত্রটি নষ্ট হয়ে গেল। তখন কুম্ভকার সেই নষ্ট পাত্র ভেঙে সেই কর্দম দিয়েই একটি সুদর্শন নিখুঁত ঘট নির্মাণ করল। আর নবীর কাছে এল ঈশ্বরের বাণী :

"এই কুম্ভকার যা করেছে, হে ইসরায়েলবাসীগণ, আমি কি তোমাদের নিয়ে তাই করতে পারি না? চেয়ে দেখ কুম্ভকারের হাতে যেমন কাদা, আমার হাতে তোমরাও তেমনি।" (Jeremiah 8)।

ঈশ্বরের হাতে-গড়া মানুষ চরিত্রবান সদাচারী হলে তিনি তার হিতসাধন করেন, আর দুরাচার হলে কুম্ভকারের মতই তিনি তাকে ধ্বংস করেন,

এই তো বিধান। হিব্রুজাতির কর্তব্য, বিধি-দত্ত শাস্তিস্বরূপ ব্যাবিলনের শাসন পরম শ্রদ্ধাভরে মাথায় তুলে নেওয়া। জেরেমিয়ার মুখে ঈশ্বরের যে-বাণী শোনা যায় তা এইরূপ :

"সমগ্র ভূখণ্ড আমি দিয়েছি আমার সেবক ব্যাবিলন-রাজ নেবুকাড-নেজ্জারকে।"

"সকল জাতি করবে তার সেবা, তার পুত্র পৌত্রের সেবা…

"আর যে-জাতি করবে না ব্যাবিলন-রাজ নেবুকাডনেজ্জারের সেবা, ব্যাবিলনের জোয়াল কাঁধে নেবে না যে-জাতি, সেই জাতিকে সাজা দেব আমি অসির আঘাত করে, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক চাপিয়ে দিয়ে, যে-পর্যন্ত না ব্যাবিলন-রাজ তাদের নিজ হাতে দগ্ধ করেন।" (Jeremiah 27)

অনেক দেশপ্রেমিক নবী ছিলেন যাঁরা দেশকে ব্যাবিলনের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে নিষেধ করতেন। তাঁদের সম্বন্ধে জেরেমিয়া বললেন, "কদাচ শুনো না তোমাদের নবী, ভবিষ্যদ্বক্তা, ঐন্দ্রজালিকদের কথা, যাঁরা বলেন ব্যাবিলনের দাসত্ব ক'র না। যেহেতু মিথ্যাভাষণ দ্বারা বিভ্রান্ত করে তাঁরা চান তোমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে।"

নবী জেরেমিয়া জুডার রাজাকে কি উপদেশ দিয়েছেন শুনুন :

"জুডা-রাজ হেজেকিয়াকে ঈশ্বরের বাণী শুনিয়ে বললাম, ব্যাবিলন-রাজের জোয়ালে মাথা দাও। জীবন রক্ষা কর সেই রাজা আর তাঁর প্রজাদের পরিচর্যা করে।

"কেন মারা যাবে তুমি ও তোমার প্রজাগণ অসির আঘাতে, দুর্ভিক্ষে, মড়কে ?" (Jeremiah 27)

আধুনিক বিচারবুদ্ধি সংগতভাবেই প্রশ্ন করতে পারে, এই নবী কি ব্যাবিলনের ভাড়াটিয়া প্রচারকারী, পঞ্চম বাহিনীর চরবিশেষ ? কিন্তু না— তিনি ছিলেন পরম সাধু-প্রকৃতির মানুষ, প্রভুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরের বাণীরূপে যা বিশ্বাস করতেন তাই বলেছেন। নিজের মানসিক গ্লানি, প্রজাবৃন্দের আসন্ন দুর্বিপাক সম্বন্ধে নানান পরিপ্রশ্ন জেগেছিল তাঁর মনে, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সে-সব বিষয় নিয়ে তর্ক করেছেন, বাগ্‌যুদ্ধও করেছেন। তাঁর ভাবঘন আবেশ, উদ্দাম চঞ্চল আবেগ, স্বচ্ছ স্ফুট কল্পনা সবই অকৃত্রিম আন্তরিকতার পরিচায়ক। জনমতের বিরুদ্ধাচারী

হয়ে তাঁর মনে জেগে উঠেছিল আত্ম-জিজ্ঞাসা, নিজেকে ধিক্কারও দিয়েছেন তিনি যথেষ্ট :

"মা গো, তুমি জন্ম দিয়েছ এমন একজন দ্বন্দ্বপরায়ণ ব্যক্তিকে যার সঙ্গে বিবাদ সারা বিশ্বের। আমি তো কুশীদ গ্রহণ করি নি কারু কাছ থেকে, কাউকে সুদও দিতে যাই নি। তবু প্রত্যেকেই আমাকে অভিসম্পাত করে।" (Jeremiah 15)

"সেদিন অভিশপ্ত হোক যেদিন আমার জন্ম হয়েছিল।" (Jeremiah 20)

এই নবীর মনে তীব্র অন্তর্দাহের বহ্নি জ্বলে উঠেছিল এবং জাতির পরাধীনতা তিনি অনিবার্য স্থির করেছিলেন এই জন্য যে, 'জাতির প্রভু'র নিষেধ সত্ত্বেও ইহুদিজাতি জুডায় ক্যানানাইটদের মতই মূর্তিপূজা করছিল, অন্যান্য অনাচারও ছিল যথেষ্ট। জনগণের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল, আর নেতাদের রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ তেমন হয় নি। দেশবাসীরা যে শুধু 'জাতির প্রভু'কে পরিত্যাগ করে অন্য দেবদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, তা নয়। "তারা সব প্রভাতের ভোজন-পুষ্ট অশ্বের মত। প্রত্যেকেই তার প্রতিবেশীর পত্নীর দিকে ফিরে হ্রেষা রব তোলে।" ভণ্ড পূজারীর দল মন্দিরকে সমৃদ্ধ করছে দরিদ্রের মুখ মাটিতে ঘষে (grinding the face of the poor)। প্রভু বলিদান চান না, চান ন্যায়নিষ্ঠা, সদাচার। পূজারী ও নবীর দল বণিকজাতির মতই কদাচারী হয়ে উঠেছে। "সারা জেরু-সালেমের পথগুলি ঘুরে দেখ, শহরের নানান স্থান খুঁজে দেখ যদি পাও এমন একটি ব্যক্তির সন্ধান যে ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যব্রত। আমি তাকে ক্ষমা করব" (Jeremiah 5)। জনসমাজ যেখানে উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারী, নবী ও পুরোহিতকুল ভণ্ড প্রবঞ্চক, সেখানে প্রয়োজন জাতির নৈতিক পুনর্জন্ম। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে জাতিকে পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্য। জাতির বন্ধনদশা (captivity), দেশের দাসত্ব, জেরুসালেমের ধ্বংস—এ-সবই সেই মৃত্যু যার মধ্যে রয়েছে নৈতিক পুনর্জন্মের বীজ। এই কথাটি নবী এক প্রকার অদ্ভুত ভাষায় প্রকাশ করেছেন : "হৃদয়ের অগ্রভাগের চর্ম অপসারিত করে প্রভুর উদ্দেশে সুন্নৎ কর" ('Circumcise yourselves to the Lord and take away the foreskin of your heart'—Jeremiah 4)।

অর্থাৎ, দেহের মত অন্তরেও সুন্নৎ করতে হবে আত্মশুদ্ধির জন্য—এই হল নবীর বাণী।

কিন্তু নবীর বাণী, বিশেষত ব্যাবিলনের কাছে আত্মসমর্পণ করে আত্মশুদ্ধির পরামর্শ, কি রাজা ও পারিষদবর্গ, কি পুরোহিতকুল ও জনসাধারণ কারু পক্ষেই শ্রুতিসুখকর হয় নি। জাতি তখন ব্যাবিলনের সঙ্গে জীবন-মরণ যুদ্ধে লিপ্ত, নবীর বাণী জাতীয় ঐক্যের পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। পুরোহিতকুল তাঁর ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠল এবং তাঁকে নানারূপ শাস্তি দেবার সংকল্প করল। পাশুর নামে জনৈক পুরোহিত তাঁকে তুড়ুং-কাষ্ঠে ভরে দিল ("put him in the stock"), কিন্তু সেই অবস্থায়ও জাতির প্রতি অভিসম্পাত বন্ধ হল না নবীর। তারপর পুরোহিতরা তাঁকে বন্দী করে ভূগর্ভের কারাগারে রজ্জু বেঁধে নামিয়ে দিল। দয়াপরবশ হয়ে রাজা জেডকিয়া তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিজের প্রাসাদে আরামপ্রদ অবস্থায় আটক রাখেন। জেরুসালেম অধিকার করে ব্যাবিলনরাজ নেবুকাড্‌নেজ্জার তাঁকে মুক্তি দেন এবং খুবই সদয় ব্যবহার করেন তাঁর প্রতি। তাঁকে তিনি অন্যান্য ইহুদিদের সঙ্গে নির্বাসনে প্রেরণ করেন্ নি।

জেরুসালেমের ধ্বংস, জাতির বদ্ধাবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করে যে তীব্র আত্মগ্লানি, মর্মন্তুদ হাহাকার জেগে উঠেছিল নবীর অন্তরে তাই লিপিবদ্ধ করে বৃদ্ধ বয়সে 'বিলাপ-বাণী' (Lamentations) রচনা করেছিলেন তিনি। গ্রন্থের প্রারম্ভেই লাঞ্ছিতা অবলুণ্ঠিতা নগরীর যে-চিত্রটি অঙ্কিত দেখা যায় তা অনেকটা মেঘনাদ-বধ কাব্যের 'অশোক-কাননে সীতা'র মতন :

একাকিনী, শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটিরে,
নীরবে !

যে-নগরী ছিল জনপূর্ণা, অন্নপূর্ণা, রত্নমুকুট-মালিনী, সে আজ পতিহীনা ভিখারিণী। জাতিসমূহের শিরোমণি, সকল দেশের রানী ছিল যে-ভূমি, আজ সে পরাধীনা। আর্তস্বরে কেঁদে উঠলেন নবী, অনুতাপ-বিদ্ধ হৃদয়ের মর্মবেদনা বেরিয়ে এল অবিরল ধারায় :

হে পথিক, এ-দৃশ্য কি কিছুমাত্র বিচলিত করবে না তোমায় ? চেয়ে

দেখ, প্রভুর ক্রোধ কী নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে আমায় বিদ্ধ করছে। দেখেছ কী কোথাও এমন তীব্র অন্তর্দাহ?

"আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষণ করছেন প্রভু। সেই অগ্নি প্রবেশ করেছে আমার অস্থির মজ্জায়, অস্থি পুড়িয়ে খার করে দিয়েছে। জাল বিছিয়ে রেখেছেন প্রভু আমার পদদ্বয়কে আবদ্ধ করবার জন্য। আমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। সারাটি ক্ষণ তিনি আমায় নিঃসঙ্গ করে রেখেছেন, আর করেছেন শক্তিহীন।

"নিজ হাতে প্রভু আমার কৃত অপরাধের জোয়াল দিয়ে বেঁধেছেন আমায়। জড়ানো বন্ধন গ্রীবা পর্যন্ত উঠেছে। আমার শক্তি নিঃশেষ করেছেন তিনি। প্রভু আমায় তাদের কাছে সঁপে দিয়েছেন, যাদের কবল থেকে মুক্তিলাভ আমি কখনো করতে পারব না।" (Lamentations 1)

এমনিভাবেই চলেছে নবীর মুখ-নিঃসৃত অনুতাপের বন্যা। অপরাধের আবর্জনা ভেসে গিয়ে চিত্ত তাঁর শুদ্ধ নির্মল হয়ে উঠেছে বর্ষণমুক্ত আকাশের মত। তখন সেই স্বচ্ছ নীল পটভূমির ওপর প্রভুর করুণা ঝরে পড়ল যেন নবীন উষার আলোর ঝরণা। আঁধার কেটে গেল, আশার বাণী জেগে উঠল মর্ম-মাঝে। পরম করুণাময় প্রভু, তাঁর করুণার অবধি নাই। "প্রতি প্রভাতে নব-নব অনুকম্পার উদয়—অপার তোমার প্রেম।" আত্মা যদি একান্তভাবে প্রভুর সন্ধান করে, তিনি কি পায়ে ঠেলতে পারেন তাকে?

"যে তাঁকে আঘাত করে তার প্রতি গণ্ড ফিরিয়ে দেন তিনি। তখন গ্লানি তার অন্তর ভরে দেয়। প্রভু কি কাউকে চিরদিনের জন্য প্রত্যাখ্যান করতে পারেন?" (Lamentations 3)

এখানে নবীকে দেখি আমরা বিষণ্ণতার প্রতীকরূপে নয়, তিনি 'আশার প্রচারক' ("prophet of hope")। প্রকৃতপক্ষে বাইবেল-সাহিত্যের প্রাচীন-বিধানে এই নবীর রচনাই সবচেয়ে বেশি আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ও সারগর্ভ বলেই সুধীজনেরা মনে করেন।

ইজেকিয়েল

ইজেকিয়েলের জন্ম পুরোহিতকুলে। জেরুসালেম থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন তিনি ব্যাবিলনে। সেখানে চেবার নদীর তীরে তিনি বন্দীদের

মধ্যে দিন যাপন করছেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন মুক্ত আকাশের ফাঁক দিয়ে ঈশ্বর-দর্শন ঘটল তাঁর। প্রত্যাদেশ হল, তিনি যেন নবীর প্রচার-কার্যে ব্রতী হন। ঈশ্বরের আদেশ মত তিনটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাণী প্রচারিত করেছিলেন তিনি। জেরুসালেম ও সামারিয়া উভয় শহরকেই তিনি গণিকার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, পরদেশী দেবতার কাছে এই কুলটাদ্বয় আত্ম-বিক্রয় করেছে। হোসিয়ার মত এই নবীও 'গণিকা' (whore) শব্দটির বহুল ব্যবহার করে ভয়ংকর অভিশাপ দিয়েছেন প্রভুর নামে :

> "শোন কুলটা নারী, আমি তোমার বিচার করব ব্যভিচারিণীর বিচার করি যেমন করে। ভীষণ ভাবে অকাতরে রক্ত মোক্ষণ করব তোমার।" (Ezekiel 16)

প্রভু বলছেন, এক মাতার ছিল দুই কন্যা, সামারিয়া ও জেরুসালেম। কুলটার আচরণ করল সামারিয়া আসিরিয়ার সঙ্গে, তাই প্রভু তাকে আসিরিয়ার হাতে সঁপে দিলেন। আর সেই কারণেই জেরুসালেম তার প্রেমাস্পদ ব্যাবিলনবাসী ক্যালডিয়ানদের হাতে পড়ল। জুডাকে সম্বোধন করে প্রভু বললেন :

> "দেখ, আমি তোমায় তাদের হাতে তুলে দেব যাদের তুমি ঘৃণা কর, যাদের প্রতি তোমার অন্তর বিরূপ।
>
> "তারা তোমার প্রতি জঘন্য ব্যবহার করবে। তোমার পরিশ্রমের ফল কেড়ে নেবে তারা। রিক্তা উলঙ্গিনী, তোমায় তারা পরিত্যাগ করবে...
>
> "তোমার এই দুর্দশার সৃষ্টি করব আমি, যেহেতু মূর্তি উপাসকের সঙ্গে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলে তুমি, যেহেতু মূর্তির সংস্রব তোমাকে কলুষিত করেছে।" (Ezekiel 23)

এই তো গেল প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে প্রতিবেশী জাতিগুলি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তিনি। ইসায়ার মতই তিনি বললেন, মোয়াব টায়ার মিশর আসিরিয়া সকল দেশেরই পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে, সেজন্য জাতি নির্বিশেষে সকলেরই পতন ঘটবে। তৃতীয় পর্ব : জেরুসালেমের মুক্তি ও ইহুদিজাতির পুনরভ্যুত্থান। ভবিষ্যদ্বাণী করলেন নবী, দয়াপরবশ হয়ে

পরিশেষে প্রভু জাতিকে উদ্ধার করবেন, জেরুসালেম নগর ইহুদিদের প্রত্যর্পণ করবেন। দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন তিনি জেরুসালেমে জাভের একটি নূতন মন্দির নির্মাণ। সেই মন্দিরে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করবেন পুরোহিত। ইজেকিয়েল নিজে ছিলেন পুরোহিত, তাই রাজ্যের প্রধান স্থানটিতে পুরোহিতকে অধিষ্ঠিত করবার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। পুরোহিতের নিয়ন্ত্রণাধীনে যে কল্পরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি, নির্বাসনোত্তর (post-exilic) কালে, তাই থেকে 'পুরোহিত বিধি' (Priestly Code) রচিত হয়েছিল। সেই কল্পরাজ্যের অধিবাসীদের জাভে কখনো পরিত্যাগ করবেন না। জাতির এই পুনরভ্যুত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন নবী সম্ভবত এই উদ্দেশ্যে যে, নির্বাসিত ইহুদিরা আশায় বুক বাঁধবে, ভবিষ্যতের সুখ-কল্পনা জাতিকে রাখবে ঐক্যবদ্ধ করে, আর ব্যাবিলোনীয় রক্ত ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত না হয়ে ইহুদি জাতি আপন ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হবে। উদগ্র জাতীয়তাবোধ নবীদের ছিল স্বভাবসিদ্ধ। স্বাতন্ত্র্যরক্ষার এই প্রবল আকাঙ্ক্ষাটি তাদের ব্যর্থ হয় নি। তাই দেখতে পাই, বিশ্বময় ছড়ানো ইহুদি জাতির International Jewry-রূপে একটি স্বতন্ত্র সত্তা। আর সেই জাতির কঠোর সাধনার ফলস্বরূপ দীর্ঘ দু' হাজার বছর পর প্যালেস্টাইনে ইসরায়েল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে এই তো সেদিন আমাদের চোখের সামনেই।

যে কয়জন নবীর কথা বলা হল, তাঁরা ছাড়াও আরও অনেক প্রফেট—যেমন এজরা, জোয়েল, মিকা, নাহুম প্রভৃতি—তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীও বাইবেলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এজরা নাহুম, এঁরা হলেন নির্বাসনোত্তর কালের নবী। এজরা বর্ণনা করেছেন, ইহুদিদের মুক্তিদান ও জেরুসালেমের পুনরভ্যুত্থান ব্যাপারে পারস্য সম্রাটেরা কিরূপ সাহায্য করেছিলেন। আসিরিয়ার পতনে নাহুম উল্লাসভরে চীৎকার করে উঠেছিলেন—"ধ্বংস হোক রক্তাক্ত নগর!" কিন্তু তাঁর সেই উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হয় নি—কেননা, অল্পকাল পরেই ব্যাবিলন কর্তৃক জেরুসালেম ধ্বংস হয়েছিল। মিকা ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ ("man of the people")। ধনী ও শক্তিশালী ব্যক্তিদের হাতে জুড়ার কৃষকদের নিদারুণ লাঞ্ছনা, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার অবিচারের ঘোর প্রতিবাদ করেছেন তিনি।

নবীরা পুরোহিত বা পূজারী ছিলেন না, নিজেদের তাঁরা দ্রষ্টা বলেই দাবী করতেন। অর্থনৈতিক কারণে শ্রেণীবিভাগের ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যখন বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল, নবীদের অভ্যুদয় হয়েছিল তখনই। তাঁরা চেয়েছিলেন, কারিগরি শিল্প রহিত করে ধনের উৎপাদন রোধ, সর্বপ্রকার বিলাস বর্জন আর মরুবাসী পিতৃপুরুষের সেই পুরাতন পশুপালক ও কৃষিজীবী সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ঐরাবতের ভাগীরথী-প্রবাহ রোধ করবার চেষ্টার মতই তাদের সে উদ্যম ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থতার মর্মান্তিক যন্ত্রণা শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের ওপর উৎকট অভিশাপের অগ্নিস্রাব বহিয়ে দিয়েছিল। মিশর, ব্যাবিলন ও আসিরিয়া প্রভৃতি পরাক্রান্ত জাতিগুলির সংঘর্ষের কেন্দ্রভূমি ছিল প্যালেস্টাইন। ক্ষুদ্র দেশ, ক্ষুদ্র জাতি—রাজায় রাজায় যুদ্ধ, নলখাগড়ার প্রাণ বিপন্ন হওয়াই তো স্বাভাবিক। এমন প্রতিকূল অবস্থায় এই ক্ষুদ্র খণ্ডজাতির স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। দৈবক্রমে এই মরুবাসী হিব্রু উপজাতি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং কয়েক শতাব্দ সেই রাজ্য রক্ষাও করেছিল। ডেভিড ও সলোমনের সময়ে রাজ্যটি মহিমার শিখরদেশে উঠেছিল, কিন্তু সেই গৌরবের বিনিময়ে জাতিকে মরুবাসীর স্বভাবজীবন পরিত্যাগ করে ক্যানানের উন্নততর সভ্যতাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। হৃতসর্বস্ব জেরুসালেমের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেছেন নবীরা, ডেভিডের সিংহাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু যে-সভ্যতার প্রভাবে রাজ্য সমৃদ্ধ আর জেরুসালেম গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল, সেই সভ্যতার প্রতি তাঁরা ছিলেন খড়্গহস্ত। ধ্বংসের কারণ তাঁরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখেন নি, দেখেছেন ধর্মান্ধের চক্ষে। তাই জাতির পতন ঘটেছিল ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিরূপে, এই স্থূল সত্য তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, পরদেশী দেবতার পূজা, পরদেশী সভ্যতা গ্রহণ, সামাজিক অবিচার—এই সব কুকীর্তির জন্যই ক্রোধান্ধ জাভে জাতিকে বন্ধাবস্থায় দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁদের এই বিশ্বাসের যে-মূল্যই থাক, জাতির মনে পাপ-পুণ্যের ছাপ গভীরভাবেই অঙ্কিত করেছিল তাঁদের ধিক্কার, তিরস্কার, আত্মগ্লানি। কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য! জাতির প্রতি এমন দরদ, এমন একনিষ্ঠ হিতচিন্তা আর কোন দেশের ধর্ম-যাজকের

অন্তরে জেগে উঠেছে বলে মনে হয় না। সত্য, দুর্নীতির নিন্দা করেছেন তাঁরা অসংযত রূঢ় ভাষায়। অনেক ক্ষেত্রে অন্ধসংস্কারবশেই দুর্নীতির কল্পনা করেছেন, আর সেই দুর্নীতির দণ্ডদাতা ঈশ্বরের নিষ্ঠুর রোমাঞ্চকর ধ্বংসের বর্ণনায় দূষিত কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, নীতি-ধর্মই ইহুদি-জাতির সর্বোত্তম অবদান, আর দণ্ড-পুরস্কারের কল্পনাই নীতি-ধর্মের প্রথম সোপান। পুরোহিত-তন্ত্রের ব্যাহ্যিক অনুষ্ঠান থেকে মুক্তি দিয়ে ধর্মকে অন্তর্মুখী করেছিলেন নবীরা, ধর্মের মূল ভিত্তিরূপে আত্মশুদ্ধি, সদাচার ও ঋত-সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

॥ ছয় ॥

হিব্রু সাহিত্য : 'প্রাচীন বিধান'

মিশরে হিব্রু সম্প্রদায়ের কতগুলি গৃহস্থালী কাগজপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। প্যাপিরাসের ওপর কালিকলমে লেখা, ঠিক সেরকম প্যাপিরাস মিশরে ব্যবহার হয়েছে দুই সহস্র বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে। হিব্রুরা তাদের বর্ণ-মালা গ্রহণ করেছিল ফিনিসিয়ান ও আরামিয়ান বা ক্যানানাইট বণিকদের কাছ থেকে—লিখন-শিক্ষা তাদের জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। কখন যে হিব্রুরা তাদের লিখন অভ্যাস আরম্ভ করেছিল তা আমাদের জানা নেই। এই যাযাবর বর্বর জাতির রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পর, ডেভিড-এর রাজত্ব-কালে একজন লিপিকারের (scribe) সাক্ষাৎ মেলে, তার নাম সাবসা। লিপিকার ইহুদি নয়, ব্যাবিলোনীয়। প্রতিবেশী নৃপতিবৃন্দের সঙ্গে রাজা ডেভিড যে পত্রব্যবহার করতেন, এই লেখকই লিখতেন সেই পত্রাবলী।

হিব্রু বর্ণমালা যেমন ফিনিসিয়ান লিখনের অনুরূপ, ভাষাও তেমন অনেকটা ফিনিসীয় ভাষারই মত। ফিনিসীয় ও হিব্রু, উভয় ভাষাই সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, কিরূপে সেই সেমেটিক ভাষার নূতন রূপান্তর 'পেট্রিয়ার্ক'দের হিব্রু এবং তারও পরবর্তী মোজেসের কালের (১৩শ খৃস্ট পূর্ব) হিব্রু ভাষার উদ্ভব হয়েছিল, সে-আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি। এই হিব্রু ভাষা মূলত ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর দ্যোতক, ভাবব্যঞ্জনার সামর্থ্য ছিল তার অল্পই। অর্থাৎ ভাষার আদিকালে শব্দগুলির প্রকাশন-শক্তি ছিল সীমাবদ্ধ, বস্তু ও জীবের আকৃতি, গতি, কার্য প্রভৃতি যা মানুষের ইন্দ্রিয় সহজে ও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারে, এবং তার ফলে যে-সব হৃদয়াবেগ স্থূলভাবে জেগে ওঠে, শুধু সেই বৃত্তান্তগুলিই প্রকাশ করতে পারে এই ভাষা—বস্তুনিরপেক্ষ (abstract) চিন্তা বা তত্ত্বকথার অভিব্যক্তি হয় পরোক্ষভাবে উপমার মাধ্যমে। বস্তুত এ ভাষায় বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তার প্রতিশব্দ অত্যন্ত অল্পসংখ্যক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ভাষায় সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করবার মত শব্দসমূহের অভাব হয় নি। বস্তুত জগতের প্রথম ইতিহাস-গ্রন্থ যার মধ্যে আছে মহাপ্রবরদের বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী, সেই 'জেনেসিস্' (Genesis) গ্রন্থ এই ভাষায় লিখিত হয়েছিল, আর যে অজানা

লেখক লিখেছিলেন এই গ্রন্থ তিনিই ইতিহাস-রচনার পথপ্রদর্শক। ভাষার ত্রুটি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন গুরুগাম্ভীর্যপূর্ণ তেজী ভাষাও বোধ করি জগতে আর নেই। উচ্চারণে দন্ত্যশব্দের খিটিমিটি সত্ত্বেও ধ্বনির ঝংকার জলদ-মন্দ্র। এই ভাষাকে রেনান বর্ণনা করেছেন : "A quiver full of arrows, a trumpet of brasses, crashing through the air." শরপূর্ণ তূণীরের মত, বাতাস-ফোঁড়া দামামা-ধ্বনির মত এই তীক্ষ্ণধার ভাষা হয়েছিল হিব্রুদের জাতীয় সাহিত্যের বাহন, এবং সেই জন্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞান আর ভাস্কর্য চিত্রশিল্প প্রভৃতি যাবতীয় কলাবিদ্যার অভাব তারা 'প্রাচীন বিধান' (Old Testament) বাইবেল নামক ধর্মগ্রন্থ রচনা করে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

'প্রাচীন বিধান' বাইবেল

বাইবেল কয়েকটি ধর্ম গ্রন্থের সমষ্টি বা সংকলন। দুই পর্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থাবলী, প্রথম পর্যায়ে 'প্রাচীন বিধান' (Old Testament), দ্বিতীয় পর্যায়ে 'নব বিধান' (New Testament)। যিশু খৃস্টের মৃত্যুর পর 'নব বিধান' গ্রীক ভাষায় রচিত হয়েছিল। যিশুর জীবনী, তাঁর ধর্মপ্রচার ও ধর্মোপদেশ, এই সব বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন ক্রিশ্চান ধর্মযাজকগণ 'নব বিধান' গ্রন্থমালার মধ্যে। এই খৃস্টান ধর্মশাস্ত্র 'প্রাচীন বিধান'-এরই অনুক্রমিক পরিণতির পূর্ণস্বরূপ বলে ধরা হয় বটে, কিন্তু এই দুই বিধানের মধ্যে যোগা-যোগের অবসর অল্পই, সংযোগও তেমন সুস্পষ্ট নয়। হিব্রু বা ইহুদি জাতির ধর্মকাহিনী বর্ণনায় কিংবা ইতিহাসের আলোচনায় নব বিধানের কথা আদৌ ওঠে কিনা সন্দেহ, যদিও যিশু নিজে ছিলেন একজন ইহুদি, যিনি স্বজাতীয়দের হাতে অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। হিব্রুদের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা এযাবৎ শুধু 'প্রাচীন বিধান'-এরই আশ্রয় গ্রহণ করেছি, এখনও আমরা হিব্রুজাতির সেই একমাত্র ধর্মশাস্ত্রেরই সাহিত্য-সংবাদ পরিবেশন করব, এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করব।

এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আছে বাইবেলের সাহিত্যিক আলোচনায়, শুধু বাইবেলই বা বলি কেন, সকল ধর্মের সকল শাস্ত্রের

আলোচনায় ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগই বিদগ্ধজনোচিত পদ্ধতি। বাইবেল 'ঈশ্বরের বাণী' ('Word of God'), এই বিশ্বাস ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের মনে বদ্ধমূল, যেমন বিশ্বাস মুসলমানদের রয়েছে কোরান ধর্মগ্রন্থে, আর ভারতীয় হিন্দুরা যেমন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের মুখনিঃসৃত বৈদিক মন্ত্রকে অপৌরুষেয় মনে করে। ঈশ্বরের বাণী অভ্রান্ত, তার প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণ করেছেন ঈশ্বর স্বয়ং বা পয়গম্বরের মাধ্যমে, এই বিশ্বাসে বাইবেলকে এককালে আক্ষরিক সত্যরূপে গ্রহণ করাই ছিল নিয়ম। পরে অবশ্য অনেক ক্রিশ্চান, বোধ করি আধুনিক ইহুদিরাও, বাইবেলের অনেক অসংগতিপূর্ণ বাণীকে রূপকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। এই-রূপ ভাষ্যকারদের অন্যতম ওরিয়েন (Orien), তাঁর ভাষ্যে আছে আধুনিকতার স্পর্শ, রূপকের ব্যবহার করেছেন তিনি প্রচুর, আর জ্ঞানীর বিচারবুদ্ধি দ্বারা 'জেনেসিস' গ্রন্থের আক্ষরিক অর্থ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফলকথা, খৃস্টান ধর্মযাজকেরা এখন প্রাচীন ও নব উভয় বিধানের ব্যাখ্যায় রূপকেরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে, এমনকি 'সলোমন গীতিকা'র এই যে উক্তি, 'তোমার স্তনদুটি যেন যমজ হরিণশিশু দুটি লিলি-ফুলের বাগানে', প্রেমিকার এমন কামোদ্দীপক বর্ণনাকেও রূপক-ভাষ্যের সিঁড়ি ধরে স্বর্গের নন্দনে তুলে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, রূপক কল্পনায় অনেক সময় এমন সব নূতন সৃষ্টি রূপায়িত হয়ে ওঠে যার ছায়াটুকুও মূল রচয়িতার মনে উদয় না হওয়াই সম্ভব। তা ছাড়া, এমন অনেক অনুশাসন বা প্রবচন আছে বাইবেল-গ্রন্থে, রূপকেও যার অনুব্যাখ্যান সম্ভব নয়, যেমন 'ডাইনীকে জীবিত রাখবে না' ('Thou shalt not suffer a witch to live')। এই অনুশাসনের বলে মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্মান্ধ খৃস্টানরা বহু সহস্র বৃদ্ধা নারীকে 'স্টেক' (stake)-এ পুড়িয়ে মেরেছে, নিরপরাধিনীদের সেই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। বস্তুত বাইবেল হিব্রুদের সেই আদিকালের সহজ স্বচ্ছন্দ জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব, তার সুমধুর গীতমালা, সরল নাটকীয় ঘটনাবলীকে বৈদগ্ধ্যের মান দিয়ে বিচার করলে বোঝা যায় যে, এই গ্রন্থ কোন একটি বিশেষ ধর্মতত্ত্বের সংগতিপূর্ণ সুসমঞ্জস বিবরণ নয়, সারা বাইবেলে ছড়িয়ে রয়েছে একটি মেধাবী জাতির ধর্ম ও নীতির বিবর্তন-কাহিনী, যে-কাহিনী পূর্বপুরুষের প্রাগৈতিহাসিক

'তাবু' (taboo), সংস্কার ও বর্বর প্রথাকে নূতন সাজ পরিয়ে আপন পক্ষপুটের তলে আশ্রয় দিয়েছে।

'প্রাচীন বিধান' বাইবেলের রচনাকাল

'প্রাচীন বিধান'-এর গ্রন্থসংখ্যা উনচল্লিশটি। হাজার বছরেরও অধিককাল জুড়ে হিব্রুভাষায় এই গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল, যদিও কথাটির অর্থ এ নয় যে বর্তমানে প্রচলিত 'প্রাচীন বিধান'-ই সেই গ্রন্থরাজি। 'ডেড সি স্ক্রোল' আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বর্তমান গ্রন্থের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি লিখিত হয়েছিল নবম কি দশম খৃস্টাব্দে। মূল গ্রন্থ রচনার বহু পরবর্তীকালের সেই পাণ্ডুলিপি, এই সুদীর্ঘ ব্যবধানের মুক্তবেণীকে যুক্ত করবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মজা-সমুদ্রের চর্মলিপিগুলির পাঠোদ্ধার দ্বারা। হিব্রুদের প্রাচীনতম সাহিত্যরচনা 'ডিবোরা সংগীত' (Judges V), ইতিহাস-বর্ণনা প্রসঙ্গে যার অনুবাদ আমরা পূর্বে দিয়েছি, সেই অতিউত্তম যুদ্ধগীতিকা রচিত হয়েছিল ১১০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে, মেগিড্ডোর জলাভূমির ধারে তানাউক নামক স্থানে ক্যানানাইটগণের সঙ্গে যুদ্ধে ইসরায়েলিদের জয়লাভের পর। সর্বশেষ রচনাগুলির কাল দ্বিতীয় খৃস্ট পূর্বাব্দ, গ্রন্থের নাম 'ড্যানিয়েল গ্রন্থ', 'জ্যাকেরিয়া' ও 'সাম'-এর কিয়দংশ। বস্তুত বিভিন্ন পর্যায়ের রচনা এই 'প্রাচীন বিধান' গ্রন্থরাজি, কোন কোন গ্রন্থ আবার বিভিন্ন রচনার সংকলন, কাল বিভিন্ন, প্রণেতা বিভিন্ন, এমনকি উৎপত্তিস্থানও বিভিন্ন। এই সব বিষয় বিবেচনা করে প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা 'প্রাচীন বিধান' গ্রন্থসমূহের একটি অল্পবিস্তর আনুমানিক কালনিরূপণ তালিকা নির্মাণ করেছেন, তারই একটি প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হল :

খৃঃ পূঃ	১১০০	...	'ডিবোরা সংগীত'
,,	৭৬০	...	আমোস
,,	৭৫০	...	হোসিয়া
,,	,,	..	'পেনটাটিউক'—অর্থাৎ 'জেনেসিস্', 'একসোডাস্', 'লেভিটিকাস্', 'নামবার্স' —এবং 'জোশুয়া'
,,	৭৪০	...	জেরুসালেমের ইসায়া

খৃঃ পূঃ	৬২৬	...	জেরেমিয়া
,,	৬২১	...	'ডিউটারনমি'
,,	৬০০	...	ইজেকিয়েল
,,	৫৪০	...	দ্বিতীয় ইসায়া
,,	৪৫০ (?)	...	জব
,,	,,	...	মালিচি
,,	৪০০	...	রুথ
,,	,,	...	'সলোমন গীতিকা'
,,	৩০০	...	'ক্রনিক্‌ল্‌স্‌'
,,	২০০	...	'ইক্লিজিয়াস্‌টিকস্‌'
,,	১৬৮	...	ড্যানিয়েল

প্রচলিত 'প্রাচীন বিধান' বাইবেলের অংশগুলি সংকলিত হয়েছিল দক্ষিণ দেশে জুডাবাসিগণ কর্তৃক। উত্তর ও দক্ষিণ প্যালেস্টাইন, ইসরায়েল ও জুডার পরস্পর সম্বন্ধ ।ছল অহি-নকুলের, শুধু রাজনৈতিক কারণে নয় ধর্মীয় কারণেও। ধর্মানুষ্ঠানে উত্তরাঞ্চল ক্যানানাইট ঐতিহ্য কর্তৃক অধিকতর প্রভাবিত হয়েছিল, সেজন্য ইসরায়েলিদের প্রতি জুডার ঘৃণা বাইবেলের অনেক স্থলেই তাদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা বা প্রচারবাণী রূপেই ধ্বনিত হয়েছে। অবশ্য বাইবেলের সকল অংশই যে জুডায় রচিত হয়েছিল তা নয়, হোসিয়া ছিলেন একজন ইসরায়েলি, 'রাজন্যবর্গ' (Kings) ও 'সাম' (Psalm) প্রভৃতি গ্রন্থের কিয়দংশ উত্তরাঞ্চলে রচিত বলেই পরিগণিত হয়ে থাকে।*

সুদীর্ঘকালের রচনা হলেও 'প্রাচীন বিধান'-এর আকার ও আয়তন

* "In the earlier period historical memories had been recorded in the form of popular and primarily oral legends. The creative stage of the legend appears to have come substantially to an end when the kingdom was formed. ...The legendary material preserved in the Old Testament, as it is found above all in the Pentateuch, in the story of the occupation of the land in the Book of Joshua and in the stories contained in the Judges are older in origin than the formation of the kingdom."—Martin Noth, *History of Israel*, P 219.

সংস্কৃত, গ্রীক বা রোমান সাহিত্যের তুলনায় স্বল্প পরিমাণ, কিন্তু এমন প্রমাণ বাইবেল গ্রন্থেই আছে যা দিয়ে এই সিদ্ধান্ত সহজেই করা যেতে পারে যে ঐসব গ্রন্থ ছাড়াও ইসরায়েলে প্রাচীনতর আরও অনেক রচনা ছিল এবং সে-সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যেমন, বাইবেলের 'জোসুয়া' ও 'স্যামুয়েল' গ্রন্থদ্বয়ে 'জাসের গ্রন্থ' (Book of Jasher) নামে একখানা পুস্তকের উল্লেখ আছে, সেটি সম্ভবত জাতীয় সংগীতের সংকলন (Joshua X. 13 ; II Samuel I. 18)। 'জুডা ও ইসরায়েলের রাজন্যবর্গ', 'প্রভু-ঈশ্বরের সংগ্রামকাহিনী', 'প্রফেটদের জীবনী' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বাইবেলের নানান স্থানে দেখা যায় (Numbers X. 14 ; I Kings XIV. 29 ; I Chronicles XXIX 29)। এইসব গ্রন্থ ধ্বংস পেয়েছে, যেহেতু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে প্রকাশ, এমনি অনেক গ্রন্থই তখন লেখা হত চামড়ার বা প্যাপিরাসের ওপর, প্যালেস্টাইনের আবহাওয়ায় সেগুলি দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে নি।

বাইবেল ধর্মগ্রন্থে হিব্রুরা দাবি করেছে, জগতের আর সব জাতি হতে তারা স্বতন্ত্র ; সকলের উর্ধ্বে তাদের স্থান, শ্রেষ্ঠত্বের এমন সুস্পষ্ট দাবি বোধ করি ভারতের ব্রাহ্মণজাতি ও জার্মানির 'হেরেনভোল্ক' (Herrenvolk) ছাড়া আর কোন জাতি করে নি। ঈশ্বরের সঙ্গে ইহুদিজাতির রয়েছে ঘনিষ্ঠতম অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, তারাই ঈশ্বরের প্রিয়তম জাতি, 'নির্বাচিত জাতি' ('chosen people'), যে-জাতির ঘটেছিল ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতভাবে চুক্তিবদ্ধ হবার সৌভাগ্য। জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের বাহন বাইবেল, জাতির সেই শ্রেষ্ঠত্ব-ভাবনাই বাইবেলকে সত্যকার সাহিত্যের মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে কথায় গানে স্তবে স্তোত্রে অপরূপ শোভা-সৌন্দর্যের ফুলঝুরি ফুটিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিও হিব্রুদের মানসলোক থেকে মানুষের সহজাত গ্রহিষ্ণু মনোবৃত্তিকে নির্বাসিত করতে পারে নি। রাস সামরায় আবিষ্কৃত মৃৎলিপির আলোচনায় আমরা বলেছি, 'সাম' পদ্যমালায় প্রভু-ঈশ্বরের স্তব (Psalm 29) ক্যানানাইটদের 'বা-আল স্তোত্র'-এর সঙ্গে বর্ণে বর্ণে মিলে যায়, আর 'ইসায়া গ্রন্থে'র (Isiah 27) লেভিয়াথান ক্যানানের আদিম সর্প লট্‌ন্‌-এরই প্রতিচ্ছবি, এসব আশ্চর্যরকমের সাদৃশ্য থেকে এই সিদ্ধান্তই করা হয়েছে যে হিব্রু সাহিত্য সেকালের ক্যানানাইট সাহিত্যের কাছে প্রভূত

পরিমাণে ঋণী। আর শুধু ক্যানান কেন, একদিকে মিশর অন্যদিকে ব্যাবিলন উভয় দেশই ছিল সাংস্কৃতিক সম্পদে পরম সমৃদ্ধ, ইসরায়েলের ভৌগোলিক অবস্থিতির দরুনই ঐ দুটি দেশের সংস্কৃতি হিব্রু সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাইবেলে বর্ণিত 'সিনারের মহাপ্লাবন' কাহিনী ব্যাবিলোনীয় ঐতিহ্যকেই বহন করে এনেছে, যে-ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে ব্যাবিলনের 'গিলগামেশ মহাকাব্যে', মহাপ্রবীণ উৎনাপিস্‌তিমেরই বিকল্প বাইবেলের নোয়া। ব্যাবিলনের আর-একটি আখ্যায়িকার সঙ্গে বাইবেলের 'জব'-গ্রন্থের নিকট সাদৃশ্য রয়েছে, উভয় ক্ষেত্রেই অসাধুর জয় ও সাধুর পরাজয় বর্ণনা করে ঈশ্বর বা দেবতার ন্যায়বিচারের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে—এই সাদৃশ্য যে আকস্মিক নয়, সেকথা উপাখ্যান দুটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। আর 'সাম'-পদ্যমালার মধ্যে মিশরীয় ফারাও ইখনাটনের বিখ্যাত 'আটন স্তোত্রে'র প্রতিধ্বনি কেমন সুন্দররূপে জেগে উঠেছে, আমরা তা সাম আলোচনাকালে দেখতে পাব। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হিব্রুজাতির অভ্যুত্থানকালে সাহিত্য-রচয়িতারা স্থানীয় ও নিকটবর্তী দেশের কাহিনীগুলি গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে, সে-সব কাহিনী তাঁরা হুবহু নকল করেন নি, জাতীয় একেশ্বর ভাবধারার রসায়নে জারিত করেছিলেন সাহিত্যকে এমনভাবে যে তার মধ্যে মৌলিক বিজাতীয়তার ছায়ামাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

'প্রাচীন বিধান' বাইবেলের স্তর পর্যায়

রচনার কাল ও মূল্য বিচার করে বাইবেল-সাহিত্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—যেমন, ন্যায়ের বিধান বা আইন-কানুন, নবী বা পয়গম্বরদের বাণী (Prophecy) এবং অন্যান্য রচনা। পর-পর এই তিনটি স্তরে সমগ্র ইহুদি জাতির ইতিহাস ছড়ানো রয়েছে—সর্বোপরি শিরোমণিরূপে বিরাজ করছে মহাপ্রবরদের কাহিনী, যে-মহাপ্রবরগণ (patriarch) ছিলেন জাতির আদিপুরুষ। সৃষ্টিতত্ত্বের যে ঐতিহ্য বহন করে এনেছিলেন তাঁরা ব্যাবিলোনিয়া থেকে, তারই বিবরণ জগতকে দেওয়া হয়েছে বাইবেলের 'জেনেসিস' বা 'জন্মবৃত্তান্ত' গ্রন্থে। ঈশ্বরের পূজা আরাধনা পূর্বাবধি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু প্রভু তাঁর আত্ম-স্বরূপ সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছিলেন সর্বপ্রথম

মোজেসের কাছে, তার সঙ্গে তিনি চুক্তি (covenant)-বদ্ধ হয়েছিলেন। প্রভুর আশ্রয় ও কৃপালাভের বিনিময়ে জাতিকে কি কি নিয়ম মেনে চলতে হবে সেই বিধানগুলি বিধিবদ্ধ হয়েছিল 'মোজেস কানুনে' (Code of Moses)। মোজেসের সেই আদিম বিধিনিষেধগুলিই বিস্তারিত ভাবে শাখা-পল্লবিত হয়ে উঠেছিল ইহুদি জাতির আইন-কানুনরূপে। পুরোহিত হিলকিয়া জেরুসালেম-মন্দিরের গোপন স্থান থেকে যে 'চুক্তি-গ্রন্থ' (Book of Covenant) উদ্ধার করে রাজা জোসিয়াকে প্রেরণ করেছিলেন বলে বাইবেলে বলা হয়েছে (II Chronicles 34), সেই গ্রন্থটি মোজেস আইন-কানুনেরই সংকলন। বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে ন্যায়ধর্মের পথ থেকে ভ্রষ্ট হল যখন ইহুদিরা, তখনই ঘটল জাতির অধঃপতন। এই অধঃপতনের যুগেই হয়েছিল 'প্রফেট' বা নবীদের অভ্যুদয়। উদাত্তকণ্ঠে আত্মশুদ্ধির বাণী প্রচার করলেন তাঁরা। পাপাশ্রয়ী নগরীর ধ্বংস এবং বিধিভঙ্গকারী জাতির নির্বাসনের ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসৃত হল তাঁদের মুখে, কিন্তু সেই সঙ্গে এই ইঙ্গিতও দিলেন তাঁরা যে, প্রায়শ্চিত্তের পর জাভে তাঁর প্রিয় জাতিকে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে এনে নূতন স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আমোস, হোসিয়া, ইসায়া ও মিকা—খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর এই চারজন নবী ইহুদি আইনের দ্বিতীয় এক সেট বিধান (Second Code) প্রণয়নের খোরাক যুগিয়েছিলেন। অর্থাৎ, প্রফেটদের প্রচারকার্যকে ভিত্তি করে তাঁদের বাণীর সঙ্গে সংগত্ রেখে আর এক দফা নূতন আইন প্রণীত হয়েছিল। এই আইনগুলি 'ডিউটারনমি' (Deuteronomy) গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রচনাকাল খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দ। নির্বাসনের যুগে ইজেকিয়েলের গ্রন্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় এক সেট আইন রচিত হয়েছিল, সেগুলি পাওয়া যায় 'লেভিটিকাস' (Leviticus) গ্রন্থে। চতুর্থ সেট আইনের প্রবর্তক নির্বাসনোত্তর (post-exilic) কালের নবী এজরা। এই আইনকে বলা হয় 'পুরোহিত আইন' (Priestly Code), যেহেতু এজরা পুরোহিত-তন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নবীদের বাণী-প্রচারের পরবর্তী সময়ে নির্বাসন বা নির্বাসনোত্তর কালে জাতির মনে নব-নব চিন্তা জেগেছিল, নূতন ভাবের উৎস-মুখ খুলে গিয়েছিল, কতকটা দুঃখ গ্লানি মর্মবেদনার অঙ্কুশাঘাতে, আর কিছুটা বা ব্যাবিলোনিয়ান ও পারসীকদের উন্নত ধরনের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে। গভীর ধর্মচিন্তার সার-

বস্তুর আধারস্বরূপ, বিশ্ব-সাহিত্য-উদ্যানের পারিজাত-প্রতিম কতিপয় স্তোত্র, পদ্যমালা, গান, নীতিকথা রচিত হয়েছিল তখনই—যেমন, 'সাম'-গান (Psalms), জব (Job), সলোমনের গীতাবলী (Songs of Solomon), 'প্রোভার্বস' (Proverbs) ।

'প্রাচীন বিধান' গ্রন্থরাজি কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীবিশেষের রচনা নয়। শাসক ও সুধীবৃন্দ, কৃষক ও মরুবাসী যাযাবর সকলের কথাই এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন কালের বিবিধ রচনার সংকলন 'বাইবেল'-গ্রন্থের আবির্ভাব হয়েছে খৃষ্টীয় যুগে, তার পূর্বে রচনাগুলি ছিল পৃথক ও ভিন্ন। নানান বিষয় সংবলিত এই গ্রন্থ প্রায় পাঁচ শ' লিখিত ও কথ্য ভাষায় তর্জমা করা হয়েছে। পাদ্রীদের প্রচারকার্যের ফল হলেও, শুধু এই ব্যাপারটাই বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাইবেল যে মর্যাদার গৌরবময় আসন অধিকার করে আছে, তার সাক্ষ্য দেয়। বাইবেল শুধু আইন নয়, ধর্মীয় ইতিহাসও নয়—এই অমূল্য গ্রন্থরাজির মধ্যে আমরা উচ্চাঙ্গের কাব্য ও জীবনদর্শনের সাক্ষাৎ পাই। বাইবেলের কাব্য ও দর্শন নানা জাতিকে উচ্চ দরের সাহিত্য সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করেছে। এই ইঙ্গিত করেই প্রঃ মোলটন বলেছেন, "He who is content to leave the Bible unstudied stands convicted as a half-educated man."—অর্থাৎ যিনি বাইবেল-গ্রন্থ অপঠিত রেখেই তুষ্টি লাভ করেন, তিনি একজন অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্র। অবশ্য আজকের দিনে যখন জাতিসমূহের খণ্ড খণ্ড ইতিহাসের বেড়া ভেঙে দিয়ে একটি মাত্র বিশ্ব-ইতিহাস রচনার প্রয়াস করছে মানুষ, তখন ভারতীয় বা চীনা সংস্কৃতি বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিকেও মোলটনের সংজ্ঞামত অর্ধ-শিক্ষিতই বলতে হয়।

বাইবেলে আছে আদিম উপকথা, আত্ম-প্রতারণার অভাব নেই—নিজের অজ্ঞাতসারে বঞ্চনার মনোবৃত্তিও যথেষ্ট দেখা যায়। কিন্তু সংস্কার-বর্জিত বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করলে প্রাচীন কালের সকল জাতির ধর্ম-শাস্ত্রেই এই সব দোষ ত্রুটি ধরা পড়বে। এ কথাও হয়তো সত্য যে, নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অনেক ক্ষেত্রে অনাগত কালের বিবরণ নয়, ভবিষ্যদ্বাণীর ছলে অতীত কালের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির ধর্মীয় অনুব্যাখ্যান মাত্র। সেই হিসাবে প্রফেটদের বর্ণিত ইতিহাস-কাহিনীগুলি সমসাময়িক কালের রচনা

নয় বলেই একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'সমাজপতি-গণ' (Judges), 'স্যামুয়েল' ও 'নৃপতিগণ' (Kings), এই গ্রন্থত্রয়ের ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য, যেহেতু এই তিনটি রচনা এমন একটি জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যকে সঞ্জীবিত করে রেখেছিল, যে-জাতির মেরুদণ্ড উপর্যুপরি নিষ্পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বই ক'খানা লিখিত হয়েছিল নিতান্তই তাড়াহুড়ো করে। তথাপি বলতে হয়, সল ডেভিড ও সলোমনের কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যাবিলোনিয়া ও মিশরের রচিত কোন নৃপতির কথাই বাইবেল-রচনার সঙ্গে তুলনীয় নয়। এখানে এই কথাটি স্মরণ করা দরকার যে বাইবেলের ইতিহাস ও সুললিত সাহিত্য-রচনা সম্ভব হয়েছিল পারসীকদের কৃপায়। পারস্যরাজ কুরুস বা সাইরাস ইহুদিদের ব্যাবিলোনীয় বন্ধাবস্থা থেকে মুক্তিদান করে প্যালেস্টাইনে পাঠিয়েছিলেন, এবং সেই সঙ্গে এই মেধাবী জাতির সাহিত্য-সৃষ্টির পথও উন্মুক্ত হয়েছিল। হিব্রু সাহিত্য শুধু যে সুমহান্ মানবতার সূচনা করে খৃস্টধর্মের ভিত্তি পত্তন করেছিল তা নয়, সেই সাহিত্যকুঞ্জের বিটপী-শাখায় যে-সব অমৃত ফল ধরেছিল, সর্বদেশের সর্বমানব তার রস-সুধা পান করে আত্মহারা হয়েছে। পারসীকদের অধীন হয়ে ছিল এই জাতি, তারপর হয়েছিল গ্রীসের অধীন। কিন্তু যে অতুলনীয় প্রতিভাবলে তারা তাদের রাজনৈতিক দৈন্যকে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য দিয়ে পূর্ণ করে তুলেছিল তা সত্যই বিস্ময়কর।

বাইবেলের বিষয়বস্তু

বাইবেল গ্রন্থমালার প্রথম পাঁচটি রচনার নাম 'পঞ্চক' বা 'পেন্‌টাটিউক্' (Pentateuch)। 'জেনেসিস্' (Genesis), 'একসোডাস' (Exodus), 'লেভিটিকাস (Leviticus), 'নাম্বারস্' (Numbers) ও 'ডিউটারোনমি' (Deuteronomy)—এই গ্রন্থ পঞ্চকই পেন্‌টাটিউক্। গ্রন্থগুলির কোনটি পুরানো কাহিনীর ও ঐতিহ্যের সংকলন আর কোনটি বা পরবর্তীকালের রচনা। সংকলন বা রচনার কাল থেকেই জাতির শ্রদ্ধা বিশেষভাবেই আকর্ষণ করেছে গ্রন্থপঞ্চক, বিশেষত 'জেনেসিস'—তার কারণ এই যে, সৃষ্টি-তত্ত্ব ও মহাপ্লাবনের বিবরণ ছাড়াও, গ্রন্থগুলিতে জাতির গোড়াকার ইতিহাস

স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যে-ইতিহাসের বর্ণনা রয়েছে জেনেসিসে তা শুধু ইতিহাস মাত্র নয়, তাকে ইতিহাসের দর্শন-তত্ত্বও (Philosophy of History) বলা যেতে পারে। মার্কস্‌বাদীরা ইতিহাসের যে বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা করেছেন (materialistic interpretation of history), আজ আমরা অনেকেই সেই অনুব্যাখ্যানের সঙ্গে পরিচিত। বাইবেল-গ্রন্থে তেমনি আমরা ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার আধ্যাত্মিক অনুব্যাখ্যানের (spiritual interpretation) প্রয়াস দেখতে পাই। দেখা যায়, জাতীয় ইতিহাসের বিবিধ অতীত ঘটনাকে একটিমাত্র ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে—'সূত্রে মণিগণা ইব'—আর সেই সূত্রটি হল প্রভুর সুমহান উদ্দেশ্য, যা থেকে সমুদয় ঘটনার সৃষ্টি। ইহুদি জাতির ইতিহাসে কোন ঘটনাই আকস্মিক নয়, সবই ঘটেছে ন্যায়নিষ্ঠ ঈশ্বরের অভিপ্রায়মত—জাতির সুকৃতি বা দুষ্কৃতির কর্মফল-রূপে। ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় কার্যকারণের এই সন্ধান ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে প্রভু ও মোজেসের মধ্যে যে-চুক্তি (covenant) সম্পাদিত হয়েছিল তারই ওপর। কি ইতিহাস, কি ধর্ম—ইহুদি চিন্তাধারার সার বস্তু নীতিধর্ম, আর সেই নীতিধর্মের প্রতিষ্ঠা দেব-মানবের মধ্যে চুক্তি ও প্রভুর আদেশবাণীর ওপর। সেই চুক্তি ও আদেশবাণী—যাকে বলা হয় 'দশ অনুজ্ঞা' (Ten Commandments)—তার বিবিধ প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা আমরা যথাস্থানে করব।

বাইবেল-সাহিত্যে হিব্রু জাতির ইতিহাসের কথা বিশদভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়বস্তুগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, (১) সৃষ্টিতত্ত্ব: প্রলোভন ও মহাপ্লাবন কাহিনী; (২) আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ (৩) কথিকা ও কাহিনী; (৪) গীত-বিতান; (৫) নীতি-সন্দর্ভ।

এখন আমরা এই শীর্ষপঞ্চকের বিষয়বস্তু আলোচনা করব, প্রথম দুইটি এই অধ্যায়ে, পরের তিনটি পরবর্তী অধ্যায়ে।

সৃষ্টিতত্ত্ব : প্রলোভন ও মহাপ্লাবন কাহিনী

এই কাহিনীগুলির উৎপত্তি হয়েছিল ব্যাবিলোনিয়ায় সে-বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। একমাত্র প্রশ্ন হল : হিব্রুরা কি কাহিনীগুলি গ্রহণ করেছিল প্রাক-নির্বাসন (pre-exilic) কালে ক্যানানাইটদের কাছ থেকে?

না, নির্বাসনকালে ব্যাবিলোনীয় সংস্কৃতির প্রভাবের ফলেই কাহিনীগুলি রচিত হয়েছিল? এ-বিষয়ে সঠিক কিছু বলা সম্ভব না হলেও, প্রফেটদের রচনায় এই কাহিনীগুলির উল্লেখ পর্যন্ত না থাকার হয়তো বা কোন তাৎপর্য আছে। নির্বাসনোত্তর কালেই যদি ইহুদিরা ব্যাবিলোনীয় ঐতিহ্যের মাল-মসলা নিয়ে সৃষ্টি, প্রলোভন ও মহাপ্লাবনের কাহিনীগুলি রচনা করে থাকে, তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

মোজেসের প্রথম গ্রন্থ 'জেনিসিস'-এ সৃষ্টির বিবরণ দেওয়া হয়েছে এইরূপ :

"আদিকালে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীকে সৃজন করলেন।

"আকারশূন্য শূন্যাকার ছিল পৃথিবী। মহাসিন্ধুর মুখমণ্ডল অন্ধকার ঘেরাটোপ দিয়ে আবৃত, আর সেইবারিরাশির ওপর ঈশ্বরের আত্মা ('spirit of God') বিচরণ করত।

"ঈশ্বর বললেন, আলো হোক। আর অমনি আলো ফুটে উঠল। ঈশ্বর আলো-কে আঁধার থেকে পৃথক করলেন।

"ঈশ্বর দেখলেন, আলো। ভালোই সেই আলো।

"আলোকের নাম দিলেন ঈশ্বর, দিবা। আঁধারের নাম দিলেন, নিশি। সেই সন্ধ্যা ও প্রভাতই হল প্রথম দিবস।"

এমনি আদেশ বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ব্যোম- (firmament)-কেও সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর, আর সেই ব্যোমের নাম দিলেন স্বর্গ। আকাশতলের জলরাশিকে একত্রে জড়ো করলেন এক স্থানে, আর ভূমিকে শুষ্ক করে তার নাম দিলেন পৃথিবী। জলরাশির নাম দিলেন সাগর। ঈশ্বরের আদেশে পৃথিবী জন্মদান করল নানান উদ্ভিদ, ফলবান বৃক্ষ, যার বীজ রয়েছে পৃথিবীর মধ্যে। ঈশ্বরের আদেশে রাশিচক্র, দিনক্ষণ, ঋতু, বর্ষ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ দেখা দিল। সৃষ্ট বস্তুসমূহ দেখলেন ঈশ্বর—দেখলেন, সবই ভালো। তারপর ঈশ্বরের আদেশে জন্মলাভ করল নানাজাতীয় জলচর প্রাণী, আর খেচর বিহঙ্গকুল। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন, উর্বর হও তোমরা, বংশবৃদ্ধি কর। ঈশ্বরের আদেশে পৃথিবী জন্মদান করল পশু ও সরীসৃপ। সৃষ্ট জীবসমূহ দেখলেন ঈশ্বর, সবই ভালো।

"তারপর মানুষকে সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর নিজের প্রতিরূপ করে ('And God created man in his own image')। নিজের

প্রতিরূপ করেই তিনি সৃষ্টি করলেন তাকে। পুরুষ ও স্ত্রী রূপে সৃজন করলেন তিনি তাদের।

"ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন। ঈশ্বর তাদের বললেন, উর্বর হও, বংশবৃদ্ধি কর। বসুন্ধরা পরিপূর্ণ কর, পৃথিবীর ওপর আধিপত্য কর। সাগরের মৎস্য, আকাশের পক্ষী, স্থলচর প্রাণী, সকলের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার কর।

"ঈশ্বর বললেন, পৃথিবীতে যে-সব ভেষজ বীজ ধারণ করে, আর যে-সব ফলবান বৃক্ষ বীজ ধারণ করে, সবই আহার্যরূপে তোমাদের দান করেছি।

"আর পৃথিবীর যাবতীয় পশুকে, আকাশের যাবতীয় পক্ষীকে, যাবতীয় সরীসৃপকে সবুজ উদ্ভিদ দিয়েছি আমি আহার্যরূপে।

"সকল সৃষ্ট বস্তুকেই দেখলেন ঈশ্বর—সবই খুব ভালো। সৃষ্টির ষষ্ঠ দিবস সেই সন্ধ্যা ও প্রভাত।"*

জেনেসিস-এর পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, পুরুষ-স্ত্রী সৃজন করে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং তাদের নাম রাখলেন 'আদম' (Adam)।

---

* বাইবেলের 'জেনেসিস'-গ্রন্থে সৃষ্টির এই বর্ণনাকে অন্তত আলেকজান্দ্রিয়ার 'হেলেনিজম'-প্রভাবিত ইহুদিরা আক্ষরিক বিচারে সত্যরূপে গ্রহণ করে নি, তার প্রমাণ ইহুদি দার্শনিক ফিলো (Philo)-র সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত অনুব্যাখ্যান : "ছয় দিনে অথবা কোন নির্দিষ্ট কালের মধ্যে জগৎ-সৃষ্টি হয়েছিল একথা বলা অর্থহীন। কেননা, সময় নির্ধারিত হয় দিবা ও রাত্রি দিয়ে, এবং পৃথিবীর উর্ধ্বে ও নিম্নে সূর্যের উদয়াস্ত, এই বৃত্তান্ত দুটিকে অবলম্বন করেই দিন রাত্রির প্রকাশ। কিন্তু সূর্য উর্ধ্বাকাশেরই অঙ্গবিশেষ, সেজন্য জগৎসৃষ্টির পর কালের আবির্ভাব হয়েছে। সুতরাং একথা বলাই ঠিক যে জগতের সৃষ্টি কোন বিশিষ্ট কালপরম্পরায় ঘটে নি, যেহেতু উর্ধ্বাকাশের গতি-প্রবাহই কাল-প্রকৃতির নির্দেশক। মোজেস বলেছেন, 'ঈশ্বর তাঁর কাজ ছয় দিনে শেষ করেছিলেন', এই বাক্যের অর্থ বুঝতে হলে দিবস-সংখ্যাকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে 'ছয়'-সংখ্যাটির পূর্ণত্বকেই ('a perfect number, namely six') অনুধাবন করতে হয়। তিনি সকল নশ্বর বস্তুর সংখ্যা নির্ণয় করেছেন 'ছয়' দিয়ে, আর 'সাত' সংখ্যাটি ব্যবহার করেছেন সুখ শান্তি নির্দেশনের জন্য।... ঈশ্বর কখনো সৃষ্টিকার্য থেকে বিরত হন না, সৃষ্টি ঈশ্বরের গুণধর্ম, যেমন অগ্নির গুণধর্ম দহন, তুষারের শৈত্য, বস্তুত ঈশ্বরই সর্বকর্মের মূলাধার।" বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের মত একটি স্থূল আদিম কল্পনাকে পরবর্তীকালের দার্শনিক চিন্তা কিরূপে তার খোল নলচে বদলে আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উন্নীত করেছিল, ফিলোর উপরোক্ত ভাষ্য তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই বিবরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সৃষ্টির প্রথম মানব ছিলেন একই দেহে পুরুষ-স্ত্রী। পারসীক ও তালমুডিক (Talmudic) সৃষ্টি-কাহিনীগুলিতেও বর্ণিত হয়েছে যে, শ্যামদেশের যমজের মত পৃষ্ঠে-পৃষ্ঠে জোড়া উভ-লিঙ্গ মানব সৃজন করেছিলেন ঈশ্বর, এবং পরে সেই মানুষটিকে বিভক্ত করে নর ও নারীর আকার দান করা হয়েছিল। এই সব কাহিনীর মধ্যে ব্যাবিলোনীয় পুরাণ-কথার ছাপ বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়।

ইডেন বা স্বর্গে একটি উদ্যান রচনা করে সেখানেই তাঁর সৃষ্ট মানব আদমকে রেখেছিলেন ঈশ্বর। উদ্যানটি নানা রকমের ফলবান বৃক্ষশোভিত— তার মধ্যে একটি 'জীবন-তরু' (Tree of Life), আর-একটি 'ভাল-মন্দ জ্ঞানের বৃক্ষ, (Tree of knowledge of good and evil)। মানুষটিকে ঈশ্বর হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, উদ্যানের সকল বৃক্ষের ফলই আহার করতে পারে সে, কিন্তু 'ভাল-মন্দ জ্ঞান-বৃক্ষে'র ফল কখনো যেন আস্বাদন না করে, যেহেতু ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলে সেই দিনই তার মৃত্যু ঘটবে।

> "ঈশ্বর বললেন, মানুষের একাকী থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। আমি তার জন্য একটি সহচরী সৃষ্টি করব।"

তারপর আদমকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করে তার একটি বক্ষপঞ্জর বের করে নিলেন ঈশ্বর, এবং সেই পঞ্জর দিয়ে তৈরি করলেন একটি মানবী। তাকে নিয়ে এলেন তিনি আদমের কাছে।

> "আদম বলল, আমারই অস্থিমাংসে গঠিত এই জীব। 'নারী' নাম দেওয়া হল এর, যেহেতু 'নর' থেকেই এর উদ্ভব।
>
> "সেজন্য মানব তার পিতামাতাকে পরিত্যাগ করে পত্নীকেই আঁকড়ে ধরবে।"

সেই নর ও নারী তখন উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করতে লাগল, তাদের কোন লজ্জা ছিল না। একদিন উদ্যানে এল সর্প, কুটিল প্রকৃতির জীব। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, "ঈশ্বর কি তোমাদের ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন ?" সে বলল, "হ্যাঁ। বলেছেন, ফল খাওয়া দূরে থাক, স্পর্শ করলেও মৃত্যু হবে।" সর্প বলল, "নিশ্চয়ই মরবে না তোমরা। ঈশ্বর বারণ করেছেন কেন জানো ? বেশ জানেন তিনি, যেদিন তোমরা ঐ গাছের ফল খাবে, সেই দিনই

তোমাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলে যাবে। সেই দিনই তোমরা হবে দেবতা, ভাল-মন্দ বিচার করতে পারবে।" সর্পের এই প্রলোভন-বাণী ব্যর্থ হয় নি। জ্ঞান অর্জন করে বিজ্ঞ হবার আগ্রহে স্ত্রীলোকটি সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল পেড়ে ভক্ষণ করল। নয়নাভিরাম, চমৎকার সুস্বাদু ফল। একটি ফল দিল সে স্বামীকে, আদম সেটি ভক্ষণ করল। ফল ভক্ষণের পর উভয়ের চক্ষু যেমন উন্মীলিত হল, দৃষ্টি পড়ল তাদের নিজ-নিজ উলঙ্গ অবস্থার প্রতি, আর অমনি তারা বল্কল পরিধান করে কোনমতে লজ্জা নিবারণ করল। ঈশ্বর তখন উপবনের স্নিগ্ধ ছায়াতলে বায়ু সেবন করছিলেন, তাঁর পদশব্দ শুনেই মানব-দম্পতি বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করল। ঈশ্বর ডাকলেন, "কোথা হে আদম, কোথা তুমি?" আদম বলল, "আজ্ঞে আমি যে উলঙ্গ। তাই লুকিয়ে আছি।" ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি উলঙ্গ এ-কথা কে বলেছে তোমায়?" আদম বলল, "আপনি যে স্ত্রীলোকটিকে দিয়েছেন সে-ই আমায় ফল খেতে দিয়েছিল।" ঈশ্বর তখন সেই নারীকে বললেন, "এ তুমি কি করেছ?" নারী বলল, "আমায় সর্প প্রলোভিত করেছিল।" সর্পকে বললেন ঈশ্বর, "জীবজন্তুর মধ্যে তুমিই হবে সব চেয়ে অভিশপ্ত, সব চেয়ে নিম্ন। তুমি হবে উরগ, মৃত্তিকা ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করবে।" নারীকে বললেন তিনি, "তোমার দুঃখগ্লানি গর্ভযন্ত্রণা অশেষ বৃদ্ধি পাবে। সন্তানকে জন্মদান করতে তোমার ক্লেশের অবধি থাকবে না। স্বামী তোমার ওপর আধিপত্য করবে।" সর্বশেষে ঈশ্বর আদমকে বললেন, "ভূমি অভিশপ্ত হবে তোমার জন্য। সারা জীবন অতিকষ্টে আহার সংগ্রহ করবে তুমি। পরিশ্রমে তোমার বদন হবে ঘর্মাক্ত, সেই মুখে রুটি ভক্ষণ করবে তুমি, যে-পর্যন্ত না তুমি মাটিতে ফিরে যাও, যে-মাটি থেকে তোমার উৎপত্তি। যেহেতু তুমি মাটি, এবং মাটিতেই ফিরে যাবে তুমি (Dust thou art, and unto dust thou returnest)।" তার পর ঈশ্বর আদম ও তার পত্নী ঈভ-কে ইডেনের উদ্যান থেকে নির্বাসিত করলেন।

অসাধারণ কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এই কাহিনীটির মধ্যে ঐহিক জীবনে জ্ঞানই মানুষের সর্ব দুঃখের মূল, অজ্ঞানই পরম শান্তিপ্রদ (Ignorance is bliss)। এই কল্পনার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নেই, আছে বাস্তব অনুভূতি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিও মনকে যে পীড়া দান করে না, তা

নয়। দিব্যদৃষ্টিতে বিশ্বরূপ দর্শন করে সব্যসাচী বলেছিলেন, "আমি দিশা-হারা হয়েছি, মনের সুখও হারিয়েছি—"

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। (গীতা ১১)

গীতার তত্ত্বকথা গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তার ফল, আর বাইবেলের আখ্যায়িকাটি সহজ, সরল আদিম বুদ্ধিবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। মানবের স্বর্গচ্যুতি ও মৃত্যুবরণের বিষয় নিয়ে বাইবেলের অনুরূপ পুরাণকাহিনী মিশর, ভারত, তিব্বত, ব্যাবিলোনিয়া, পারস্য, গ্রীস, পলিনেশিয়া মেক্‌সিকো প্রভৃতি দেশেও দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই ইডেন বা নন্দনকানন আছে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল বা পারিজাত হরণের কথাও রয়েছে, আর সর্প বা যক্ষ রক্ষ দ্বারা সেই উদ্যান পর্যুদস্ত করবার বিবরণও বাদ যায় নি। এই কাহিনীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ অনুসন্ধিৎসু কোন কোন পণ্ডিত এমনও মনে করেন, সর্প ও ফল যৌন চিহ্ন (phallic symbols) মাত্র, আর কাহিনীর মূলে এই তত্ত্বটি নিহিত রয়েছে যে, লিঙ্গ ও জ্ঞানই মানুষের সরল স্বভাবকে পঙ্কিল করে তার জীবনের সুখ হরণ করেছে, আর সুখের স্থানে তাকে দিয়েছে দুঃখ। নারীজাতি যে মানুষের সর্ব দুঃখের মূল কারণ এই আদিম বিশ্বাসটি প্রতি-ফলিত হয়েছে গ্রীকদের প্যাণ্ডোরা (Pandora) কাহিনীতে। চীনাদের সি কিং গ্রন্থে 'পু-সি' নামক আখ্যায়িকায় বলা হয়েছে, "সব জিনিসই প্রথমে পুরুষের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, কিন্তু একজন নারী আমাদের দাসত্বে বদ্ধ করেছে। আমাদের দুঃখগ্লানি স্বর্গ থেকে আসে নি, এসেছে নারীর কাছ থেকে। মানব-জাতিকে ভাসিয়ে দিয়েছে নারী। হায়, হতভাগিনী পু সি! তুমি যে-বহ্নি প্রজ্বলিত করেছ আমাদের মাঝে তাই আমাদের পুড়িয়ে খার করে দিয়েছে। পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে। সব জিনিসই পাপবিদ্ধ।"

বাইবেলে মহাপ্লাবনের বর্ণনা বিশদভাবেই করা হয়েছে। প্রলয়-প্লাবন সৃষ্টি করবার পূর্বে ঈশ্বর নোয়া নামক জনৈক প্রিয় মানবকে একটি বজরা প্রস্তুত করতে আদেশ দিয়েছিলেন, এবং প্রলয়কালে সেই নৌকায় সকল জাতীয় প্রাণীর এক-এক জোড়া তুলে নিয়ে রক্ষা করতে বলেছিলেন। যথাকালে প্রলয়ংকর মহাপ্লাবন দেখা দিল, পৃথিবী ভেসে গেল। এক শ'

পঞ্চাশ দিবস স্থায়ী হয়েছিল সেই প্লাবন, কিন্তু নোয়ার বজরায় (Noah's Ark) নোয়া পরিবার ও এক-এক জোড়া প্রাণী রক্ষা পেয়েছিল বলে পৃথিবীতে জীবনের অঙ্কুর বিনষ্ট হয় নি। ঠিক এমনি একটি কাহিনী আমরা পাই ব্যাবিলোনিয়ার গিলগামেশ উপাখ্যানে। বাত্যা-দেবতা এনলিল-এর আদেশে উৎনাপিসতিম (বা সামাস-নাপিসটিম) একটি নৌকা তৈরি করে-ছিলেন এবং প্রলয়কালে এক-এক জোড়া প্রাণীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তার মধ্যে। স্পষ্টই বোঝা যায়, হিব্রু জাতির প্রতিষ্ঠাতা আব্রাহাম প্রমুখ মহা-প্রবরগণ ব্যাবিলোনিয়া থেকেই মহাপ্লাবনের ঐতিহ্য বহন করে এনেছিলেন প্যালেস্টাইনে। নব প্রস্তরযুগের অবসানে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকায় যে মহাপ্লাবন দেখা দিয়েছিল, তার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে অধুনাতন খনন-কার্যে। দেখা যায় এই প্লাবনে ৮ ফুট পুরু একটি পলিমাটির স্তর জমেছিল, আর তাই থেকে বন্যার বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

'দশ অনুশাসন' : আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ

ইহুদি ধর্ম ও জাতীয় জীবনের সৌধটি দাঁড়িয়ে রয়েছে কতিপয় আইন-কানুন বা বিধি-নিষেধের ভিত্তির ওপর। এই আইনগুলিই 'মোজেস-আইন' নামে অভিহিত হয়েছে। ইহুদিদের বিশ্বাস, এই আইনগুলি মানুষের রচনা নয়। সিনাই পর্বতের ওপর জীমূতবাহন ইহুদি-ঈশ্বর বজ্র-নিনাদে বিধান ঘোষণা করেছিলেন মোজেসের কাছে, আর সেই ঘোষণা ক্ষোদিত হয়েছিল দুইটি শিলাখণ্ডের ওপর। এই দুইটি শিলাখণ্ডে লিখিত ছিল 'দশ অনুশাসন' (Ten Commandments)। এই অনুশাসনগুলিকে সেমেটিকদের সকল ধর্মসম্প্রদায়ই অপৌরুষেয় (revelation) বলে গ্রহণ করেছে। বস্তুত সকল দেশেই প্রাচীন বিধানগুলিকে অপৌরুষেয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ বলেই মনে করা হয়েছে। মিশরের আইন রচনা করেছিলেন মিশরীয় বৃহস্পতি 'থট', হাম্মুরাবির হাতে আইনগ্রন্থ দিয়েছিলেন সূর্যদেবতা 'সামাস'। গ্রীক দেবতা ডাইওনিসাসকে (Dionysus) বলা হত 'আইন-প্রণেতা', দুটি প্রস্তরখণ্ডে তিনি নাকি আইনগুলি ক্ষোদিত করেছিলেন। আবার পারসীক ঋষি জরথুষ্ট্র যখন পর্বতশিখরে উপাসনায় আসীন, তখন বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মধ্যে হল দেবাদিদেব আহুর মজদা-র আবির্ভাব এবং তাঁর কাছ

থেকেই 'আইন-গ্রন্থ' পেয়েছিলেন ঋষি। সব বিবরণগুলি যে মূলত এক সে-কথা বলাই বাহুল্য। সমাজবিধান ও বিধি-নিষেধগুলির অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ জাতির চিন্তাধারার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় তার কারণ নির্ণয় করে গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস বলেছেন—"They did all this because they believed that a conception which would help humanity was marvellous and wholly divine ; because they held that the common crowd would be more likely to help the laws if their gaze was directed toward the majesty and power of those to whom the laws were ascribed." অর্থাৎ, অপৌরুষেয়ত্ব কল্পনা করেছেন তাঁরা যেহেতু বিশ্বাস করতেন যে, যে-ভাবসম্পদ মনুষ্যসমাজের হিতকর তা সত্যই বিস্ময়কর বস্তু এবং সর্বতোভাবে দেবতার কৃপায় লব্ধ। অথবা তাঁরা মনে করতেন যে জনসাধারণের দৃষ্টি যদি আইনের স্রষ্টারূপিণী ঐশী শক্তির মহিমার প্রতি চালিত হয় তবেই তারা সেই আইনের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে।

পূর্বে বলা হয়েছে, জাতির ইতিহাসের সঙ্গে ইহুদিদের আইন-কানুনের বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল, এবং সেই পরিবর্তনগুলি বাইবেল রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা দিয়েছে। রাজা জোসিয়া আচারভ্রষ্ট ও বিপথগামী ইহুদিদের নৈতিক উন্নতির জন্য নূতন আইন প্রবর্তন করেছিলেন। যে-উপায়ে এইসব বিধানগুলি জনসাধারণের গ্রহণীয় করা হয়েছিল তাও অভিনব। নবীদের তখন যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পুরোহিতরা কৃতসংকল্প হলেন। আবেগ-ভরা অনুভূতি দিয়ে প্রফেটদের মত তাঁরাও নীতিধর্মের বিধান রচনা করেছিলেন, সমসাময়িক সমাজের কদাচার দূরীকরণের জন্য। হিলকিয়া নামে জনৈক পুরোহিত রাজা জোসিয়ার কাছে প্রচার করলেন যে মন্দিরের কোনো গুপ্ত স্থানে রক্ষিত একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেছেন তিনি, আর সেই গ্রন্থে আছে জাতির গুরু মোজেসের স্বহস্তে লিখিত ঈশ্বরের আদেশবাণী (Code of Moses)। এই গ্রন্থের আইনবিধি সনাতন ও অপরিবর্তনীয়, সকল তর্কবিতর্কের শেষ উত্তর এই শাস্ত্রগ্রন্থ। রাজা জননেতাদের মন্দিরে সমবেত করে আদেশ দিলেন, তাঁরা যেন সেই গ্রন্থের বিধানমত জীবন যাপন করেন। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে এই

গ্রন্থটির উল্লেখ মাত্র ছাড়া বাইবেলে আর কোন বিবরণ নেই। সম্ভবত এই আইন-কানুনগুলি 'একসোডাস' বা 'ডিউটারোনমি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই দুইটি গ্রন্থে মোজেস-বিধির যে 'দশ অনুশাসন'-এর কথা রয়েছে তার একটি ফর্দ দেওয়া হল এখানে, এবং সেই প্রসঙ্গে ইহুদিদের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের যে-চিত্রটি ফুটে উঠেছে আইন-কানুনের মধ্যে, তারও কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হল :

(১) "অন্য কোন দেবতাকে রাখবে না আমার সামনে।" অর্থাৎ জাভে ভিন্ন অন্য কোন দেবতার পূজা করবে না। আদেশটির অর্থ এ নয় যে ঈশ্বর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—এক ও অদ্বিতীয়—সুতরাং একমাত্র তিনিই মানবজাতির উপাস্য। সে-যুগে প্রত্যেক জাতির এমন কি নগরগুলিরও নিজ নিজ দেবতা ছিল। তাঁরা 'জাতীয় দেবতা'—অদৃশ্য নৃপতিবিশেষ—জাতিকে বা নগরকে রক্ষা করতেন। তেমনি জাভে ছিলেন ইহুদি জাতির প্রভু, সর্ব-মানবের ঈশ্বরের মঞ্চে তখনো আরোহণ করেন নি। কিন্তু যে তীব্র জাতীয়তাবাদ ইহুদিদের ধর্মের ইতিহাসে ও রাজনীতিক্ষেত্রে পূর্বাপর প্রতিফলিত, তার গোড়াকার ভিত্তিপত্তন দেখা যায় এই প্রথম আদেশবাণীর মধ্যেই। জাভে ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা আরাধনা ছিল ইহুদিদের পক্ষে নিষিদ্ধ, এই নিয়মের অন্যথা হলে অপরাধীকে লোষ্ট্রাঘাতে বধ করবার ব্যবস্থা ছিল। (Deut. 17)

(২) "খেচর ভূচর জলচর কোন প্রাণীর ক্ষোদিত মূর্তি নির্মাণ বা অনুরূপ প্রতিকৃতি প্রস্তুত করবে না।" এই নিষেধটির কারণ নির্ণয় কঠিন নয়। মিশর, ক্যানান, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশের মন্দিরে আদিকাল থেকে পশু-পক্ষীরূপী দেবতাদের মূর্তি-পূজার বিধি প্রচলিত ছিল। কিন্তু যাযাবর জাতির মন্দির নেই, মূর্তিও নেই, তাদের পক্ষে নিরাকার প্রকৃতি-দেবতার উপাসনা ও পূজাই স্বাভাবিক। ইহুদি জাতির প্রভু জাভে 'ঝঞ্ঝার দেবতা' (god of the storm)। অরূপ তিনি, কোন প্রতিমা নেই তাঁর। মূর্তি অন্য দেবতার প্রতীক, তাঁর কোন প্রতীক নেই—তাই অন্য দেবতার মূর্তি-পূজা করলে ইহুদি-দের ঈশ্বর ঈর্ষান্বিত ও ক্রুদ্ধ হন ("Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I the lord thy God am a jealous God.")। মূর্তিগঠন মূর্তিপূজারই প্রথম ধাপ, সুতরাং নিষিদ্ধ। এই নিছক শুচিবায়ুগ্রস্ত মনোভাবের ফলে কতিপয় কুপ্রথা ও কুসংস্কার বদ্ধ

হয়েছিল বটে, কিন্তু তার জন্য অপরিমিত মূল্য দিতে হয়েছিল জাতিকে। শিল্পসৃষ্টি, এমন কি বিজ্ঞানচর্চারও পথ রোধ করেছিল ইহুদিদের গোঁড়া ধর্মান্ধতা। পাছে নক্ষত্রের পূজা আরম্ভ হয়, কিংবা জ্যোতিষীর দল অদৃষ্ট গণনা করে মানুষকে প্রতারিত করে, সেজন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চায় তেমন উৎসাহ দান করা হয় নি। ভাস্কর্য নেই, চিত্রকলাও নেই—স্থাপত্য ও সংগীতই শুধু কলা-বিদ্যাকে জীইয়ে রেখেছিল।

(৩) "ঈশ্বরের নাম বৃথা গ্রহণ ক'র না।"

(৪) "ছয় দিন পরিশ্রম করবে, সপ্তম দিন হবে ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত বিশ্রাম-দিবস" (the sabbath of the Lord)। সপ্তাহে একদিন পূর্ণ বিশ্রাম, ইহুদিদের এই নিয়মটি বর্তমান কালে পৃথিবীর সর্বত্র একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে।

(৫) "পিতা-মাতাকে সম্মান করবে।" পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার ইহুদি সমাজের মেরুদণ্ড। পরিবার মধ্যে পিতাই ছিলেন সর্বময় কর্তা। ইহুদি আইনমত পিতামাতাকে আঘাত করা ছিল একটি অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মাতাকেও পরিবারের কর্ত্রীরূপে একটি বিশিষ্ট স্থান দান করে নারীজাতিকেই সম্মানিত করা হয়েছে। স্যারা, র‍্যাচেল, মিরিয়াম প্রভৃতি মহীয়সী নারীদের কাহিনী রয়েছে বাইবেল-গ্রন্থে। জাতির জন-সংখ্যা ছিল অল্প, সংখ্যাবৃদ্ধি করে জাতিকে শক্তিশালী করে তোলাই ছিল হিব্রু প্রফেট ও নেতাদের মহাব্রত। তাই মাতৃত্বকে শ্রদ্ধা করা হত, আর মাতৃজাতিকে 'শতপুত্রী ভব' 'সহস্রপুত্রী ভব' বলে আশীর্বাদ করা হত। বিবাহ ছিল একটি বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান, চিরকৌমার্য পাপ বলে গণ্য হত, ভ্রূণহত্যা ছিল শিশুহত্যারই মত। বন্ধ্যা র‍্যাচেল দুঃখ করেই বলেছিলেন, "আমায় সন্তান দান কর, নৈলে আমি জীবনপাত করব" (Genesis 30)। ইহুদি-সমাজে একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য ও সন্তানপালনই ছিল স্ত্রী-ধর্ম। কিন্তু স্ত্রী-জাতির কর্তব্য প্রধানত সংসারধর্ম হলেও, পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই নারীকে আবদ্ধ করে রাখা হয় নি। ডিবোরা ছিলেন পূজারিনী ও সমাজনেত্রী বা 'জজ', এবং প্রফেটেস্ হুলদিয়া বৈদিক যুগের ভারতের মহীয়সী নারী গার্গীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজা জোসিয়া যখন তাঁর ধর্মবিধির সংস্কার করেন, তখন তিনি প্রফেটেস্ হুলদিয়ার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

গ্রীকদের চেয়ে ইহুদি-সমাজে উচ্চতর মঞ্চে নারীদের আসন তা এই থেকে বোঝা যায়।

(৬) "হত্যা করবে না তুমি।" দিব্য অহিংসার অনুশাসন—কিন্তু এমন মহান্ আদর্শ সত্ত্বেও রক্তের নদী যেমন করে বইয়েছে ইহুদি জাতি, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। জাতি আদৌ শান্তিপ্রিয় ছিল না, প্রফেটরাও শান্তির বাণী প্রচার করেন নি। ইসরায়েলের ১৯জন নৃপতির মধ্যে ৮জনকেই হত্যা করা হয়েছিল। নির্মম ধ্বংস ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ হিসাবে চলেছিল অপরিমিত বংশবৃদ্ধি। আচরণ দ্বারা ইহুদিরা অহিংসা-নীতিকে প্রতি পদেই দলিত করেছে।

(৭) "তুমি কখনো ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হবে না।" পরিবার সামাজিক জীবনের প্রাণ-স্বরূপ। পারিবারিক জীবন সংযত, সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত না হলে সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। পরিবারের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা হয় বিবাহরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা। সংসারধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন শুচিতার প্রয়োজন, আর সে-জন্যই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বর্জন করবার এই অনুশাসন। কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও গণিকাবৃত্তির প্রসার সংকুচিত হয় নি, এবং এই জঘন্য বৃত্তি সলোমনের মত বিজ্ঞ রাজার পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছে। পরিশ্রম বা অর্থ দ্বারা বিবাহের পাত্রীকে ক্রয় করবার দৃষ্টান্ত আছে। সাত বছর পাত্রীর গৃহে পরিশ্রমের কাজ করে জ্যাকব লাভ করেছিলেন র‍্যাচেলকে পত্নীরূপে, বোয়াজ ক্রয় করেছিলেন রুথকে। আর নবী হোসিয়াকে স্ত্রী-রত্ন লাভ করতে ৫০ সেকেল ব্যয় করতে হয়েছিল, সেজন্য তাঁর অনুতাপের সীমা ছিল না। বস্তুত নির্বাসনকালের পূর্ব পর্যন্ত বিবাহ একটি সাংসারিক (secular) ব্যাপার মাত্র ছিল, পরে তা হয়ে উঠেছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান (sacrament)। কন্যাহরণ করে বিবাহ (marriage by capture), এই অতিপ্রাচীন লুপ্ত প্রথার আভাস পাওয়া যায় বাইবেল-গ্রন্থে। সেখানে স্ত্রী-লাভেচ্ছু বেনজামিন-সন্তানদের এই আদেশ দেওয়া হয়েছে :

> "দ্রাক্ষাকুঞ্জে গোপনে অপেক্ষা কর। দেখ চেয়ে শিলো প্রদেশের কন্যারা সেখানে নৃত্য করতে এসেছে কিনা। তখন তোমরা আসবে কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে, প্রত্যেকে বিবাহার্থ একটি কন্যা হরণ করে স্বদেশে প্রস্থান করবে।" (Judges 21)

যুদ্ধকালে কন্যা-হরণ করবার নির্দেশ দিতে কোনরূপ কুণ্ঠা দেখা যায় না :

"বন্দীদের মধ্যে যদি সুন্দরী রমণী দেখতে পাও আর তাকে পত্নীরূপে লাভ করতে যদি তোমার কামনা জন্মে, তাহলে তুমি তাকে গৃহে নিয়ে আসবে।"

বস্তুত পত্নী শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ 'বিয়ুলা'—অর্থ, 'অধিকৃতা নারী'। ইহুদিদের ধর্ম ও রাজনীতি যদিও জাতিকে কেন্দ্র করে সমষ্টিগতভাবেই বৃদ্ধিলাভ করেছে, অর্থনীতি কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ছিল ব্যক্তির বিত্তের ওপর। পত্নী স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পদ, তাই বহু পত্নীগ্রহণে স্বামীর কোন বাধা ছিল না, আর স্ত্রীর পক্ষে বহুবিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। স্যারার যখন সন্তান হল না, তিনি তখন স্বামীকে বারবনিতা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিলেন বংশরক্ষার জন্য। লোকসংখ্যা বৃদ্ধিই ছিল জাতির পবিত্র কর্তব্য, তাই এই ব্যাপারে নারীর সহযোগিতা ও সাহায্য বাঞ্ছনীয় ছিল। স্বামীর মৃত্যু হলে স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করতে সে ছিল বাধ্য। স্বামীর পত্নী-ত্যাগের উপায় ছিল খুবই সহজ, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে স্বামীত্যাগ অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এই অবস্থা সত্ত্বেও দাম্পত্য-জীবনে সুখের অভাব ঘটত না। স্বামী ছিল স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, যদিও পিতার নির্দেশমতই বিবাহ হত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিরূপ গভীর প্রেমের সঞ্চার হয়েছে, তার একটি দৃষ্টান্ত ইসাক-রেবেকা কাহিনীতে দেখা যায়।

(৮) "চুরি ক'র না।" ঠিক এমনি একটি কথাই আছে ঈশোপনিষদে : মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং। এইরূপ উক্তি ব্যক্তির বিত্তের সঙ্গে ধর্মের একটি সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। মালিক তার নিজস্ব ধন-ঐশ্বর্য ভোগ করবে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এই অনুশাসনের উপরই সমাজ-নীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। মালিকের স্বত্ব বজায় রাখতে হলে চোরকে শাস্তি দিতে হয়, এবং কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ দণ্ড দান করতে হবে, সে-বিধান বাইবেলে আছে (Exodus 22)। ইহুদিদের অর্থনৈতিক জীবন মূলত ছিল কৃষি-প্রধান—দ্রাক্ষা, জলপাই এবং অন্যান্য ফলও তারা উৎপাদন করত। সলোমনের রাজত্বের পূর্বে জমিজমাই ছিল একমাত্র বিত্ত, পশুপালন ও পশুপ্রজনন অন্যতম প্রধান বৃত্তি। যাযাবর জীবন তখনো পরিত্যক্ত হয় নি। অনেকে তাঁবুতে বসবাস করত, গৃহে বাস করত

অল্পসংখ্যক ব্যক্তি। কালক্রমে কারিগরি শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রভাবে ব্যক্তির ঐশ্বর্য যেমন বৃদ্ধি পেতে লাগল, উদ্বৃত্ত সামগ্রীর রপ্তানির প্রয়োজনও দেখা দিল সেই সঙ্গে এবং সেজন্য সিডন টায়ার প্রভৃতি ফিনিসীয় নগর আর সিরিয়ার দামাস্কাস শহরে ইহুদিদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। বদ্ধাবস্থা পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে মুদ্রার প্রচলন হয় নি, দেনা-পাওনা চলত স্বর্ণের ও রৌপ্যের বিনিময়ে। এই সময়ে মহাজনী কারবার বেশ জেঁকে উঠেছিল। মহাজনরা বণিকদের ঋণ দিত এবং মন্দিরে ভিড় জমাত। ঋণদান ও জাতীয় প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে যে নৈতিক আদর্শ মেলে ধরা হয়েছিল ইহুদিদের সামনে, সেই নীতির আর যে গুণই থাক না কেন, দৈববাণীর পবিত্রতা তার মধ্যে নেই। প্রত্যাদেশগুলি এইরূপ :

"অনেক জাতিকে ঋণদান করবে, কিন্তু ঋণ গ্রহণ করবে না কারু নিকট থেকে।" (Deut. 15, 28)

"অনেক জাতির ওপর রাজত্ব করবে, কিন্তু কোন জাতি তোমাদের ওপর রাজত্ব করবে না।" (Deut. 15)

যুদ্ধ-বন্দীদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হত। মন্দির ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণকার্যে শত সহস্র দাস নিযুক্ত করেছিলেন সলোমন। কিন্তু দাসদের ওপর প্রভুর ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। বিত্ত অর্জন করতে পারত দাসেরা, স্বাধীনতা ক্রয় করতে পারত। ব্যক্তির বিত্তরক্ষার ব্যবস্থা ছিল এমনি কঠোর যে ঋণ শোধ করতে না পারলে দেনাদারকে বা তার পুত্রদের দাসত্ব বরণ করতে হত (Deut. 4)। এই ব্যবস্থার কঠোরতা হ্রাস করবার বিধান যে ছিল না, তা নয়।

"যদি কোন হিব্রু ভৃত্য ক্রয় কর, ছয় বৎসর সে তোমার কাজ করবে। সপ্তম বৎসরে সে বিনা মূল্যে মুক্তি লাভ করবে।"

(Exodus 21 ; Deut. 15)

"তোমরা পরস্পরকে উৎপীড়ন করবে না।" (Leviticus 25)

কিন্তু এ-সব উদার নীতি অনেক ক্ষেত্রেই ছিল কতকগুলি কথার কথা, কেননা কার্যত নীতির মর্যাদা রক্ষা হত কদাচিৎ। সেইজন্যই বোধ করি পরবর্তীকালে প্রত্যেক ৫০ বছর অন্তর রাজ্যের সকল ক্রীতদাস ও খাতকদের মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

"প্রত্যেক পঞ্চাশত্তম বর্ষকে পূত করবে তোমরা সারা দেশ জুড়ে সকল লোকের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তোমাদের আনন্দ-মেলা (jubile) বসবে তখন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের ক্ষেতে, পরিবার-মধ্যে ফেরত পাঠাবে।" (Leviticus 22)

এমনধারা অনেক নৈতিক বিধান রয়েছে বাইবেলে। দরিদ্রের ক্লেশভার লাঘবের জন্য দয়া-দাক্ষিণ্যেরও অভাব নেই :

"তোমাদের মধ্যে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি থাকে, ভ্রাতৃবৃন্দের একজন ···নির্মম হয়ো না তোমার দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি···তার সাহায্যার্থ যা কিছু প্রয়োজন মুক্ত হস্তে তাই দেবে।" (Deut. 15)

"যদি তোমার ভ্রাতা দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তবে তার সাহায্য করবে। তার কাছ থেকে কুশীদ গ্রহণ করবে না।" (Leviticus 25)

বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, দয়া দাক্ষিণ্যের বিধান সর্বমানবের প্রতি তেমন নয়, যেমন ইহুদি জাতীয় ভ্রাতৃমণ্ডলীর প্রতি।

(৯) "তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।" সাক্ষ্যদান-কালে সত্যভ্রষ্ট না হবার এই বিধানটি ইহুদি আইনের স্তম্ভ-স্বরূপ। মহা-প্রবরদের কালে প্রথা ছিল এই যে, যার কাছে শপথ করা হত তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করত শপথকারী ("Put thy hand under my thigh"—Genesis 24)। এখন ঈশ্বরের নামে শপথ করার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। বিচারকার্য সম্পূর্ণরূপে একটি ধর্মীয় ব্যাপার ছিল। মন্দির ছিল ধর্মাধিকরণ, বিচারপ্রার্থীকে সেখানে আসতে হত। পুরোহিত বা 'লেভাইটরা' ছিলেন বিচারক। রায়ের আদেশ পালন করতে যে-ব্যক্তি অস্বীকার করত তার মৃত্যুদণ্ড হত (Deut. 17)। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষ তাই সাব্যস্ত করবার জন্য হরেকরকমের অদ্ভুত পরীক্ষার বিধান আছে বাইবেলে। সীতার অগ্নিপরীক্ষার মত, কোন নারী ব্যভিচারিণী কি না তাই নির্ণয় করবার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল এইরূপ :

"পুরোহিত একমুষ্টি নৈবেদ্য বেদীমূলে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করবে এবং তাই থেকে পরিস্রুত জল স্ত্রীলোকটিকে পান করাবে।

"এই পানকার্য শেষ হবার পর দেখা যাবে স্ত্রীলোকটি যদি কলুষিতা এবং স্বামীর প্রতি ব্যভিচারিণী সত্যই হয়ে থাকে, তা হলে সেই জল তার

দেহমধ্যে প্রবেশ করে তিক্ত হয়ে উঠবে, এবং তার উদর স্ফীত হবে, জঘন গলিত হবে। সেই নারী তার আত্মীয়বর্গের অভিশাপ-স্বরূপ হয়ে উঠবে।

"আর যদি সেই নারী নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়, তবে সে মুক্ত হবে এবং বীজ ধারণ করবে।" (Numbers 5)

এই ধরনের পরীক্ষার নাম "Trial by Ordeal"—অতি প্রাচীন প্রথা এটি, ব্যাবিলোনীয় নৃপতি হাম্মুরাবির কোডেও এইরূপ বিচারপদ্ধতি দেখা যায়। আইন রক্ষা ও দণ্ডদান যেমন পুরোহিতকুলের কাজ, তেমনি ব্যক্তির প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করবার সুযোগ ও উৎসাহদান সমাজের একটি বিশেষ কর্তব্য বলেই নির্দিষ্ট হয়েছিল। প্রতিহিংসাত্মক বিধানটি এইরূপ: "জীবনের পরিবর্তে জীবন, চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু, দন্তের পরিবর্তে দন্ত, হস্তের পরিবর্তে হস্ত, পদের পরিবর্তে পদ, দাহের পরিবর্তে দাহ, আঘাতের পরিবর্তে আঘাত, চাবুকের পরিবর্তে চাবুক" (Exodus 21 ; Leviticus 24)। ইহুদিদের এই বিধানটির নাম দিয়েছিল রোমানরা, 'নখর আইন' (*Lex Talonis*)। নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন উপরোক্ত বিধানমত হত্যাকারীর প্রাণবধ করতে পারত। খুন, লোকাপহরণ, প্রতিমাপূজা, ব্যভিচার, পিতামাতাকে প্রহার বা গালিগালাজ, ক্রীতদাস চুরি, ও পশুগমন অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল (Exodus 21, 22)। ডাইনীর বাঁচবার অধিকার ছিল না ("Thou shalt not suffer a witch to live"—Exodus 22)। এই নির্মম নীতির অনুসরণ করে মধ্যযুগীয় ইউরোপে কত নিরপরাধ ব্যক্তিকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। প্রথাটি আদিমকালের অজ্ঞানজনিত মূঢ় বিশ্বাসের অবশেষ-চিহ্ন এবং আজকের দিনেও আদিম বা অনগ্রসর সমাজে ডাইনীকে হত্যা করবার সংবাদ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। ইহুদি আইনে দণ্ডের ব্যবস্থা যেমনই থাক, এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে বিচার-কার্য ন্যায়সংগত, পক্ষপাতশূন্য ভাবে সম্পন্ন করবার ওপরই সমধিক জোর দেওয়া হয়েছে জাতির ধর্মশাস্ত্রে, বাইবেল-গ্রন্থে।

(১০) "প্রতিবেশীর গৃহ, পত্নী, ভৃত্য, পরিচারিকা, বৃষ, গর্দভ বা অন্য কোন বস্তু কামনা করবে না তুমি।" স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় পত্নী স্বামীর বিত্ত বলেই পরিগণিত হত। তা ছাড়া আর-একটি লক্ষ্য করবার বিষয়

এই যে, শুধু প্রতিবেশীর বিত্তের কথাই বলা হয়েছে এই আদেশে, সুতরাং বিজাতীয়দের বিত্ত এই আইনের আওতায় পড়ে কিনা সন্দেহ। কিন্তু জাভে পরদেশীকেও বিস্মৃত হন নি। "পরদেশীকে বিরক্ত বা তার ওপর কোনরূপ অত্যাচার করবে না, যেহেতু তুমিও মিশরে পরদেশী ছিলে" (Exodus 22)। শুধু পরদেশী নয়, শত্রুর প্রতিও উদারতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। "যদি দেখ তোমার শত্রুর বৃষ বা গর্দভ পথভ্রষ্ট হয়ে ইতস্তত বিচরণ করছে, তবে তুমি সেই জন্তুটিকে ফিরিয়ে এনে তাকে দেবে" (Exodus 23)।

জনসমক্ষে 'মোজেস-বিধি' পাঠ করা হয়েছিল রাজা জোসিয়ার আদেশে, সে-কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই বিধি অনুসারেই পরবর্তী কালের ইহুদিদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। বিশ্বের প্রতিষ্ঠান-সমূহের ইতিহাসে মোজেস-বিধির মূল্য অসাধারণ, পণ্ডিতেরা এই রূপই মনে করেন। কারণ, ব্যক্তির জীবনের কার্য-অকার্য এমন কিছুই নেই যে-সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করা হয় নি ধর্মের নাম করে। এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে দিয়েছে ব্যক্তির সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে এই সব আইন-কানুন ও প্রায়শ্চিত্তবিধি যে তার কাছে হিন্দুদের স্মৃতিশাস্ত্রকেও মাথা নত করতে হয়। খাদ্যাখাদ্য, ব্যাধির চিকিৎসা, স্ত্রীলোকের ঋতু বা প্রসবকালে স্বাস্থ্যপালন, স্বাস্থ্যরক্ষার্থ পরিচ্ছন্নতা, যৌন সম্বন্ধ—সকল বিষয়েই ঈশ্বরের আদেশরূপে বাঁধাধরা আইন, যার তিল-মাত্র নড়চড় হবার জো নেই। খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে নানান বিধিনিষেধের মধ্যে শূকরমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেহেতু শূকর অপবিত্র (Deut. 14)। সম্ভবত এই নিষেধের মূলে কোনরূপ স্বাস্থ্যরক্ষার চিন্তা নেই—প্রত্নতাত্ত্বিক রেনানের মতে, শূকর ছিল জাতির 'টোটেম' (totem), অর্থাৎ পূর্বপুরুষ কিংবা পূর্ব-পুরুষের পূজার্হ জীব, এবং সেইজন্যই শূকরমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। লেভিটিকাস-গ্রন্থে নানা পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধি রয়েছে, তা ছাড়াও আছে কুষ্ঠ বা মারীব্যাধির নিরাকরণার্থ রোগীকে পৃথক রাখা, গৃহের ধূমায়ন এমন কি দাহের ব্যবস্থা। প্রসূতি-কল্যাণ ও সাত থেকে চৌদ্দ দিন পর্যন্ত প্রসূতির আঁতুড় ঘরে অবস্থানের ব্যবস্থা অনেকটা আমাদের দেশে প্রচলিত প্রথারই অনুরূপ। প্রকৃতপক্ষে, স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যাধির চিকিৎসা যা আমরা

ভিষকের বিশেষ কর্ম বলেই মনে করে থাকি, ইহুদিদের 'পূজারী-বিধান' অনুসারে সেই সব কর্মের ভার ছিল পুরোহিতকুলের ওপর, এবং তারা তাদের কর্তব্য সম্পন্ন করত বলিদান অর্ঘ্য নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়ে। এ-ব্যবস্থা আদিম কালের, যখন পুরোহিত ছিল চিকিৎসক এবং চিকিৎসক ছিল পুরোহিত। কালক্রমে চিকিৎসক কিরূপে পুরোহিত থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল, তারপর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে পুরোহিতকুলের মন্ত্র-তন্ত্র উপচার প্রভৃতির শত্রুরূপেই চিকিৎসকের ভূমিকা, সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে এই তথ্যের শিক্ষণীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রাচীন হিব্রুদের ধর্মশাস্ত্রে ব্যাধির প্রতিষেধক ব্যবস্থা (prophylaxis) যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু অস্ত্রোপচার দেখা যায় শুধু সুন্নতের (circumcision) ব্যাপারে। পুত্র-সন্তানের জন্মের অষ্টম দিনে পুরুষাঙ্গের চর্মের পুরোভাগ অপসারিত করে সুন্নতের বিধান আছে (Levi. 12)। সম্ভবত সুদূর অতীতে এই প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদানের বিকল্পরূপে—প্রাচীন মিশরীদের মধ্যেও এই প্রথার চলন ছিল। ক্রমে এই প্রথা সেমেটিক জাতির সংহতি ও জাতীয় আদর্শের প্রতি অনুরক্তির চিহ্নস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া সুন্নত ব্যবস্থার আর-একটি কারণ, যৌন পরিচ্ছন্নতা।

হাম্মুরাবির আইন ও 'মোজেস-বিধি'

মোজেস-আইন লিপিবদ্ধ হবার প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবি তাঁর আইনবিধি প্রণয়ন করেছিলেন। ইহুদিদের দণ্ডবিধি সেই আইনকেই অনুসরণ করেছে মাত্র। কিন্তু অনেক স্থলেই কোন উন্নতি ঘটে নি, বরঞ্চ বিধানগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল আদিম মনোভাব ফুটে উঠেছে। সূর্যদেবতা সামাসের নামে প্রবর্তিত হলেও হাম্মুরাবির আইন ছিল সর্বতোভাবে পার্থিব (secular) বিধান, যেমন আধুনিক সভ্যজগতের আইন-কানুন। বিধিগুলির মধ্যে কোথাও দেবতার আদেশবাণীর অবতারণা করা হয় নি। পক্ষান্তরে ইহুদিদের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে একটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। অর্থাৎ তাদের আইন সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় (theocratic)। জাভে রচনা করেছেন এই আইন ইহুদি জাতির সংহতি প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ব রক্ষার জন্য, তাই আমরা এই আইনকে কোন সার্বজনীন মঞ্চের ওপর

প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই না। "তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে নিজের মতই" ("Thou shalt love thy neighbour as thyself"—Leviticus 19)—এই বাণীটির মধ্যে প্রেমের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু সেই প্রেমও সর্বমানবের প্রতি নয়, শুধু প্রতিবেশীর প্রতি। সম্ভবত নিজের ও জাতির সুবিধার জন্যই এই বিধান। তা ছাড়া, প্রেমের এই মহৎ আদর্শটি 'দশ অনুশাসনে'র মধ্যে স্থান পায় নি, গ্রন্থের একটি অবজ্ঞাত স্থানে অনাদরে গা ঢাকা দিয়ে আছে। তাই থেকেই মোজেস-আইনের নৈতিক মূল্য অনেকখানি নিরূপণ করা চলে। কিন্তু নানারূপ সংকীর্ণতা সত্ত্বেও এই বিধানগুলির মধ্যে যথার্থ মানব-ধর্মের বিবিধ গুণাবলী পরিস্ফুট হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বস্তুত স্ত্রীজাতি, বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন সন্তান, ক্রীতদাস, এমন কি পারিবারিক শান্তি সম্বন্ধে যে-সব নিয়মপালনের বিধান রয়েছে আইনগ্রন্থে, অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলিকে ঠিক 'আইন' নাম দেওয়া চলে না। সেই বিধানগুলি নীতিবাক্যের সমষ্টি মাত্র, যা অবশ্যপালনীয় বলে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও আইন-কানুনের মত পালন করতে বাধ্য করা যায় না। দেখা যায়, দয়া দাক্ষিণ্য, বিনয়, ন্যায়নিষ্ঠা ও বিবেকবুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত নীতিধর্মের সঙ্গে আইন-কানুনের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাসমূহের পার্থক্য তখনো তেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। এই প্রসঙ্গে জার্মান পণ্ডিত রিয়াস (Reuss) বলেছেন, "We see plainly that this work (i. e the Mosaic Code) is less correctly defined by the name under which it has become known to us than if it were called a manual for the people, a catechism of religion and morality from the school of the prophets." মর্মার্থ : 'মোজাইক কোড'কে আইন-কানুন না বলে প্রফেটগণ কর্তৃক প্রবর্তিত নীতিশাস্ত্র বলাই সংগত। সে যা-ই হোক, ইহুদিজাতিকে ঐক্যবন্ধনে বেঁধে দিয়েছিল এই আদিম ধর্মান্ধ বিধানগুলি, সমাজমধ্যে ব্যক্তির সদাচারের ব্যবস্থা দিয়ে বহু ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছে এই দুর্ভাগ্য জাতির, দু-হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানান স্থানে ছড়িয়ে পড়ে কত নির্যাতনই না ভোগ করেছে তারা। তারা যে জাতি হিসাবে বিলুপ্ত হয় নি, হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্নও বর্জন করে নি, তার কারণ তাদের এই উগ্র জাতীয়তাবাদী আইন ও নীতিধর্ম। দীর্ঘ-

কাল পদানত থেকেও তাদের মস্তক ছিল গর্বভরে উন্নত, সংহতি তারা কখনো হারায় নি। তাই আজ আমাদের জীবনকালেই দেখতে পেলাম আমরা, বিশ্বময় ছড়ানো ইহুদির দল নানান দিগ্‌দেশ থেকে প্যালেস্টাইনে সমবেত হয়ে নূতন জাতির নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

॥ সাত ॥

কাহিনী—গীতবিতান—নীতিসন্দর্ভ

রূপকথার মত সরস ও বিচিত্র কাহিনীর অফুরন্ত ভাণ্ডার 'প্রাচীন বিধান' বাইবেল-গ্রন্থ। উপাখ্যানগুলি বিভিন্ন কালের সমাজ-স্মৃতি বহন করে—কোনটি রুচিবিবর্জিত রুক্ষ রূঢ় আদিম সমাজ, বংশবৃদ্ধি যার একমাত্র লক্ষ্য, আর কোনটি বা অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ। এখানে বলা আবশ্যক, প্যাট্রিয়ার্ক বা মহাপ্রবরদের আমলের কাহিনীগুলির মূল নিহিত রয়েছে ক্যানানের স্থানীয় আচারপদ্ধতি ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে, কিন্তু কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা যথার্থই ইসরায়েলের প্রাক্-ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না, অথবা তাঁদের জীবন-চরিত প্রকৃত ঘটনার বিবরণ কি না, সে-বিষয়ে শুধু কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কাহিনীগুলির মধ্যে স্থানীয় দেবদেবীর লীলার বর্ণনা কিংবা প্রকৃতিবিষয়ক 'মিথ' বা পুরাণ-কাহিনী (nature-mythology) প্রচ্ছন্ন থাকাও বিচিত্র নয়। আসলে হয়তো ইতিহাস ও মিথ-এর যোগাযোগেই উপাখ্যানগুলির সৃষ্টি।

লট উপাখ্যান

'জেনেসিস' গ্রন্থে মহাপ্রবীণদের নিয়ে অনেক আখ্যায়িকা আছে, তার মধ্যে এমন বিবরণও পাওয়া যায় যা আধুনিক লোক-সমাজে নীতিবিরুদ্ধ ও রুচি-বিগর্হিত। লট ও তার কন্যাদ্বয়ের উপাখ্যানে তেমনি একটি বর্ণনা আছে। কাহিনীটি এইরূপ: দুই জন স্বর্গদূত নাগরিকগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল বলে প্রভু-ঈশ্বর সোডোম ও গমোরা নামক নগরদ্বয়কে ধ্বংস করে-ছিলেন অজস্র ধারায় অগ্নিস্রাব ও শিলাবর্ষণ দ্বারা (fire and brimstone)। ঈশ্বরের কৃপায় লট, তাঁর পত্নী ও কন্যাদ্বয় রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রতি আদেশ হ'ল, কেউ যেন পিছন ফিরে জ্বলন্ত নগরকে নিরীক্ষণ না করেন। কৌতূহলবশত লট-পত্নী পিছন পানে ফিরে চাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটি লবণ-স্তম্ভে (pillar of salt) পরিণত হয়ে গেলেন।

"তখন লট তাঁর কন্যা দুটিকে নিয়ে জোয়ার প্রদেশের বাইরে গিয়ে

পাহাড়ে বাস করতে লাগলেন। জোয়ারে বাস করতে ভয় পেয়েছিলেন তিনি। গুহামধ্যে বাস করতে লাগলেন তিনি ও তাঁর কন্যাদ্বয়।

"প্রথমা কন্যা দ্বিতীয়াকে বলল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন। এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই যে আসবে আমাদের কাছে, সারা পৃথিবীতে যেমন রীতি সেইভাবে (after the manner of the earth)।

"এস পিতাকে আমরা মদ্য পান করাই, তারপর তাঁর সঙ্গে শয়ন করব আমরা, যাতে তাঁর বংশ রক্ষা হয়।

"সেই রাত্রে পিতাকে মদ্যপান করাল তারা, তারপর প্রথমা কন্যা পিতার সঙ্গে শয়ন করল। পিতা জানতেও পারলেন না কখন সে শয়ন করেছে আর কখনই বা সে উঠেছে।……

"এমনি করে পিতার ঔরসে লটের কন্যাদ্বয়ের গর্ভের সঞ্চার হয়েছিল।"

(Genesis 19)

ন্যক্কারজনক বিবরণই বলতে হয় এটিকে, কিন্তু কোন কোন আদিম সমাজে প্রাচীনকালের পূর্বপুরুষদের নিষিদ্ধ পর্যায়ে বিবাহের স্মৃতি এখনও মুছে যায় নি। সাইবেরিয়ার আদিবাসী চুকচিদের একটি আখ্যায়িকায় বাইবেলের উপরোক্ত কাহিনীর ছায়া সুস্পষ্টভাবেই বিদ্যমান।* এ-কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঐতিহাসিক কালে মিশরীয় সভ্যতার পূর্ণ গৌরবের যুগেই মহাবীর দ্বিতীয় রামেসিস তাঁর কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন বংশের শক্তিবৃদ্ধি করবার জন্য। সে যা-ই হোক, ইহুদি আইন নিষিদ্ধ পর্যায়ে বিবাহকে দুর্নীতি বলে গ্রহণ করে সেই অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা দিয়েছে।

* উত্তরপূর্ব সাইবেরিয়ার আদিবাসী চুকচি (Chukchee) উপজাতির মধ্যে প্রচলিত কাহিনীটি এই: এককালে ভীষণ মহামারী পৃথিবীকে জনশূন্য করে দিয়েছিল, বেঁচে ছিল একটি কিশোরী ও তার শিশু ভ্রাতা। মেয়েটি ভাইকে লালন-পালন করল, তারপর সে যখন বড় হয়ে উঠল তখন তার কাছে করল বিবাহের প্রস্তাব—নৈলে যে মনুষ্যজাতি একেবারে লোপ পেয়ে যায়। সংস্কার-বশত ভ্রাতা রাজি হ'ল না। দিদি তখন ভাইকে নদীতীরে একটি কুটিরে যেতে বলল, এবং তার সেখানে পৌঁছবার আগেই নিজে গিয়ে ছদ্মবেশে অবস্থান করতে লাগল। ভাই দিদিকে চিনতে পারল না, তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করল। সেই নারীর গর্ভের সন্তান-সন্ততিরা মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

—*Social Origins and Social Continuities* by Alfred M. Tozzer

রুথ উপাখ্যান

এই কাহিনীতে ইহুদিদের পারিবারিক জীবনের একটি মনোরম চিত্র দেখতে পাই আমরা। এখানেও বংশবৃদ্ধির সেই উদগ্র আগ্রহ। রুথ ছিল নায়োমী নামে এক বিধবার পুত্রবধূ। জুডার বেথলেহেম নগর থেকে নায়োমী তাঁর স্বামী ও দুই পুত্র সহ মোয়াব-প্রদেশে যান দুর্ভিক্ষের তাড়নায়। সেখানে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। পুত্রদ্বয়ের বিবাহের পর তারাও গতাসু হ'ল। দুর্ভাগিনী নোয়ামী তখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে মনস্থির করলেন। পুত্রবধূদ্বয়কে ডেকে বললেন :

> "তোমরা কেন আমার সঙ্গে যাবে? পেটে তো আর কোন ছেলে ধরব না আমি যে তোমাদের স্বামী হবে।" (Ruth 1)

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাকে তার দেবর বিবাহ করত, এই ছিল প্রথা। শাশুড়ী আবার বললেন বধূদের :

> "ফিরে যাও তোমরা নিজের পথে। আমি বৃদ্ধা, স্বামী-লাভ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর সে-আশাও যদি থাকে, গর্ভে যদি সন্তানও ধারণ করি, তা হ'লে তোমরা কি ততদিন অপেক্ষা করবে যতদিন-না তারা বড় হয়ে তোমাদের স্বামী হয়? না, তা হতে পারে না। তোমাদের জন্য মনে বড় কষ্ট হয়। প্রভু আমার প্রতি বিরূপ।"
> (Ruth 1)

পুত্রবধূ অর্পা শ্বশ্রূমাতাকে চুম্বন করে বিদায় নিল। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্রবধূ রুথ তাকে ছাড়ল না কিছুতে। বলল, "আমায় ফিরে যেতে ব'ল না। তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেইখানে যাব···তোমার ঈশ্বর হবেন আমার ঈশ্বর।" বধূর একাগ্র মনোবাঞ্ছা দেখে নায়োমী আর কিছু বললেন না, তাকে সঙ্গে নিয়ে বেথলেহেমে ফিরে এলেন। তিনি তখন রিক্তহস্তা বিত্তহীনা—আহারের সংস্থান হবে কেমন করে? সেখানে ছিল বোয়াজ নামে তাঁর একজন ধনাঢ্য আত্মীয়। শাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে বোয়াজের কৃষিক্ষেত্রে শস্য সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করল রুথ, যাতে সেই ধনী ব্যক্তিটির অনুগ্রহ লাভ করতে পারে সেই জন্য। কর্মরতা সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে বোয়াজ তার পরিচয় গ্রহণ করল। তারপর বলল রুথকে, "শোন আমার মেয়ে, আর কোন ব্যক্তির ক্ষেতে কাজ

ক'র না তুমি। যে-সব মেয়ে আমার কাজ করে, তুমিও তাদের সঙ্গে কাজ করবে।" রুথ মাটিতে শুয়ে প্রণাম করল তাকে, গদ্‌গদ কণ্ঠে বলল, "বিদেশিনীর প্রতি আপনার অসীম কৃপা।" বোয়াজ বলল, "বিলক্ষণ! তোমার শাশুড়ীর কি না করছ তুমি। বাপ মা, আত্মীয়স্বজন দেশ ছেড়ে এসেছ তুমি তার সঙ্গে।" সযত্নে আহার্য তুলে দিল বোয়াজ তার হাতে। সকলকে ডেকে আদেশ দিল, কাজে কোনরূপ ত্রুটির জন্য রুথকে কেউ যেন কোন কথা না শোনায়। প্রসন্ন মনে ঘরে ফিরল রুথ। তার সৌভাগ্যের কথা শুনে প্রভুকে ধন্যবাদ দিলেন নায়োমী। বললেন, "তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলতে হবে। বোয়াজের ক্ষেতের কাজে নিযুক্ত হয়েছ তুমি।" তারপর একদিন—

"বধূকে বললেন তার শ্বশ্রূমাতা নোয়ামী, দেখ—আজ রাত্রে বোয়াজ তার আঙিনায় যব ছাঁটাই করবে।

"স্নান করে অঙ্গরাগ মাখো, বেশভূষা কর, তারপর যাও সেই আঙিনায়। কিন্তু তুমি যে সেখানে গেছ, বোয়াজ যেন তা টের না পায়—যে পর্যন্ত না সে আহার শেষ করে।

"সে যখন শয়ন করবে তুমি দেখে রাখবে কোথায় সে শুয়েছে, এবং তার কাছে গিয়ে পায়ের বস্ত্র সরিয়ে ফেলবে, তারপর শুয়ে পড়বে। তখন সে-ই তোমায় বলবে কি তোমায় করতে হবে।

"রুথ বলল, তুমি যা আদেশ করলে আমি তাই করব।"

সেই দিন মধ্যরাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে পাশ ফিরে বোয়াজ দেখল তার পদতলে একটি নারী শুয়ে আছে। শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি?" সে বলল, "আমি আপনার পরিচারিকা রুথ। আচ্ছাদনবস্ত্র বিছিয়ে দিন আমার ওপর, যেহেতু আমি আপনার আত্মীয়া।" বোয়াজ বলল, "প্রভু তোমায় আশীর্বাদ করুন। ধনী বা দরিদ্র কোন যুবা-পুরুষকে অনুসরণ করো নি তুমি। ভয় ক'র না, আমি তোমার অভাব দূর করব। সকলেই জানে তুমি পুণ্যবতী নারী। আমি তোমার আত্মীয় সত্য, কিন্তু আমার চেয়েও নিকটতর আত্মীয় তোমার একজন আছে। আজ রাত্রি অপেক্ষা কর। কাল সকালে দেখা যাবে সেই আত্মীয়টি তোমার প্রতি তার কর্তব্য পালন করতে রাজী আছে কি না। সে যদি রাজী না হয় তা হ'লে প্রভু

সাক্ষী, তোমার প্রতি আমার যা কর্তব্য সেই মত কাজ করব আমি। সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাক।" রুথ তার পদতলে শুয়ে রইল। পরদিন প্রত্যূষে কেউ শয্যাত্যাগ করবার পূর্বেই রুথ উঠে পড়ল। বোয়াজ তাকে আঁচল ভরে ছয় মাপ যব দিল। সে ফিরে এসে শাশুড়ীকে সব কথা বলল।

"তিনি বললেন, স্থির হয়ে বসে থাকো মা। দেখ ব্যাপারটা গড়ায় কোথায়। আজকের দিনে কাজ শেষ না করা পর্যন্ত লোকটি বিশ্রাম করবে না।" (Ruth 4)

ব্যাপার হয়েছিল ঠিক তাই। যে-আত্মীয়টির কথা বোয়াজ বলেছিল, দশ জনের সামনে তাকে ডেকে এনে প্রস্তাব করল সে এইরূপ : নায়োমীর জমিজমা কিনে নিয়ে সেই জমির সঙ্গে মৃত ভূস্বামীর নামের স্মৃতি জড়িত রাখবার জন্যে (to raise up the name of the dead upon his inheritance) রুথকে বিবাহ করবার অধিকার সর্বাগ্রে সেই আত্মীয় ব্যক্তিরই, আর সে যদি তার অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না চায়, তবে সেই অধিকার বর্তাবে বোয়াজের ওপর। সেই আত্মীয়টি তখন এক পাটি জুতো খুলে দান করল বোয়াজকে—তার অর্থ এই যে, জুতো দানের দাতা তার সমস্ত অধিকার গ্রহীতাকে অর্পণ করল। তখন বোয়াজ রুথের পাণিগ্রহণ করল। যথাকালে তাদের একটি পুত্রসন্তান হ'ল। নায়োমীর আর দুঃখ রইল না। পরম আনন্দে সে তাকে মানুষ করেছিল।

ইসাক-রেবেকা উপাখ্যান

ইসাক ছিলেন মহাপ্রবর আব্রাহামের পুত্র। আব্রাহাম তাঁর পুরনো বিশ্বাসী ভৃত্যকে ডেকে বললেন—

"ঈশ্বরের নামে শপথ কর, পুত্র ইসাককে কোন ক্যানানাইট মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেবে না···

"যে দেশ থেকে আমি এসেছি সেই দেশে আমার আত্মীয়দের কাছে যাও তুমি। ইসাকের জন্য একটি বধূ নিয়ে এস সেখান থেকে।

"ভৃত্য বলল, আর যদি কোন মেয়ে আমার সঙ্গে এখানে আসতে না চায়, তা হ'লে কি আমি তোমার পুত্রকে সেই দেশে নিয়ে যাব যেখান থেকে তুমি এসেছিলে ?

"আব্রাহাম বললেন, না। কোন মেয়ে যদি না আসে তা হ'লে তুমি শপথ থেকে মুক্ত হবে।" (Genesis 24)

ভৃত্য তখন দশটি উট ও নানান দ্রব্যসম্ভার নিয়ে মেসোপটেমিয়ার একটি নগরে উপস্থিত হ'ল। নগরের বহির্ভাগে একটি কূপ ছিল। সন্ধ্যাকালে পুরনারীরা এসে জল তুলত সেই কুয়ো থেকে। সেখানে উপবেশন করে একান্তভাবে প্রার্থনা করল সে তার মনিব আব্রাহামের প্রভু-ঈশ্বরের কাছে, একটি মেয়ে যেন সেই কূপের ধারে আসে, কলসী দিয়ে জল তুলে তাকে পান করায়, আর সেই মেয়েটি যেন ইসাকের বিবাহযোগ্যা পাত্রী হয়—তা হ'লেই না বোঝা যাবে, প্রভু-ঈশ্বর তার মনিব আব্রাহামের প্রতি কৃপা করেছেন। এমনিধারা চিন্তা করছে ভৃত্য, সেই সময়ে সেখানে এল একটি পরমাসুন্দরী কন্যা, কাঁধের ওপর কলসী নিয়ে। তার নাম রেবেকা। আব্রাহামের ভ্রাতা নাহোর-এর কুমারী কন্যা সে। কূপে নেমে গিয়ে কলসী ভরে জল নিয়ে উপরে উঠে এল। ভৃত্য এগিয়ে এসে কলসীর জল একটুখানি পান করতে চাইল। পরম আগ্রহভরে তাকে জল পান করিয়ে উষ্ট্রগুলির জন্য জল তুলে আনল মেয়েটি। লোকটি তখন একটি সোনার কর্ণাভরণ আর একজোড়া সোনার চুড়ি তার হাতে দিয়ে বলল, "কার মেয়ে তুমি গা? তোমার পিতৃগৃহে আমাদের থাকবার মত একটুখানি জায়গা হবে কি?" মেয়েটি তখন নিজের পরিচয় দিল। ভৃত্য মাথা নত করে প্রভুর উদ্দেশে নমস্কার করল—এই তো মিলেছে ইসাকের উপযুক্ত পাত্রী, সত্যই প্রভু তার মনিবকে কৃপা করেছেন। বাড়িতে ছিলেন রেবেকার ভ্রাতা লাবান, রেবেকা ছুটে গেল তার কাছে। কানে সোনার দুল, হাতে সোনার চুড়ি, সালংকৃতা ভগ্নীকে দেখে লাবানের বিস্ময়ের অবধি রইল না। তারপর যখন আগন্তুকের সংবাদ শুনলেন, হন্তদন্ত হয়ে তার কাছে গেলেন লাবান, সাদর সম্ভাষণ করে অনুচরগণ ও উষ্ট্র প্রভৃতি সহ তাকে গৃহে নিয়ে এলেন। তারপর তাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে ভোজনের জন্য আহ্বান করলেন। লোকটি বলল, "আমার দৌত্যকর্মের কথা বলবার পূর্বে আমি আহার করব না।" লাবান বললেন, "আচ্ছা, তবে বলুন।" ভৃত্য বলল, মনিব আব্রাহাম তাকে পাঠিয়েছেন পুত্র ইসাকের জন্য একটি পাত্রী নিয়ে আসবার জন্য। শ্রান্ত তৃষার্ত হয়ে কূপের ধারে বসে চিন্তা করছিল সে,

এমন সময় দেখা দিল রেবেকা তার চিন্তার ফলশ্রুতি রূপেই যেন। আব্রাহামের ভ্রাতুষ্পুত্রী রেবেকা, ইসাকের সেই তো উপযুক্ত পাত্রী। ভৃত্য বলল—

"এখন বলুন আপনি আমার প্রভুর প্রতি সদয় সত্যাচার প্রদর্শন করবেন কি না। যদি না করেন, তাও বলুন, যাতে আমি ডান বা বাম দিকে ঘুরতে পারি।

"তখন লাবান ও বেথিউল বলল, এই বুঝি ঈশ্বরের অভিপ্রায়। আমরা ভাল মন্দ কোন কথা বলতে পারি না।

"দেখ, রেবেকা রয়েছে তোমার সামনে, তাকে নিয়ে যাও। তোমার প্রভুপুত্রের পত্নী হোক সে।" (Genesis 24)

ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করে ভৃত্য রেবেকাকে দিল সোনা রূপার গহনা, আর তার মাতা ও ভ্রাতাকে দিল অনেক মূল্যবান উপহার। পরদিন পরিচারিকাবৃন্দসহ রেবেকা চলল আব্রাহামের ভৃত্য ও তার অনুচরবর্গের সঙ্গে। তখন মাতা ও ভ্রাতা আশীর্বাদ করল তাকে : "লক্ষ লক্ষ সন্তানের মাতা হও। শত্রুঘ্ন হয় যেন তোমার বংশধরেরা।" উটের পিঠে চড়ে চলল তারা। দৈবক্রমে ইসাকও চলেছিল দক্ষিণ দেশের সেই পথটি ধরে। চোখ তুলে দেখল সে, সারি সারি উট চলেছে—আর দেখল, একটি পরমা সুন্দরী ললনা! রেবেকাও চাইল ইসাকের পানে, চোখে চোখে মিল হ'ল। ভৃত্যকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করল রেবেকা, তারপর যখন শুনল সে-ই তার বর, ঘোমটাখানি টেনে দিল ব্রীড়া-রক্তিম মুখের 'পরে। ইসাকও জানতে পারল মেয়েটি কে, প্রফুল্ল মনে নিয়ে চলল তাকে মাতা স্যারার তাঁবুতে। রেবেকা হ'ল তার পত্নী।

সহজ সরল স্বাভাবিক বর্ণনা দেখা যায় রচনায় এবং সেইজন্যই কথিকাটি চিত্তাকর্ষক।

জেকব-র‍্যাচেল উপাখ্যান

আব্রাহামের বংশধরেরা কানানের কোন নারীর পাণিগ্রহণ না করে পত্নীর সন্ধান করেছে মেসোপটেমিয়ায়, তার আর-একটি বিবরণ পাওয়া যায় এই কাহিনীটিতে। জেকব রেবেকার পুত্র, পিতা ইসাক তাকে মামার বাড়ি

পাঠালেন, মাতুল লাবানের একটি কন্যাকে বিবাহ করার জন্য। বীরসেবা নগর থেকে বেরিয়ে হারান নামক একটি গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করল সে। পথে একস্থানে রাত্রিকালে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখল জেকব—একটি সিঁড়ি উঠে গেছে পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত। সেই সিঁড়ি বেয়ে ঈশ্বরের দেবদূতেরা উঠছে আর নামছে, সকলের উপরের ধাপে প্রভু-ঈশ্বর দাঁড়িয়ে:

"তিনি বললেন, আমি তোমার পিতামহ আব্রাহামের প্রভু-পিতা, তোমার পিতা ইসাকের ঈশ্বর। তুমি যে ভূমিশয্যায় শুয়ে আছ, সেই ভূমি আমি দেব তোমাকে আর তোমার বংশধরদের।

"তোমার বংশধরেরা হবে সংখ্যায় ধূলিকণার সমান। তোমার আধিপত্য পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়বে, তেমনি উত্তর ও দক্ষিণ দিকে। পৃথিবীর সকল পরিবারবর্গ তোমার এবং তোমার বংশধরদের আশীর্বাদ লাভ করবে।" (Genesis 28)

জেগে উঠে জেকব ভাবল, ঈশ্বরের ভবন নিশ্চয়ই এখানে, আর এইটেই স্বর্গদ্বার। তখন সেই পবিত্র স্থানটিকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্য একখণ্ড প্রস্তরস্তম্ভের মত খাড়াভাবে প্রোথিত করল সে, আর তার শীর্ষদেশে তেল ঢেলে দিল। সে-জায়গার নাম রাখল বে-থেল। প্রতিজ্ঞা করল, ঈশ্বর যদি তার সাথী হয়ে যাত্রাপথে তাকে রক্ষা করেন, আহার পরিচ্ছদ দান করেন, নিরাপদে আবার তাকে পিতৃগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যান, তাহ'লে তার বাপ-পিতামহের প্রভু হবেন তারও ঈশ্বর ("then shall the Lord be my God") আর এই প্রস্তরস্তম্ভটি হবে ঈশ্বরের গৃহ। তারপর জেকব গেল পূর্বদেশে। সেখানে দেখল, পশুপাল নিয়ে রাখালেরা সমবেত হয়েছে একটি ইঁদারার পাশে। একখণ্ড পাথর দিয়ে কূপের মুখটি বন্ধ, সেই পাথরটি সরিয়ে জল তুলে পশুদের পান করানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারল জেকব, তার মামা লাবান সেখানেই থাকেন। রাখালদের সঙ্গে কথোপকথন তখনো চলছিল, এমন সময় সেখানে উপস্থিত হ'ল লাবানের কন্যা র‍্যাচেল মেষপাল নিয়ে। পরিচয় পেয়ে জেকব উঠে গেল সেই মেয়েটির কাছে, এবং কূপের মুখের পাথরটি সরিয়ে দিয়ে জল তুলে তার মাতুলের পশুপালকে জল পান করাল। রেবেকার পুত্র সে, তারই পিসতুতো ভাই, এই পরিচয় দিয়ে সে র‍্যাচেলের মুখচুম্বন করল আর অশ্রুবর্ষণ করল। র‍্যাচেল ছুটে গেল তার পিতার

কাছে। সংবাদ পেয়ে লাবান এসে গৃহে নিয়ে গেলেন জেকবকে—বললেন, “তোমার সঙ্গে আমার যোগ রক্তমাংসের। তুমি থাক এখানে।” সেখানে জেকব একমাস থাকার পর লাবান বললেন তাকে, “তুমি আমার আত্মীয় বলে কি পারিশ্রমিক বিনাই আমার কাজ করবে? তাও কি হয় কখনো? বল, শ্রমের মূল্য কি চাও তুমি।” লাবানের ছিল দুই কন্যা—জ্যেষ্ঠার নাম লি, কনিষ্ঠা র‍্যাচেল। লি’র চোখদুটি স্নিগ্ধ কোমল, কিন্তু র‍্যাচেল ছিল সুন্দরী, আর জেকব ভালবেসেছিল র‍্যাচেলকেই। তাই লাবানকে বলল সে, “সাত বছর পরিশ্রম করব আমি তোমার কন্যা র‍্যাচেলকে লাভ করবার জন্য।” লাবান বললেন, “বেশ তো। অন্য কারু হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে তোমায় দেওয়াই তো ভাল। তুমি থাক।” সাত বছর কাজ করল জেকব, কিন্তু শ্রমকে লঘু করে দিয়েছিল র‍্যাচেলের প্রতি তার ভালবাসা। তাই দীর্ঘকাল কেটে গেল—

সে আজিকে হ’ল কত কাল,
তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল—

এমনিভাবেই। তারপর একদিন জেকব বলল লাবানকে, “আমার কাজের মেয়াদ ফুরিয়েছে। এইবার দাও আমার পত্নী। তাকে নিয়ে ঘরে যাই।” তখন লাবান আত্মীয়স্বজনদের ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন, এবং সেই দিনই সন্ধ্যাকালে জেকবের হাতে সমর্পণ করলেন র‍্যাচেলকে নয়, জ্যেষ্ঠা কন্যা লি’কে। সন্ধ্যার অন্ধকারে অবগুণ্ঠিতা মেয়েটিকে লি বলে চিনতে পারে নি জেকব। পরদিন প্রত্যূষে উঠে যখন দেখল সে, এ-মেয়ে র‍্যাচেল নয়, লি—তখন সে ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল লাবানকে, “কেন খেললে এই চাতুরী আমার সঙ্গে? আমি না র‍্যাচেলকে পাবার জন্য পরিশ্রম করেছিলাম?” জবাবে লাবান বললেন, “বাপু হে, বড় মেয়ের বিয়ে না দিয়ে ছোট মেয়েকে বিয়ে দেব কেমন করে? অমন বিদ্ঘুটে প্রথা এদেশে নেই। তুমি বরঞ্চ আরও সাত বছর কাজ কর, তারপর পাবে র‍্যাচেলকে।” অগত্যা জেকবকে আবার দীর্ঘ সাত বছর কাজ করতে হল র‍্যাচেলকে লাভ করবার জন্য।

বংশবৃদ্ধির অত্যুগ্র আগ্রহ রুথ-কাহিনীতে যেমন, এই আখ্যায়িকাটির শেষভাগেও ঠিক তেমনি দেখা যায়। লি’র সন্তান হয়েছিল, কিন্তু র‍্যাচেলের হয় নি। র‍্যাচেল তখন তার পরিচারিকা বিলহা-কে নিয়োগ করেছিল

স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে, যাতে তার গর্ভে সন্তান জন্মে সেইজন্য। আবার লি'র যখন সন্তানপ্রসব বন্ধ হয়ে গেল তখন সে-ও তার পরিচারিকাকে নিয়োগ করল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্ররূপে। কাহিনীর এই বিবরণগুলি আধুনিক রুচিকে আঘাত করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইহুদি সমাজ-নীতির মূলে ছিল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, যা সেই ক্ষুদ্র খণ্ডজাতির স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখবার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল, এই কথাটি স্মরণ করলে সুরুচি বা কুরুচির বিষয় আর মনে করা চলে না।

খণ্ডজাতির পারিবারিক বন্ধন যেমন দৃঢ়, মর্যাদাবোধও তেমনি তীব্র। তাই মর্যাদা কোনমতে ক্ষুণ্ণ হ'লে প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য ছলনা ও চাতুরীর আশ্রয় নিতে কুণ্ঠা বোধ করে নি ইহুদিরা, তার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে 'জেনেসিস' গ্রন্থে। জেকবের কুমারী কন্যা ডিনা-র সঙ্গে গোপনে সহবাস করেছিল হামর-পুত্র সেকেম। সেকথা জানতে পারল জেকব ও তার পুত্রদ্বয়। এদিকে সেকেম তার পিতাকে জেকবের কাছে পাঠিয়ে দিল, ডিনা-র সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করতে। পিতা হামর ইহুদি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন হিভাইট (Hivite) ভূস্বামী। জেকব ও তার পুত্রদের কাছে প্রস্তাব করলেন তিনি, তারা যদি তাঁর পুত্রের সঙ্গে ডিনা-র বিবাহ দেয় তা হ'লে ইহুদিদের তাঁর এলাকামধ্যে বসবাস করবার স্থান দেবেন, এবং তখন দুই জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। ডিনা-র প্রতি অসংগত আচরণ দ্বারা জেকব-পরিবারের অমর্যাদা করেছে সেকেম, সেকথা জেকবের পুত্রদ্বয় মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নি। কিন্তু চাতুরী করে বিবাহ প্রস্তাবে রাজী হ'ল তারা এই শর্তে যে, হিভাইটদের সব সুন্নত করতে হবে ইহুদিদের মতই ("If ye be as we be, that every male of you be circumcised"—Gen. 34)। হামর সম্মত হলেন, এবং দেশে ফিরে শর্তমত কাজ করলেন। নগরবাসীরা সুন্নতকার্য শেষ করে ইহুদিদের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। পরিশেষে ইহুদিদলের আবির্ভাব হ'ল বটে, কিন্তু বন্ধুরূপে নয়, শত্রুরূপে। প্রত্যেকের হাতে অসি, অতর্কিত আক্রমণে নগরবাসীদের নিহত করল তারা, হামর ও সেকেমকেও বধ করল। ধনসম্পদ, পশুপাল এমন কি স্ত্রীলোকদের

পর্যন্ত নিয়ে গেল আততায়ীরা। খণ্ডজাতীয় প্রতিহিংসার এরূপ মনোবৃত্তি আজও জগতে নানান অনর্থের সৃষ্টি করছে।

স্যামসন-ডেলিলা উপাখ্যান

বাইবেলের একটি শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকা। উপকথায় বিজেতা ফিলিস্টাইনদের শক্তিসামর্থ্য দেব-মন্দির প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে দেখতে পাই, বীর্যবান অপরাজেয় পুরুষকেও নারীর মোহিনী শক্তি কেমন সম্পূর্ণভাবে অসহায় করে তোলে তারই একটি চিত্র। ইসরায়েল-সন্তানদের পাপকর্মের জন্য প্রভু দেশটিকে ফিলিস্টাইনদের হাতে সঁপে দিয়েছেন। তখন মনোয়া নামে জনৈক ব্যক্তির বন্ধ্যা স্ত্রীর প্রতি দৈববাণী হ'ল যে তার গর্ভে জন্মাবে একটি পুত্রসন্তান, যে ইসরায়েল দেশকে ফিলিস্টাইনদের কবল থেকে উদ্ধার করবে। সেই ছেলের চুলে যেন কখনও ক্ষুর লাগানো না হয় ("No razor shall come on his head") যেহেতু গর্ভ থেকেই ছেলেটি ঈশ্বরানুগৃহীত ন্যাজারাইট ("a Nazarite unto God from the womb")। পত্নী বলল স্বামীকে দৈববাণীর কথা। তারপর যথাকালে জন্মগ্রহণ করল সেই পুত্রসন্তান এবং তার নাম রাখা হ'ল স্যামসন। দিন দিন শশিকলার মত বৃদ্ধি পেল সে, শরীরে ধারণ করল অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য। একদিন স্যামসন টিমনাথ নামক স্থানে ফিলিস্টাইনদের একটি মেয়েকে দেখে এসে বলল, "আমি ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করব।" বাপ মা তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল অনেক কথা বলে, কিন্তু সে তা শুনল না। একদিন সেই ফিলিস্টাইন মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে টিমনাথের দ্রাক্ষাকুঞ্জে সিংহের গর্জন শুনতে পেল স্যামসন। "তখন প্রভুর তেজ প্রভূত শক্তি সঞ্চার করল তার দেহের মধ্যে।" বিনা অস্ত্রে সিংহকে সে ছিন্নভিন্ন করল যেন মেষশাবকের মত। তারপর মেয়েটির কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলার পরে প্রফুল্ল মনে ফিরে চলল সে পিতামাতার সকাশে। পথে দেখতে পেল সে, সিংহের মৃতদেহ ঘিরে রয়েছে মৌমাছি, আর দেহ-মধ্যে আছে মধু। অঞ্জলি ভরে মধুপান করল সে, আর সেই মধু এনে দিল পিতামাতাকে পান করতে, কিন্তু কোথায় পেয়েছিল সেই মধু সেকথা তাদের বলে নি। যথারীতি বিবাহের প্রস্তাব করলেন পিতা, শুভকার্যও সম্পন্ন হ'ল।

তখন বিবাহভোজ উপলক্ষে সমবেত ত্রিশ জন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে স্যামসন বলল, "তোমাদের কাছে আমি একটি হেঁয়ালির কথা বলছি। সাত দিনের মধ্যে যদি এই হেঁয়ালির জবাব দিতে পার তা হ'লে আমি তোমাদের ত্রিশখানা কাপড় ও ত্রিশটি পোশাক দেব। আর যদি ঠিকমত উত্তর দিতে না পার তা হ'লে তোমরা দেবে আমায় ঐ জিনিসগুলি।" তারা জিজ্ঞেস করল, "কি তোমার হেঁয়ালি?" স্যামসন বলল, "হেঁয়ালিটি এই: ভক্ষক থেকে ভোজ্য-বস্তু নির্গত হয়েছে, শক্তিমান থেকে বেরিয়েছে মধুরতা" ("Out of the eater came forth meal, out of the strong came forth sweet-ness"—Judges 14)। হেঁয়ালির রহস্য ভেদ করতে পারল না তারা। স্যামসনের পত্নীকে বলল, সে যেন তার স্বামীকে ভুলিয়ে রহস্যটি জেনে নিয়ে তাদের কাছে ফাঁস করে দেয়, নইলে তাকে পুড়িয়ে মারবে তারা, পিতৃগৃহ করবে ভস্মসাৎ। তাদের কি নিমন্ত্রণ করা হয়েছে হেঁয়ালির ছল করে যথা-সর্বস্ব অপহরণ করবার জন্য? স্ত্রী তখন কেঁদে আকুল হয়ে স্যামসনকে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই আমায় ভালবাস না, ঘৃণা কর। আমায় তো হেঁয়ালির কথা কিছু বল নি।" স্যামসন বলল, "আমার বাপমাকেই বলি নি। তোমায় বলি কেমন করে?" রোরুদ্যমানা পত্নী সাতদিন ধরে অশ্রুবর্ষণ করে নৈশ উপাধান সিক্ত করেছিল। অগত্যা স্যামসন বলল তাকে হেঁয়ালির জবাব, আর স্ত্রীও সেই কথা বিবাহভোজে আমন্ত্রিত আত্মীয়দের জানিয়ে দিল। তখন তারা দিল হেঁয়ালির জবাব—সিংহের মৃতদেহ থেকে মধুর উৎপত্তির কথা। মধুর চেয়ে মিষ্ট বস্তু আর কি আছে, সিংহের চেয়ে শক্তিশালীই বা কে? স্যামসন দেখল রহস্যের পর্দা ফাঁক হয়ে গেছে। তখন সে আসকেলন শহরে গিয়ে ত্রিশ জন ব্যক্তিকে হত্যা করে ত্রিশটি পোশাক সংগ্রহ করল, এবং সেই পরিচ্ছদগুলি নিয়ে এসে স্ত্রীর আত্মীয়দের সমর্পণ করল। এমনি করে সে প্রতিজ্ঞা পালন করেছিল। তারপর ক্রুদ্ধ হয়েই স্যামসন পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করল, এবং সেই সুযোগে তার স্ত্রীকে আর-এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করল তার শ্বশুর। কিছুদিন পর শস্য কাটবার সময় স্যামসন এল তার শ্বশুরবাড়ি, পত্নীর কাছে যেতে চাইল, কিন্তু শ্বশুর তাকে কোন মতেই দিল না তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এবার সত্যই স্যামসনের জাতক্রোধ জন্মাল ফিলিস্টাইনদের ওপর। এখন তো আর এই জাতির অনিষ্ট

সাধন করে প্রতিশোধ নিতে কোন বাধা নেই। সে তখন তিন শত শৃগাল ধরল, এবং একটির ল্যাজের সঙ্গে আর-একটির ল্যাজ বেঁধে লোমে আগুন ধরিয়ে ছেড়ে দিল ফিলিস্টাইনদের শস্যক্ষেত্রে। শস্য, দ্রাক্ষাকুঞ্জ ও অলিভ গাছগুলি সবই পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। ফিলিস্টাইনরা যখন জানতে পারল এসব ধ্বংস-কার্য স্যামসন করেছে তার বিবাহিতা পত্নীকে অন্য এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করা হয়েছে বলে, তখন তারা স্যামসনের স্ত্রীসমেত শ্বশুরকুলকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করল। স্যামসন বলল, "তোমরা যে অপকর্ম করেছ তার প্রতিশোধ নেব।" এই বলে ফিলিস্টাইনদের সে এলোপাতাড়িভাবে আঘাত করে একটা বড় রকমের হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করল, তারপর সেখান থেকে জুডার পাহাড় অঞ্চলে চলে গেল। ফিলিস্টাইনেরা এল সেখানে তাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। তখন জুডার তিন হাজার অধিবাসী ইটম পাহাড়ে এসে স্যামসনকে বলল, "এ তুমি কি করেছ? তুমি কি জান না ফিলিস্টাইনরা আমাদের শাসক?" স্যামসন বলল, "যেমন ব্যবহার তারা আমার প্রতি করেছে, আমিও তেমনি ব্যবহার করেছি তাদের প্রতি।" স্বজাতীয়রা তাকে বদ্ধাবস্থায় ফিলিস্টাইনদের হাতে সমর্পণ করতে চাইল —নৈলে যে তাদের রক্ষা নেই। স্যামসন আপত্তি করল না। ফিলিস্টাইনরা চলল তাকে বদ্ধ দশায় সঙ্গে নিয়ে। পথে "প্রভুর তেজ প্রভূত শক্তি-সঞ্চার করল তার দেহমধ্যে"। বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে সে নিজেকে মুক্ত করল, তারপর পথিপার্শ্ব থেকে গর্দভের চোয়ালের একটি অস্থিখণ্ড (jaw-bone of an ass) কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে এক হাজার ফিলিস্টাইনকে বধ করল। এমনি করেই ইসরায়েল-সন্তানদের উদ্ধার করেছিল স্যামসন ফিলিস্টাইন-শাসন থেকে। ইহুদিদের সমাজপতি বা 'জজ' নির্বাচিত হয়েছিল স্যামসন, বিশ বছর সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিল।

স্যামসনের জীবনের শেষ ভাগে চরম দুর্দশা এসে উপস্থিত হয়েছিল, ডেলিলা নামে এক বারনারীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। ডেলিলাকে ভালবাসত স্যামসন, সোরেক উপত্যকায় তার বাড়িতে ঘন-ঘন যেত সে। অভিজাত-বংশীয় ফিলিস্টাইনরা এসে ধরল ডেলিলাকে, "ছল করে ভুলিয়ে জেনে নাও স্যামসনের কাছ থেকে, কোন বস্তুটির মধ্যে নিহিত রয়েছে তার অপরিসীম শক্তি। এই গুপ্ত রহস্যটির সংবাদ যদি দিতে পার তাহ'লে আমরা

প্রত্যেকেই তোমাকে এগার শ' খণ্ড রৌপ্য দেব।" তখন ডেলিলা বলল স্যামসনকে, "দোহাই তোমার, আমায় বল তোমার শক্তির গুপ্ত রহস্য, আর কি কাজ করলে তোমাকে বেঁধে ফেলে নির্যাতন করা যায়।" স্যামসন চালাকি করে বলল তাকে, "সাতগাছি সবুজ লতা, যা এখনো শুকোয় নি, তাই দিয়ে বাঁধলে আর আমার কোন শক্তি থাকবে না। আমি তখন অন্য লোকের মতই শক্তিহীন হয়ে পড়ব।" সেকথা শুনে ফিলিস্টাইনরা দিল সাতগাছি সবুজ লতা, আর তাই দিয়ে ডেলিলা তাকে বেঁধে ফেলল। তারপর চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ঐ ছাখো স্যামসন, ফিলিস্টাইনরা এসে পড়ল।" শুনেই স্যামসন সেই লতার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলল দগ্ধ রজ্জুর মত। বিফলমনোরথ হয়ে অভিমান করে ডেলিলা বলল, "তুমি দেখছি আমার সঙ্গে চালাকি খেলেছ। এবার সত্যি করে বল, তোমার শক্তির গোপন কথাটি।" স্যামসন বলল, "আমায় নূতন দড়ি দিয়ে বাঁধলে আমি শক্তিহীন।" এবারও পূর্বেকার মতই চালাকি! কিন্তু তার এই ধোঁকাবাজি বেশি দিন চলল না। ডেলিলার প্রতিদিনকার অভিমানভরা অনুযোগ উপেক্ষা করতে না পেরে অগত্যা একদিন তার অপরাজেয় বাহু-শক্তির গুপ্ত কারণ ব্যক্ত করল স্যামসন। 'ঈশ্বরানুগৃহীত ন্যাজারাইট' সে, ঈশ্বরের আদেশে জন্মাবধি তার চুলে কখনও ক্ষুর লাগানো হয় নি। তার শক্তিসামর্থ্য সবই নিহিত রয়েছে চুলের মধ্যে, সেই চুল কেটে ফেললে আর তার কোন শক্তিই থাকবে না। ডেলিলা বুঝল এবার সে প্রকৃতই গুপ্ত কথাটি প্রকাশ করেছে। তখন ফিলিস্টাইন-দের ডেকে গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত করে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ রৌপ্য গ্রহণ করল। তারপর স্যামসন যখন এল তার কাছে, তাকে সে কোলের ওপর শুইয়ে ঘুম পাড়াল এবং একজন ক্ষৌরকার ডেকে তাকে দিয়ে স্যামসনের মাথার সাতটি দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কামিয়ে ফেলল। নেড়েচেড়ে দেখল তাকে, সত্যই অসাড় হয়ে পড়েছে সে। চীৎকার করে উঠল ডেলিলা, "ঐ ছাখো স্যামসন, ফিলিস্টাইনরা এসে পড়েছে।" নিদ্রাভঙ্গ হ'ল স্যামসনের, কিন্তু সে তখন বলহীন, ঈশ্বরের তেজ তাকে ছেড়ে গেছে। ফিলিস্টাইনরা তার চক্ষু দুটি উৎপাটন করল, তারপর তাকে গাজা-নগরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখল, সেখানে গম পেষার কাজে নিযুক্ত হ'ল সে। ইতিমধ্যে তার মুণ্ডিত মস্তকে কেশোদ্গম হচ্ছিল, আর

সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে তার শক্তিও ফিরে আসতে লাগল। তারপর একদিন ফিলিস্টাইনদের দেবতা দাগন-এর পূজা উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠান—সকলেই আনন্দিত, জাতির পরম শত্রু স্যামসনকে তাদের হস্তে সমর্পণ করেছেন দেবতা। তারা বলল, স্যামসনকে নিয়ে এস এখানে খেলা দেখাবার জন্য। তাই করা হ'ল তখন। খেলা দেখিয়ে সমবেত জনগণের মনোরঞ্জন করল সে। প্রতিহারকে বলল, "আমায় নিয়ে চল তো স্তম্ভের কাছে যার ওপর সৌধটি রয়েছে দাঁড়িয়ে। আমি ঠেস দিতে চাই।" সারি সারি স্তম্ভযুক্ত অট্টালিকা, ছাদের ওপর তিন হাজার অভিজাত-বংশীয় ফিলিস্টাইন নরনারী আসীন। প্রমোদোৎসবের দর্শক তারা, শঙ্কাহীন চিত্তে হাস্য-কৌতুকে রত, আর তাদেরই নীচে থামের অন্তরালে দাঁড়িয়ে অন্ধ স্যামসন প্রার্থনা করছে, "হে প্রভু-ঈশ্বর, শক্তি দাও আমায় ফিলিস্টাইনদের ওপর প্রতিশোধ নিতে। তারা আমার চক্ষু উৎপাটিত করেছে।" এই বলে মাঝের দুটি থাম ধরে দাঁড়াল সে, ডান হাতে একটি বাম হাতে একটি। তারপর বলল, "ফিলিস্টাইনদের সঙ্গে আমারও যেন মৃত্যু হয়।" শরীরের সবখানি শক্তি প্রয়োগ করে স্তম্ভ দুটিতে ধাক্কা দিল সে। মহাশব্দে সেই সুবৃহৎ হর্ম্য ভূমিসাৎ হ'ল। লোকজন অভিজাতবর্গ সকলেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে প্রাণত্যাগ করল। স্যামসনেরও মৃত্যু হ'ল।

এইরূপে জীবনকালে যত শত্রু বধ করেছিল সে, তার চেয়ে ঢের বেশি-সংখ্যক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল সে মৃত্যুকালে ("So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life."—Judges 16)।

বাইবেলের কথা ও কাহিনীগুলিতে হিব্রু জাতির একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারার পরিচয় পাই আমরা। মিশরে ও ব্যাবিলোনিয়ায় প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের সঙ্গে মনুষ্য-জীবনের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করা হয়েছে। জীবনের চাবিকাঠি রয়েছে প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জের হাতে, সেই বিশ্বশক্তি নিয়ন্ত্রিত করেন যাবতীয় চরাচরের ভাগ্য, এরূপ চিন্তার প্রভাবেই সেই সব দেশে 'অসিরিস' 'এনিমা-এলিস' 'গিলগেমেশ' প্রভৃতি অপরূপ পুরাণকাহিনীর রচনা সম্ভব হয়েছিল। হিব্রু জাতির মানসলোকে কিন্তু এইরূপ 'পৌরাণিক কবি-কল্পনা' (mytho-

poeic thoughts) বড় একটা দেখা দেয় নি। কাহিনীগুলি হিব্রুদের সহজ সরল রুক্ষ সামাজিক জীবনেরই প্রতিবিম্ব, তার মধ্যে না আছে জাদুকরী মোহ, না আছে গভীর তত্ত্বকথা বা নীতির আদর্শ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ অনুভব করা যায় যে, কাহিনীর রূপায়ণে সাহায্য করেছে যে সুস্থ সজাগ বাস্তবতা-বোধ তারই অনিবার্য গতিবেগ জাতিকে একটি মহৎ পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। ইহুদিদের জাতীয় জীবনের সংযোগ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নয়, সংযোগ ঈশ্বরের সঙ্গে, যিনি বিশ্বস্রষ্টা, প্রকৃতিকে অতিক্রম করে তার বহির্দেশে অবস্থান করেন (transcendental)। ঈশ্বরের প্রিয়, নির্বাচিত জাতি ইহুদিরা—ব্যক্তির অলৌকিক বিশেষত্ব প্রকৃতিদত্ত নয়, ঈশ্বরদত্ত গুণ। এইরূপে কথায় ও কাহিনীতে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' (Will of God)-রূপ একটি নূতন মিথ-এর সৃষ্টি করেছিল ইহুদিরা, আর সেই মিথ-ই নির্বাসনোত্তর কালে নীতিগর্ভ অমূল্য গ্রন্থরাজির রচনায় সহায়তা করেছিল।

পদ্যমালা

ভাস্কর্য চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি কলাবিদ্যার চর্চা ছিল ইহুদিদের পক্ষে নিষিদ্ধ মোজেস-বিধির দ্বিতীয় অনুজ্ঞা অনুসারে। কিন্তু কলাবিদ্যা হ'লেও নৃত্যগীতের চর্চা বন্ধ করা হয় নি। ইহুদিদের সর্বপ্রথম ধর্ম-সংগীত লেখা রয়েছে 'এক-সোডাস' গ্রন্থে। এই গানটির নাম 'মোজেসের সংগীত' (Song of Moses)। প্রভু যখন মোজেস পরিচালিত ইহুদি জাতিকে ফারাওর কবল থেকে মুক্ত করে লোহিত সাগরের পরপারে নিয়ে গেলেন, তখন এই স্তবগানটি গেয়েছিলেন ঈশ্বরের অনুগত ভৃত্য মোজেস। উদাত্ত স্বরে কীর্তন করলেন তিনি প্রভুর মাহাত্ম্য, প্রভুর জয়গান :

> তোমার শ্বাসবায়ু বিভক্ত করেছে ফেনিল অম্বুরাশি,
> স্থির অকম্পিত পুঞ্জীভূত দুধারের জল
> সমুদ্রের অন্তস্তল শুষ্ক, যেন রাজপথ—

তারপর ফারাওর অশ্ব-পদাতিক বাহিনী যখন ইহুদিদের অনুসরণ করে সমুদ্র-গর্ভের সেই রাজপথে অবতরণ করল,

> ঝঞ্ঝা বহালে তুমি সাগর 'পরে
> অতল সলিলে নিমজ্জিত হ'ল তারা সীসার মতন।

হে প্রভু, কে আছে তোমার মত দেবগণ মাঝে ?
মাহাত্ম্য-মহিমা পূত, তুমি তুষ্ট স্তব অর্চনায়,
অদ্ভুতকর্মা—তোমার তুলনা কোথা ?

(Exodus 15)

এমনি স্তবগান গাওয়া হ'ল, আর সেই গানের সঙ্গে প্রফেটেস মিরিয়াম বাদ্য (timbrel) বাজাল আর অন্যান্য ইহুদি মেয়েরা নৃত্য করতে লাগল।

'ডিবোরা সংগীত' ইহুদিদের আর-একটি আদিকালের জাতীয় সংগীত। ক্যানানাধিপতি জাবিনকে যুদ্ধে পরাজিত করবার পর এই স্তবগানটি গেয়েছিলেন ডিবোরা। পূর্বের একটি পরিচ্ছেদে গানটির মর্মানুবাদ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

হিব্রু গীতমালা শুধু যুদ্ধ ও ধর্ম বিষয়ক মনে করলে ভুল করা হবে, জীবনের নানান দিক্-দর্শন সংসারের নানান কর্মানুষ্ঠান রয়েছে তাদের সংগীতে প্রতিফলিত। একটি গান গাওয়া হয়েছে কূপ-খননের কালে :

উৎস ছুটিয়ে দাও, হে কূপ,
সবে মিলে গাও সেই গান।

(Numbers xxi 17)

অতিপ্রাচীন এই গান, কূপের অন্তর্নিহিত আত্মিক শক্তির উদ্দেশে জলাতুর মরুবাসীর আকুতি। মরুজীবনের আর-একটি দৃশ্য মেলে ধরা হয়েছে তথা-কথিত 'লেমেকের গানে' (Song of Lemech), তার মধ্যে আছে বেদুইন লেমেকের গর্বভরে মেয়েদের কাছে স্বীয় বলবিক্রমের বর্ণনা (Genesis iv. 23)। শস্য ও দ্রাক্ষা মাড়াই করার গানে আমরা পাই কৃষি-জীবনের ইঙ্গিত (Isiah xvi. 9)। মদ্যপানের গান (Amos vi. 5), নৈশ চৌকিদারের গান (Isiah xxi. 13), এসব গান ছাড়াও বিবাহকালে প্রেমের গান গাওয়া হ'ত। আমরা এখনই 'সলোমনের গীতমালা' (Songs of Solomon)-এর কথা বলব, সম্ভবত সেই গীতিকা প্রাচীনকালের বিবাহসংগীত, যেমন গান সিরিয়ায় আরবগণ এখনও গেয়ে থাকে। উৎসব-সংগীত ছিল যেমন,

তেমনি আবার শোকগাথাও ছিল, যথা— সল ও জোনাথানের জন্য ডেভিডের বিলাপ। (II Samuel i. 17 ; iii. 33)

প্রাক্-নির্বাসন ও নির্বাসনোত্তর কালের রচনা

পূর্বে যে মোজেস ও ডিবোরা সংগীতের কথা বলা হয়েছে, সেই দুটি প্রাচীন স্তবগান রচিত হয়েছিল ইহুদিরা মিশর ছেড়ে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করবার পর, প্রাক্-নির্বাসন (Pre-Exilic) যুগে। রচনায় মাধুর্য অল্পই, ভাব-সম্পদও তেমন নেই, কিন্তু কবিত্বের অভাব সম্ভবত দূর করত গানের স্বরলহরী। উদাত্ত স্বরে উদ্‌গীথ-বন্দনার কাছে মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে, রচনার ত্রুটি তেমন চোখে না পড়বারই কথা। এই যুগের স্তবগানের সঙ্গে নির্বাসনোত্তর (Post-Exilic) কালের কাব্য-রচনার প্রভেদ বিলক্ষণ। ভক্তিরসের যথার্থ মাধুর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল ইহুদিরা বদ্ধদশায়, যখন ছিল তারা ব্যাবিলনে, তার পূর্বে ঈশ্বরের রুদ্র তাণ্ডব তাদের মনে ভক্তির চেয়ে ভীতির সঞ্চার করত অনেক বেশি। বদ্ধদশায় ও নির্বাসনোত্তর কালে যে গীতিকা, 'সাম'-গান ও নীতিকথা রচনা করেছিল তারা, ভক্তিরসাপ্লুত সেই গীতবিতান, প্রজ্ঞা-মণির গভীর খনি সেই নীতিসন্দর্ভ, অপূর্ব তার স্নিগ্ধ ধারা, বর্ণোজ্জ্বল তার দিব্য জ্যোতি। প্রথমে ব্যাবিলোনিয়ান ও মিশরীয়, পরে পারসীকদের উন্নততর সভ্যতার সংস্পর্শে এসে রুক্ষ প্রকৃতির হিব্রুজাতি এক নূতন ভাবজগতে প্রবেশ করেছিল, মনে তাদের ভক্তির রসসঞ্চার হয়েছিল, প্রজ্ঞার দীপ জ্বলে উঠেছিল। ব্যাবিলনে ছিল একপ্রকার ভজনগান, যাকে বলা হয় 'পরিতাপ স্তোত্র' (Penitential Hymns), আত্মধিক্কারে পূর্ণ সে-সব স্তোত্র। এই ভজন গানেরই ছাঁদে তৈরি, তারই ভাবধারার অনুরূপ বাইবেলের 'সাম' (Psalm) বা 'সলটার' (Psalter) নামক স্তবমালা। আর-এক জাতীয় সাহিত্য ছিল ব্যাবিলনে, তার নাম 'প্রজ্ঞা সাহিত্য' (Wisdom Literature)—সেখানে মানবসমাজের সুখ দুঃখ এবং তার সঙ্গে দেবতার সম্পর্কের বিষয় বিচার আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাসনোত্তরকালে হিব্রুরা যেমন ব্যাবিলোনীয় 'পরিতাপ স্তোত্রে'র অনুরূপ 'সাম' রচনা করেছিল, তেমনি 'প্রজ্ঞা সাহিত্যে'রও জের টেনেছিল 'প্রোভার্বস', 'জব', 'ইক্লিজিয়াসটিস' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে।

'সাম' বা 'সলটার'

'সাম' শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক 'সাময়' (Psalmoi) থেকে—অর্থ স্তবগান, অনেকটা বৈদিক সাম-গানেরই মত। ১৫০ গীতিকার সমষ্টি, গীতগুলি নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তিবিশেষের সংকলন নয়, বিভিন্ন কালের সংগীত বিভিন্ন কালপর্যায়ে সংকলিত হয়েছিল। ডেভিডের নামে অনেকগুলি সংগীত রয়েছে, কিন্তু সেই সব গানের অধিকাংশই তাঁর রচনা নয়, কোন একটিও যে তাঁর রচনা এমন প্রমাণ নেই। ডেভিডের ঐতিহ্যই হয়তো বা অজানা রচয়িতার স্থান সেই নৃপতির নামোল্লেখ করে পূরণ করেছিল। বহু কবির রচনা, রচনাকাল সম্ভবত খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দ, আর সংকলনকার্য সমাপ্ত হয়েছিল খৃস্টপূর্ব ১০০ অব্দে।

'সাম'-এর মধুচ্ছন্দা গীতিকা ভক্তিরসাপ্লুত, আবেগস্পন্দিত। মানবচিত্তের জলধি মন্থন করে সেখানে উঠেছে ভাবোচ্ছ্বাসের অসংখ্য বুদ্বুদ—দুঃখ কষ্ট, ভয় ভাবনা, আশা সংশয়, মনের এই বৃত্তিগুলি মানুষের জীবনকে যা ভীষণভাবে দোল দিয়ে যায়, সে-সবই যেন মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে 'সাম' গীতিকার মধ্যে। 'সাম'-এর আর-একটি বিশেষত্ব এই যে, বাইবেলের অন্যান্য গ্রন্থের মত এখানে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের কোন আদেশবাণীর কথা নেই, ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন না, মানুষই বলছে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে কথা—'সাম'-এ আছে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের অর্ঘ্য নিবেদন, ঈশ্বরের প্রশস্তিকীর্তন, গুণবর্ণনা। ব্যাবিলনের 'পরিতাপ স্তোত্রে'র মত মিশরের স্তবমালাও 'সাম'-এর উপাদানের যোগান দিয়েছে সত্য, কিন্তু ওই দুটি মূলকে ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে উঠেছে সেই মুকুলিত পল্লবিত তরুশাখা, তার রসাল ফলের দোল যেমন বিচিত্র তেমনি অপূর্ব, কোন দিব্য সুধার পরম আবেশে মন যেন বিভোর হয়ে ওঠে।* একটি স্তব ফারাও ইখনাটনের সুবিখ্যাত 'আটন

* 'সাম' সম্বন্ধে Prof. T. E. Peet তাঁর *Comparative Study of the Literatures of Egypt, Palestine and Mesopotamia* গ্রন্থে বলেছেন, "In no department of literature, do the Hebrews more completely outdistance their masters and competitors than in this. The world has produced no more spontaneous outburst. Think of this immense quantity...and the

স্তোত্রে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই স্তোত্র অবলম্বনেই হয়তো বা সাম-এর এই স্তবটি রচিত। আমরা এখানে এই সাম-স্তোত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম :

হে প্রভু-ঈশ্বর, মহান গরীয়ান্ তুমি,
জ্যোতির্মণ্ডলের প্রভু তুমি,
বিস্তার করেছ মহাশূন্য, দিগন্তের চক্রবাল যবনিকা।
তোমার মণিকান্তির দীপ্তি
ঝলমল করে সাগর-গর্ভে।
তোমার রথ মেঘপুঞ্জ,
বায়ুপক্ষে বিহার কর তুমি।······
সুদৃঢ় করেছ ধরণীর ভিত্তিমূল,
সমুদ্রের নীলাম্বর তারে পরিয়েছ।
জলদপটল পর্বতের চূড়ায় চূড়ায়
বেয়ে ওঠে প্রভুর আদেশে।
উপত্যকাভূমি সিক্ত করে নেমে যায় স্রোতস্বিনী,
জীবনের সঞ্জীবনী সুধা।······
শ্যাম শষ্প পত্রপুষ্প শস্যভরা বসুন্ধরা
ধন্য তৃপ্ত কৃপাবারি বর্ষণে তোমার।
ঋতু আবর্তন,
নিয়ন্ত্রণ করে শশী প্রভুর ইঙ্গিতে,
রবি জানে কখন সে ডুবে যাবে······
প্রভু,
কিবা অপরূপ সৃষ্টি-বৈচিত্র্য তোমার,
ধরণী ঐশ্বর্যময়ী তোমার প্রজ্ঞায়,

bewildering variety of thoughts and images with which it is filled... how brightly they shine especially as against the Egyptian by reason of this high ethical tone, that consciousness of moral responsibility, of sin and forgiveness, whose total absence is such a remarkable feature cf the Egyptian hymns."

শ্রেয় যত কিছু সে তো তোমারই কৃপার দান,
বিমুখ যখন তুমি বিপদ জীবের,
যায় প্রাণবায়ু, মৃত্যু আসে নেমে,
ধূলি সাথে মিশে যায় প্রাণী।
দিব্য জ্যোতিঃ প্রভাবে তোমার
অঙ্কুরিত সৃষ্টি জীবনের,
ধরা ধরে নব রূপ।
চিরন্তন প্রভুর মহিমা,
ফুল্ল তিনি সৃষ্টির গৌরবে।

(Psalm 104)

খৃস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দের মিশরের ফারাও চতুর্থ আমেনহটেপ বা ইখনাটন যে 'আটন স্তোত্র' বা সূর্যস্তবমালা রচনা করেছিলেন, মিশরীয় সাহিত্য-প্রতিভার ভাস্বর পরম-জ্যোতিষ্ক সেই স্তোত্রের একটুখানি উদ্ধৃত করলেই তার সঙ্গে উপরোক্ত 'সাম'-প্রার্থনা-গীতিকার গভীর সাদৃশ্য অনায়াসে চোখে পড়বে :

হে শাশ্বত জীবন দেবতা আটন!
দিঙ্‌মণ্ডলে কী অপরূপ তোমার উদয়!
পূর্ব অরুণাচলে তোমার আবির্ভাব
জগৎকে করে জ্যোতির্ময়।
তুমি সুন্দর, মহীয়ান্, দ্যুতিমান,
সকল দেশের মুকুটমণি।
তোমার বর্ণচ্ছটা তোমারই সৃজিত
জগতের মেখলা-বেষ্টনী।
হে সবিতা, প্রেমের জাদু দিয়ে
সকলকে তুমি বেঁধে রেখেছ।
অতি দূরে তুমি, কিন্তু তোমার রশ্মি-কিরণ
ধরার আলিঙ্গনে ধরা পড়েছে।
উর্ধ্বে বিরাজ কর তুমি,
কিন্তু দিনগুলি তোমার পদচিহ্ন।

পশ্চিম আকাশে তুমি যখন অস্তমিত,
পৃথিবী তখন মৃত্যুর অন্ধকারে
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে,
ঘরে ঘরে প্রাণের স্পন্দন তন্দ্রার স্পর্শে স্তিমিত,
নমিত শীর্ষ, শ্বাস বুঝি স্তব্ধ হয়
দৃষ্টি যায় নিভে···
সিংহ তার গহ্বর ছেড়ে শিকারের সন্ধানে ফেরে,
আর সর্প করে দংশন।
অন্ধকার···
বিশ্ব ডুবে গেছে নৈঃশব্দ্যে
বিশ্বের স্রষ্টিকর্তা তাঁর নিজের গগনে
বিশ্রাম করেন।

'সাম'-এর পদাবলী কবিত্বের মাধুর্যে পরিপূর্ণ, ছন্দ ধ্বনি অলংকার কিছুরই অভাব নেই। একস্থানে সূর্যোদয়ের বর্ণনায় বলা হয়েছে, "উদীয়মান সূর্য বরের মতই অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আর শক্তিমান পুরুষের মতই হৃষ্টচিত্তে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন।" শুধু তাই নয়, ভক্তের যে সুদৃঢ় বিশ্বাস হিব্রু নবীদের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তির আকারে একদা প্রকাশ পেয়েছিল, মর্মের সেই আকুলিত আকুতিই এখন যেন আত্মনিবেদনের পরম তৃপ্তির মধ্যে চরম সার্থকতা লাভ করেছে। ভক্তিরসের কয়েকটি কবিতা পদাবলী থেকে উদ্ধৃত করা হ'ল :

প্রভু, সারা জগৎ জুড়ে দিব্য তোমার নাম,
মহিমা ছড়ানো হ্যুলোকের উর্ধ্বলোকে······
চেয়ে দেখি তোমার রচিত আকাশ,
চন্দ্র তারা, বিশ্বসৃষ্টি পরিকল্পনা।
কি ছার মানুষ! কত মায়া তার 'পরে,
মানব-সন্তান—তুমি আস তার কাছে।

(Psalm 8)

প্রভু আমার রাখাল-রাজা, আমার নেইকো কিছু অনটন,
দূর্বাদলের শয্যা'পরে শুইয়ে রাখেন সযতনে,
চালিয়ে আমায় নিয়ে চলেন স্নিগ্ধ শীতল জলের ধারে।
সুস্থ সবল আত্মার বল তিনি,
সত্য-পথে চলেন সাথে—নামের গৌরবে।
এই যে আমি ঘুরে মরি মৃত্যু-আঁধার অধিত্যকায়,
ভয় করি না—তুমি আছ আমার সাথে।
তোমার যষ্টি, তোমার দণ্ড ভর করি—
সেই তো আমার পরম আশ্রয়। (Psalm 23)

হে ঈশ্বর, আমারে কর দয়া প্রেমার্দ্র কোমল চিত্তে,
কমনীয় করুণার অজস্র ধারায় মুছে দাও যত অপরাধ।
দুর্নীতি কল্মষরাশি ধৌত শুদ্ধ কর।……
রূপায়িত আমি দুর্নীতির উপাদানে……
অন্তরে বিরাজে সত্য তাই চাও তুমি,
গোপন গহনে তুমি দাও প্রজ্ঞার সন্ধান।……
আমারে শোনাও হর্ষ আনন্দের বাণী,
যে-অস্থি করেছ চূর্ণ, আমার সে ভগ্ন অস্থিগুলি
পুলক সঞ্চারে কর সঞ্জীবিত।
হে ঈশ্বর, আমার অন্তরে দাও শুভ্র শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি,
পূত জ্যোতিঃ কর বিকশিত ঋতের সত্যের—
তোমার সমুখ হতে আমারে ক'রো না দূর,
সংহরণ ক'রো নাকো দিব্য রশ্মি আমার অন্তরে।

(Psalm 51)

ঈশ্বর অন্তর্যামী, তাঁর সার্বিক জ্ঞানের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে একটি 'সাম'-গানে :

হে প্রভু, আমারে খুঁজেছ তুমি, আমারে তো জানো,
ঘুমিয়ে যখন থাকি আমি, জেগে যখন উঠি,
দূরতম চিন্তা আমার তোমার চোখে পড়ে।

পথটি জুড়ে আছ তুমি, শয়নের সাথী—
কোন কথা না জানো ?
আমার সামনে পিছে ঘিরে আছ তুমি
হাতটি তোমার রেখে আমার 'পরে।
বিশাল তোমার জ্ঞান, নাগাল যে না পাই।
কোথা যাব তোমায় ছেড়ে—পালাবো কোথায় ?
স্বর্গে যদি যাই সেথা আছ তুমি,
নিলয়ে বসতি যদি, তুমিও সেখানে।···
লুকাতে পারে না কিছু অন্ধকার তোমার গোচরে,
ঝলমল করে আলো রাত্রিকালে দিনমানে যেন,
সমান তোমার কাছে আলোক আঁধার।

(Psalm 139)

পরম করুণাময় ঈশ্বর। ভক্ত সন্তানের প্রতি তাঁর দয়া অপরিসীম ("Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him")। প্রভুর নামের গৌরব প্রচার করে শক্তিমানের শক্তিকে ঈশ্বরে অর্পণ করতে বলা হয়েছে এই গানটিতে :

কে আছ বিক্রমী বীর,
প্রভুরে দাও শক্তির মহিমা—
নামের গৌরব দাও তাঁরে।
প্রভুরে কর পূজা সৌন্দর্যের পূত রূপে।
কণ্ঠস্বর জলে ভাসে,
বজ্রে নিনাদিত প্রভুর গৌরব,
তরঙ্গিত পয়োধির 'পরে বিরাজ করেন তিনি।···
স্বরের লহরী ওঠে গম্ভীর নির্ঘোষে,
বনানী কম্পিত, বহ্নিশিখা জ্বলে লেলিহান।···
অধিষ্ঠান তাঁর বন্যার উপর,
চিরন্তন নরপাল প্রভু।

(Psalm 29)

মানুষের দৈন্য, ভঙ্গুরতার ওপর বিলক্ষণ জোর দেওয়া হয়েছে, যদিও "প্রভু তাকে সৃষ্টি করেছেন স্বর্গদূতের চেয়ে ঈষৎ ন্যূন করে, তাকে করেছেন গৌরবমণ্ডিত।" (Psalm 8)

অভিমান-ভরা নর,
দিনগুলি তার ভেসে যায় ছায়ার মতন।

(Psalm 144)

মানুষের আয়ু যেন দূর্বাদল,
প্রান্তরের ফোটা ফুল,
ঝরে পড়ে পবন হিল্লোলে
চিহ্ন যায় মুছে।

(Psalm 103)

মানুষ অস্থিরমতি, দুর্বল, অন্ধ। প্রভু বরাভয়কর, মানুষের চিত্তে বল, রিপুগ্রামের সঙ্গে সংগ্রাম করবার শক্তি ও সাহস দান করেন, অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন মানুষকে :

প্রভু আমার মুক্তি-পথের আলো,
কারে ডরাই আমি ?
জীবনের শক্তি প্রভু,
কারে ডরাই আমি ?

(Psalm 27)

ধন্য প্রভু যার বলে বলীয়ান্ আমি—
বাহু শক্তি ধরে, মুষ্টি যুঝে তাঁহার কৃপায়।
আমার মঙ্গল তুমি, পরম আশ্রয়,
সুউচ্চ তোরণ, আমার উদ্ধারকারী।

(Psalm 144)

'সাম'-পদাবলীর করুণ সুরের মমতাভরা গান—ভক্তিযোগের বিনয়, দীনতা, নম্রতা নানা স্থানে ফুটে রয়েছে যেন কাশফুলের গুচ্ছ। এমন মন-গলানো প্রাণ-মাতানো গীতাবলী, প্রেমের কবিতাকেও যেন হার মানায় রূপে রসে উচ্ছ্বসিত মূর্ছনায়। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কথা মনে পড়ে—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধুলার তলে,
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

ভক্তিযোগের গভীরতা সত্ত্বেও 'সাম'-গানে ইহুদি-সুলভ আর-একটি চিত্ত-বৃত্তির, অর্থাৎ ভীতি-যোগের প্রভাবও বিলক্ষণ দেখা যায়। ঈশ্বরের প্রকৃতি শুধু প্রেমার্দ্র পেলব নয়, তিনি রুদ্র, কুলিশ-কঠোর। তাঁর "নাসিকায় নির্গত হয় ধূম, মুখ দিয়ে অগ্নি"। শত্রু কম্পমান তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপে। "দুষ্ট পাপীকে পাঠান তিনি জাহান্নমে এবং সেই সব জাতিকে যারা তাঁকে ভুলে যায়" (Psalm 9)। কবিতায় অসিঝঞ্ঝনারও অভাব নেই। 'সলটার'-এর অনেক গানে যে ধ্বনি শুনতে পাই আমরা, মনে হয় যেন কোন ব্যক্তির কণ্ঠ-নিঃসৃত নয়, সেই ধ্বনি যেন সমগ্র জাতির সমবেত কণ্ঠের উদ্‌গীথ, প্রশস্তি-স্তোত্র। ইহুদিদের মন্দির বা 'সিনাগগ' (Synagogue)-এ জাতীয় সম্মেলনে উপাসনা-গ্রন্থ রূপেই 'সলটার' প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল।

'সলোমন গীতিকা'

হিব্রু সাহিত্যে আর যা-ই থাক আদিরসের স্থান একেবারেই নেই বললে চলে, কিন্তু তার মধ্যেও যখন দেখি 'সলোমন গীতিকা'-র বিরহ-মিলন সংগীত 'প্রাচীন বিধান' বাইবেলের একটি কোণে আসর জমিয়ে বসেছে তখন বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এই গীতমালা যে সলোমনের রচনা নয়, সেকথা অবধারিত, কেননা এ-গান খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দের পূর্বে রচিত হয় নি। পূর্বে বলা হয়েছে, বাইবেলে ধর্মচিন্তা ছাড়াও সাংসারিক প্রসঙ্গের অভাব নেই, সেই সূত্রে বলা যেতে পারে 'সলোমন গীতিকা' কয়েকটি বিবাহ-সংগীত, বিবাহ উপলক্ষে যেমন সংগীত আজও গাওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আদিম উর্বরাশক্তিতত্ত্ব (Fertility Cult), যে-তত্ত্বের পীঠস্থান ছিল মিশর ক্যানান ব্যাবিলন, সেই গুহ্যতত্ত্ব এই গানগুলির মধ্যে নিহিত থাকাই সম্ভব। বাইবেলে এই গীতাবলী যখন সন্নিবেশ করা হয় তখন ইহুদি রাব্বি (Rabbi)-রা তার এই আধ্যাত্মিক অনুব্যাখ্যান করেন যে, গানগুলিতে ইসরায়েলের প্রতি প্রভু জাভে-র আসক্তির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্রিশ্চান ফাদারগণও

অনুরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এই সংগীতে গীর্জার (বা ধর্মসংস্থার) প্রতি প্রভু যিশুর প্রেমই সূচিত হয়। কিন্তু স্থূল বিষয়টি হ'ল দাম্পত্য প্রেম, যে-প্রেমের অনুরূপ বিকাশ ঘটেছে আমাদের দেশে বৈষ্ণবের ঐশী প্রেম-কল্পনায়, বস্তুত বৈষ্ণব পদাবলীর পুরোধা-রূপেই আমরা এই গীতমালাকে গ্রহণ করতে পারি।

'সাম'-পদাবলী সকরুণ দাস্যভাবে পূর্ণ, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক এখানে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ। আমাদের হিন্দু-ধর্মে এই ভাবটি দেখা যায় ভগবান রামচন্দ্রকে ভক্ত হনুমানের বন্দনায়। পক্ষান্তরে ভক্ত ভগবানের আর যে একটি ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় ভারতীয় বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে—যেমন, মীরাবাঈ-এর ভজন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ—মানুষী ভালবাসার গভীর আবেগ যেখানে উন্নীত হয়ে ঐশী প্রেমের দিব্য জ্যোতিরূপে প্রতিভাত হয়েছে, সেই স্বর্গীয় আলোর ঝরনাই যেন আকুল প্রেমোচ্ছ্বাসে তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে 'সলোমন গীতিকা'র প্রতিটি ছন্দে। কী উদ্বেল আকুতি—মনে হয় যেন বৈষ্ণব কবিতার স্বরমূর্ছনা ভেঙে পড়ছে, যেন ঐ গীতমালার টুকরোগুলিকে সন্নিবিষ্ট করে আমরা বেশ একটি মাথুর সংগীত রচনা করতে পারি। রাখালরাজ ধেনু চরানো ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীপতি হয়ে বসেছেন মথুরার প্রাসাদমধ্যে। গোকুলের পুরাঙ্গনারা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন দ্বারদেশে, তাঁদের মধ্যে আছেন সুন্দরীকুলের মুকুটমণি শ্রীরাধা ("O thou fairest among women")। তাঁরা বলছেন, "ওগো তুমি যে তোমার নামের সৌরভ ছড়িয়েছ ভুবনময়। তাই তো আমরা তোমায় ভালবাসি" ("Thy name is as ointment poured forth, therefore do the virgins love thee.")।

> তুলে নাও আমায় ওগো, আমরা যাব তোমার সাথে।
> রাজা চলেন শয়ন-কক্ষে আমায় নিয়ে।
> প্রীতি তৃপ্তি মুখর তোমার সঙ্গ,
> প্রেম যে তোমার সুধার চেয়ে ভালো।
> ... ...
> আমি কালো কিন্তু ভালো,
> ওগো জেরুসালেমবাসিনীরা,

'কেদারে'র তাঁবুর মত কালো,
সলোমনের কৃষ্ণ যবনিকা।
... ...
প্রিয় আমার গন্ধপুষ্প মালিকা,
সারা রাত সে শুয়ে থাকে আমার বুকের 'পরে।...
সুন্দর তুমি, দয়িত আমার, কত না মধুর তুমি—
দেখ, শয্যা যে ঐ শ্যামল বন-বীথিকা।

(The Song of Solomon 1)

আরও একটুখানি শুনুন—

আমি 'সারন'-(Sharon)-এর গোলাপ,
জলাভূমির কমলকলি......
প্রাসাদের উৎসবসজ্জার মাঝে
আমারে সে এনেছিল,
যে-নিশান উড়লো আমার 'পরে,
সে যে তার প্রেম-নিবেদন।
পাত্র হাতে দাঁড়াও কাছে, মিষ্টি ফলে মন ভুলাও,
আমি যে প্রেমিকা, প্রণয়বিধুরা।...
বঁধুয়ার কণ্ঠস্বর শুনি!
দেখ চেয়ে চলেছে সে পর্বতের চূড়ায় চূড়ায়,
লঙ্ঘি গিরি, মৃগ সম।
এখনো দাঁড়িয়ে সে যে প্রাচীর-আড়ালে,
গবাক্ষের পাশে,
জালিকার ফাঁক দিয়ে তারে দেখা যায়।
কথা কয় আমার দয়িত!
বলে—ওঠ প্রিয়ে, সুন্দরী ললনা, চলে এস।
ঐ দেখ, বর্ষণের শেষে
শীতান্তের ঋতু জাগরণ,
ফুলে ফুলে ভরা বসুন্ধরা,
দিকে দিকে বিহঙ্গ-সংগীত...

সবুজ পাতায় সাজে 'ফিগ'-গাছগুলি,
সুবাস ছড়ায় দ্রাক্ষা-কুঞ্জ, আঙুরের গুচ্ছ সঞ্চালনে।
ওঠ প্রিয়ে, সুন্দরী ললনা, চলে এস মোর সাথে।

(The Song of Solomon 2)

উৎকণ্ঠিতা প্রেমিকা অবসাদভরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু তার অন্তর রয়েছে সজাগ ("I sleep but my heart waketh")। সে শুনছে প্রেমাস্পদের পদধ্বনি, রুদ্ধদ্বারে আঘাত করছে বঁধুয়া, বলছে—"খোল দ্বার প্রিয়ে। আমি যে আছি বাইরে দাঁড়িয়ে। মাথায় জমেছে শিশির, রাত্রির বিন্দুগুলি কুন্তল সিক্ত করেছে। আমি যে পরিচ্ছদ খুলে ফেলেছি, আবার তা পরি কেমন করে? চরণ ধৌত করেছি, পথের কর্দমে আবার তা লাঞ্ছিত করি কেমন করে?" প্রেমিকার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল—এ কি স্বপ্ন না মায়া! না, সত্যই তার সাধনার ধন, যাকে এতকাল সে খুঁজে বেড়িয়েছে সেই চিরবাঞ্ছিত পীতম তারই আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছে আজ। উঠে এসে দরজা খোলে সে, ঘ্রাণে আসে সুগন্ধ সুবাস। কিন্তু কই পীতম—সে তো নেই!

সে যে গেছে চলে!
কথা সে বলেছে তবু কাটে নাই ঘুমঘোর।
খুঁজে মরি, পাই নাই তারে।
ডাকি তারে আকুল পরানে,
কোন সাড়া নাই।
নগরের পথে ঘুরি—
নিশীথে প্রহরীদল
নির্যাতন করে কত, বিক্ষত শরীর।
প্রাচীরের রক্ষকেরা
নির্মম বিদ্রূপভরে
সরিয়ে দিয়েছে মোর মুখাবগুণ্ঠন।
দোহাই তোমার, জেরুসালেম-নন্দিনী,
যদি জানো প্রিয়ের সন্ধান,

বল ওগো বল—
আমি যে প্রেমিকা, প্রণয়বিধুরা।

(The Song of Solomon 5)

অভিসারিকা প্রেমিকার উদ্বেল উৎপ্রেক্ষার ভঙ্গিমায় বিভু-সঙ্গের আগ্রহ কি চমৎকার ফুটে উঠেছে! রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৈষ্ণব কবিতা' পদ্যটিতে বলেছেন :

"দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।"

বৈষ্ণব-কবিতার এই সার্থক কল্পনাকেই দেখি আমরা 'সলোমনের গানে', মনে হয় যেন একটি সুপরিচিত কাব্যলোকে ভ্রমণ করছি, আর সেখানে রয়েছেন আমাদেরই বাংলা দেশের বৈষ্ণব কবিগণ—জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস। যখন ভেবে দেখি কবিতাগুলি হিব্রুভাষায় লিখিত, আর আমরা পাঠ করি শুধু কবিতার ইংরাজি তরজমা, তখন হয়তো বা সেই আবেগ-মুখর চল-চঞ্চলতার আসল গতিবেগ কিছুটা অনুমান করা চলে। এই কথার সার্থকতার সন্ধান মিলবে নাগরের মুখে নাগরীর রূপের এই উদ্দীপক বর্ণনায় :

ওগো রাজার ঝিয়ারী,
কী সুন্দর পা' দুটি তোমার
পাদুকায় রয়েছে পরানো।
সুনিপুণ মণিকার হাতে-গড়া
জঘনের সন্ধি-অস্থি—মরকত যেন।
নাভি যেন সুগোল পেয়ালা
নিরবধি মকরন্দ ঝরে।
পয়োধর মৃগশিশু, যমজ যুগল।
গ্রীবা হস্তিদন্তচূড়া,
আঁখি যেন মীন সরোবরে।

তুমি প্রিয়ে কত না সুন্দর,
রূপের মাধুরী করে নয়ন রঞ্জন।
(The Song of Solomon 7)

আদিরসাত্মক ভাব যা পাই আমরা বৈষ্ণবের প্রেমিক প্রেমিকার পূর্বরাগ অনুরাগে, প্রেমলীলায়, বিরহ-মিলনে, সে-সবের এতটুকু আভাসও নেই প্রফেটদের বা পুরোহিতকুলের রচনায়—'সলোমনের গান'-গুলি যেন ইহুদিদের পার্থিব জীবনের সেই রহস্যাবৃত দিকটিকেই অনাবৃত করেছে। সত্যই বিস্ময়াবিষ্ট হই আমরা এই ভেবে, যে-জাতির না আছে আর্ট, না আছে পুরাণ-সাহিত্য, যে-জাতির জন্ম ও সংবৃদ্ধি উষর তপ্ত বালুরাশির মধ্যে, কোথা হতে জেগে উঠল সেই ইহুদিদের অন্তরে এমন অপূর্ব রসবোধ? ইহুদিদের কঠোর নীতি প্রেমাসক্তিকে পাপাচার বলেই নির্দেশ দিয়েছে, তাদের কণ্ঠে কিরূপে বেজে উঠল কাব্য-কুঞ্জের পিক-গান, যা দয়িতার ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে নিসর্গসুন্দর প্রেমের পারিজাতরূপে ফুটিয়ে তুলেছে? এই প্রশ্নের জবাবের সন্ধান করতে হয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। নির্বাসন-কালে ইহুদিরা এসেছিল ব্যাবিলোনিয়ান, আসিরিয়ান ও পারসীকদের উন্নততর সভ্যতার সংস্পর্শে। তাদের নানারূপ ধর্মভাব ও ধর্মচিন্তাও গ্রহণ করেছিল ইহুদিরা। ব্যাবিলোনিয়ার ভজন-গান থেকে যেমন 'সাম'-এর উৎপত্তি, তেমনি সেখানকার পুরাণকথার ইসতার-তামুজের (Ishtar-Tamuz) প্রেম-গীতিকার অনুকরণেই 'সলোমনের গান' রচিত হয়েছিল, পণ্ডিতবর্গের এইরূপ অভিমত। ইসতার ছিলেন আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের প্রেমের দেবী, তামুজের বিরহে বিবশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর বিরহগাথা পথে পথে গাওয়া হ'ত। সম্ভবত তারই মধ্যে ছিল, পরম-পুরুষের প্রতি পরমাপ্রকৃতির আকর্ষণের ইঙ্গিত।

'প্রজ্ঞা সাহিত্য' : 'প্রোভার্বস'

যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ ভেঙে পড়েছে 'সলোমনের গানে', তেমনি আবার সঞ্চিত জ্ঞানরাশির পরিণত রূপ দেখতে পাই আমরা আর-এক ধরনের রচনায় —যার নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রজ্ঞা-সাহিত্য' (Wisdom Literature)। হিব্রুদের এই সব জ্ঞান-সন্দর্ভগুলির মধ্যে 'প্রোভার্বস' (Proverbs)-এর প্রবচন সংগ্রহ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। প্রজ্ঞা-সাহিত্যের

অন্য দুটি গ্রন্থের নাম 'জব' (Job) ও 'একলিজিয়াস্টেস্' (Ecclesiastes)। এই রকম রচনার প্রণেতা ছিলেন তাঁরাই যাঁদের হিব্রুরা বলত 'বিজ্ঞ ব্যক্তি'। ভাব-বিন্যাসে আলেকজেন্দ্রিয়ান গ্রীকদের প্রভাব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং রচনাকাল যে আলেকজাণ্ডারের পরবর্তী যুগের সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিব্রুদের অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থ উগ্র জাতীয়তাবাদী সাহিত্য, জাতীয় ইতিহাস ধর্ম ও সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত। কিন্তু জ্ঞান-সন্দর্ভগুলিতে রয়েছে নীতিকথা, সার্বজনীন মানব-ধর্ম (humanism)। মানুষের স্বাভাবিক আচরণ পরিবীক্ষণ করে এই সব হিতোপদেশ দান করা হয়েছে চরিত্রগঠনের জন্য। তাই এই প্রজ্ঞা-সাহিত্যের নিবেদন শুধু ইহুদি জাতির কাছে পৌছিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, বিশ্বমানবের নৈতিক জীবন সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে কিরূপে চালিত হবে তার পথও নির্দেশ করে দিয়েছে।

'প্রোভার্বস্'-গ্রন্থে পুত্রের প্রতি রাজা সলোমনের উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয় বচনগুলি সত্যই সলোমনের, যেহেতু প্রজ্ঞার জন্য এই নৃপতি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কতকগুলি বচন তাঁর রচনা হতেও পারে, কিন্তু সবগুলির রচয়িতা যে তিনি নন তার প্রমাণ—প্রবাদগুলির মধ্যে মিশরীয় সাহিত্য ও গ্রীক দর্শনের প্রভাব পরিস্ফুট। খৃঃ পূঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দে কোন গ্রীকভাবাপন্ন আলেকজেন্দ্রিয়াবাসী ইহুদি রচনা করে-ছিলেন এই গ্রন্থ, এমন অনুমানও করেছেন কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি। বিষ্ণুশর্মার সংস্কৃত 'হিতোপদেশ' গ্রন্থে আছে, 'ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধু-সমাগমম্'। সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই 'প্রোভার্ব'-এর একটি প্রবাদ বাক্যে—আর শুনতে পাই ঈশোপনিষদের বাণী, 'মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং।'

"ভগবদ্ভক্তি সর্বজ্ঞানের মূল। প্রজ্ঞার বাণী মূর্খরা ঘৃণা করে।

"হে পুত্র, পিতৃদত্ত উপদেশ শ্রবণ কর। মাতৃদত্ত বিধান কদাচ পরিহার ক'রো না। কারণ সেগুলি তোমার শিরোভূষণ, কণ্ঠহাররূপে বিরাজ করে।

"হে পুত্র, পাপীদের প্রলোভনে সাড়া দিও না। তারা যদি বলে, এস আমাদের সঙ্গে, রক্তমোক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা, ওৎ পেতে বসে আছি বিনা কারণে নির্দোষীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব বলে—যদি তারা বলে, এস আমরা তাদের সমগ্রভাবেই গিলে ফেলি, কবর যেমন

গ্রাস করে তাদের যারা নামে সেই অতল গহ্বরে; আমরা পাব বহুমূল্য ধনরাশি, তাই লুণ্ঠন করে গৃহ পূর্ণ করব; এস আমাদের সঙ্গে তোমার ভাগ্য মিলিয়ে দেবে; একই তহবিল আমাদের হবে—এমনি কথা যারা বলে, হে পুত্র, তাদের সহচর হয়ো না কখনো, তাদের পথে পা বাড়িও না। যেহেতু তাদের পদ মন্দের দিকেই ছুটেছে তড়িদ্গতি, রক্তপাত করবার উদ্দেশ্যে।

"বৃথাই জাল পাতা হয় পক্ষীর দৃষ্টির সমুখে। তখন তারা প্রতীক্ষা করে নিজেদেরই রক্তক্ষালনের জন্য, তাদের নিজেদের জীবন হরণের জন্যই তারা ওৎ পেতে থাকে। অর্থগৃধ্নু পরস্বাপহারীর রীতিই এইরূপ।"

(Proverbs 1)

জ্ঞানের প্রতিমূর্তি, দেবী বা মানবীরূপেই কল্পনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাকে। তিনি ডাকেন বাইরে থেকে, পথে পথে শোনা যায় তাঁর কণ্ঠস্বর। তিনি বলেন, ওরে মূর্খ, মূঢ়তাকে ভালবাসবি আর কত কাল? ঘৃণায় আনন্দ তোদের, জ্ঞানকে ঘৃণা করবি কত কাল? শোন আমার ভর্ৎসনার বাণী।...

"আমি তোমায় ডেকেছি আর তুমি করেছ প্রত্যাখ্যান। আমি হাত বাড়িয়ে ধরেছি, কেউ তা গ্রহণ করে নি। তোমরা আমার উপদেশ কানেও তোল নি, ভর্ৎসনায় বিচলিত হও নি। আমি হাসব তোমাদের বিপদকালে, তোমাদের ভয়কে করব বিদ্রূপ—দৈববিপর্যয়ে যখন দেখা দেবে শঙ্কা, ঘূর্ণির মত আসবে যখন ধ্বংস, আর দৈন্য দুর্দশার চাপ পড়বে তোমাদের ওপর।

"তখন তারা আমায় ডাকবে, আমি জবাব দেব না। আমার সন্ধান করবে তারা, আমায় পাবে না। তারা করেছে জ্ঞানকে ঘৃণা...তারা শোনে নি আমার উপদেশ, আমার তিরস্কার অবজ্ঞা করেছে। এখন তারা স্বহস্তে বর্ধিত বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করবে, নিজেদের প্যাঁচে নিজেরাই পড়বে। তাদের মূঢ়তাই তাদের মৃত্যুর কারণ হবে। মূর্খের সমৃদ্ধি তাদের ধ্বংস করবে। কিন্তু যে শুনবে আমার কথা সে নিরাপদে বসবাস করবে, বিপদের ভয় থেকে ত্রাণ পাবে।" (Proverbs 1)

জ্ঞানী ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে এইরূপ:

"প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছে যে সেই সুখী—যে করেছে ধী-শক্তিকে

অধিগত। প্রজ্ঞার বেসাতি রৌপ্যের বেসাতির চেয়েও ভাল, লাভ স্বর্গের চেয়েও বেশি। চুনীর চেয়েও দামী প্রজ্ঞা, অভীপ্সিত কোন বস্তুর সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। দক্ষিণ হস্তে মানুষের আয়ু বিতরণ করেন তিনি, বাম হস্তে ঐশ্বর্য ও সম্মান। মধুরতাই তার লক্ষণ, পথ শান্তিময়।"

(Proverbs 3)

"জ্ঞানই জীবনের উৎস। মূর্খের শিক্ষা বিমূঢ়তা।"

(Proverbs 16)

প্রজ্ঞা ঐশী আত্মা-শক্তি, ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রিয়ার সহচরী। এই ঐশী শক্তিকেই আলেকজেন্দ্রিয়ান গ্রীকদের ধর্ম-দর্শন 'লোগোস' (Logos) আর বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ 'হিরণ্যগর্ভ' বলে অভিহিত করেছে। ঋগ্‌বেদে আছে—

হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে
বিশ্বস্য স্রষ্টা ভুবনস্য গোপ্তা।

এই কথাটাই প্রকারান্তরে বলেছেন প্রজ্ঞা—

"যখন ছিল না সাগর আমার জন্ম হয়েছিল তখন—যখন ছিল না কোন ফোয়ারার জলধারা।

"আমার জন্ম পাহাড় পর্বত সৃষ্টির পূর্বে।

"ঈশ্বর তখনো পৃথিবী নির্মাণ করেন নি।

"তিনি যখন আকাশ নির্মাণ করেন, আমি আছি সেখানে······

"ঈশ্বরের সাথে ছিলাম আমি সহচরীরূপে—চির-নন্দিতা, চিদানন্দ-দায়িনী।" (Proverbs 8)

গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস ধর্মের নাম দিয়েছিলেন, প্রজ্ঞা ("Virtue is knowledge")। প্রজ্ঞার উপরোক্ত বর্ণনাসমূহে দেখা যায়, গ্রীক দর্শনের প্রভাব কতখানি এসে পড়েছিল হিব্রু সাহিত্যের ওপর। সেই প্রজ্ঞাবাদই পরবর্তী যুগে হিব্রু ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলে গিয়ে আলেকজেন্দ্রিয়ার প্লেটোত্তরকালীন (Neo-Platonic) দর্শনচিন্তা সৃজন করেছিল।

হিব্রু নীতিধর্মের সঙ্গে বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বরের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়, যেহেতু নীতির মূলাধার তিনিই। নাস্তিক্যবুদ্ধি সর্বতোভাবেই নীতি-বিগর্হিত। নাস্তিক দুরাচার। গর্বভরে যে-সব দুরাচার ঈশ্বরের সন্ধান বা তাঁর সম্বন্ধে

চিন্তা করে না তারা নিরয়গামী হয় (Psalms 9, 10)। প্রজ্ঞাহীন মূঢ়ের অন্তরই বলে থাকে—ঈশ্বর নাই। তারা সব দুর্নীতিপরায়ণ, দুক্রিয়াসক্ত, কোন সৎকার্যই তাদের দ্বারা সম্পন্ন হয় না (Psalm 14)। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ঈশ্বর, দণ্ডভয়ই নীতিধর্মকে রক্ষা করে, জীবনকে প্রজ্ঞার পথে পরিচালিত করে। গর্বোক্তি করে যে-ব্যক্তি ঈশ্বর তার জিহ্বা ছেদন করবেন, অথবা দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করে যে-দুরাচার তার ওপর অগ্নি বর্ষণ করবেন তিনি (Psalms 11, 12), এরূপ ভীতি প্রদর্শন করে মানুষকে ন্যায়-মার্গে চলবার বিধান দেওয়া হয়তো বা আদর্শ নীতিধর্ম নয়। 'প্রজ্ঞা-সাহিত্যে', বিশেষত 'প্রোভার্বস' গ্রন্থে তাই নীতিধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ঈশ্বর-ভীতির চেয়ে সুযুক্তির ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এখানেই আমরা যথার্থ নীতিবোধ দেখতে পাই, ব্যবহারিক জগতে যার মূল্য যথেষ্ট। এই নীতিসন্দর্ভে সংসারধর্ম, পারিবারিক শৃঙ্খলা, স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মূল্যবান কথা বলা হয়েছে, আমরা তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

"তোমার নিজের জলাশয়ের বারি, কূপের জল পান কর……

"ধন্য হোক তোমার ফোয়ারা। যৌবন-সঙ্গিনী পত্নীর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ কর।

"হরিণীর মত হয় যেন সে প্রেমিকা, মধুরা। চিরদিন যেন তার বক্ষদ্বয় তোমায় তৃপ্ত করে। তার প্রেমে তুমি যেন সদাই মুগ্ধ হয়ে থাক।

"হে পুত্র, পরনারী কেন তোমায় মুগ্ধ করবে? তুমি কেন তার বক্ষ আলিঙ্গন করবে?

"মানুষের সকল কর্ম ঈশ্বরের চোখে পড়ে। তিনি তার কাজগুলির বিচার করেন।

"দুরাচার তার দুষ্কৃতির ভার বহন করে। নিজের পাপকর্মের রজ্জুই তাকে বেঁধে ফেলে।

"অজ্ঞানের অন্ধকারেই তার মৃত্যু হবে। বিরাট মূঢ়তা তাকে বিপথে নিয়ে যাবে।" (Proverbs 5)

"তোমার মনে পরনারীর রূপের প্রতি কামনা যেন না জাগে। আর চোখের কটাক্ষে সে যেন তোমার চিত্ত হরণ না করে।

"ব্যভিচারিণী নারীর খাদ্য পুরুষ। সে শিকার করে পুরুষের মূল্যবান জীবন।

"পুরুষ আগুনকে নেবে বুকে তুলে, কিন্তু বসনখানি পুড়বে না—এও কি হয় কখনো ?…

"পরনারীর সঙ্গে ব্যভিচার করে যে পুরুষ, সে জ্ঞানহীন। সেরূপ ব্যক্তি তার আত্মাকেই ধ্বংস করে।" (Proverbs 6)

এখানে আমরা দেখতে পাই, ব্যভিচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে মোজেস-বিধির মত ঈশ্বরের দণ্ডের ভয় দেখিয়ে নয়—ব্যভিচার আত্মঘাতী অপরাধ, জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক, সেইজন্য। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন যাপন সম্ভব হয় কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচার দ্বারা। সতীসাধ্বী রমণী সংসারধর্ম পালন করবে পরম নিষ্ঠার সহিত। গৃহরক্ষা ও গৃহস্থালির কর্ম, সন্তান-পালন ও স্বামীর যত্ন করবে সে।

"কোথায় সেই পুণ্যবতী রমণী ? তার মূল্য চুনীর চেয়েও বেশি। স্বামীর অন্তর তার ওপর একান্ত নির্ভর করতে পারে। স্বামীকে তখন কোন দুর্নীতিমূলক কদাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না। ("He shall have no need for spoils")

"সে হবে স্বামীর হিতকারিণী, সারাজীবন স্বামীর কোন অনিষ্টই করবে না সে।" (Proverbs 31)

তারপর সকাল থেকে কি কি কাজ করতে হবে নারীকে—বস্ত্রের জন্য পশম, আহারের জন্য খাদ্য সংগ্রহ, মাঠের কাজ, দ্রাক্ষাকুঞ্জের কাজ, বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি কর্তব্যকর্মের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সূক্ষ্ম কাপড় বুনে তাই বিক্রি করেন গৃহিণী, আর এই কার্যটির সঙ্গে বিলক্ষণ নিপুণভাবেই সংযোজিত করা হয়েছে এই নীতিবাক্যটি—"শক্তি ও মর্যাদাই রমণীর প্রকৃত পরিধেয় বসন এবং তাতেই তার আনন্দ।" (Proverbs 31)

ব্যভিচারের পরেই সব চেয়ে বেশি নীতিবিগর্হিত বলে নিন্দিত হয়েছে কর্মে ঔদাসীন্য বা আলস্য :

"ওরে অলস, পিপীলিকার কাছে যা। তার শ্রমশীল জীবনপ্রণালী পরিবীক্ষণ করে বিজ্ঞ হয়ে ওঠ।…

"কতদিন আর ঘুমিয়ে থাকবি, ওরে অলস। নিদ্রা থেকে উঠবি কবে ?" (Proverbs 6)

"সকল রকম শ্রমই লাভজনক। মুখের কথা শুধু দৈন্যের মাত্রা বৃদ্ধি করে।" (Proverbs 14)

"স্বকর্মে শ্রমশীল মানুষকে দেখেছ কি? সে দাঁড়াবে রাজার সামনে, হীনজনের কাছে নয়।" (Proverbs 20)

'প্রজ্ঞা-সাহিত্যে' প্রেম-ধর্মের বাণীও স্পষ্টই শোনা যায় যদিও বচনগুলিতে স্বার্থের ইঙ্গিত থাকার দরুন নৈতিক মূল্য খানিকটা হ্রাস হয়েছে বলেই কোন কোন মনীষী মনে করেন।

"ঘৃণাই বিরোধ বাধায়, কিন্তু ভালবাসা সকল পাপকেই আবৃত করে রাখে।" (Proverbs 10)

"শত্রুর পতনে আনন্দিত হয়ো না। তাকে হোঁচট খেতে দেখে তোমার হৃদয় যেন উৎফুল্ল হয়ে না ওঠে।" (Proverbs 24)

"ক্ষুধার্ত শত্রুকে রুটি দিও আহারের জন্য। তৃষার্ত শত্রুকে জল দিও পানের জন্য।" (Proverbs 25)

খৃষ্টীয় প্রেম-নীতির পূর্বাভাস দেখতে পাই আমরা এই বাক্যগুলির মধ্যে।

বহুমূল্য প্রবচনের সংখ্যা অনেক। নমুনা-স্বরূপ দু-একটি মাত্র উল্লেখ করে প্রবাদ-প্রসঙ্গ শেষ করব:

"মূর্খকে বিজ্ঞ বলে মনে হয় যতক্ষণ সে চুপ করে থাকে। ঠোঁট দুটি যে বন্ধ করে থাকে তাকে জ্ঞানীর সম্মান দেওয়া হয়"। (Proverbs 17)

অনুরূপ একটি সুপরিচিত বচন আছে সংস্কৃত ভাষায়—তাবৎ হি শোভতে মূর্খঃ যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে।

"বৃদ্ধের মাথার মুকুট তার সন্তানের সন্তানেরা, আর সন্তানদের গৌরব তাদের পিতৃগণ।" (Proverbs 17)

"যুদ্ধের দিনের জন্য অশ্ব থাকে প্রস্তুত, কিন্তু নিরাপত্তা রয়েছে ঈশ্বরের হাতে।" (Proverbs 21)

"ইন্ধন নেই যেখানে অগ্নি সেখানে নিভে যায়। তেমনি যেখানে নেই চুকলিখোর (tale bearer) ঝগড়াও সেখানে থেমে যায়।" (Proverbs 25)

'জব' : 'ইক্লিজিয়াস্‌টেস্‌'

'সলোমনের গান'-এর সরস প্রেমোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও হিব্রু ধর্ম-সাহিত্যকে একান্তভাবেই রসবর্জিত (puritanic) বলতে হয়। এই নীতি-নিষ্ঠা রূপ-সৌন্দর্যের অনুভূতিকে লালসা জ্ঞানে ঘৃণা করে, স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্বন্ধকে মনে করে পাপাচার। 'পাপোঽহম্‌ পাপকর্মাহম্‌ পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ'— নরজন্ম হয়েছে পাপপঙ্ক থেকে। নীতিধর্ম প্রতিষ্ঠিত সমাজ-কল্যাণের ভিত্তির ওপর তত নয় যেমন ঈশ্বরের বিধি-নিষেধের ওপর, আর সেই বিধি-নিষেধগুলি অত্যন্ত কঠোর বলেই বিধি-ভঙ্গজনিত পাপাচার অনিবার্য। পাপাচারের শাস্তি-স্বরূপে নরকবাসের ব্যবস্থা প্রাচীন ইহুদি ধর্মে নেই, যদিও 'সিওল' (Sheol) নামে একটি ভূগর্ভস্থ অন্ধকার পুরীর কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকল মৃতকেই অবস্থান করতে হয়। তাই স্বভাবত প্রশ্ন ওঠে—পুণ্যের পুরস্কার স্বর্গলাভ আর পাপের শাস্তি নরকবাস, এই ব্যবস্থাই যদি না রইল তাহলে মানুষ নীতিধর্মের অনুসরণ করবে কেন? পরলোকের উল্লেখ ইহুদি ধর্মসাহিত্যে বিরল, কর্মফলের ব্যবস্থা ইহলোকেই করা হয়েছে। ধর্মের জয় ইহলোকে, পাপের শাস্তিও ইহলোকেই। পাপাচার ও দুর্নীতির শাস্তি দিয়েছেন প্রভু নগর ধ্বংস করে, জাতিকে বন্ধদশায় দেশান্তরিত করে। সুখসমৃদ্ধি ঈশ্বর দান করেন সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে, আর ঈশ্বরের কোপেই দুষ্টের পতন ঘটে। দণ্ড পুরস্কারের কর্তা প্রভু-ঈশ্বরের ওপর শ্রদ্ধা ও ভয়ই নীতিধর্মের মূল উৎস।

অনুন্নত জাতির পক্ষে এরূপ নীতিধর্মের কল্পনা বেশ উপযোগী ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু বন্ধাবস্থায় ব্যাবিলোনীয় ও পারসীকদের উন্নত সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রব ইহুদিদের কাছে নূতন কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। সংসারে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির ভোগান্তির অন্ত নেই, এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। আর কে না দেখেছে পাপাচারী সমৃদ্ধি-শিখরে উঠে পরম সুখ ভোগ করছে? ন্যায়ের এরূপ বিপর্যয় ঘটে কেন? নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখতে হয়েছে ইহুদিদের, এবং তারই বিচারফল 'জব' নামক গ্রন্থ (Book of Job)। এই পুস্তকটি রচিত হয়েছিল সম্ভবত বন্ধদশার কালে (খৃঃ পূঃ ৫৯৭-৫৩৬), যেহেতু ব্যাবিলনে বন্দী ইহুদিদের রূপকচ্ছলে একটি বর্ণনা

আছে। মহাপ্রবরদের কালের পিতৃকেন্দ্রিক (patriarchal) সমাজের চিত্র, কিন্তু রচনার পরিবর্তন এত অধিক ঘটেছে যে গ্রন্থটিকে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর একটি নূতন রচনা বলেই গ্রহণ করা হয়। 'জব'-গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন সাহিত্য-সমালোচকবৃন্দ। ইংরেজ সাহিত্যিক কার্লাইল বলেন, "মানুষের লেখনীপ্রসূত উৎকৃষ্টতম গ্রন্থরাজির মধ্যে এই একটি গ্রন্থ। মহৎ গ্রন্থ, সর্বমানবের গ্রন্থ (A noble book, all man's book)! মানবের একটি চিরন্তন সমস্যার প্রাচীনতম সমাধান প্রচেষ্টা—মানুষের অদৃষ্ট এবং তার প্রতি ঈশ্বরের আচরণই হ'ল গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়।"

'সাম'-এ বলা হয়েছে : "ঐ দেখ, দুরাচার ব্যক্তিরা পৃথিবীতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে; তাদের ধন-দৌলত বৃদ্ধি পায়" (Psalm 73)। দুষ্কৃতিকারীকে ঈশ্বর শাস্তি দিতে পরাঙ্‌মুখ—"কতকাল হে প্রভু, আত্মগোপন করে থাকবে তুমি? তোমার ক্রোধ কি বহ্নির মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে না?" (Psalm 89)। "জব'-গ্রন্থের রচয়িতা এই প্রশ্নটি মূলত উত্থাপন করে স্বজাতীয়দের বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন, জব নামে একটি আদর্শ পুরুষের চরিত্র অঙ্কিত করে। বস্তুত নির্বাসনোত্তর কালের 'জব'-গ্রন্থ রচনার বহু পূর্বে ব্যাবিলোনীয় মানুষের মনে এই সব পরিপ্রশ্ন জেগে উঠেছিল, এবং সেই সঙ্গে সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টাও দেখা গিয়েছিল 'লুড্‌লুল-বেল-নেমেকি' অর্থাৎ 'আরাধনা করি আমি প্রজ্ঞা দেবতার' নামক একটি কবিতায়। সেখানে কাহিনীর নায়ক একজন সাধুপ্রকৃতির নীতিপরায়ণ ব্যক্তি, তার চরিত্রের সঙ্গে, তার অবস্থাবৈগুণ্যের সঙ্গে জব-এর ভক্তিনিষ্ঠার, তার ভাগ্যবিপর্যয়ের আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য, যা দেখে দু-জন যে একই ব্যক্তি সেকথা স্বচ্ছন্দে অনুমান করা চলে। কিন্তু মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ারও পুরনো কাহিনীর কাঠামোর ওপর শিল্পীর কৌশল প্রয়োগে অপরূপ নাটকীয় চরিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি ভাবেই প্রাচীন বিষয়বস্তু অবলম্বনে লিখিত হলেও 'জব'-গ্রন্থ তার ভাব-কল্পনা ও সংলাপের অভিনবত্বে যথার্থ নাটকের রূপগুণে অলংকৃত হয়ে উঠেছে।

জব ছিলেন একজন সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ গৃহস্থ পরিবারের কর্তা। সত্যনিষ্ঠা ও সদাচার, ধৈর্য ও তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় (Prologue) বলা হয়েছে, শয়তান এসেছে ঈশ্বরের কাছে, তখন

ঈশ্বর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি মনে হয় না, আমার ভৃত্য জবের মত চরিত্রবান ধর্মভীরু ব্যক্তি পৃথিবীতে নেই?" শয়তান বলল, "জব সত্যনিষ্ঠ ও চরিত্রবান, কেন না সে সৌভাগ্যবান। তোমার হস্ত তাকে সর্বপ্রকার বিঘ্ন থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তোমার রক্ষা-কবচ অপসারিত কর, তার সৌভাগ্যে হস্তক্ষেপ কর। দুঃখদৈন্যের মধ্যে আর সে সদাচারী ধর্মনিষ্ঠ থাকবে কি?" শয়তানকে চ্যালেঞ্জ করলেন ঈশ্বর, বললেন—"বেশ, জবকে বিব্রত জর্জরিত করে দেখ, নানাবিধ দুর্দৈব দিয়ে। পরখ করে দেখ সে প্রকৃত চরিত্রবান মানুষ কি না, ঈশ্বরের প্রতি তার অচলা ভক্তি শ্রদ্ধা আছে কি না।" তখন শুরু হ'ল জব-এর পরীক্ষা। নানান দুর্গতি দেখা দিল, কিছুকাল জব সেগুলিকে ঈশ্বরদত্ত আশীর্বাদের মতই মাথা পেতে গ্রহণ করলেন। তাঁর ধনজন অদৃশ্য হ'ল, দৈবদুর্বিপাকে পুত্রগণের মৃত্যু হ'ল। অবিচলিতভাবে ঈশ্বরের বন্দনা করে বলে উঠলেন জব—"মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ অবস্থায় বেরিয়ে এসেছি আমি, উলঙ্গ অবস্থায়ই আবার ফিরে যাব। প্রভু দিয়েছিলেন, প্রভুই ফিরিয়ে নিয়েছেন। প্রভুর নাম ধন্য হোক" (Job 1)। পরীক্ষায় আপাতত উত্তীর্ণ হলেন জব, কিন্তু শয়তান নাছোড়-বান্দা, আবার পরীক্ষা করল তাঁকে ব্যাধিগ্রস্ত করে। পত্নী বললেন জবকে, "এখনও সাধুতা বজায় রাখবে? ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়ে মর।" জব বললেন, "তুমি নির্বোধের মত কথা বলছ। ঈশ্বরের হাতের দান মঙ্গলকে গ্রহণ করব, আর তাঁরই দেওয়া অমঙ্গলকে গ্রহণ করব না, তাও কি হয় কখনো?" কিন্তু তাঁর এই চিত্তের দৃঢ়তা উপর্যুপরি দৈন্য-দুর্দশার নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। মনে সংশয় জেগে উঠল, ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। অশুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি, অভিশপ্ত হোক তাঁর জন্মদিন! তিনি আত্মহত্যা করতে মনস্থ করলেন, ঈশ্বর তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন বলে তাঁর তীব্র নিন্দা করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনটি বন্ধুর সঙ্গে তাঁর সংলাপ ও বাদানুবাদই 'জব'-গ্রন্থের সারবস্তু। জব-এর ভাবান্তরের প্রতি কটাক্ষ করেই বন্ধু বলেন—

"তুমি তো বহু ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছ, দুর্বলের হস্তে দিয়েছ শক্তি।

"তোমার বাণী পতনোন্মুখকে রক্ষা করেছে, কম্পিত চরণদ্বয়কে করেছে দৃঢ়।

"কিন্তু এখন যেমন দুর্দৈব এসে পড়েছে তোমার ওপর, অমনি তুমি দুর্বল ব্যথিত বোধ করছ।" (Job 4)

"নির্দোষী সত্যনিষ্ঠ মানুষ কে কবে ধ্বংস পেয়েছে?

"যারা অসাধুতা আবাদ করে, দুষ্টতার বীজ বপন করে, ফসলও হয় তাদের তেমনি।......

"মর্ত্যমানব কি ঈশ্বরের চেয়েও ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারে? মানুষ কি তার স্রষ্টার চেয়েও পবিত্র?" (Job 5)

জব বলেন—

"হায় রে! আমার দুঃখদুর্দশাগুলি যদি দাঁড়িপাল্লায় রেখে ওজন করা সম্ভব হ'ত!

"তাহলে দেখা যেত, সাগর-সৈকতে বালুকারাশির চেয়েও বেশি ভারী আমার দুঃখদুর্দশা। দৈন্যের ভারে আমার মুখের কথা যায় চাপা পড়ে, ফুটে বেরুতে পারে না।......

"সর্বশক্তিমানের সায়ক বিদ্ধ হয়ে রয়েছে আমার অন্তরে, সেখানে তীব্র হলাহল উত্থিত হয়ে আমার জীবনীশক্তিকেই শুষে ফেলেছে।......

"ঈশ্বর যদি আমায় ধ্বংস করতেন, তিনি যদি আমায় নিজ হাতে কেটে ফেলতেন, সে-ও ছিল ভাল।...

"আমার শক্তি কোথায় যে আশা দিয়ে বুক বাঁধব? লক্ষ্য কোথায় যে জীবনকে দীর্ঘ করার প্রয়াস করব?" (Job 6)

"পৃথিবীতে মানুষের জীবনকাল কি নির্ধারিত হয় নি? তার দিন-গুলি কি বেতনভোগীর (hireling) দিনের মত নয়?

"ভৃত্য কামনা করে ছায়া (আশ্রয়), বেতনভোগী তার কাজের পুরস্কার। মাসের পর মাস আমার চিত্তেও তেমনি জাগে আত্মাভিমান (vanity), নৈরাশ্যের আঁধার দেখা দেয়।...

"কৃমি-ভরা মাটির দলা আমার মাংস; চর্ম ছিন্নভিন্ন কদর্য দূষিত।

"আমার দিনগুলি তাঁতির মাকুর চেয়েও দ্রুত চলে, নিরাশায় কাটে।

"মনে রেখ আমার জীবন বায়ু মাত্র। আমার চোখ ভালোকে আর দেখবে না।...

"মেঘের মত মিলিয়ে যায়, অদৃশ্য হয় সেই মানুষ যে সমাধি-গহ্বরে

প্রবেশ করে। সে আর কখনো উঠবে না। সে আর কখনো গৃহে ফিরবে না।

"সেইজন্য আমার মুখ বন্ধ হবে না। উচ্চকণ্ঠেই মর্মবেদনা প্রকাশ করব আমি।"

জোফার (Zophar) জবের দুর্দশা দেখে মনে মনে বেশ উপভোগই করছিলেন। জবকে খোঁচা দিয়ে বললেন,

"তুমি কি ভেবেছ, তোমার মিথ্যা উক্তিগুলি শুনে মানুষ চুপ করে থাকবে? তুমি যখন ব্যঙ্গবিদ্রূপ কর, কেউ কি তখন তোমায় লজ্জা দিতে পারে না?…

"জেনে রেখ, অপরাধের শাস্তি যতখানি তোমার প্রাপ্য তার চেয়ে কমই ঈশ্বর তোমায় দিয়েছেন।

"ঈশ্বরকে খুঁজে বের করতে পার কি? সর্বশক্তিমানের পূর্ণত্বের সন্ধান জান কি?

"তাঁর পূর্ণত্ব গগনস্পর্শী। তুমি তাঁর নাগাল পাবে কেমন করে? পাতালপুরীরও নিম্নে, তুমি তা জানবে কিরূপে?…

"তিনি গর্বিত মানুষকে জানেন; দুষ্ট প্রকৃতিরও সন্ধান রাখেন।"

(Job 11)*

* ব্যাবিলোনীয় 'প্রজ্ঞা'-গ্রন্থ 'লুডলুল-বেল-নেমেকি' কাব্যে দেবতা একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে কোন বিচারে পাষণ্ডের উপযুক্ত শাস্তি দিলেন, এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে, মানুষের ভাল-মন্দর মান দিয়ে দেবতার কাজের সমালোচনা অসংগত—কারণ,

প্রিয় যাহা তুমি মনে কর
তার প্রতি দেবতা বিমুখ,
দেবতার কাছে যাহা ভাল
তুমি তায় নাহি পাও সুখ।
দ্যুলোকের গভীর কন্দরে
কে বুঝিবে দেবতার মন?
দেবতার মানস-জলধি
পশিবারে পারে কোন জন?
মানুষের দৃষ্টি অন্ধ,
দেবতার প্রতি সন্দ
দেবতা-রহস্য ভেদ অসাধ্য সাধন।

কঠোর জবাব দিয়ে জব তাকে নিবৃত্ত করলেন। প্রতিপক্ষ মনে করে তারা প্রাজ্ঞ, আর প্রজ্ঞা যেন তাদের সঙ্গেই অবলুপ্ত হবে। কিন্তু সত্যই কি জব তাদের চেয়ে বুদ্ধিতে খাটো? নিশ্চয়ই নয়। তবু তিনি প্রতিবেশীদের কাছে উপহাসাস্পদ হয়ে উঠেছেন। ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ঘৃণিত উপেক্ষিত :

"দস্যুর আবাস সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী তারা নিরাপদে অবস্থান করে। ঈশ্বর তাদের প্রভূত ঐশ্বর্য দান করেন।"

(Job 12)

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বনের পশু, আকাশের পাখী, জলের মাছ, বিশ্বের চরাচর সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। সর্বপ্রাণীর জীবনের আধার তিনি। মানুষের প্রাণবায়ু রয়েছে তাঁরই হাতে—প্রজ্ঞা ও শক্তি, বুদ্ধি ও যুক্তি তাঁকেই আশ্রয় করে। কিন্তু মানুষকে যে ধ্বংসও করেন তিনিই। যাকে তিনি বন্ধ করে রাখেন তার আর উদ্ধার নেই। তিনি যখন জল বন্ধ করেন পৃথিবী তখন শুকিয়ে যায়, আবার তিনি যখন জল ঢালতে আরম্ভ করেন, পৃথিবী ভেসে যায়। প্রজ্ঞা ও শক্তি তাঁর দান, আবার প্রতারক ও প্রতারিত তাঁরই জীব। জাতিকে বড় করেন তিনি, আবার ধ্বংসও করেন তিনিই। মানবজাতির শিরোমণি যে-জাতি সেই জাতিকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছেন তিনি, তাদের পাঠিয়েছেন বনবাসে যেখান থেকে আর বেরুবার পথ নেই। আলোকবিহীন অন্ধকারে ঘুরে মরে তারা, ঈশ্বর তাদের চরণদ্বয়কে করেছেন মাতালের মত অস্থির। (Job 12)

এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে বন্ধুদের সঙ্গে বাগ্‌-বিতণ্ডা চলতে লাগল। বিতর্কে জবের উক্তিগুলিতে ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারের প্রতি অবিশ্বাস ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে আসছিল। পরিশেষে ঈশ্বরকে তাঁর বিরুদ্ধ-পক্ষ রূপে খাড়া করে বললেন জব—"সর্বশক্তিমান স্বয়ং আমার প্রশ্নের জবাব দিন, আমার প্রতিপক্ষ (adversary) একখানা বই লিখুন, এই আমার আন্তরিক কামনা।" জবের কথাও এখানে ফুরোল ("The words of Job are ended"—Job 31)।

গ্রন্থটির এই পর্যায় অবধি আলোচনা করলে, ঈশ্বর যে শয়তানকে চ্যালেঞ্জ

দেব-প্রজ্ঞা গভীর, ক্ষণভঙ্গুর পরিবর্তনশীল অস্থিরমতি মানবের সাধ্য নাই যে তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। তারপর এই সারকথা—মানুষের বুদ্ধি যেখানে অচল, সেখানে আশা ও বিশ্বাসই তার পরম অবলম্বন।

করেছিলেন, সেই দ্বন্দ্বে শয়তানই জয়ী হয়েছিল বলতে হয়। কেন না, জবের সৌভাগ্য যেমন অন্তর্হিত হ'ল, ঈশ্বরের প্রতি আস্থাও তখন হারিয়ে বসলেন তিনি। মূল গ্রন্থ বোধ করি এখানেই শেষ হয়েছিল। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে সমাপ্তি ঘটলে ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, এই বিবেচনা করেই কোন অজ্ঞাত দার্শনিক গ্রন্থের শেষে কয়েকটি পরিচ্ছেদ যোজনা করেছিলেন, তর্কের রুদ্ধ প্রবাহকে একটি নূতন ধারাপথে বইয়ে নেবার জন্য। অবিশ্বাসীর চ্যালেঞ্জ কি ঈশ্বর নীরবে মেনে নিতে পারেন? ঘূর্ণি-বাত্যার মধ্য থেকে বজ্রনির্ঘোষে ঈশ্বরের বাণী নিনাদিত হ'ল। জবকে সম্বোধন করে বললেন প্রভু:

"অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন তোমার বুদ্ধি। কোমর বেঁধে উদ্যোগী হয়ে ওঠ মানুষের মত। আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তুমি জবাব দাও।

"কোথায় ছিলে তুমি আমি যখন পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম। বল, সে-জ্ঞান কি তোমার আছে?

"জান কি সৃষ্টির প্রদোষক্ষণে নক্ষত্ররাজি যখন গান গেয়েছিল, আর অমৃতের পুত্ররা (sons of God) আনন্দধ্বনি করে উঠেছিল।"

(Job 38)

এমনি করে জবকে প্রশ্ন করতে লাগলেন ঈশ্বর—"সমুদ্রের উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ রোধ করছে কে? সাগরকে কে আদেশ দিয়েছে, এই পর্যন্ত অগ্রসর হবে, এর বেশি নয়? প্রভাতের নিয়মিত আগমন কার আদেশে? নদীর গতিকে বেঁধেছে কে? তুমি কি পার কৃত্তিকা (Pleiades) নক্ষত্রকে আকাশে বেঁধে রাখতে, কিংবা কালপুরুষ (Orion) নক্ষত্রের কোমরবন্ধ শ্লথ করতে? কে দিয়েছে মানুষকে প্রজ্ঞা বুদ্ধি, আর সকল জীবকে আহার? সাধ্য কি তোমার ঈশ্বরের বিচার খণ্ডন করবে? তুমি কি পারবে ঈশ্বরের নিন্দা করে নিজের সত্যনিষ্ঠা প্রতিপন্ন করতে? ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও গরিমা তোমার আছে কি? যদি সাধ্য থাকে গর্বিতকে ধরাশায়ী কর, দুষ্টকে পদদলিত কর, তা হলেই না আমি স্বীকার করব যে তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে রক্ষা করতে পারে।" তারপর নিজের প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনা-প্রসঙ্গে অতিকায় জলজন্তু 'লেভিয়াথান' (Leviathan)-এর কথা অবতারণা করলেন ঈশ্বর —"বঁড়শি দিয়ে তুমি কি লেভিয়াথানকে বিদ্ধ করে ডাঙায় তুলতে পার? তার মুখ দিয়ে

বেরোয় জলন্ত শিখা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। নাসারন্ধ্রে ধূম নির্গত হয়।" ঈশ্বর অচ্ছেদ্য, অগ্রাহ্য, অব্যয়—তাঁকে শস্ত্রাদি বিদ্ধ করে না। অর্থাৎ গীতায় যাঁকে বলা হয়েছে—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।" জ্যোতির্ময় তাঁর পথ, পৃথিবীতে তাঁর প্রতিরূপ কোথায়? তিনি সবই নিরীক্ষণ করেন, তিনি পৃথিবীর পতি।

তখন জব বললেন, "আমি নীচ প্রকৃতি (vile)। অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন আমার বুদ্ধি। তাই যা বুঝি না, জানি না, সেই সব অত্যাশ্চর্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে সাহসী হয়েছি।" ঈশ্বরকে নিন্দা করার জন্য জব অনুতাপ করলেন। জবের জীবন আবার সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ হয়ে উঠল।

মানুষের নিয়তি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয় বিধান অথবা অভিপ্রায় মত ব্যক্তির কৃতকর্মের পুরস্কার বা শাস্তি, এই প্রস্তাবটিকে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে গ্রহণ করেই জব-গ্রন্থে যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। 'ইজেকিয়েল'-গ্রন্থেও এই দণ্ড পুরস্কারের কথাই স্থূলভাবে বলা হয়েছে (Ezekiel 18)। জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ফলে এ-বিষয়ে নানারূপ সংশয় জেগে ওঠা স্বাভাবিক, এবং সেই সংশয় দূর করাই জব-গ্রন্থের উদ্দেশ্য হলেও, প্রয়াসটি তেমন সফল হয় নি। যে-সংশয়বাদ এখানে দেখতে পাই আমরা তারই একটি বিশেষ পরিণতি 'ইক্লিজিয়াস্টেস্' (Ecclesiastes) গ্রন্থ। সম্ভবত খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দের রচনা, কিন্তু যে-সব রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উল্লেখ রয়েছে সেগুলির যথেষ্ট মিল দেখা যায় পারস্য সাম্রাজ্য (খৃঃ পূঃ ৫৩৭-৩৩২) এবং পরবর্তী গ্রীক প্রাধান্যের যুগের সঙ্গে—সুতরাং ঐ সময়ে বইটি পুনর্লিখিত হয়েছিল বলেই মনে হয়। 'ইক্লিজিয়াসটেস' শব্দটির অর্থ, 'প্রচারক' (The Preacher)। জেরুসালেমের রাজা ডেভিডের পুত্রকেই প্রচারক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই যে বাণী দিয়েছেন প্রচারক তা এই : "জীবনের সবটাই ফাঁকা, অহমিকা ('Vanity of vanities ; all is vanity')। পরিশ্রম দ্বারা মানুষের লাভ কি হয়?…সমুদ্রের দিকে সব নদীর খরস্রোত প্রবাহিত, কিন্তু সেই স্রোতের জলে সাগর তো পূর্ণ হয় না। নদীর উৎপত্তি যেখানে নদী আবার সেখানেই ফিরে যায়।" প্রজ্ঞার অনুশীলন করে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছেন প্রচারক, মূঢ়তা ও উন্মত্ততা কি তাও জেনেছেন তিনি, তা সত্ত্বেও উপলব্ধি করেছেন, এ-সব আত্মপীড়ন মাত্র—"যেহেতু প্রজ্ঞা থেকে

আসে দুঃখ, জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে অধিক পরিমাণে গ্লানির আবির্ভাব হয়" (Eccles. 1)। অহমিকার কথা দ্বিতীয় ইসায়াও বলে গেছেন, কিন্তু এখানে সমগ্র বইখানিতেই একটি মাত্র নৈরাশ্যব্যঞ্জক সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে —মানুষের জীবনটাই যেন ফাঁকা দমবাজি যার একমাত্র পরিণতি মৃত্যু। এই ধরনের চিন্তা—যাকে বলা হয় নৈরাশ্যবাদ (Pessimism), এবং যা দেখতে পাই আমরা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে—মন থেকে সর্বপ্রকার কর্মপ্রেরণার উচ্ছেদ করে এরূপ মনোবৃত্তি, এমন কি জনকল্যাণের জন্য ত্যাগীর নিঃস্বার্থ কর্মস্পৃহাকেও প্রত্যাখ্যান করতে চায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বরে অপরিসীম বিশ্বাস এবং জগতের নৈতিক শৃঙ্খলা, এই দুটি সুদৃঢ় স্তম্ভকে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিলেন 'প্রচারক'। তাই বইখানিতে একটি গুরুতর রকমের দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখা যায়। অর্থাৎ একদিকে যেমন জীবনের যাবতীয় কর্ম নিরর্থক মূল্যহীন—জ্ঞান অজ্ঞান, আনন্দ নিরানন্দেরও মূল্য সমানই, যেহেতু সেগুলি অহংকার থেকে উদ্ভূত এবং আত্মার পীড়াদায়ক ("This also is vanity and vexation of spirit"—Eccles. 2)—তেমনি আবার ধর্মাচরণ করতেও উপদেশ দেওয়া হয়েছে :

> "ঈশ্বরের আদেশ পালনই মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য। মানুষের প্রত্যেকটি কার্য বিচার করে দেখবেন ঈশ্বর, ভাল-মন্দ সব গোপন জিনিসের বিচার করবেন তিনি।"
>
> (Eccles. 12)

কর্মকে অকর্ম জ্ঞান আর সেই সঙ্গে ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি সমর্পণ করে কর্তব্যকর্ম উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করা, এই দুইটি আপাতবিরুদ্ধ বিষয়ের অপূর্ব সমন্বয়-প্রচেষ্টা দেখা যায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়। সমন্বয়ের সেই মহতী বাণীর একটুখানি অস্পষ্ট ধ্বনিই যেন শুনতে পাই বাইবেলের এই গ্রন্থে। সকল কর্মকেই অহমিকা বা আত্মাভিমান বলা হয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নীতিধর্মের ও প্রজ্ঞার সম্মান সম্পূর্ণ রক্ষা করবার বিধান রয়েছে :

> "প্রজ্ঞা যুদ্ধাস্ত্রের চেয়েও ভালো জিনিস। পাপী করে শ্রেয়কে ধ্বংস।"
>
> (Eccles. 9)

সংসারধর্ম অবশ্য পালনীয়। জীবনের খেলা সংসার মধ্যে, আর জীবনের সঙ্গে সংযোগ আশার সঞ্চার করে। "জীবন্ত কুকুর মৃত সিংহের চেয়ে শ্রেয়"

(Eccles. 9)। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ', ভালো পোশাক পরিধান করবে, স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দে দিন কাটাবে—এমনি করে অহমিকাভরা জীবনকে সার্থক করে তুলবার কথা আছে। কিন্তু এ-নীতি তথাকথিত চার্বাক-নীতি নয়, যেহেতু 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এমন কথা কোথাও বলা হয় নি। বরঞ্চ সর্ব-প্রকার গর্হিত কার্য ও কুচিন্তা বর্জন করে প্রজ্ঞার আশ্রয় গ্রহণ করাই সমীচীন, এই উপদেশই দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্য হিসাবে 'জব' ও 'প্রোভার্বস'-এর মত এই গ্রন্থেরও কোন কোন অংশ উৎকর্ষতার উচ্চ চূড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে।

॥ আট ॥

জাভে-তত্ত্ব : 'জুডাইজম্‌' বা হিব্রুধর্মের ক্রমবিকাশ

ইহুদিরা কোন আর্ট বা শিল্প সৃষ্টি করে নি, যেমনটি করেছিল মিশর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও করে নি ব্যাবিলোনিয়ার মত। গভীর পরমার্থ বিষয়ক দর্শন-চিন্তা যা গ্রীস ও আর্য-ভারতের বিশেষত্বরূপেই দেখা দিয়েছিল, তেমন কোন বিচিত্র কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয় নি হিব্রুজাতি। এক হিসাবে বলতে গেলে এই জাতির মনোবৃত্তি সমগ্রভাবেই স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞানচর্চার পরিপন্থী। আকাশে নক্ষত্রের গতি পরিবীক্ষণ করে মানুষের ভাগ্যনির্ণয়-প্রচেষ্টা অনেক কুসংস্কার সৃষ্টি করেছে। সেই কুসংস্কারগুলির উচ্ছেদকল্পে ইহুদিরা চেয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানকেই নির্মূল করতে—নক্ষত্ররাজির গতি-পরীক্ষায় উৎসাহদান থেকে বিরত হয়ে। তারা ছিল ধর্মপ্রাণ, ধর্মভীরু—এমন কি, ধর্মান্ধই বলতে হয় তাদের। অন্ধের যষ্টি 'জাভে' (Yaveh)—পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, মায় জাতীয় জীবন পর্যন্ত একান্তভাবে নির্ভর করত জাভের ওপর। প্রকৃতপক্ষে ইহুদি জাতির ইতিহাস রাষ্ট্রগঠন, বাণিজ্যবিস্তার বা রূপকারের শিল্পসৃষ্টির ইতিহাস নয়। ধর্মের, ধর্মজীবনের, জাভে-কল্পনার বিবর্তন-কাহিনীই হিব্রুদের জাতীয় ইতিহাস। ধর্মই হিব্রুদের একমাত্র সংস্কৃতি। সুতরাং বলতে হয়, এই জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস শাশ্বত ধর্মবিবর্তন-পথের একটি আলোকস্তম্ভবিশেষ।

সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রসংস্থা রূপায়ণের মূলে রয়েছে যে-সব কারণ, ধর্ম ও ধর্ম-চিন্তাকেও গড়ে তোলে সেই মত কারণ-সমষ্টি। প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবনযাত্রার ধারা ও অর্থনীতিও তেমনি কতকগুলি মৌলিক অবস্থা, যা মানুষের সমাজ ও ধর্মের উপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আরবের মরু অঞ্চল থেকে হিব্রুরা ক্যানানে এসেছিল, যাবাবর পশুপালক জাতি ছিল তারা। জলশূন্য তপ্ত মরুমধ্যে ভ্রাম্যমাণের রুক্ষ জীবনে রুদ্রের চণ্ড মূর্তির সাক্ষাৎ মেলে ঝঞ্ঝা বাত্যার তাণ্ডব রূপে। রুদ্রের যে আর একটি মুখ আছে—প্রসন্ন সহাস বরাভয়কর রূপ, 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌)—সেই দাক্ষিণ্যভরা দক্ষিণ মুখটি ফিরিয়ে আছেন তিনি নীল, ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস প্রভৃতি স্নেহসিক্তা অন্নপূর্ণা নদী-উপত্যকার পানে,

অথবা প্যালেস্টাইনের উত্তরাংশের শস্যক্ষেত্র আর ছায়া-শ্যামল বিটপীকুঞ্জের দিকে। তাই নির্মেঘ আকাশতলের রৌদ্রদগ্ধ মরুর ঝঞ্ঝা-দেবতা (Storm-god) জাভে-ই ইহুদিজাতির প্রভুরূপে পূজিত হয়েছিলেন। প্রথম থেকেই এই দেবতাকে বিশ্বের নিয়ন্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে, এমন মনে করবার হেতু নেই। তিনি ছিলেন জাতির রক্ষক, জাতীয় দেবতা—চণ্ড যোদ্ধমূর্তি, রক্ত-পিপাসু, ক্রোধান্ধ, হঠকারী, খামখেয়ালী ও বাচাল। তাঁর রুদ্রতাণ্ডব রুচি-সংগত নয়, নীতি-বিগর্হিত। জাতি-কে-জাতি নির্মমভাবে ধ্বংস করতে কুণ্ঠা-বোধ করেন না তিনি। মোয়াব-কন্যাদের সঙ্গে ইহুদিরা যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, মোজেসকে আদেশ দিয়েছিলেন তিনি ব্যভিচারীদের শিরশ্ছেদ করে ছিন্ন মুণ্ডগুলিকে বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়ে রাখতে। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়েন তিনি। একদা মোজেস বলেছিলেন তাঁকে, "ক্রোধ সম্বরণ কর, প্রভু। অনুগতজনের অহিত সাধনের জন্য অনুতাপ কর।" দেবতার প্রতি মানবের এই তিরস্কার দেবতা অগ্রাহ্য করেন নি। অহিত কর্ম-প্রবৃত্তির জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন তিনি। পরম শক্তিমান জাভেকে মানুষের দোষ ও দুর্বলতাযুক্ত পুরুষ বলেই কল্পনা করা হয়েছিল। আদিকালে জাভের তৃপ্ত্যর্থে নরবলি দেবার বিধি ছিল। আব্রাহাম তাঁর পুত্র ইসাককে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন (Gen 22)। 'জজ'দের যুগেও দেখা যায়, নবী সামুয়েল বন্দী রাজা আগাগকে 'প্রভু'র সমুখে স্বহস্তে বলি দিয়েছিলেন (Samuel 15)। আর, জেফথা তার দুহিতাকে বলি দিয়ে যজ্ঞে আহুতি দান করেছিলেন।

(Judges 11)

জীমূতবাহন জাভে, আবাস তাঁর পর্বতের চূড়ায়, বজ্রনির্ঘোষ তাঁর কণ্ঠস্বর। তিনি যে কোন অশরীরী আধিদৈবিক আত্মিক সত্তা, এমন কোন কল্পনা বাইবেলের আদিপর্বগুলিতে দেখা যায় না। স্বর্গের উদ্যানে সান্ধ্যবায়ু সেবন করেন তিনি, আদমকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়ে ডাকেন, "কোথা হে আদম, কোথায় তুমি?" ঝোপের মধ্যে বহ্নিরূপে আবির্ভাব হয় তাঁর, মোজেসকে ডেকে বলেন, "ওহে আমি এখানে আছি।" এই সব নেত্র-শ্রোত্র-গ্রাহ্য বাস্তব রূপবর্ণনাকে ঈশ্বরের অভিব্যক্তির কবিসুলভ কল্পনাভঙ্গী বলে ব্যাখ্যা করা সংগত হবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ এরূপ মনে করাই উচিত যে, ব্যাবিলোনিয়ায় যেমন প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে কেন্দ্র করে 'পুরাণ-কাহিনী'

বা 'মিথ' রচিত হয়েছিল, এখানেও তেমনি প্রকৃতি-দেবতা জাভেকে নিয়ে অনুরূপ 'মিথ'-সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়েছে। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও মহা-প্লাবনের কাহিনীগুলি ব্যাবিলোনীয় 'মিথ'-এরই পুনরাবৃত্তি। বস্তুত 'মিথ'-সৃষ্টি ব্যাবিলোনিয়ার মত কৃষিপ্রধান স্থানের স্থিতিবান জাতিরই বিশেষত্ব, যাযাবর ইহুদিরা এই ব্যাপারে কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। কিন্তু এই কথাটিও আংশিক সত্য মাত্র। যে কল্পনাশক্তির প্রভাবে 'মিথ' রচনা সম্ভব হয়, সেই কবি-চিন্তার বিশেষ ধারা ও ভঙ্গীটি (mythopoeic thoughts) হিব্রু সাহিত্যের পরিণত অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই ফুটে উঠেছে। উদাহরণ-স্বরূপ, 'প্রোভার্বস' গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অপরূপ কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থের ছন্দ-বন্ধনে মূর্তিমতী প্রজ্ঞার যে-রূপটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা 'মিথ'-কল্পনারই একটি অভিনব ফল। ঈশ্বরকে প্রকৃতি-জগতের বাহিরে অবস্থিত পুরুষ (Transcendental Person)-রূপে কল্পনা করে কালক্রমে ইহুদিরা সৃষ্টি করেছিল একটি নূতন 'মিথ'—যাকে 'বিধাতা-পুরুষের ইচ্ছাশক্তির মিথ' (the myth of the Will of God) বলে অভিহিত করা চলে।

ইহুদিদের ঈশ্বরের আদি নাম সম্ভবত 'জাভে' ছিল না। বাইবেলের আদি-পর্বগুলিতে কোন নামবিশেষে পরিচিত নন তিনি—যদিও তাঁর অতি-প্রাকৃত গুণধর্মের বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'ইলোহিম' (Elohim) শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। এই শব্দের পুরাণতত্ত্বগত অর্থ, শক্তি—যে-শক্তির সন্ধান মেলে পর্বত-শৃঙ্গের বেদীমূলে, অথবা নির্জন স্থানে আরাধ্য দেবতার মধ্যে। 'একসোডাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> "মোজেস ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যখন ইসরায়েল-সন্তানদের কাছে গিয়ে বলব, তোমাদের পিতৃপুরুষের ঈশ্বর পাঠিয়েছেন আমায় তোমাদের নিকট, তখন তারা যদি জিজ্ঞাসা করে, তাঁর নাম কি? তা হলে আমি তাদের কি বলব?
>
> "ঈশ্বর মোজেসকে বললেন, 'আমি আছি', তা-ই আমি ("I am that I am")। ইসরায়েল-সন্তানদের বলবে, 'আমি-আছি' তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন আমায় ("I am hath sent me unto you")।
>
> (Exodus 3)

অনেকে মনে করেন 'জাভে' নামটি গ্রহণ করা হয়েছে ক্যানান-দেশীয় দেবতা 'যাহু'-(Yahu)-র নাম থেকে, হিব্রুরা ক্যানানে প্রবেশ করবার পর। ১৯৩১ খৃস্টাব্দে ক্যানানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে ব্রোঞ্জযুগীয় (খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের) ভগ্নস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কতিপয় মৃৎপাত্রের অংশ, সেগুলির ওপর 'যা' (Yah) বা 'যাহু'-র নাম লেখা রয়েছে। এই নাম থেকে জাভে নামের উৎপত্তি হওয়া আদৌ বিচিত্র নয়।

ইহুদিদের প্রভু জাভে জাতির রক্ষাকল্পে মোজেসের সঙ্গে চুক্তি (covenant)-বদ্ধ হয়েছিলেন কতগুলি শর্তে, সে-কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। শর্তগুলির অধিকাংশই সমাজ-নীতির বাধা-নিষেধ বা আইন-কানুন। ঈশ্বর-নির্দিষ্ট নৈতিক পথে ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাত্রার ওপর প্রচুর গুরুত্ব আরোপই পূর্বাপর ইহুদি ধর্ম-চিন্তার বিশেষত্ব। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, ইতিহাসের মঞ্চে যখন আরোহণ করেছিল ইহুদিরা তখনো তারা একেশ্বরবাদী (monotheist) হয়ে ওঠে নি। যাযাবরগণ বাতাসের 'জিন'কে ভয় করত, আর পূজা করত মেষ, বৃষ, পাহাড় ও গুহাবাসী প্রেতকুলের। মিশরে প্রবাসকালে মিশরীদের 'স্বর্ণ গো-বৎসে'র পূজা শুরু করেছিল তারা, সেই পূজানুষ্ঠান থেকে মোজেস তাদের নিরস্ত করতে পারেন নি। 'একসোডাস' গ্রন্থের বত্রিশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে, এয়ারন (Aaron)-নির্মিত স্বর্ণ-গো-বৎসের সমুখে স্বজাতীয়দের উলঙ্গ অবস্থায় নৃত্য করতে দেখেছিলেন মোজেস, এবং এই পৌত্তলিক কদাচারের শাস্তি দিয়েছিলেন তিনি ও তাঁর পুরোহিতগণ (levites) তিন সহস্র ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ধর্মের আদি অবস্থায় সর্পপূজাও দেখা যায়। তাম্রনির্মিত অনেক সর্প উদ্ধার করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ভগ্নস্তূপ থেকে, আর মোজেস-নির্মিত একটি সর্পমূর্তি হেজেকিয়ে-র আমল (খৃঃ পূঃ ৭২০) পর্যন্ত জেরুসালেমের মন্দিরে পূজিত হয়েছিল। ইহুদিদের কাছে সর্প সম্ভবত ছিল লিঙ্গেরই প্রতীক (phallic symbol) —তেজবীর্যের কুণ্ডলিনী চক্র, প্রজ্ঞা-স্বরূপ—উদাহরণস্বরূপ এখানে ইসায়া-গ্রন্থের 'বক্র বিদ্ধকারী সর্প' লেভিয়াথানের উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্যানানাইটদের দেবতা 'বাল'-এর প্রতিমূর্তি ছিল মুষলাকৃতি প্রস্তরখণ্ড। 'বাল'-এর পূজাও ক্যানানে এসে আরম্ভ করেছিল হিব্রুরা। ঝঞ্ঝার দেবতা 'বাল'—জল-দানব 'যম'-(Sea dragon Yam)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন

তিনি, সেই প্রসঙ্গে একটি পুরাণ-কাব্য রচিত হয়েছিল। ক্যানানাইটদের সেই পুরাণ-কাব্যের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে একখণ্ড মৃন্ময় চাকতি-লিখন থেকে। লেখা আছে সেখানে :

> "দেখ তোমার শত্রুদের, হে দেব 'বাল'
> দেখ তোমার শত্রুদের, ধ্বংস তাদের করবে তুমি,
> দেখ অরিকুল করবে তুমি ভূপাতিত।"

উদ্ধৃত অংশটির সামান্য পরিবর্তন করে সেটিকে 'সাম'-গানে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে (Psalm 92)। 'বাল'-স্তোত্রের ত্রিষ্টুব-ছন্দের (tricolon) ঝংকার 'সাম'-গানে তেমনিভাবেই বেজে উঠেছে।

বাইবেলে পশুপূজার অবশেষ চিহ্ন বিদ্যমান জেরোবোয়াম ও ইজেকিয়েলের যুগ পর্যন্ত। পূজার জন্য দুইটি স্বর্ণ-গোবৎস নির্মাণ করে প্রজাদের বিভ্রান্ত করেছিলেন রাজা এই বলে যে, এই দেবতাই ইহুদিজাতিকে মিশর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন (I Kings 12)। কথাটির নির্গলিতার্থ এই যে, স্বর্ণ-গোবৎসরূপেই জাভে পূজিত হয়েছিলেন। সলোমনের রাজত্বের পরবর্তী শতাব্দে রাজা আহাবকেও বৃষ-পূজা করতে দেখা যায়। ফলকথা, জাভে তখনো ইহুদিদের কাছে একমাত্র ঈশ্বর হয়ে ওঠেন নি যেমন, তেমনি আবার তখন মূর্তিপূজাও বন্ধ হয় নি, যদিও মোজেস-বিধি অনুসারে মূর্তি-পূজা ছিল নিষিদ্ধ। জাভের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আরও দেবতা ছিল যাদের অস্বীকার করে নি ইহুদিরা। মোয়াবাইটদের 'কেমস', আমনের 'মিলকম' 'তামুজ'—এঁরা সকলেই ইহুদিদের উপাস্য দেবতা ছিলেন। শুধু জাভের স্থান ছিল অন্যান্য সকল দেবতার ঊর্ধ্বে (Deuteronomy iv. 19)। স্বয়ং মোজেসই বলেছেন, "হে প্রভু, দেবকুলের মধ্যে তোমার সমান কে আছেন ?" (Exodus 15)। সুমেরীয় বাত্যাদেবতা এনলিল-এর সঙ্গে জাভের অনেক বিষয়েই গুণগত সাদৃশ্য আছে। মহাপ্লাবন সৃষ্টি করেন এনলিল, জাভেও তাই করেছিলেন। মহাপরাক্রান্ত এনলিল দেবসেনাপতি, আর জাভে ইহুদি-বাহিনীর প্রভু (Lord of the Hosts)। জাভে ঈর্ষাপরায়ণ, ইহুদিরা অন্য দেবতার পূজা করে, তা তিনি সহ্য করতে পারেন না, এবং সেই পূজা-জনিত অপরাধের দণ্ডবিধান করেন পুরুষানুক্রমে বংশধরদের ওপর (Exodus

20)। কিন্তু এরূপ নিষেধ সত্ত্বেও কৃষিদেবতার পূজা আরম্ভ করেছিল ইহুদিরা ক্যানানে এসে কৃষিকর্ম শুরু করবার সঙ্গে। কৃষিক্ষেত্রের ওপর কৃষিদেবতারই প্রাধান্য, তাই এখন ইহুদিদের ধর্মানুষ্ঠানে দেখা যায় কৃষি ও উর্বতার দেব-দেবী 'বাল' ও 'আসেরা'র পূজা আরাধনা। নগরে নগরে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিপূজা ভবিষ্যদ্বক্তা পয়গম্বর বা নবীদের প্রবল বিরোধিতা জাগিয়ে তুলেছিল, এবং ক্যানানাইটদের যে-সংস্কৃতি ইহুদিরা গ্রহণ করেছিল, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সংঘর্ষ তখনই বেধেছিল। ইহুদিজাতির পুরনো ও নূতন অর্থনৈতিক জীবনের মূলগত প্রভেদ প্রফেটদের মুখে ধর্মীয় বিরোধরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ডেভিড ও সলোমনের কালের খণ্ডজাতিসমূহের রাজনৈতিক ঐক্য ইহুদিধর্মের ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাজপদ সৃষ্টি হয়েছে, রাজধানী নির্মাণ হয়েছে, আর তার অপরিহার্য ফলরূপেই দেব-মন্দির গড়ে তোলা হয়েছিল জেরুসালেম নগরে। যাযাবর জাতির কোন মন্দির ছিল না। "ঈশ্বরের নৌকা" (Ark of God) নামক একটি রহস্যাত্মক পবিত্র বস্তু তাঁবুর সঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়াত তারা জাতীয় পতাকারই মত, আর সেই 'নৌকা'র মধ্যে রাখা হ'ত ঈশ্বরের 'চুক্তিপত্র'। সেটি ছিল এতই পবিত্র যে কেউ তা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হতেন এবং সমুদ্যত বজ্রহস্তে তার নিপাত সাধন করতেন (II Samuel 6 ; I Chronicles 13)। যুদ্ধক্ষেত্রে জাভের এই প্রতীক-চিহ্নই সৈন্যদের মনে বলের সঞ্চার করত। পরাজিত ইহুদিদের নিকট থেকে ছিনিয়েও নিয়ে গিয়েছিল এই প্রতীক-চিহ্ন জাতির শত্রু ফিলিস্টাইনরা। মন্দির প্রতিষ্ঠার ফলে ধর্মাচরণ-পদ্ধতির একটি যুগান্তর সৃষ্টি করা হয়েছিল। কেন না, জাভে এখন আর আশ্রয়শূন্য ভাবে তাঁবুতে ঘোরাফেরা করেন না, তিনি থাকেন রাজধানীর মন্দিরে। এখন থেকে জেরুসালেমের মন্দিরে জাভের সঙ্গে ধর্মও একটা স্থিতিস্থাপকতা লাভ করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রফেটদের যুগের পূর্বে একেশ্বর কল্পনা তেমন দানা বেঁধে ওঠে নি।

> "এখন জানতে পেরেছি ইসরায়েল ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নেই।" (II Kings 5)

নবী এলিসার কাছে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত না-মন-এর এই উক্তিটির মধ্যে একেশ্বর-কল্পনা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল সেই সময়, তার ইঙ্গিত রয়েছে। স্থিতিশীল

রাষ্ট্রের অধীনে উপজাতিসমূহের সমাজ-সংহতির ফলে একেশ্বর চিন্তার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তা-ই কালক্রমে জাভেকে পূজা অর্চনা অনুষ্ঠানাদির উর্ধ্বে নৈতিক মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। 'লেভিটিকাস' গ্রন্থে বেদীর বর্ণনা, নানা প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। এই সব ধর্মানুষ্ঠান, অর্থাৎ পশুবলি, বেদী-রচনা, যজ্ঞাগ্নি বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা বৈদিক ভারতের শাস্ত্রীয় পুরোহিততন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে মানুষের নৈতিক জীবনকেই ধর্মের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বুদ্ধদেব। হিব্রু নবীরাও জনসমক্ষে নীতিধর্মকেই আদর্শরূপে প্রচার করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা পুরোহিততন্ত্রের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে পরিত্যাগ করতে বলেন নি। পক্ষান্তরে পুরোহিতরা যে নবীদের সঙ্গে যথাসম্ভব হাত মিলিয়েই চলতে চেষ্টা করেছেন, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ রাজা জোসিয়ার ধর্ম-সংস্কার কাহিনীতে পাওয়া যায়। এই পুরোহিততান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনকার্যে প্রফেটেস্ হুলদার সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন পুরোহিতপ্রবর হেলকিয়া। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও নীতিধর্ম ও নৈষ্ঠিক অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রধান কোনটি, তাই নিয়ে যে-বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল তাকে পরিহার করা সম্ভব হয় নি নবীদের। তাই নীতি-বিবর্জিত অত্যাচারী সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের নিন্দা করে জাভের কণ্ঠে নৈতিক বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এইরূপ :

"আমি ঘৃণা করি তোমাদের উৎসব-দিবস ......

"যজ্ঞানুষ্ঠান করলেও বলিদান দিলেও, আমি তোমাদের অর্ঘ্য নিবেদন গ্রহণ করব না।

"স্তব্ধ হোক তোমাদের সংগীত। আমি তোমাদের বীণার ঝংকার শুনব না।" (Amos 5)

জাভে শুধু যাগযজ্ঞের ঈশ্বর নন, তিনি নিখিল বিশ্বের শাশ্বত নৈতিক বিধানের নিয়ন্তা, এই চেতনার পূর্বাভাসও দিয়েছেন আমোস :

"শ্রেয়ের সন্ধান কর, মন্দের নয়। তা হলেই তোমরা বাঁচতে পারবে। প্রভু হবেন তোমার সাথী।

"নির্ঝরের মত বয়ে যাক ঋত-সত্যের ধারা।" (Amos 5)

অনুতপ্ত পাপী ব্যক্তি প্রফেট মিকাকে জিজ্ঞাসা করল, মেষবলি, ঘৃতাহুতি অর্ঘ্যনিবেদন, প্রথমজ সন্তানকে বলিদান—কোন্ কর্ম করলে ঈশ্বর প্রসন্ন হবেন? নবী বললেন—

"ঈশ্বর শ্রেয়ের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। ন্যায়নিষ্ঠা, করুণার প্রতি আসক্তি, বিনীত ভাবে ঈশ্বরের অনুগমন—এ ছাড়া তো আর কিছুই চান না তিনি।" (Micah 6)

জুডাবাসীদের বাহ্যত পূতপাবন অনুষ্ঠানাদির নিন্দা সব চেয়ে তীব্র ভাষায় করেছেন নবী ইসায়া। জাভে বলেন :

"কিসের জন্য এত বলিদানের আয়োজন কর তোমরা?···বৃষ মেষ বা ছাগের রক্তে আমার কোন আনন্দ নেই।·· বৃথা অর্ঘ্যনিবেদনের প্রয়োজন নেই। ধূপের ঘ্রাণ পূতিগন্ধময়।···আমার অন্তরাত্মা ঘৃণা করে তোমাদের ভোজ।···তোমরা যখন হাত বাড়িয়ে দেবে আমার দিকে আমি তখন চোখ ফিরিয়ে নেব। তোমরা যখন প্রার্থনা করবে আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনব না। রক্তাপ্লুত তোমাদের হস্ত।

"ধৌত কর, মুছে ফেল, আমার চক্ষুর সমুখ থেকে পাপরাশি অপসৃত কর। অসৎ কর্ম থেকে প্রতিনিবৃত্ত হও, সৎকর্ম অনুষ্ঠান শিক্ষা কর, ন্যায়ের অনুবর্তী হও, অত্যাচারীর অত্যাচার বন্ধ কর, পিতৃহীনের প্রতি সুবিচার কর, পতিহীনকে সাহায্য কর। (Isiah 1)

ইতিহাসের দর্শন-তত্ত্ব : 'সমুদ্ধর্তা'-কল্পনা

জাভে-কল্পনার এই নৈতিক আদর্শ পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল ইহুদি রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির যুগে নয়। জাতির বদ্ধাবস্থায় দুর্দশাক্লিষ্ট পরাধীন জাতির মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক দারিদ্র্যের শূন্য স্থান আধ্যাত্মিক সম্পদে পূর্ণ করে দিয়েছিল। আত্ম-চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল স্বাধীন কর্মজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে, আর সেই উদ্দামতার অবসানে দৈন্যগ্রস্ত জাতির মনে জেগে উঠেছিল আত্ম-জিজ্ঞাসা—কোথা গেল ডেভিড-সলোমনের স্বর্ণ-যুগ? জাতির অতীত সমৃদ্ধি লুপ্ত হ'ল কেন, কার দোষে? দুঃখ-দৈন্যের অবসান কি হবে না কোন দিন? সুদিন কি আর ফিরবে না? ইহুদিরা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি, মিশরের দাসত্ববন্ধন থেকে যিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন, সেই

ত্রাণকর্তা নিরাপরাধ জাতিকে অযথা নিপীড়ন করতে কখনো পারেন না। এই স্থূল বিশ্বাস থেকেই জাতির বদ্ধাবস্থাকে পাপকর্মের ফল বলে বর্ণনা করেছেন প্রফেটরা। তাঁরা বলেছেন, ব্যাবিলোনিয়ার ক্যালডিয় সম্রাট নেবুকাড-নেজ্জার, পারস্য সম্রাট কুরুস বা সাইরাস, সকলেই এঁরা ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র বা পুতুল। বহু দেবতার পৌত্তলিক পূজাবিধিকে গ্রহণ করেছিল ইহুদিরা, ব্যভিচার কদাচার দ্বারা জাতীয় জীবনকে কলুষিত করে তুলেছিল, সেই জন্যই ঈশ্বর তাদের দণ্ডিত করেছেন। প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ঘটনাপরম্পরা নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই যে ঐতিহাসিক পরিণতির মধ্যে জাতিকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই ইতিহাসের মধ্যে নিহিত একটি দর্শন-তত্ত্বের সন্ধান করেছিলেন প্রফেটরা, যার প্রতিষ্ঠা নীতিধর্মের ওপর। এই নীতিধর্মের আধারভূত কারণ-স্বরূপ এক ও অদ্বিতীয় বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের উপলব্ধির পরিচয় সর্বপ্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বন্ধনোত্তর কালের জনৈক অজ্ঞাত নবীর রচনায়। এই অজ্ঞাত পয়গম্বরের নাম দেওয়া হয়েছে 'ডিউটারো ইসায়া' (Deutero-Isiah)। ইসায়া-গ্রন্থের চল্লিশ পরিচ্ছেদ থেকে শুরু হয়েছে এই অজ্ঞাত লেখকের রচনা, পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তই করেছেন। যেখানে ছিল শুধু আত্মগ্লানি, পাপের শাস্তি, অতীত সমৃদ্ধির জন্য হা-হুতাশ, নূতন ইসায়া সেখানে পরম কারুণিক ঈশ্বরের কৃপায় জাতির মুক্তিপথে অগ্রসর, এই আশার বাণী প্রচার করলেন। জাভে আর এখন রুক্ষ, কর্কশ, রক্তপিপাসু মরুদেবতা নন, ব্যাবিলোনয়ার মাটি ও জল তাঁর মধ্যে করেছে কোমল ভাবের সঞ্চার—তিনি শুধু ইহুদি বাহিনীর ঈশ্বর নন, দয়া-করুণার প্রেমের ঈশ্বর, সর্বমানবের ঈশ্বর, ইহুদি জাতির উদ্ধার-কর্তা। উদাত্ত কণ্ঠে বাণী নিঃসৃত হ'ল—ভয় নাই, ওরে ভয় নাই। সান্ত্বনা দিয়ে বল জেরুসালেমকে তার সংগ্রামের অবসান হয়েছে—যেহেতু পাপের দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করেছে সে প্রভুর হাতে।

"প্রভুর পথ প্রস্তুত কর। মরুদেশে ঋজু রাজপথ নির্মাণ কর, আমাদের ঈশ্বরের জন্য।

"অধিত্যকা উন্নত হবে, গিরি পর্বত মাথা নত করবে, তির্যক গতি হবে সোজা, বন্ধুর স্থানগুলি হবে সমতলভূমি।

"প্রভুর মহিমা তখন করবে আত্মপ্রকাশ...।" (Isiah 40)

ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নূতন ইসায়া বলেন : তিনি রাখালরাজ, রাখালের মতই সর্বমানবকে পালন করেন। মেষশাবকের মতই মানবসন্তানদের দু'হাতে বক্ষে তুলে নিয়েছেন। তাঁর মহিমার তুলনা কোথায় জগতে? কে পারে তাঁর মহিমা কীর্তন করতে?

"সাগরকে মুষ্টিমধ্যে রেখেছেন কে? চন্দ্রাতপ দিয়ে আকাশকে মণ্ডিত করেছেন, পৃথিবীর ধূলিরাশি সংগ্রহ করে কুন্‌কিতে মেপেছেন, পাহাড় পর্বতকে মানদণ্ডে ওজন করেছেন কে?

"কে পরিচালিত করেছে ঐশী শক্তিকে (Spirit of the Lord)? অথবা তার উপদেষ্টা হয়ে তাকে শিক্ষা দান করেছে?

"কার মন্ত্রণা গ্রহণ করেছিলেন তিনি, কে তাঁকে শিখিয়েছে ঋতের পথে জ্ঞানের মার্গে বিচরণ করতে? কে-ই বা তাঁর বুদ্ধির পথ নির্দেশ করেছে?

"চেয়ে দেখ, জাতিসমূহ (nations) বালতি-ভরা জলের একটি বিন্দু মাত্র, তুলাদণ্ডের ওজনে ছোট্ট ধূলিকণা। দ্বীপপুঞ্জ কত ক্ষুদ্র তাঁর কাছে।

"নগণ্য সর্ব জাতি, নগণ্যের চেয়েও ন্যূন শূন্য অহমিকা (vanity) মাত্র।" (Isiah 40)

কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের সাদৃশ্য কল্পনা করা চলে না। স্বর্ণকার স্বর্ণমূর্তি, শিল্পী দারুমূর্তি নির্মাণ করে, কিন্তু তাঁর প্রতিমা কে গড়ে তুলতে পারে?

"তুমি কি জান না, তুমি কি শোন নি? আদিকাল থেকেই কি এ-কথা তোমায় বলা হয় নি? পৃথিবীর সৃষ্টি থেকেই কি এ-বোধ তোমার জাগে নি?

"তিনি অবস্থান করেন পৃথিবীর চক্রনেমীর ওপর। সেখানকার অধিবাসী প্রাণিকুল যেন তুচ্ছ পতঙ্গ। আকাশের যবনিকা বিস্তৃত করেছেন তিনি, তাঁবুর মত খাটিয়ে রেখেছেন তার তলায় বসবাসের জন্য।

"নৃপতিবৃন্দকে তিনি অকৃতার্থতার মধ্যে নিমজ্জিত করেন, পৃথিবীর জননেতাদের ফাঁকায় মিশিয়ে দেন।...

"ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত কর। স্তবকে স্তবকে ঐ যে অগণিত পদার্থগুলি বিকশিত হয়ে ওঠে কে তাদের সৃষ্টি করেছে? শক্তি-মাহাত্ম্য প্রভাবে

নাম দিয়েছেন তিনি ঐ সব জিনিসের। সর্বশক্তিমান তিনি, তাঁর শক্তির নেই পরাভব।" (Isiah 40)

এমনি করে দ্বিতীয় ইসায়া একটি মহৎ বিরাট পুরুষের কল্পনা করেছিলেন প্রফেট ইজেকিয়েলের মত, এবং সেই সঙ্গে প্রফেট জেরেমিয়ার উপলব্ধিতত্ত্বের সংযোগে ভক্তের তদ্‌গত ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বর, ক্লান্তি নেই তাঁর, অবসাদ নেই। শক্তির আধার তিনি, দুর্বলকে শক্তি দান করেন। বিশ্বমানবের ন্যায়নিষ্ঠ প্রভু তিনি, কিন্তু আব্রাহামের বংশধর ইসরায়েল-সন্তানেরাই তাঁর বিশেষ কৃপার পাত্র—তাঁর ভৃত্য তাঁর নির্বাচিত (elect)। তাঁর চিত্তের হর্ষ বর্ধন করে এই ইহুদি জাতি। ইহুদিরাই জগতের অন্যান্য জাতিকে আলো হাতে অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এখানে আমরা ধর্ম-দর্শনের ক্ষেত্রে একটি মানসিক দ্বন্দ্ব পরিষ্কার রূপেই দেখতে পাই। একদিকে হিব্রুদের ঈশ্বর এখন জাতীয়তার উর্ধ্বে একটি শাশ্বত নৈতিক জগতের মূলীভূত কারণরূপে দেখা দিয়েছেন, যার সংগত পরিণতি ঘটেছে খৃষ্টীয় 'নব বিধান' বাইবেলের রোমানস্ (Romans)-গ্রন্থে—যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বর পক্ষপাতশূন্য, ইহুদি ও বিজাতীয়দের (Gentiles) প্রতি তিনি সমদৃষ্টি, এবং মুক্তির দ্বার সর্বমানবের জন্যই উন্মুক্ত। পক্ষান্তরে ইহুদির হৃদয়-যমুনায় যে জাতীয় সংকীর্ণতাকে জড়িয়ে ধরে জাভে ছিলেন ভাসমান, উগ্র জাতীয়তাবাদের সেই অন্ধ কল্পনার ধূম্রজালে দিব্যদৃষ্টিও যেন তার জ্যোতি হারিয়ে ফেলেছে। তাই জাতীয় ঈশ্বরের সঙ্গে সার্বজনীন ঈশ্বরের সমন্বয়ের একটি প্রয়াস দেখা যায় :

"ন্যায়নিষ্ঠা প্রভুর প্রিয়। ঋতকে মহৎ ও শ্রেয় করে তুলবেন তিনি।

"কিন্তু এই (হিব্রু) জাতি অবলুণ্ঠিত, হৃতসর্বস্ব। সকলেই তাঁরা গহ্বরমধ্যে পাশবদ্ধ, কারাগৃহের অন্তরালে অবরুদ্ধ। শিকারের জন্য, শোষণের জন্য রাখা হয়েছে তাদের, কেউ তাদের মুক্তি দেয় না। কেউ বলে না—পরিত্রাণ কর তাদের।" (Isiah 42)

মিশর দেশ থেকে বিতাড়িত, আসিরিয়া মিশর ও ব্যাবিলন কর্তৃক পর্যায়ক্রমে উপদ্রুত এই ইহুদি জাতির অপরিসীম দুর্দশাভোগের ব্যবস্থা করেছিলেন ঈশ্বর মানবহিতার্থে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্য। তাঁর হাতের দণ্ড যে-জাতি শিরোধার্য করেছে, সেই জাতি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে তার

আশ্চর্য কি ? তিনি যে করুণাময়—নির্যাতিতের 'সমুদ্ধর্তা' (Redeemer)-রূপেই আবির্ভাব হবে তাঁর। জাগো জিয়ন, ওঠ জিয়ন-কন্যা বন্দিনী জেরুসালেম! প্রভু বলেছেন, "তোমরা বিনামূল্যে বিক্রীত হয়েছ, বিনা-মূল্যেই তোমাদের উদ্ধার করা হবে।" আর কোন অনাচারী অপবিত্র জাতি ('the uncircumcised and the unclean') জেরুসালেমে প্রবেশ করবে না। জিয়নের অধিত্যকাভূমি সিক্ত করে নির্ঝরের মুক্তধারা আবার প্রবাহিত হবে। ফুলে ফলে সুশোভন বর্ণচ্ছটায় আবার সজ্জিত হয়ে উঠবে জিয়ন—মা ভৈঃ!

উদ্ধারকারী পরিত্রাতার (Saviour) ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রথম ইসায়া। যিনি জন্মগ্রহণ করবেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র। "প্রশাসন ভার তাঁরই স্কন্ধে স্থাপিত হবে। তাঁর নাম হবে আশ্চর্য পুরুষ, পরম সখা, পরমেশ্বর—পরম পিতা, শান্তির রাজা" (Isiah 9)। দুই শতাব্দী পরে সেই ভাবধারাকে পুনর্জাগরিত করে নূতন পরিণতির মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় ইসায়া :

> "আমরা দেখব তাঁকে, কোন সৌন্দর্যই নেই তাঁর তখন যা দিয়ে তিনি আমাদের কামনার বস্তু হতে পারেন।
>
> "মানুষ তাঁকে ঘৃণা করে পরিত্যাগ করেছে। দুঃখের মানব তিনি, শোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ··
>
> "তিনিই তো আমাদের শোকদুঃখ বহন করেন। আমরা ভাবি ঈশ্বর তাঁকে আঘাত করেছেন।···
>
> "কিন্তু আমাদের পাপাচরণই যে বিদ্ধ করেছে তাঁকে, তিনি ক্ষত-বিক্ষত আমাদের অন্যায় কর্মের জন্য। আমাদের শান্তির জন্যই দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। তার ওপর কশাঘাত আমাদের দান করেছে রোগ-মুক্তি।
>
> "সবাই আমরা মেষপাল পথভ্রষ্ট, নিজ নিজ নিরুদ্দেশ পথে চলেছি। প্রভু তাঁরই ওপর আমাদের অপকর্মের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন।"
>
> (Isiah 53)

আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলিকে যিশু খৃস্টের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলেই মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। এখানে শুধু ইতিহাসের একটি সনাতন সত্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে—যুগে যুগে সাধু ব্যক্তির

পরিত্রাণকল্পে মহাপুরুষের আবির্ভাবই সেই পরম সত্য। সেই মহামানবই যিশু খৃস্ট রূপে আবিভূর্ত হয়েছিলেন, এই বিবেচনা করে কথাটিকে ভবিষ্য-দ্বাণীরূপে গ্রহণ করা অসংগত হবে না। স্পষ্টই দেখা যায় যে, ইহুদি জাতির পাপ, দৈন্য-দুর্দশা ও মুক্তির কামনা জাতীয় বেষ্টনীর ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবের পাপ-জনিত দুঃখভার ও মুক্তি-সমস্যার বিরাট রূপ ধারণ করেছে। সংসারে পাপাচারের অন্ত নেই, আর সেই পাপ থেকেই মর্ত্য মানবের অপরিসীম দুঃখকষ্টের উৎপত্তি। মানুষের সাধ্য কি যে সে এই পাপের বোঝা ঝেড়ে ফেলে ন্যুব্জ পৃষ্ঠকে আবার সোজা করে তোলে? মানুষের সাধ্য কি, জীবনের যে-সরসতা জেরুসালেমের মতই নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে আবার অবারিত ধারায় অমৃতের প্রস্রবণ উৎসারিত করে? তাই 'সমুদ্ধর্তা'-রূপে ঈশ্বর-প্রেরিত মহামানবের আবির্ভাবের প্রয়োজন। পৃথিবীর যত পাপরাশি, সংসারের যত তাপ-গ্লানি ভগবৎ-কৃপার পূত-সলিলে বিধৌত করেন সেই সমুদ্ধর্তা। "তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ" (গীতা)। মৃত্যু-স্বরূপ সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করেন, তাই না তিনি সমুদ্ধর্তা? খৃস্টধর্মের একটি মূল স্তম্ভ এই সমুদ্ধর্তার কল্পনা—কেন না যিশু খৃস্টের আবির্ভাব হয়েছিল সমুদ্ধর্তা বা পরিত্রাতা-রূপে।

'অ্যাপোক্যালিপ্‌স্' ও 'বিচার দিবস' : পরলোক-তত্ত্ব

কিন্তু সমুদ্ধর্তার এই উদার সার্বভৌম রূপ-কল্পনা, যার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে দ্বিতীয় ইসায়ার বাণীর মধ্যে, তারও একটি মূলগত পরিবর্তন দেখা গেল, জাতীয় ও ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য ইহুদিরা যখন সিরিয়ার গ্রীক শাসক আন্‌টিওকাস এপিফ্যানিস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল (খৃঃ পূঃ ১৬৮)। এই যুদ্ধের নাম 'মেক্‌কাবিদের সংগ্রাম' (the wars of the Maccabees)। ইহুদি-ধর্মকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন আন্‌টিওকাস, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল হিব্রু-জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণ রূপেই। মেক্‌কাবিদের যুদ্ধের ফলে জাতীয় ধর্ম রক্ষা পেল, এবং অল্প কিছুকালের জন্য জাতীয় স্বাধীনতারও আবির্ভাব হয়েছিল। তখন যে মেসায়া (Messiah)-রূপী উদ্ধারকর্তার চিত্র অঙ্কিত করেছিল ইহুদিরা, তিনি মৃত্যু-সাগর থেকে মানবজাতিকে পরিত্রাণ করেন না—তিনি শুধু ইহুদিদের

বিশ্বজোড়া ধর্মীয় শাসনের গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইহুদি-ধর্মরাজ্যের এই পরিণতি—যাকে বলা হয় 'অ্যাপোক্যালিপ্‌স্‌' (Jewish Apocalypse) —সে-বিষয়ে বাইবেলের 'ড্যানিয়েল' (Daniel)-গ্রন্থে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। গ্রন্থটি ইতিহাসের একটি দর্শন-শাস্ত্র বিশেষ—অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনার দার্শনিক ভাষ্য রচনা করেছেন গ্রন্থকার, কয়েক শতাব্দী পূর্বের নেবুকাড্‌নেজ্‌-জারের কালের ড্যানিয়েল-নামক জনৈক মহাপুরুষের নাম করে। ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে বইটিতে—নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের পুত্র বেলসেজ্‌জারের পতন, পারসীক কুরুস বা সাইরাস (Cyrus I)-এর অভ্যুত্থান, পারস্য সাম্রাজ্যের অবসান ও গ্রীকদের আগমন। গ্রন্থরচনার কালে কিন্তু গ্রীক-রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়েছিল, সেই সূত্র ধরে ইহুদিজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এইরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন ড্যানিয়েল :

> "নিশীথে দিব্যদর্শন ঘটল আমার, মানব-সন্তানের মত একজন মেঘ-লোক থেকে নেমে এলেন।…
>
> "তিনি হলেন রাজ্যের মহিমা ও গৌরবের অধিকারী। নানান দেশের নানান ভাষাভাষী জাতি তাঁর সেবা করছে। যে-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি, তার ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই।" (Daniel 7)

ইহুদি জাতীয়তাবাদীদের এই ভাবীকালের স্বপ্নরাজ্যের সঙ্গে কতকগুলি অতিপ্রাকৃত বিষয়—যেমন পরলোকতত্ত্ব—সম্বন্ধে চিন্তাও স্বভাবত জড়িয়ে পড়েছিল। পূর্বে বলা হয়েছে 'সিওল' নামে পাতালপুরীর কল্পনা ইহুদিরা করেছিল বটে, কিন্তু সেই কল্পনা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট, যেহেতু ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকল মৃত ব্যক্তিকেই সেই অজানা স্থানে বাস করতে হ'ত। মানুষের কৃতকর্মের দরুন দণ্ডভোগ বা পুরস্কারলাভের ব্যবস্থা ইহলোকেই করা হয়েছিল, পরলোকে নয়। মেসোপটেমিয়ায় পারসীক ধর্মচিন্তার সংস্পর্শে এসে অন্যান্য ভাবের সঙ্গে পরলোক সম্বন্ধে ধারণারও পরিবর্তন হয়েছিল ইহুদিদের। পারসীকদের পরলোক কল্পনা ছিল এই যে, মৃত ব্যক্তিরা সমাধিগর্ভ থেকে আবার উঠবে ("resurrection of the dead") এবং ইহলোকে কৃত কর্মের ফলে পরলোকে কেউ বা হবেন অনন্ত জীবনের অধিকারী আর কেউ বা অনন্ত ঘৃণার পাত্র হয়ে অবস্থান করবেন। এই ভাবটিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ড্যানিয়েল-গ্রন্থে :

"যাঁরা আছেন ধূলিশয্যায় নিদ্রিত, অনেকেই তাঁরা জেগে উঠবেন। কেউ লাভ করবেন অফুরন্ত জীবন, কেউ বা অসীম ঘৃণার মধ্যে নিমজ্জিত হবেন।

"যাঁরা বিজ্ঞ, উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ভাস্বর দীপ্তি বিকীর্ণ করবেন তাঁরা। নক্ষত্রের মতই মানবকে তাঁরা সত্য-পথের সন্ধান দেবেন।"

(Daniel I2)

পরলোকের এইরূপ কল্পনা ইহুদি ধর্ম-চিন্তার স্বাভাবিক পরিণতি বলেও ধরা যেতে পারে বটে, কিন্তু পারসীক প্রভাবই এই ধারণাটিকে বিশেষ ভাবে রূপায়িত করেছে, এরূপ মনে করা অসংগত নয়। সে যাই হোক, এখন আমরা সেই সুবিদিত "বিচার দিবস" (Day of Judgment) কল্পনার সম্মুখীন হয়েছি, ইহুদি খৃস্টান ও ইসলাম যে পরলোকতত্ত্বকে সমভাবে গ্রহণ করেছে। ঈশ্বরের জয়ভেরীর সঙ্গে দামামা বেজে উঠবে। তখন দলে দলে মৃত আত্মারা কবর ছেড়ে ঈশ্বরের সিংহাসন সমীপে এসে দাঁড়াবে, আর ঈশ্বর তাদের কৃত কর্মের বিচার করবেন। পরলোক সন্ত (Saints)-দের রাজ্য। মেসায়া সন্তদের নেতা, তাঁকে রাজা বলে অভিহিত করা হয়েছে (The Messiah, the Prince)। স্বর্গদূতগণের অধিনায়ক তিনি, এরূপ মনে করা সম্ভবত ভুল হবে না।

স্বর্গদূত ও দানা

অন্যান্য আদিম ধর্মের মত প্রাচীন হিব্রুদের প্রাকৃতিক শক্তি-কল্পনায় কোন শক্তি ছিল দেবশক্তি, অর্থাৎ কল্যাণ-বিধায়িনী—আবার কোন শক্তি ছিল দানব শক্তি, অর্থাৎ অমঙ্গলকারিণী। ঝঞ্ঝা-দেবতা উগ্রমূর্তি জাভে যখন করুণাময় পতিতপাবন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে রূপান্তরিত হলেন, তখন নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জ এবং অন্যান্য উপাস্য দেবদেবীর স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা আর বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। ধর্মের ছকে গুটিগুলির স্থান পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এখানেও আমরা যেন পারসীক প্রভাব অনেকখানি অনুভব করতে পারি। পারসীকদের ধর্মে 'ফ্রাবসী' নামে কতিপয় দেবদূত আছেন যাঁরা পরমপ্রভু অহুরা-মজদার সহচর বা অংশবিশেষ। তা ছাড়া পারসীকদের একটি দানবীয় শক্তিও আছে যার নাম 'অনুগ্রমন্যু' বা

'উগ্রমন্যু'—যিনি ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই জগতের অহিতসাধনে সতত রত আছেন। উত্তরকালের ইহুদি-ধর্মে পারসীকদের এই 'দেবদূত ও দানব' ('angels and devils') কল্পনাকে বিশেষভাবেই প্রতিফলিত দেখা যায়। অহুরা-মজদা বৈদিক ঝঞ্ঝা-দেবতা, অসুর-বরুণেরই প্রতিরূপ। কে জানে, অহুরা-মজদা বা অসুর-বরুণের সঙ্গে জাভের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যটি হয়তো বা আকস্মিক নয়। এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করলে দেখা যায়, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জ ও উপাস্য দেবতারাই কালক্রমে পরমেশ্বরের স্বর্গদূত রূপে ইহুদি-ধর্মে স্থান লাভ করছিল। স্বর্গদূত গ্যাব্রিয়েল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বর্ণনা ড্যানিয়েল দিয়েছেন এইরূপ :

আমি যখন প্রার্থনা করছিলাম, মানবরূপী গ্যাব্রিয়েল (the man Gabriel) দ্রুত উড়ে এলেন আমার কাছে এবং সন্ধ্যাকালে আচমনের সময় তিনি আমায় স্পর্শ করলেন।

"তিনি বললেন, আমি এসেছি তোমায় দক্ষতা ও প্রজ্ঞা দান করতে। আমার প্রতি আদেশ হয়েছে, তোমায় পথ প্রদর্শন করতে, যেহেতু তুমি ঈশ্বরের প্রিয়।" (Daniel 9)

প্রাচীন হিব্রুদের অপদেবতা ছিল 'আজাজেল' (Azazel), অন্য 'দানা'ও ছিল বিস্তর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই 'জিন' বা 'দানা'দের বিশেষ কোন স্থান ছিল না তখনকার ধর্মতত্ত্বের ব্যবস্থায়। উত্তরকালের ইহুদি-ধর্মে অমঙ্গল-শক্তির রূপকে প্রকট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সম্ভবত পারস্য চিন্তাধারার প্রভাবেই। 'জব' ও 'জেকেরিয়া' গ্রন্থে আমরা শয়তানের সাক্ষাৎ প্রথম পাই, কিন্তু শয়তান (Satan) তখন দেবদূত ছাড়া আর কিছু নয়—সে ধ্বংসকারী দেবদূত ('destroying angel')। ঈশ্বরের আদেশমত শাস্তি দেয় মানুষকে, অথবা দুষ্টের শাস্তির জন্য অভিযোগকারীরূপে এসে দাঁড়ায় ঈশ্বরের কাছে। জব-গ্রন্থের আলোচনায় আমরা দেখেছি, ঈশ্বরের আদেশেই শয়তান জবের অমঙ্গল সাধন করেছিল, তাকে পরীক্ষা করবার জন্য। 'জেকেরিয়া'-গ্রন্থে শয়তান দাঁড়িয়েছে দেবদূতের দক্ষিণে, ঈশ্বরের কাছে পুরোহিত জোসুয়াকে অভিযুক্ত করবার জন্য, এবং তার এই মন্দ প্রবৃত্তির জন্য ঈশ্বর তাকে ভর্ৎসনা করছেন। এ-সব ক্ষেত্রে শয়তানকে দেখা যায় ঈশ্বরের অধীন কোন মন্দ প্রকৃতির দেবদূতের মত, সাধু-সন্তের অনিষ্টসাধনে যার আনন্দ। এই

শয়তানই পরবর্তীকালের 'প্রজ্ঞা-গ্রন্থ' (Book of Wisdom) নামক রচনায় একটি পরম অহিতকারী শক্তিরূপে মানুষকে মৃত্যুর কবলে তুলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য দানব-শক্তিও (Jewish demonology) প্রতিষ্ঠালাভ করেছে ইহুদি-ধর্মে। উদাহরণ: কামোদ্দীপনার দানব আস্‌মোডিয়ুস (Asmodeus) দেবদূত র‍্যাফেল (Raphael)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এই দানবের নামটির উৎপত্তিও পারসীক থেকে বলেই মনে হয়। দানব প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা আমরা পরের অধ্যায়ে করব।

পুরোহিত-বিধি ও প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব

নির্বাসনোত্তর কালে ইহুদি-ধর্ম কিরূপে সর্বতোভাবে নীতিমূলক হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় আমরা 'সাম' 'প্রোভার্বস্' প্রভৃতি গ্রন্থে পেয়েছি। কিন্তু জাতীয়তাবাদের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে ধর্মের ভারকেন্দ্র যেন সেই নীতি-ক্ষেত্র থেকে সরে এসে ব্রত, উপবাস, উপাসনা-কাল ও খাদ্যাখাদ্য বিচারের ওপর গিয়ে পড়েছিল। পরবর্তী কালের ইহুদি-ধর্ম বা 'জুডাইজম্' পুরোপুরি-ভাবেই পুরোহিততান্ত্রিক। স্মরণ থাকতে পারে, রাজা জোসিয়ার আমলে পূজারী হেলকিয়া পুরোহিত-বিধির (Priestly Code) প্রচার করেছিলেন। পুরোহিত-বিধির একজন বিশেষ সমর্থক ছিলেন প্রফেট ইজেকিয়েল—সম্ভবত 'লেভিটিকাস'-গ্রন্থ তাঁরই রচনা। এই গ্রন্থটি পুরোহিত-বিধির নৈষ্ঠিক অনুষ্ঠানাদির একটি রত্নাকর বিশেষ, কিন্তু তার মধ্যেও নবীদের বাণীর অনুরূপ নীতিধর্ম-কথার সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে মেলে। যেমন বলা হয়েছে:

> "তোমার জাতির কোন ব্যক্তির প্রতি প্রতিহিংসাত্মক মনোভাব বা কোনরূপ আক্রোশ হৃদয়ে পোষণ করবে না। প্রতিবেশীকে ভালবাসবে আত্মবৎ। আমি তোমার প্রভু।" (Leviticus 19)

এই নীতিকথাটি 'ঈশ্বরকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে'—'ডিউটারনমি'র এই আদেশবাণীর পরিপূরক বা পরিশিষ্ট বলেই মনে হয় (Deut. 6)। জাতির পুনর্জাগরণের সঙ্গে সেই প্রাচীন পুরোহিততন্ত্রের লৌহনিগড়ে বাঁধা আচারনিয়মগুলিকে ঐতিহ্য রূপে আঁকড়ে ধরা, তার ব্যাখ্যা অনুব্যাখ্যান দ্বারা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করাই জাতীয় ধর্মের একমাত্র কর্ম হয়ে পড়েছিল। নীতিধর্মের পরিবর্তে ধর্মের আদর্শ হয়ে উঠল পুরোহিততন্ত্রের

বিধানমত নানাবিধ বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান। ইহলোকে ও পরলোকে ইষ্টলাভের জন্য শাস্ত্রাধ্যায়ন, ব্রত, উপবাস, দান প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মের এবং পাপ-ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছিল, বলিদান ও উৎসবাদির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এই সব বিধান ছিল এমনই বাহ্যিক ধরনের যে, ক্রিয়াকর্মের দ্বারা একজনের অর্জিত পুণ্য আর-এক ব্যক্তি কাঞ্চন-মূল্যে ক্রয় করতেও পারত। পুণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতাই প্রতিপন্ন করে—কিন্তু প্রকৃতির অপরূপ বিধানে পঙ্কের শ্রেষ্ঠ পরিণতি যেমন পঙ্কজের অনুপম বর্ণ-শোভা ও সৌষ্ঠবের মধ্যে প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি করেই দেখা দিল এই বিকল্প-ব্যবস্থার একটি মহৎ রূপায়ণ, সেণ্ট পল কর্তৃক প্রচারিত খৃষ্টীয় 'প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব' (Pauline doctrine of atonement)। সর্বমানবের পাপের বোঝা স্কন্ধে বহন করেছিলেন যিশু ক্রস রূপে, মানব-জাতিকে পাপ-পঙ্ক থেকে উদ্ধার করেন তিনি মূল্যের বিনিময়ে নয়—আত্মোৎসর্গের দ্বারা। পল-এর এই তত্ত্বটির মধ্যে যে নীতির সুর ঝংকার দিয়ে উঠেছে, সেই সুরটি অবশ্য ডিউটারো-ইসায়ার বাণীরই প্রতিধ্বনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় 'জুডাইজম্‌'-এর বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে নীতিধর্ম যেন একরকম চাপাই পড়ে গেছে।

তিন সম্প্রদায়—ফেরিসি সাদ্‌দুসি ও এসেনি

খৃঃ পূঃ ১০০ অব্দে মেক্‌কাবি-যুদ্ধের পর হাস্‌মোনিয়ান্‌ (Hasmonean)-দের শাসনকালেও ইহুদি জাতি অনাগত মহাপুরুষ মেসায়ার প্রতীক্ষা করছিল। হাস্‌মোনিয়ানরা ছিল অত্যাচারী কুশাসক এবং তাদের সেই অযোগ্যতার সুযোগ নিয়েই খৃঃ পূঃ ৬৩ অব্দে রোমান সেনাপতি পম্পি (Pompey) জেরুসালেম অধিকার করেছিলেন। কিন্তু রোমান অধিকার সত্ত্বেও ভাবী মহাপুরুষ মেসায়ার আবির্ভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস নষ্ট হয় নি ইহুদিদের। তিনি আসবেন অত্যাচারী শাসকদের ধ্বংস ও সাধু ব্যক্তিকে রক্ষা করবার জন্য—'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'—এবং ইহুদি ধর্মরাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। এই বিশ্বাসের একদল গোঁড়া সমর্থক ছিল জনসাধারণের মধ্যে, তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ফেরিসি' (Pharisee)। সিরিয়ান শাসকেরা দেশের মানুষকে যখন গ্রীক ভাবাপন্ন

(Hellenization) করবার উদ্যোগ করেছিলেন, তখন এই ফেরিসিরাই তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, এবং মেক্কাবিদের সহচররূপে গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজাও তারাই তুলেছিল। ফেরিসিরা ছিল বলদৃপ্ত, নৈষ্ঠিক নীতিবাগীশ। নূতন শাসকদের রাজনীতি যেমনি তাদের নির্ধারিত সনাতন পথটিকে বর্জন করল, অমনি তারা রাজশক্তির বিরুদ্ধাচারী হয়ে উঠেছিল। ধর্মান্ধ গোঁড়ামি তেজ-বৃদ্ধির সহায়ক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই কাণ্ডাকাণ্ডবর্জিত অন্ধ শক্তিই ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে। ফেরিসিদের বেলায়ও তাই হয়েছিল। ধর্মতন্ত্রের উগ্র জাতীয়তাবাদরূপ ভ্রান্ত আদর্শ জনসমক্ষে তুলে ধরেছিল তারা, যে-আদর্শ বিষয়গুলিকে দেখে বিকৃতভাবে—অর্থাৎ বড়-ছোটর যথার্থ মূল্য নিরূপণে অসমর্থ হয়ে বৃহৎকে দেখে ক্ষুদ্র করে আর ক্ষুদ্রকে দেখে বৃহৎ আকারে। জাতিকে বিপথে চালিয়ে নিয়ে চলেছিল তারা মনকে সংকীর্ণ করে, এবং সেই সঙ্গে জাতির মনে জাগিয়ে তুলেছিল বৃথা আত্মাভিমান, আর পরজাতির প্রতি অপরিসীম অশ্রদ্ধা ও ঔদ্ধত্য। ফেরিসিদের দর্পিত দম্ভ প্রতিফলিত হয়েছে খৃষ্টীয় বাইবেল সেণ্ট লিউকের একটি কাহিনীতে, খৃস্টের মুখনিঃসৃত সেই কথিকাটি এই :

"একটি মন্দিরে গিয়েছিল দুই ব্যক্তি প্রার্থনার জন্য, একজন ফেরিসি, অপরটি নিম্ন শ্রেণীর সরাইওয়ালা (publican)।

"ফেরিসি দাঁড়িয়ে নিজমনে প্রার্থনা করল : 'হে ঈশ্বর তোমায় ধন্যবাদ, আমি অন্যান্য লোকের মত নই। পরস্বাপহারী নই আমি, অন্যায়কারী বা ব্যভিচারীও নই, এমন কি এই সরাইওয়ালাটার মতও নই। আমি সপ্তাহে দু-দিন উপবাস করি, দানও করে থাকি।'

"সেই সরাইওয়ালা ছিল দূরে দাঁড়িয়ে। উর্ধ্বে আকাশ পানে চায় নি সে, অবনত দৃষ্টি বক্ষের ওপর নিবদ্ধ করে বলল : 'আমি পাপী, ঈশ্বর আমায় দয়া করুন।'

"আমি (যিশু) বলছি, এই শেষোক্ত ব্যক্তিই ন্যায়নিষ্ঠভাবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিল, অপর জন তা পারে নি, কারণ যে ব্যক্তি আত্মাভিমান বশত নিজেকে উচ্চে তুলে ধরে তার ঘটে অধঃপতন, আর উর্ধ্বে ওঠে সে-ই যে বিনীতভাবে নিজের মাথা নত করে।"

(St. Luke 18)

'অন্ধ জাতির অন্ধ নেতা' ছিল ফেরিসিরা, তাদের সম্বন্ধে বাইবেলের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ধর্মে নৈতিক জীবনে বা রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরজাতিবিদ্বেষ ও গর্বিত আচরণ দ্বারা তারা জাতিকে বিপথগামী করেছিল, ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল।

ফেরিসিদের প্রতিপক্ষ ছিল অভিজাতবংশীয় পুরোহিতকুল—সেই দলের নাম, 'সাদ্‌দুসি' (Sadducees)। নৈষ্ঠিক নীতিবাগীশরা যে প্রাচীন ঐতিহ্যের বোঝার চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, সেই গুরুভার থেকে সাদ্‌দুসিরা নিজেদের মুক্ত করেছিল ইসরায়েলি ধর্ম-রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার 'মেসায়নিক' সুখস্বপ্নকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরোহিততন্ত্রের আনুষ্ঠানিক বিধানগুলিকে (canonical laws) আঁকড়ে ধরেছিল বলে তাদের গোঁড়ামির অন্ত ছিল না। শাসকসম্প্রদায় ছিল তারাই। রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অপরোক্ষ পরিচয় তাদের বাস্তব জ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা ছিল শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোন অবাস্তব আদর্শের মোহ তাদের ক্রিয়া-কর্মে মত্ততার তাণ্ডব সৃষ্টি করে নি ফেরিসিদের মত। তথাপি এই বিচক্ষণ সম্প্রদায়টিও যে জাতির হিতসাধন ব্যাপারে ফেরিসিদের মতই সাফল্যলাভে অসমর্থ হয়েছিল, তার প্রধান কারণ এই যে, সাদ্‌দুসিরা ছিল অভিজাত-বংশীয়, গণচিত্তের সঙ্গে কোন যোগই তাদের ছিল না। ইহুদিদের অন্তর-মধ্যে যে বিশ্বাস ও আশার বাণী যুগে-যুগে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে, সেই সুর-মূর্ছনার কুহক অন্যান্য জাতিগুলি থেকে তাদের একান্তভাবেই পৃথক করে রেখেছিল। এই বিজাতীয়দের 'জেনটাইল' (Gentile) নামে অভিহিত করত ইহুদিরা। জেনটাইলদের প্রতি সাদ্‌দুসিদের ছিল গভীর সহানুভূতি, শুধু রাজনৈতিক কারণে নয়—অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী চিন্তাধারাকে শ্রেয় বলে গ্রহণ করেছিল তারা। তাদের এই উদারতাকে জাতীয় ধর্মের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি বলেই মনে করত দেশের মানুষ। এই কল্পিত অভিযোগের সঙ্গে একটি সত্যকার দোষও যে দেখা না দিয়েছিল, তা নয়। ঐতিহ্যের সংকীর্ণতাকে বর্জন করেই ক্ষান্ত হয় নি তারা, নীতি-ধর্মের মূল বন্ধনগুলিকেও শিথিল করে দিয়েছিল। নৈতিক আদর্শের অভাবে ভোগবিলাসই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল, এবং তার ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও চারিত্রিক অধঃপতন দেখা দিয়েছিল।

ফেরিসি ও সাদ্দুসি ছাড়াও এই সময়ে ইহুদিদের মধ্যে 'এসেনি' (Essenes) নামে একটি তৃতীয় সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল।* রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে উপরোক্ত দল দুটি ঘুরপাক খেয়ে মরেছে। জাতীয় জীবনের সেই মরণাবর্ত থেকে সাবধানে নিজেদের দূরে রক্ষা করেছে এসেনিরা। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর দল ছিল তারা। ফেরিসিদের মত তারাও নৈষ্ঠিক শুদ্ধাচারী, কিন্তু তাদের চেয়ে আরও একধাপ উর্ধ্বে উঠেছিল গোটা সংসারকেই অপবিত্র জ্ঞান করে। তাদের সংসারত্যাগের আসল কারণ হয়তো বা দারিদ্র্য, দুঃখ-দৈন্য অথবা রাজনৈতিক অব্যবস্থা—তা হলেও এই সংসারত্যাগী বিবাগীর দল একটি সন্ন্যাসী-সংঘ গঠন করতে সমর্থ হয়েছিল, সেই সংঘমধ্যে তারা সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে মিশে এক প্রকার সাম্য-বাদী জীবন যাপন করত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে এই সম্প্রদায়ের চার সহস্র সন্ন্যাস-ধর্মী ব্যক্তি কয়েকটি উপনিবেশ বা নগরে অবস্থিত আপন সম্প্রদায়ের আশ্রমে বসবাস করত। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সত্যনিষ্ঠা, শুদ্ধাচার ও নীতিধর্মকে অবলম্বন করে জীবনের আদর্শ গড়ে তুলেছিল তারা। চির-কৌমার্য, নিরামিষ আহার, বিলাসিতা বর্জন ও দাসত্বের উচ্ছেদসাধনই ছিল এই সম্প্রদায়ের পরম ব্রত। পশুবলির বিরোধী ছিল এসেনিরা, যদিও ইহুদি ধর্মশাস্ত্র অহিংস নয়—বরঞ্চ পশুবলি ব্যবস্থার ছড়াছড়িই দেখা যায়। এসেনি-পন্থীদের মদ্যপান ও শপথ গ্রহণ নিষিদ্ধ, প্রভাতী সূর্যের উপাসনার বিধি আছে। চিকিৎসা, অদৃষ্ট গণনা, যাদু, এমন কি মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী বলে তাদের খ্যাতি ছিল। আত্মাকে অজর অমর দেহাতিরিক্ত সত্তারূপে কল্পনা করেছিলেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো—এ-যাবৎ

* "The later Rabbinic traditions and Josephus and Philo have made us familiar with the baptising sects, and above all with the Essenes in the first century B. C., and especially the first century A. D. The concept of 'Essenes' whom Josephus places as a third group alongside the Sadducees and Pharisees, probably embraces a whole wealth of slightly differing sectarian organizations. It is highly probable that these separatist movements originated in the external and internal upheavals of the 2nd century."—Martin Noth : *The History of Israel, p.* 399-400.

ইহুদি চিন্তায় আত্মার এই স্বরূপটি ছিল অপরিজ্ঞাত। অবশ্য পারসীকদের সংসর্গে এসে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে একটুখানি আবছায়া-গোছের চিন্তার উদয় যে হয় নি ইহুদিগণের মানসলোকে, এমন নয়। মৃত্যুহীন আত্মা দেহত্যাগের পর অমৃতলোকে অবস্থান করে, গ্রীক-দর্শনের এই ভাবটি স্থান পেয়েছিল এসেনিদের কল্পনায়, এবং সেই সঙ্গে তাদের মন থেকে ইহুদি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার 'মেসায়ানিক' আদর্শও লোপ পেয়েছিল। বস্তুত এসেনিদের ভাবরাজ্যেই ইহুদি ও গ্রীকদের দুইটি স্বতন্ত্র চিন্তা-প্রবাহের সংগমক্ষেত্র, উভয়ের আকৃতির ও প্রকৃতির সমন্বয় প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম এখানেই পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, ইহুদিদের ধর্মচিন্তায় সংকীর্ণ জাতীয়তার পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি ক্রমে দূরে সরে গেছে সেই পুণ্যক্ষেত্র থেকে, আর সেই শূন্য স্থানটি অধিকার করেছে মানব-ধর্মের আদর্শ—আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক উৎকর্ষ-সাধন।

ধর্মচিন্তায় গ্রীক দর্শনতত্ত্ব : ইহুদি দার্শনিক ফিলো

আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের পর সমগ্র পূর্ব ভূমধ্যসাগরের উপকূলভূমিতে রাজনৈতিক প্রভুত্বের সঙ্গে গ্রীসের সংস্কৃতিও বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। তারপর সেখানে এল রোমান আধিপত্য, কিন্তু রোমানরা গ্রীক সাহিত্য, গ্রীক চিন্তাধারা, গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে একান্তভাবেই গ্রহণ করে-ছিল। এই গ্রীকো-রোমান সাংস্কৃতিক প্লাবনে স্থানীয় ঐতিহ্যসমূহের খ্যাতি প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়েছিল, এমন কি বিগত কালের 'ফারাওদের দেশ' মিশরেরও অক্ষয় গৌরব 'হেলেনিজম'-এর চাপে ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব-উপকূলে প্রাচীন সংস্কৃতিসমূহের এই মহাসংকটকালে একমাত্র প্যালেস্টাইনই বিজয়ী গ্রীস ও রোমের কাছে তার ধর্মের পতাকা অবনত করে নি, ইসরায়েলের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সম্বল করে সাহসে বুক ফুলিয়ে সেই প্লাবনের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করে এসেছিল, এবং এই দৃঢ়তার ফলেই শেষে গ্রীকো-রোমান রাজনৈতিক প্রজ্ঞা একদিন ইহুদিদের ধর্মের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

এইরূপে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ইহুদিরা বজায় রেখেছিল, কিন্তু কথাটির অর্থ এ নয় যে গ্রীক-দর্শনের সমুজ্জ্বল আলোক তাদের ধর্মচিন্তাকে একেবারেই

প্রভাবিত করে নি। ইতিপূর্বে ব্যাবিলোনীয় ও পারসীকদের সংস্পর্শে এসে তারা তাদের ধর্মকে নূতন চেতনায় প্রবুদ্ধ করতে ছাড়ে নি, ঠিক সেইভাবেই এখন তারা গ্রীক দর্শন-তরুর ছায়াতলে বসে তার সেই গভীর তত্ত্বসমূহ দিয়ে হিব্রুধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল। অবশ্য প্যালেস্টাইনের চেয়েও সেই দর্শন-তত্ত্বগুলি আলেকজেন্দ্রিয়ার ইহুদিদের প্রভাবিত করেছিল অনেক বেশি। ইতিপূর্বে হিব্রু ধর্মচিন্তায় দর্শন কখনো স্থান পায় নি, এখন প্লেটো পাইথাগোরাস ও স্টোয়িকদের দর্শনের সঙ্গে সুপরিচিত কয়েকজন ইহুদি দার্শনিকের আবির্ভাব পরমার্থ-কল্পনায় নানারূপ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল। এই পরিবর্তনের প্রথম স্তরেই একটি নূতন গ্রন্থের সাক্ষাৎ মেলে। গ্রন্থটির নাম 'প্রজ্ঞা-গ্রন্থ' (Book of Wisdom)। বলা হয় গ্রন্থের রচয়িতা প্রথিত-নামা রাজা সলোমন, আসলে কিন্তু কোন অজ্ঞাত আলেকজেন্দ্রিয়ান ইহুদির রচনা এই গ্রন্থ। রচনাকাল খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দ। বাইবেলের 'প্রোভার্বস' গ্রন্থের আলোচনায় আমরা দেখেছি, জ্ঞানের প্রতিমূর্তিরূপেই কল্পনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাকে। প্রজ্ঞার সেই মূর্তিটিকে আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে রূপায়িত দেখা যায় প্রজ্ঞা-গ্রন্থে। ঐশী সৃজন ও নিয়ন্ত্রণ-শক্তি প্রজ্ঞা, যে-শক্তি দ্বারা জগৎ বিধৃত, ধর্মচেতনার উন্মেষ। প্রজ্ঞার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ : সূক্ষ্ম নির্মল অধ্যাত্ম সত্তা (Spirit), সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট (all-pervading), চঞ্চলগতি (mobile)—সর্বশক্তিমান, দ্রষ্টা, বিশ্বপতির শক্তি-মহিমার প্রাণবায়ু, অনন্ত জ্যোতির প্রতিবিম্ব, ঈশ্বরের শিবশক্তি ও সৃজনী প্রতিভা, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি যার নিজের কোন পরিবর্তন নেই, যে-কল্যাণময়ী শক্তি শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করেছে, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধটিকে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করবার জন্য (Book of Wisdom 7)। প্রজ্ঞার এই সংজ্ঞার সঙ্গে গ্রীকদের স্টোয়িক (Stoic)-দর্শনে বর্ণিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা 'লোগোস' (Logos)-এর কল্পনা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিশ্বের মধ্য দিয়ে ঐশী-শক্তির আত্মপ্রকাশ, যেমন বলা হয়েছে আমাদের বৈদিক গ্রন্থসমূহে—

রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।

(ঋগ্বেদ ৬।৪৭।১৮)

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।

(কঠোপনিষদ্ ৫।১২)

অর্থাৎ, বিশ্বের প্রতিটি রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন ঈশ্বর. 'আত্মাস্য জন্তোঃ নিহিতং গুহায়াং', পরমার্থ সম্বন্ধে এরূপ কোন ভাব (Immanence of God) ইহুদি ধর্মচিন্তায় স্থান পায় নি। ইহুদি কল্পনায় ঈশ্বর বিরাজ করেন বিশ্বজগতের বহির্দেশে (*Deus ex machina*), বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন তিনি আপন সৃষ্টির উর্দ্ধে অবস্থান করে। বিশ্বের অন্তরাত্মা (World Soul) রূপে ঈশ্বরের কল্পনা প্লেটোর দর্শনে দেখা যায়, এবং সেই দর্শন থেকেই কালক্রমে এই ভাবটিকে আহরণ করেছিল আলেকজেন্দ্রিয়ান ইহুদিরা। প্লেটোর দর্শনে জীবাত্মাকে অজ (pre-existent) বলা হয়েছে। অর্থাৎ, জীবদেহে প্রবেশ করবার পূর্বেও আত্মার সত্তা ছিল—এবং এ-কথাও বলা হয়েছে যে, জীবদেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আত্মার শুদ্ধ পবিত্র স্বরূপটি নষ্ট হয়ে গেছে। আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে প্লেটো-দর্শনের এই ভাবগুলি পুরোপুরি গ্রহণ করে প্রজ্ঞা-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, এসেনি-সম্প্রদায়ের আত্ম-তত্ত্বও এই দর্শনকেই অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

ইহুদি ধর্মচিন্তার সার্থক পরিণতি ঘটেছিল আলেকজেন্দ্রিয়ান ইহুদিদের উপরোক্ত দর্শনতত্ত্বের মধ্যে।* এই দর্শনতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্তক ছিলেন ফিলো (Philo) নামে একজন সুবিখ্যাত ইহুদি দার্শনিক। যিশু খৃস্টের সমসাময়িক তিনি, তাঁর জীবনকাল খৃঃ পূঃ ৩০ থেকে ৮০ খৃস্টাব্দের মধ্যে।

* আলেকজেন্দ্রিয়ান ইহুদি দার্শনিকরা গ্রীক-দর্শনের ঋণ স্বীকার করেন নি ; তাঁদের মতে, গ্রীক-দর্শনের মূল উৎস 'প্রাচীন বিধান' বাইবেল : "About the middle of the second century, the philosopher Aristobulus in Alexandria attempted to show that the Old Testament law, when its basic content is analysed out, agrees with the various schools of Greek philosophy, in fact that Greek philosophy had, from of old, drawn on the Mosaic Law...Later on we find the same approach in the allegorical and mystical philosophy of Philo of Alexandria."—Martin Noth : *The History of Israel*, p. 395.

স্বধর্মে গভীর বিশ্বাস ছিল তাঁর, হিব্রু ধর্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল অগাধ। গ্রীক-দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন তিনি, দার্শনিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় ঘটেছিল। তাঁর ধারণা জন্মেছিল এই যে, হিব্রু ধর্মতত্ত্ব ও গ্রীক-দর্শনতত্ত্ব উভয়ের মধ্যে একই সত্য বিরাজমান, যদিও হিব্রুদের প্রত্যাদেশগুলির (revelations) মধ্যেই সেই সত্য অধিকতর বিশুদ্ধতা ও পরিপুষ্টি লাভ করেছে। তাই হিব্রু ও গ্রীক চিন্তাধারার সমন্বয়ের জন্য রূপকের সাহায্যে হিব্রু ধর্মশাস্ত্রগুলির নানারূপ ব্যাখ্যা বা ভাষ্য করতে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। বলা বাহুল্য, অবস্থার চাপে ও দেশী বিদেশী ভাবগুলির আদান প্রদানের ফলে, ধর্মচিন্তার পরিবর্তন আবশ্যক হয়। কিন্তু মানুষের রক্ষণশীল মনোবৃত্তি পুরনো ধর্মকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ না করে তার একটি নূতন ভাষ্য রচনা করে থাকে এবং সেই ভাষ্যের দ্বারাই ধর্মকে নূতন ভাবধারার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চায়। এই কৌশলটিই অবলম্বন করেছিলেন ফিলো। ফলে, প্লেটো পাইথাগোরাস ও স্টোয়িকদের দার্শনিক ভাবরাজির সংমিশ্রণে আলেকজেন্দ্রিয়ান ইহুদিদের ধর্মতত্ত্ব একটি অভিনব রূপ ধারণ করেছিল।

চিরাগত ইহুদি চিন্তায় জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানটি মুখব্যাদান করে রয়েছে, ধর্মতত্ত্বের এই নূতন পরিকল্পনায় নিপুণভাবে তার ওপর একটি সেতু-নির্মাণের উদ্যোগ করা হয়েছিল। জগতের ঊর্ধ্বে জাভের প্রতিষ্ঠা (transcendental), কিন্তু জগৎ তাঁর সত্তা-বহির্ভূত নয় (Immanence of God)। সকল সত্তা ও সকল পরিপূর্ণতার মধ্যে তিনিই বিরাজমান। প্রফেটদের সময়ে জাভেকে কল্পনা করা হ'ত পুরুষ (Person)-রূপে, যিনি নিজেই ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে কথাবার্তা বলেন, প্রত্যাদেশ দান করেন, এবং নানান কার্যে বিশেষতঃ ধ্বংসকার্যে ব্যাপৃত থাকেন। বাইবেলের এই মানবধর্মী (anthropomorphic) ঈশ্বরকল্পনা গ্রীক-দর্শনে পারদর্শী আলেকজেন্দ্রিয়ান ইহুদিদের মর্মকে রূঢ়ভাবেই আঘাত করেছিল। তাই 'প্রাচীন-বিধান' বাইবেলের নূতন তরজমায় ও নব-ভাষ্য রচনায় ঈশ্বরে আরোপিত মানবীয় বৃত্তিগুলির উল্লেখমাত্র না করে তাঁর আবির্ভাবের দিব্য রূপ বর্ণনা ও মহিমা কীর্তন করেছেন তাঁরা—আর বলেছেন ঈশ্বরের বাণী ও দেবদূতের কথা। ঈশ্বরের প্রাণময় কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যম বা বাহনরূপে তিনটি ভাব-কল্পনার সৃষ্টি করা হয়েছে—যথা অধ্যাত্ম-শক্তি

(Spirit), বাক্য বা শব্দ (Word) ও প্রজ্ঞা (Wisdom)। সৃষ্টির প্রাক্‌-কালে জড় প্রকৃতির বিশৃঙ্খলা বিস্তীর্ণ ছিল সর্বত্র, সেই বিশৃঙ্খল জড়তাকে ঘিরে অবস্থান করছিল ঈশ্বরের প্রাণনী বা 'অধ্যাত্ম-শক্তি' যা বিশ্বকে সুসম্বদ্ধ করে তার মধ্যে জীবনের সঞ্চার করেছিল। ঈশ্বর-প্রেরিত সেই অধ্যাত্ম-শক্তিই প্রফেট ও সাধু-সন্তদের মনে বিরাজ করে, তাঁদের মহাব্রত সার্থক করে তোলে। 'বাক্য' সেই ঐশী শক্তি যা সৃষ্টিকালে স্রষ্টার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল।

"প্রভুর বাক্য দ্বারা আকাশ নির্মিত হয়েছিল।" (Psalm 33)

ইসায়া-গ্রন্থে ঈশ্বরের এই উক্তিটি রয়েছে :

> "আমার মুখ দিয়ে যে-বাক্য নির্গত হয়, আর তা শূন্যে প্রত্যাবর্তন করবে না। আমার অভিপ্রায়-মত কার্য করবে সেই বাক্য, আর যে-বস্তুর মধ্যে আমার বাক্য প্রবেশ করবে, সেই বস্তুর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।"
>
> (Isiah 55)

এখানে ঈশ্বরের বাক্যকে যেন দূতবিশেষ বলেই কল্পনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের নিকট থেকে এসে তাঁরই নির্দেশমত শব্দ স্বাধীনভাবে কার্য করে। কাব্যের ভঙ্গিমায় ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে কার্যে পরিণত করবার স্বয়ংসিদ্ধা শক্তির কথাই বলা হয়েছে এই বচনগুলিতে। পরিশেষে, 'প্রজ্ঞা'-নামে যে তৃতীয় ঐশী শক্তির কল্পনা করা হয়েছে, সেই প্রজ্ঞার ক্রমবিকাশ দেখতে পাই আমরা 'জব' 'প্রোভার্বস্‌' এবং সর্বশেষে 'প্রজ্ঞা-গ্রন্থে'। প্রথমে 'প্রজ্ঞা'র বিবরণে শুধু কবি-কল্পনাই ফুটে উঠেছে। সেই মানসী কল্পনারই চরম পরিণতি—ঈশ্বরের সৃজনশক্তি ও কর্ম-সঙ্গিনীরূপে মূর্তিমতী প্রজ্ঞার আবির্ভাব। ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সংযোগকারিণী (mediator) প্রজ্ঞা, ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ শক্তিই প্রজ্ঞা।

আলেকজেন্দ্রিয়ার ইহুদি-দর্শনে ভারতীয় প্রভাব

ফিলোর দর্শন-তত্ত্বে 'প্রজ্ঞা' বা 'লোগোস' (Logos) একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে। ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক, অব্যক্ত, নির্গুণ—কোন বিশেষণই তাঁর ওপর আরোপ করা চলে না। ব্রহ্মের মতই তিনি সর্বগুণ-বিবর্জিত, শুধু পূর্ণতায় পরিপূর্ণ—পূর্ণমদঃ। তিনি বিশুদ্ধ সত্তা—'তিনি-যা-তাই-

তিনি' এই মাত্র তাঁর পরিচয়। দেশ-কালের অতীত তিনি, শিব-সুন্দরের আদর্শ। তিনি নির্লিপ্ত, জগতের কর্মজীবনের সঙ্গে তাঁর যোগ সাক্ষাৎ নয়, পরোক্ষ। যেহেতু তিনি পূর্ণ, তাই কী সৃষ্টি ব্যাপার কী জগৎ পরিচালনা সব-কিছু থেকেই তিনি থাকেন দূরে, তাঁর ঐশী-শক্তি-নিচয়ের মাধ্যমেই এ-সব কর্ম সম্পাদিত হয়। এই শক্তিসমূহের বর্ণনা করেছেন ফিলো নানাভাবে—কখনো ঐশী চিন্তা বা ভাব-কল্পনা (conceptual ideas)-রূপে, কখনো বা 'প্রাচীন-বিধান' বাইবেলের ভাষায় দেবদূত ও ঈশ্বরের ভৃত্য রূপে। এই শক্তিনিচয়ের সমষ্টিই ফিলোর 'লোগোস'—'ঈশ্বরের প্রথমজ সন্তান' ("the oldest and first-born son of God"), 'দ্বিতীয় ঈশ্বর' ("Second God")। এই বর্ণনার সঙ্গে স্টোয়িক কল্পনার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

স্টোয়িক-দর্শনের 'লোগোস'—যা থেকে ফিলোর উপরোক্ত কল্পনার উদ্ভব হয়েছিল—সেই লোগোসের সঙ্গে বৈদিক ধর্মশাস্ত্রের 'হিরণ্যগর্ভ' বা 'প্রজাপতি'র তুলনা করলে উভয়ের অভিন্ন রূপ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। বৈদিক মন্ত্রে 'হিরণ্যগর্ভ' বা 'প্রজাপতি'র বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইরূপ :

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ
স দাধার পৃথিবীম্ দ্যামুতেমাম্
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। (ঋগ্‌বেদ ১০-১২১-১)

অর্থাৎ "হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাব হয়েছিল সর্বপ্রথম বিশ্বপতিরূপে। আকাশ-পৃথিবীর ধারক তিনি, তাঁকে ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে অর্ঘ্য দান করব ?" হিরণ্যগর্ভ 'বিশ্বস্য স্রষ্টা' 'ভুবনস্য গোপ্তা'—অর্থাৎ বিশ্বের স্রষ্টা ও ভুবনের প্রতিপালক।

আপো হ যদ্ বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্
গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম,
ততো দেবানাম্ সমবর্ততাস্বরেকঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। (ঋগ্‌বেদ ১০-১২১-৭)

অর্থাৎ "বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে ছিল যখন আদিকালের বারিরাশি যার মধ্যে নিহিত ছিল সৃষ্টির বীজাগ্নি, তখন আবির্ভূত হলেন সর্বদেবের আত্মা—তাঁকে ছাড়া আর কোন্‌ দেবতাকে অর্ঘ্য দান করব ?" হিরণ্যগর্ভ "আত্মা দেবানাম্‌ ভুবনস্য গর্ভঃ"—দেবগণের আত্মা, বিশ্ববীজ। 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'লোগোস' কল্পনার এই আশ্চর্যরূপ সাদৃশ্যকে হয়তো বা আকস্মিক বলা চলবে না। ঋগ্বেদের অন্তত হাজার বারশ' বছর পর গ্রীসে স্টোয়িক দর্শনের আবির্ভাব (খৃঃ পূঃ ৩০০-২০০)। এই সঙ্গে যখন বিবেচনা করা যায় যে আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের পর গ্রীক ও ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদানের যথেষ্ট সুযোগ ঘটেছিল—উদাহরণ-স্বরূপ ভারতের গান্ধার-শিল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে—তখন স্টোয়িক দর্শনের ওপর বৈদিক ধর্মচিন্তার প্রভাব যে বিশেষ ভাবেই বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, এরূপ অনুমান করবার পক্ষে সম্ভবত আর কোন বাধা থাকে না। বস্তুত প্রাক্‌-আলেকজেন্দ্রিয়ান যুগেও গ্রীক দার্শনিক পাইথাগোরাস পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করে নানান তত্ত্ব সংগ্রহ করেছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে। মৃত্যুর পর আত্মার পুনর্জন্ম গ্রহণ পাইথাগোরাস-দর্শনের একটি বিশেষত্ব। এই মতবাদটি ভারতীয় জন্মান্তরবাদেরই অনুরূপ। পাইথাগোরীয় জন্মান্তরেরই একটি প্রকারভেদ দেখা যায় ফিলোর দর্শনে। ফিলো বলেন : আত্মা শুদ্ধ নির্মল ঐশীশক্তির প্রতিরূপ, জীবদেহে প্রবেশ করে আত্মার অবনতি ঘটে—দেহই আত্মার কবরখানা। শুদ্ধচিত্ত পুণ্যবান মানুষের আত্মা মৃত্যুর পর অশরীরী মুক্ত জীবন যাপন করে, আর মলিন-চিত্ত পাপাসক্ত ব্যক্তিরা পরিশুদ্ধির জন্যই জন্মান্তর গ্রহণ করে।

আলেকজেন্দ্রিয়ান ইহুদিদের দর্শনে 'লোগোস' ও জন্মান্তরবাদ, এই উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় ধর্মচিন্তার পরোক্ষ প্রভাব দেখা যায় বটে, কিন্তু অন্তত একটি বিষয়ে আমরা সাক্ষাৎ প্রভাবেরও পরিচয় পাই। ধ্যান বা সাধনা-যোগে আত্ম-সমাধিস্থ হয়ে পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞানলাভ ভারতীয় ধর্মাচরণের একটি বিশেষত্ব। কী মিশর কী ব্যাবিলোনিয়া, কোথাও যোগাভ্যাসের কোন লিখিত বিবরণ বা নিদর্শন নেই, যদিও গুপ্ত-বিদ্যার (secret doctrines) চর্চা সম্ভবত করা হ'ত, এবং মন্ত্র-তন্ত্রাদি রহস্যাত্মক অনুষ্ঠানেরও অভাব ছিল না। পক্ষান্তরে, খৃস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের সিন্ধু-উপত্যকার মহেঞ্জোদাড়ো খনন-কার্যে যোগাসনে উপবিষ্ট 'মহাযোগী'মূর্তি উদ্ধার করা

হয়েছে, যা থেকে এই সত্য প্রতীয়মান হয় যে, ধ্যান-যোগের অভ্যাস প্রাক্-আর্য কাল থেকেই সেখানে প্রচলিত ছিল। তারপর উপনিষদ-যুগের শেষ-ভাগে যোগাভ্যাস যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে'র প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে কয়েকটি শ্লোক তা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করে। "ধ্যান নির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ" (শ্বেতাশ্বতর ১।১৪)—অর্থাৎ 'ধ্যান-রূপ ঘর্ষণ অভ্যাসদ্বারা সাধক ঈশ্বরকে নিগূঢ় অগ্নিবৎ দর্শন করেন'। ঠিক এমনি ভাবেই সাধনা-যোগে ভগবদ্দর্শনের কথা ফিলো তাঁর ধর্মতত্ত্বে বলেছেন। জাগ্রত চিন্তার বহির্ভূত নির্বিকল্প বা সবিকল্প কোনরূপ সমাধির সঙ্গেই গ্রীক দর্শনের পরিচয় ছিল না। সুতরাং এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সমাধি-তত্ত্বের বিষয় ফিলো গ্রীকদের নিকট শিক্ষা করেন নি। 'প্রাচীন বিধান' বাইবেলে ধ্যান-যোগ বা সাধনার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের কোন ইঙ্গিত নেই। একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ফিলো-প্রবর্তিত সাধন-তত্ত্ব আরও দুশ' বছর গত হবার পূর্বে সাধারণভাবে গৃহীত হয় নি ('Even after Philo two centuries elapsed before it was an accepted dogma'—*Zeller*)। এই থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ফিলো যে সাধনা-লব্ধ তত্ত্ব-জ্ঞানের কথা বলেছেন, হিব্রু প্রফেটদের উল্লিখিত ভগবদ্দর্শন ও প্রত্যাদেশ তেমনি কোন সাধনার ফলশ্রুতিরূপে সর্বসাধারণের নিকট তখনো প্রতিভাত হয় নি।

ইহুদিজাতিসুলভ জাতীয়তাবাদ বা মেসায়ানিক চিন্তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় নি ফিলোর দর্শন-তত্ত্ব। ফিলোর 'মোজেস-চরিত' গ্রন্থে শুদ্ধ-সত্তা লোগোসের প্রতিরূপ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে জাতির নেতা মোজেসকে। এমনি পরোক্ষভাবে ফিলো অবতারবাদকে স্বীকার করে-ছিলেন। মোজেস আদর্শ মানব, একাধারে পয়গম্বর, পুরোহিত, রাজা, সমুদ্ধর্তা, ঈশ্বরানুগৃহীত দৈব-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। লোগোসের আত্মপ্রকাশ তাঁর মধ্যে ঘটেছে বটে, কিন্তু শেষ বারের মত নয়। ভবিষ্যৎকালে একজন পরমপুরুষের আবির্ভাব হবে যিনি ইসরায়েলজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন, নির্বাচিত জাতিকে করবেন জয়যুক্ত এবং একমাত্র ঈশ্বরের সত্যধর্ম জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী যখন করেছিলেন ফিলো,

সেই সময়ে পরমপুরুষেরই গুণ-ধর্মবিশিষ্ট একজন মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল গ্যালিলি অঞ্চলের একটি নিভৃত প্রান্তদেশে। তিনি যিশু খৃস্ট। 'লোগোস'-এরই অধ্যাত্ম আত্মপ্রকাশরূপী আদর্শ মানব, ইহুদি হয়েও যাঁর মধ্যে ছিল না জাতীয় সংকীর্ণতা। তিনি শুধু ইহুদি-জাতির ত্রাণকর্তা নন, সর্ব-মানবের সমুদ্ধর্তারূপেই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। খৃস্টের আবির্ভাবকে সার্বজনীন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আর-একজন আলেকজেন্দ্রিয়া-বাসী—তার নাম 'জন' (John the Baptist)। আলেকজেন্দ্রিয়ায় যে ইহুদি ধর্ম-চিন্তা প্রসার লাভ করেছিল তারই একটি শ্রেষ্ঠ পরিণতি এই খৃস্টীয় ধর্মযাজকের প্রচারবাণী।

॥ নয় ॥

হিব্রুদের উত্তরসাধক ও উত্তরাধিকার

প্রাচীন ইতিহাসে জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য প্রধানত কোনও বিশেষ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেমন মিশরে শিল্পের রূপায়ণে, ব্যাবিলনে রাজ্যের আইন-কানুন প্রণয়নে, আসিরিয়ায় বিবিধ সামরিক উপকরণ নির্মাণে আর আর্য-ভারতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়, কিন্তু সেজন্য একথা বলা একেবারেই ঠিক হবে না যে ওই বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সে-সব দেশ অন্য কোন বিষয়েই পারংগম হতে পারে নি। মিশরে ও ব্যাবিলোনিয়ায় রচিত হয়েছিল সুন্দর-সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী, সেখানে গণিত জ্যোতির্বিদ্যা ধাতুবিদ্যার অনুশীলন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বেশ গভীরভাবেই করা হ'ত, ধর্মীয় কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধ ছিল প্রখর, তেমনি আবার ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিষয়েও তাদের মনোযোগের অভাব ছিল না। পক্ষান্তরে হিব্রুজাতির সংস্কৃতি ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ধর্মচিন্তা ছাড়া অন্য কোনরূপ ভাবনাই তাদের সংসারযাত্রায় প্রাধান্যলাভ করে নি। সকল রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল অন্ধ, জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা ছিল নিষিদ্ধ, পরম নিষ্ঠা সহকারে তারা সুন্দরের সাধনা এমন কি শিল্পসৃষ্টিকেও বর্জন করত, কেবলমাত্র সংগীত ছাড়া, ভাস্কর্যকে মনে করত পাপাশ্রয়ী বৃত্তি। তারা ছিল একান্তভাবেই ধর্মপ্রাণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপকভাবে নির্মম হত্যা হতে বিরত হয় নি, আর সেই হত্যা অনুষ্ঠিত হ'ত ঈশ্বরের নামে। অবশ্য দেবতার নামে ঐ ধরনের হত্যাকাণ্ড সেকালের আসিরীয় নৃপতিদের ছিল একটি নৈষ্ঠিক অনুষ্ঠান, কিন্তু ইহুদিদের বিশেষত্ব এই যে গোটা ইতিহাসকেই তারা দেখত তাদের প্রভু-ঈশ্বরের ইচ্ছার অভিব্যক্তিরূপে—ঈশ্বরের 'নির্বাচিত' প্রিয় জাতি তারা, জেরুসালেম ধ্বংস, ইহুদিদের বন্ধাবস্থা এসব শাস্তি তিনি জাতিকে দিয়েছেন তাদেরই পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে, আবার নির্যাতনকারী নিনেভে ও ক্যালডিয়ার পতনও হয়েছে তাঁরই ইচ্ছামত। ইতিহাস-ক্ষেত্রে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'-রূপ এই স্বয়ংক্রিয় জোরাল 'মিথ' গড়ে তোলা ইহুদি-ধর্মচিন্তায় সম্যকরূপেই একটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল।

খৃস্টধর্ম ও ইসলাম

এমন পরজাতিনিরপেক্ষ স্বয়ংপূর্ণ সমাজের পক্ষে নিজ গণ্ডীর বাইরে অপর ধর্ম বা জাতিকে প্রভাবিত করা নিতান্তই দুঃসাধ্য, আসলে কিন্তু খৃস্টানধর্ম প্রচলিত হিব্রু ধর্মশাস্ত্রসমূহকে 'প্রাচীন বিধান'-রূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে নি। সেই সংকীর্ণ জাতীয় গ্রন্থাবলীর খৃষ্টীয় ধর্মমঞ্চে সার্বজনীন প্রতিষ্ঠালাভ আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হলেও তার কারণ আমরা স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারি যখন দেখি যিশুখৃস্ট নিজে ছিলেন একজন ইহুদি এবং তাঁর প্রচার-কার্য আর যেমনই হোক নিশ্চয়ই তা নূতন কোন ধর্ম সংস্থাপনার জন্য করা হয় নি।* যিশুর মৃত্যুর পর দু-এক পুরুষের মধ্যে লিখিত খৃস্টান ধর্মগ্রন্থেও তিনি যে ইহুদি-কুলোদ্ভব, তাঁর রক্ত ইহুদির, চিন্তা ইহুদির, এই কথাটির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছে তিনি রাজা ডেভিডের বংশধর, সর্বক্ষণই ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্র আবৃত্তি করতেন। তিনি ইহুদিদের ধর্মবিধান (Law)-কে ধ্বংস করতে চান নি, সংস্কারকের মনোবৃত্তি নিয়ে তিনি চেয়েছিলেন সেই বিধানের পরিচ্ছন্ন পরিপূর্ণতা, নবী পয়গম্বরদের ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছিলেন। নবীদের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই তিনি নীতিধর্ম, সমুদ্ধরণ, জগৎ-জোড়া ঈশ্বরের ধর্মরাজ্য সংস্থাপনার উদ্গীথ প্রচার করেছিলেন। এ বিষয়ে অন্যান্য হিব্রু নবীদের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ এতই অল্প যে কালে হয়তো তিনি একজন ইহুদি নবী বলেই পরিগণিত হতেন, এবং তা হয়তো অসত্যও হ'ত না, কারণ খৃস্টান শাস্ত্রগ্রন্থেই কথিত হয়েছে : "পুরাকালে ঈশ্বর বিবিধ প্রসঙ্গে বিবিধ প্রকারে প্রফেটদের তাঁর বাণী প্রদান করতেন, এখন তিনি তাঁর বাণী আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাঁর পুত্রের মাধ্যমে" (Hebrews i. 1-12)। সেণ্ট পল ইহুদিজাতির বাইরে 'জেনটাইল' সম্প্রদায়ের মধ্যে যিশুখৃস্টের বাণী প্রচারার্থ বিধানগুলির বিশেষ পরিবর্তন

* "In all the mystery that shrouds the person and the mission of Jesus, nothing seems more certain than that neither he nor his first followers had any intention of founding a new religion......It appears that the author of Christianity never dreamed of it"—*The Uses of the Past* by Herbert J. Muller.

করেছিলেন, এবং তারই ফলশ্রুতিরূপে 'ক্রিশ্চানিটি'-নামে স্বতন্ত্র একটি ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। মোদ্দা কথা, যিশু নিজে জীবনে মরণে একান্তভাবেই ছিলেন একজন ইহুদি, শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি যে 'স্বর্গে আমাদের ঈশ্বর' ('Our God in Heaven')-এর নাম-কীর্তন শিক্ষা দিতেন, সেই ঈশ্বর-কল্পনা ইহুদীয়, আবার তাঁকে ক্রস-বিদ্ধ করা হয়েছিল 'ইহুদিদের রাজা' ('King of the Jews')-রূপেই, এবং ক্রসবিদ্ধ অবস্থায় তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ইহুদিদের ঈশ্বরের কাছেই ('on the Cross he appealed to the God of the Jews')।

সেণ্ট পল্-প্রবর্তিত খৃস্টধর্ম যা রোমান সাম্রাজ্য থেকে ইউরোপীয় বর্বর সমাজে বিচ্ছুরিত হয়েছিল, সেখানে আমরা কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাই যা সেই ধর্মের ওপর বিবিধ প্রভাবের ইঙ্গিত করে। গ্রীসের প্লেটো ও প্লেটোত্তর কালেব দার্শনিকদের এবং স্টোয়িকদের প্রভাব তো আছেই, 'অরফিক' ক্রিয়া-কর্মের (Orphism) অনুসরণও করা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে সব চেয়ে বেশি পরিস্ফুট হিব্রুজাতির কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস, যেন কতকগুলি স্ফটিকস্তম্ভ, 'প্রাচীন বিধানে'র ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে যা তাদের ধর্মকে বিধৃত করে রেখেছে। তার মধ্যে যে স্তম্ভগুলি খৃস্টান ও হিব্রু উভয় ধর্মেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, আমরা এখানে সেই ক'টির একটুখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব: *

(১) সৃষ্টি থেকে শুরু করে অনাগত কালের সমাপ্তির পরিণতি, বিশ্বের এই শুদ্ধ শুচি ইতিহাস কাহিনী 'মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ব্যবহার-রীতি'র সার্থকতা প্রমাণ করে ('justifying the ways of God to man')।

(২) মনুষ্য-সমাজের একটি বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীকেই ঈশ্বর ভালবাসেন। ইহুদিরা 'নির্বাচিত জাতি' (chosen people), আর খৃস্টানরা 'elect' বা বিশিষ্ট জাতি।

(৩) ন্যায়পরায়ণতার (righteousness) একটা নূতন কল্পনা উভয় ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় একই রকমের। ভিক্ষাপ্রদানে পুণ্য অর্জনের ধারণাটি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে পরবর্তীকালের জুডাইজম থেকে। খৃস্টানদের দীক্ষাগ্রহণ

* Bertrand Russel-এর *History of Western Philosophy* থেকে সারমর্ম গৃহীত।

(baptism) অবশ্য হিব্রুধর্মে নেই, দীক্ষার প্রথাটি গ্রহণ করা হয়েছে 'অরফিজম্' বা ঐ ধরনের কোন প্রাচ্য গুহ্যতত্ত্ব থেকে। কিন্তু দাক্ষিণ্যে পুণ্যার্জনের ভাবটি খৃস্টানরা ইহুদিদের কাছ থেকে পেয়েছে।

(৪) খৃস্টানরা হিব্রু বিধানের (Laws) বেশ কিছু অংশ বজায় রেখেছিল যদিও সেই বিধিব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতি বর্জন করা হয়েছিল।

(৫) 'মেসায়া' (Messiah) বা ভাবী পরমপুরুষের আবির্ভাব উভয় ধর্মই স্বীকার করে। ইহুদিরা বিশ্বাস করে, মেসায়া পৃথিবীতে ইহুদিজাতির জন্য অফুরন্ত সমৃদ্ধি নিয়ে আসবেন এবং তাঁরই কল্যাণে তখন তারা তাদের শত্রুদের নির্মূল করবে। খৃস্টানদের কাছে যিশুই মেসায়া, এবং এই বিশ্বাসের সমর্থনে তারা হিব্রুদের বাইবেল-গ্রন্থ ইসায়া ড্যানিয়েল প্রভৃতি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে প্রতিপন্ন করে যে পরিণামে সকল জাতিই খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হবে।

> "তারা তাদের তরবারি ভেঙে লাঙলের ফাল তৈরি করবে, তাদের বর্শা দিয়ে গড়বে কাস্তে। জাতি জাতির বিরুদ্ধে অসি ধারণ করবে না। তারা আর যুদ্ধ শিক্ষা করবে না।" (Isiah II. 4)
>
> "দেখ, এক কুমারীর পুত্রসন্তান হবে, তাকে 'ইম্মেনুয়েল' নামে ডাকা হবে। যারা আঁধারে ঘুরে বেড়ায় তারা দেখবে চোখ-ঝলসানো জ্যোতিঃ, যারা তিমিরান্ধ মৃত্যুর মধ্যে বাস করে, দিব্য প্রভা জ্বলে উঠে তাদের করবে সঞ্জীবিত···কারণ আমাদের কাছে এসেছেন এক শিশু পুত্র, (বিশ্বের) শাসনভার ন্যস্ত হবে তাঁর ওপর, তাঁর নাম হবে পরম বিস্ময়, পরম সখা (Counsellor), পরমেশ্বর, পরম পিতা, শান্তির রাজা।"
> (Isiah X. 2, 6)

ভাবীকালের যিশু খৃস্টের জীবনের নিখুঁত চিত্র-বর্ণনা রয়েছে ইসায়া-গ্রন্থের ত্রি-পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদে, এই দাবি করে থাকেন খৃস্টানরা :

> "তিনি মানব কর্তৃক ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত। দুঃখের মানুষ তিনি, দুর্বিষহ কষ্টের সঙ্গে তাঁর আছে পরিচয়···তিনি নিশ্চয়ই আমাদের দুঃখগ্লানির বোঝা বহন করেছেন···কিন্তু তিনি যে আমাদের অনাচারের জন্য, পাপাসক্তির জন্য ক্ষত-বিক্ষত ! আমাদেরই শান্তির জন্য আমাদের কৃত পাপকর্মের শাস্তি তাঁর ওপর পড়েছে, তাঁর ওপর বেত্রাঘাত আমাদের ক্ষত বিদূরিত করেছে। তিনি নির্যাতিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি মুখ

খোলেন নি ; মেষের মত তাঁকে বলিদানার্থ নিয়ে আসা হ'ল, মেষের মতই তিনি ঘাতকদের সামনে মৌন হয়ে রইলেন, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করলেন না।

(Isiah III. 3. 7)

যিশুই এই নির্যাতিত পুরুষ, শুধু মেসায়া তিনি নন, তিনি গ্রীক-দর্শনের 'লোগোস', বৈদিক দর্শনে যাকে বলা হয়েছে 'হিরণ্যগর্ভ'। মেসায়ার যে বিজয় অভিযানের কথা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, খৃস্টানরা বলেন তাঁর জয় পৃথিবীতে নয়, স্বর্গে তিনি তাঁর ভক্তদের জয়যাত্রার পথে চালিত করবেন।

(৬) স্বর্গরাজ্য ও বিচারের দিবস সম্বন্ধে উভয় ধর্মের বিশ্বাস ঠিক এক না হলেও মূলগত সাদৃশ্যের অভাব নেই। দর্শনতত্ত্বের জটিল তর্কজাল বাদ দিলে উভয় ক্ষেত্রে স্বর্গ-রাজ্যের অবস্থান দেখা যায় ইহলোকে নয়, ভবিষ্যতের কোন দুর্নিরীক্ষ্য কল্পলোকে, এবং যারা পূতাত্মা পুণ্যকর্মকৃৎ, বিচারদিবসে সেখানকার স্বর্গধামে গিয়ে তারা স্বর্গসুখ ভোগ করবে, আর যারা দুষ্কৃতিকারী পাপাশয়, তারা অনন্ত দুঃখযন্ত্রণার নিরয়গর্ভে নিমজ্জিত হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে খৃস্টধর্মকে জুডাইজ্‌ম্‌ বা ইহুদিধর্মের একটি শ্রেষ্ঠ পরিণতি-ফল বলেই গণ্য করা উচিত, এবং খৃষ্টীয় ধর্ম-সংঘ এই স্বপ্রকাশ সত্যটির স্বীকৃতি যে দেয় নি এমন নয়,* কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যবহারিক আচরণে তারা একটি সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরে চলেছিল। খৃস্টধর্ম 'প্রাচীন বিধান'-গ্রন্থগুলিকে নির্দ্বিধায় এমনভাবে গ্রহণ করল, যেন সে-সব শাস্ত্রগ্রন্থ খৃস্টান গির্জারই নিজস্ব সম্পত্তি, যে-গির্জায় ইহুদিদের নেই প্রবেশাধিকার, কেননা তারা যিশুকে গ্রহণ করে নি। হিব্রুদের জাতীয় ইতিহাস, তাদের ধর্মগ্রন্থ-গুলির সঙ্গে খৃস্টধর্মের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, ইহুদিদের কাছে খৃস্টধর্ম পেয়েছে শুধু যিশুকেই নয়, সেই 'এক অদ্বিতীয় জীবন্ত ঈশ্বর' জাভেকেও পেয়েছে, তিনিই খৃস্টানদের ঈশ্বর। খৃস্টানদের বিশেষ ধর্মশাস্ত্র 'নব-বিধান' (New Testament), এই শাস্ত্রপ্রণয়নের প্রেরণাও এসেছিল 'প্রাচীন বিধান' থেকেই।

* "The Christian Church has always regarded itself as the true Israel, the heir of the promises of God made of old, which at least shows that the Christians thought of their Religion as legitimately descended from pre-Christian Judaism"—*The Legacy of Israel*, edited by Edwin R. Bevan and Charles Singer, P. 73.

জীবনের নৈতিক মূল্যায়ন, ইতিহাসে জগদীশ্বরের ইচ্ছার অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি, নির্বাচিত জাতির মাধ্যমে তাঁরই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা, ইহুদিজাতির এসব ঐতিহ্যকে বহুলাংশে গ্রহণ করেছে খৃস্টধর্ম উত্তরাধিকারসূত্রে। পূর্বে আমরা ইহুদিদের ফেরিসি সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, এই গোষ্ঠীর অন্ধদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল নৈষ্ঠিক গোঁড়ামির অন্ধকার। ফেরিসি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যিশু খৃস্টের বিরোধ কোন মূলনীতি নিয়ে ঘটে নি, তিনি তাদের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানকে প্রত্যাখ্যান করে প্রেমধর্ম আর মানবের সেবাকেই মহাব্রত বলে প্রচার করেছিলেন। ইহুদিদের কাছেও প্রেমধর্ম কিছু অপাংক্তেয় ছিল না। খৃস্টের জন্মের পূর্বে অন্তত একজন ইহুদি রাব্বিকে পাই আমরা যিনি তাঁর ধর্মশিক্ষার মূলমন্ত্র করেছিলেন, 'ঈশ্বরকে ভালোবাসো, প্রতিবেশীকে ভালোবাসো'—এই প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন প্রখ্যাত ইহুদি রাব্বি হিলেল। তাঁর এই ধর্মপ্রচারের সঙ্গে খৃস্টধর্মের মিল সুস্পষ্ট, তা ছাড়া খৃষ্টীয় 'পুনরুত্থান' (resurrection)-তত্ত্বও ইহুদিধর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

বাহ্য অনুষ্ঠানবর্জিত হিব্রু ধর্মকে প্রেমমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেই খৃস্টানরা ক্ষান্ত হ'ল না। নূতন ধর্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র আগ্রহে প্রথম দিকে পুরনোকে স্রেফ মুছে ফেলবার উদ্যোগ যে তারা না করেছিল এমন নয়, খৃস্টধর্মকে চেয়েছিল তারা স্বয়ম্ভূ স্বয়ংসিদ্ধ করে তুলতে, হিব্রুধর্মের সঙ্গে 'প্রাচীন বিধানে'র সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে দিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি, আর তা যদি হ'ত তা হলে খৃস্টধর্মের শিকড়, তার প্রাচীন ঐতিহ্যেরই মূলোচ্ছেদ করা হ'ত, এবং সেখানে যিশুকে কেন্দ্র করে কতকগুলি অনুষ্ঠান ও তত্ত্বকথাই হ'ত ধর্মের একমাত্র পাথেয়। একদিকে যেমন চিরাচরিত ধর্মের প্রবাহ থেকে খৃস্টানদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে ইহুদিরা আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল জাতীয় গণ্ডীর অন্ধকূপমধ্যে মণ্ডূকেরই মত, তেমনি আবার জুডাইজম্-এর লৌহবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে খৃস্টধর্ম লাভ করেছিল গ্রীক প্যাগানিজম্ বা প্রকৃতিধর্মের সাহচর্য, এবং তার ফল শুভই হয়েছিল, কেন না সেই গ্রীক প্রভাবই খৃস্টধর্মকে জাতীয়তার ঊর্ধ্বে একটি সার্বজনীন মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।*

---

* খৃস্টীয় যুগের সূচনাকালে ইহুদিধর্মের ওপর গ্রীক প্রভাব এসে পড়েছিল, সেই 'হেলেনিস্টিক জুডাইজম্'-এরই শ্রেষ্ঠ পরিণতি সেন্ট পল-প্রবর্তিত ক্রিশ্চান ধর্মসংঘ, এই কথা বলেছেন Dr. De

খৃস্টধর্মের মত জুডাইজ্‌ম্‌-এর আর-একটি উত্তরসাধক ইসলাম। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ ব্যবসাকার্য উপলক্ষে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর ইহুদি ধর্মচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছিল। কোরানে ইহুদিজাতির গঠনকারী আদিকালের নেতা মোজেসের সাক্ষাৎ মেলে, তিনি মুস্লিমদেরও একজন পয়গম্বর। কোরানের একবিংশ সুরায় বলা হয়েছে: "পুরাকালে মোজেস ও এয়ারনকে আমরা জ্ঞানদীপ্ত করেছিলাম, আর দিয়েছিলাম আলো…।" সেখানে হিব্রুদের মহাপ্রবর আব্রাহামের কথাও আছে, স্থানীয় অধিবাসীদের উপাস্য দেব-দেবীমূর্তি ভেঙেছিলেন তিনি। নোয়া ও মহাপ্লাবনের কথা, ডেভিড ও সলোমনের প্রজ্ঞার বিষয়, জবের কাহিনী—এ-সবই কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদি পূর্বসূরীদের স্বর্গদূত ও শয়তান, আদি মানবদম্পতি আদম ও ঈভকেও ইসলাম বর্জন করে নি। কোরানে মহম্মদের সঙ্গে স্বর্গদূত গ্যাব্রিয়েলের সাক্ষাতের বিবরণ রয়েছে, তেমনি সাক্ষাৎকারের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বাইবেলের ড্যানিয়েল গ্রন্থে। পরিশেষে কিয়ামৎ বা 'বিচার দিবস'—এই শেষ বিচারের দিন ইহুদিধর্ম, খৃস্টধর্ম ও ইসলাম তিনটি ধর্মেই স্বীকৃত। ধর্মত্রয়ে পুণ্যবানের স্বর্গসুখ আর পাপিষ্ঠের নরকযন্ত্রণা ভোগের বিধান রয়েছে বটে, কিন্তু এই বিধানের ওপর ইসলাম যত জোর দিয়েছে বাইবেল ততখানি দেয় নি।

পূর্বে আমরা 'প্রাচীন বিধান' সাহিত্য বিশদভাবেই আলোচনা করেছি, কিন্তু বাইবেলের বাইরেও হিব্রুদের, পরবর্তীকালে যারা ইহুদি নামে পরিচিত হয়েছিল, তাদের কতকগুলি মিথ ও কাহিনী বাইবেলকে ঘিরে স্বচ্ছন্দজাত আগাছার মত এখানে ওখানে গজিয়ে উঠেছিল। সে-সব কাহিনীর ব্যক্তি ও স্বর্গদূতগণের নাম হয়তো বাইবেলে আছে, কিন্তু সেই নামের অঙ্কুর থেকে

Lacy O' Leary: "It was this Hellenistic Judaism which culminated in St Paul and the expansion of the Christian Church, whilst orthodox Judaism, that is to say the provincial Jewry of Palestine reverted to its racial attitude under the pressure of circumstances partly reactionary against the too rapid progress of Hellenism, and partly political in character."—*Arabic Thought in History*, P. 7.

উদ্ভূত গাছগুলিকে উত্তরকালের ইহুদিরা শাখাপত্রে সাজিয়ে তুলেছিল। আদমের প্রথমা পত্নী লিলিথ, স্বর্গদূত ও মুখ্য স্বর্গদূতগণ (Angels and Archangels), সাম্মায়েল বা শয়তান ও দানাগণ এসব পার্থিব ও অপার্থিব প্রাণীগণের কাহিনী হিব্রুদের মুখে মুখে চলে এসেছিল দীর্ঘকাল, তারপর সেগুলি জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। কালক্রমে ইহুদি রাব্বি অর্থাৎ পুরোহিতগণ এই কাহিনীগুলিকে সংকলন করে বিরাট দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন, গ্রন্থদ্বয়ের নাম তালমুড (Talmud) ও মিদ্রাশ (Midrash)। মিথ ও কাহিনীর অফুরন্ত ভাণ্ডার এই দুই গ্রন্থ, তা ছাড়া রচনায় আছে রাব্বিদের 'অধীত বিদ্যা'র পরিশীলন ও ভাষ্য। আমরা এই 'রাব্বিনিক' রচনাবলী পরে আলোচনা করব, তার আগে প্রাচীন হিব্রুদের বাইবেল বহির্ভূত শ্রুতিপরম্পরাগত যে-সব কাহিনী জগতের চিন্তা ও কল্পনাকে প্রভাবিত করেছে তার মধ্যে কয়েকটির বিষয় কিছু বলব।

লিলিথের উপকথা

'জেনেসিস'-গ্রন্থের একটি পরগাছারূপেই এই কাহিনীর উদ্ভব। এখানে আমরা ঈভ ছাড়াও আদমের আর-এক পত্নীর সাক্ষাৎ পাই, সে আদমের প্রথমা পত্নী লিলিথ। আদমের জন্ম ধূলি থেকে, লিলিথেরও তাই, প্রথমে সে বিয়ে করেছিল সাম্মায়েল বা শয়তানকে। এই নারী ছিল একটি উগ্রচণ্ডী, অচিরেই শয়তানকে পরিত্যাগ করে মিলল গিয়ে আদমের সঙ্গে। কিন্তু উভয়ের মনের মিল হ'ল না। ঈভের মত তার জন্ম তো আর আদমের বক্ষ-পঞ্জর থেকে নয়, সে জন্মেছে মাটি থেকে আদমেরই মত। আদমের সমান সে, তাকে মানবে কেন? বাধল ঝগড়া-ঝাঁটি, আদমকে ছেড়ে লিলিথ পালিয়ে গেল। তখন আদম নালিশ করল প্রভু-ঈশ্বরের কাছে, এবং তার প্রার্থনা-মত প্রভু তিনজন স্বর্গদূতকে পাঠালেন লিলিথকে পাকড়াও করে আনবার জন্য। বলে দিলেন, সে যদি তাদের সঙ্গে ফিরে না আসে তা হলে প্রতিদিন তার একশ'টি সন্তানের মৃত্যু হবে। লিলিথ কিন্তু ফিরে আসতে রাজী হ'ল না, পক্ষান্তরে এই বলে ভয় দেখাল যে সে সকল মানবশিশুরই প্রাণবধ করবে। অবশ্য সে তার এই শাসানিকে কার্যে পরিণত করতে পারে নি, যেহেতু তাদের পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্বর্গদূতের রক্ষা-কবচ।

কিংবদন্তী এই যে, ইডেন উদ্যান থেকে বেরিয়ে আদম যখন ঈভের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তার সেই ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় লিলিথ আবার এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ১৩০ বছর ধরে সে ছিল আদমের জীবনসঙ্গিনী, এবং তার গর্ভে যে-সব সন্তান জন্মাল তারা হয়েছিল 'সেদিম' (Shedim) বা দানা। এই দুঃশাসনের দলই পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়ে মানবজীবনকে বিষময় করে তোলে। মধ্যযুগে লিলিথকে নিশীথরাত্রের দানবীরূপে কল্পনা করা হ'ত, দীর্ঘ কেশবতী কুহকময়ী সুন্দরী, নিদ্রিত ব্যক্তিকে মোহজালে অভিভূত করেই যার আনন্দ।

স্বর্গদূত প্রতিষ্ঠান

এঞ্জেল বা স্বর্গদূত কল্পনার সৃষ্টি হ'ল কিরূপে সে-বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে কিছু বলেছি হিব্রু ধর্মতত্ত্বের বিবর্তন-প্রসঙ্গ আলোচনাকালে। কয়েকজন মুখ্য স্বর্গদূতের (Archangel) নাম 'প্রাচীন বিধান' বাইবেলে আছে, কিন্তু বাইবেলের বাইরে বহুসংখ্যক এঞ্জেলকে নিয়ে একটি স্বর্গদূত প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যে-সব এঞ্জেল শুধু রাব্বিনিক ধর্মগ্রন্থে নয়, খৃস্টানদের সাহিত্যেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এঞ্জেলদের কল্পনা করা হয়েছে অতিপ্রাকৃতিক শক্তিরূপে, তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আদেশ পালন করেন। প্রত্যেকটি এঞ্জেলের ওপর এক-একটি বিশেষ কর্মভার ন্যস্ত। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেন তাঁরা, জাতির অভিভাবকও তাঁরা, ইসরায়েলের অভিভাবক আর্কেঞ্জেল মাইকেল সত্তরটি জাতির ওপর আধিপত্য করে থাকেন। এইসব স্বর্গদূত ঈশ্বরের সভাসদ, সিংহাসনে আসীন ঈশ্বর যখন পৃথিবীর জাতিসমূহের কার্যকলাপের বিচার আরম্ভ করেন, এঞ্জেলরা তখন স্ব-স্ব অধীনস্থ জাতির সমর্থনে ওকালতি করেন। শুধু তাই নয়, সাধু ব্যক্তির বিপদ থেকে পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্যও তাঁরা ঈশ্বরের সাহায্য ভিক্ষা করেন। আব্রাহাম যখন তাঁর পুত্রকে বলি দেবার জন্য খড়্গ তুলে-ছিলেন, কিংবা যখন মোজেসকে হত্যার উদ্যোগ করেছিলেন ফারাও, তখন শত শত স্বর্গদূত ঈশ্বরের সামনে ধর্না দিয়ে পড়েছিলেন, এবং তাঁদেরই প্রার্থনা-মত ঈশ্বর রক্ষা করেছিলেন আব্রাহাম-পুত্র ইসাককে আর মোজেসকে।

ইহুদিদের বর্ণনা অনুযায়ী স্বর্গদূত প্রধানত তিন শ্রেণীর—সিরাফিম

(Seraphim), চিরাবিম (Cherabim) ও ওফানিম (Ophanim)। বহ্নি-উপাদানে তাঁদের শরীর গঠিত, নিশ্বাসের দাবদাহ মানুষকে দগ্ধ করে, কণ্ঠের গম্ভীর নির্ঘোষ মানুষের কর্ণপটহ বিদীর্ণ করে। আবার আধা আগুন আধা বরফে গঠিত এঞ্জেলও আছেন, এই গোষ্ঠীর নাম 'ইসিম'। মৃত্যুর এঞ্জেলের আছে অগ্নিচক্ষু, তার দিকে চাইলেই মানুষ ভয়ে ধরাশায়ী হয়। অসংখ্য এঞ্জেল, পরিচিতির জন্য তাঁদের বক্ষে একটি করে চাকতি লাগানো থাকে, তাতে লেখা ঈশ্বরের নামের সঙ্গে সেই স্বর্গদূতের নাম। এঞ্জেলদের কর্তব্যকর্ম সবই নির্ধারিত করেছেন ঈশ্বর—যেমন আকাত্রিয়েল (Akatriel) মানুষের চিন্তা ও বাক্য স্বর্গে বহন করেন; গাল্‌লিজুর (Gallizur) ঈশ্বরের বাণী পৃথিবীর গোচরে আনেন; বেন নেজ (Ben Nez) নিয়ন্ত্রণ করেন ঝঞ্ঝাকে, বারাকিয়েল (Barakiel) বিদ্যুৎকে, লাইলাহেল (Lailahel) রাত্রিকে, জোরকামি (Jorkami) শিলাবৃষ্টিকে, রাশিয়েল (Raashiel) ভূকম্পনকে, সালগিয়েল (Shalgiel) তুষারপাতকে, রাহাব (Rahab) সমুদ্রকে। সানডেলফোন (Sandalphon) নামে জনৈক স্বর্গদূত পৃথিবীর ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে, তিনি সৃষ্টিকর্তার মহিমার রশ্মি-কিরীট বয়ন করেন। রেডিয়াও (Rediyao) বৃষ্টির এঞ্জেল, তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর জলরাশি নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁর জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বর পৃথিবীময় ধ্বনিত হয়। মেটাট্রোন (Metatron)-এর প্রভুত্ব পৃথিবীর ওপর, পৃথিবীর পরিদর্শনকার্য তিনিই করেন। ধর্ম ও শাস্ত্রের সংরক্ষণভার তাঁরই ওপর, ইসরায়েল-সন্তানদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কাজ তাঁকেই অর্পণ করা হয়েছিল।

এইসব এঞ্জেলদের ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন কয়েকজন আর্কেঞ্জেল—যেমন মাইকেল, র‍্যাফেল, গ্যাব্রিয়েল ও উরিয়েল। 'মাইকেল' শব্দটির অর্থ 'যিনি ঈশ্বরের মত'। ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে মাইকেলের স্থান, তিনি শান্তির দূত, শুভবার্তা বহন করেন। স্বর্গীয় লিপিকার, জাতির ও ব্যক্তির কর্ম লিপিবদ্ধ করেন তিনি, তাঁরই মাধ্যমে প্রভুর বিধান প্রচারিত হয়। মাইকেলের প্রতিদ্বন্দ্বী শয়তান (Satan) নামে পরিচিত সাম্‌মায়েল, সেও ছিল একজন আর্কেঞ্জেল, স্বর্গ থেকে যার পতন ঘটেছিল। মাইকেলের পরের স্থানটি অধিকার করেন গ্যাব্রিয়েল, তিনি ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ, সিংহাসনের দক্ষিণে তাঁর স্থান। তাঁরই মাধ্যমে দিব্য ন্যায় ও দণ্ডের প্রকাশ, অগ্নিময় তিনি,

দুষ্কৃতের কাছে ভয়ংকর, কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠের প্রতি কোমল। র‍্যাফেল স্বস্তি-বিধায়ক, ব্যাধিগ্রস্তকে রোগমুক্ত করেন। আর উরিয়েল পাতালের ওপর আধিপত্য করেন।

স্বর্গদূতসমাজের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, উত্তরকালের ইহুদি একেশ্বরবাদ পুরনো ব্যাবিলোনীয় বিশ্বরাষ্ট্র-কল্পনাকে একরকম সমগ্রভাবেই গ্রহণ করেছিল, এমন-কি ল্যাজা-মুড়োও বাদ দিয়েছে কি না সন্দেহ। সারা বিশ্বকে রাষ্ট্ররূপে কল্পনা করেছিল ব্যাবিলোনীয় ধর্ম-চিন্তা, সেটি দেবতার রাষ্ট্র। দেবকুলপতি ছিলেন আনু, দেবপরিষদে যাঁর আদেশ অমোঘ, যাঁর আজ্ঞায় দেবগণ কম্পমান। এনলিল দেব-সেনাপতি, তিনি পবনদেবতা, বাত্যার অধীশ্বর, উদ্দাম শক্তির প্রতিমূর্তি। পৃথিবীর দেবতা নিনটু, জলদেবতা এনকি ছাড়াও ছিলেন পৌরদেবতাগণ, যাঁরা নগর ও নাগরিকের অধীশ্বর, এবং অসংখ্য গণদেবতা যাঁদের ওপর ছিল শুভা-শুভের ভার ন্যস্ত। এই দেবসমাজের (Pantheon) অনুরূপ একটি চিত্রই প্রতিফলিত দেখতে পাই আমরা ইহুদিদের ঈশ্বর ও তাঁর স্বর্গদূত প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনার মধ্যে। ঈশ্বর আসীন রাজসিংহাসনে—তাঁর দক্ষিণে শান্তিদূত মাইকেল, বামে শক্তিরূপী রুদ্রমূর্তি গ্যাব্রিয়েল, আর্কেঞ্জেল ও এঞ্জেলগণ সকলেই ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত কর্ম করে থাকেন। অনেকেই তাঁরা ব্যাবিলোনীয় দেবদেবীর মত প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক, কেউ বা জনকল্যাণে রত। মাইকেল গ্যাব্রিয়েল প্রভৃতি আর্কেঞ্জেল ও এঞ্জেলদের খৃস্টধর্ম ও ইসলাম নিষ্ঠা সহকারেই গ্রহণ করেছে, তাই এ-ক্ষেত্রে জুডাইজম্-এর মধ্যে ব্যাবিলোনীয় প্রভাব যতখানি সেই অনুপাতেই খৃস্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে ব্যাবিলোনীয় ধর্মচিন্তার সার্থক ধারাপারম্পর্য বিদ্যমান, এমন কথা মনে করলে বোধ করি ভুল করা হবে না।

শয়তান ও পতিত স্বর্গদূতগণ

শয়তান ছিল একজন 'সিরাফিম'-গোষ্ঠীয় আর্কেঞ্জেল, ইহুদি নাম সাম্মায়েল (Sammael), তার ছিল বারোটি পাখা। 'জব'-গ্রন্থে এই শয়তানকে দেখেছি আমরা ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নয়, পার্শ্বচররূপে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়-মত যে করত মানবের পরীক্ষাকার্যে তাঁকে সহায়তা। সে ছিল মৃত্যুর এঞ্জেল।

মানুষ ভাল কি মন্দ, সে বিচার করতেন ঈশ্বর শয়তানকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। কষ্টিপাথর শয়তান মানুষকে যাচাই করবার জন্য—ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্টশক্তি শয়তান. এরূপ কল্পনা তখন জাগে নি, জেগেছিল ইহুদিদের নির্বাসনোত্তরকালে। দ্বৈতবাদী জরথুষ্ট্র-ধর্মে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এক স্বাধীন অশুভ শক্তির কল্পনা করা হয়েছে, তার নাম আহ্‌রিমান (উগ্রমন্যু)। নির্বাসনোত্তরকালে পারসীকদের প্রভাবে এসে ইহুদিরা তাদের আর্কেঞ্জেল শয়তানকে দুষ্টশক্তি আহ্‌রিমানেরই প্রতিরূপ করে গড়ে তুলল, এবং তার এই রূপান্তরের পথ বেঁধে দিয়েছিল এই কথিকাটি: আদিকালে সব স্বর্গদূতই ছিল শুদ্ধ পবিত্র, কিন্তু কালক্রমে তাদের মধ্যে শয়তানের অধিনায়কত্বে একটি দল গঠিত হ'ল, যারা ঈশ্বরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণে এমন-কি তাঁর সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে দ্বিধা করে নি। শয়তান ছিল অতিগর্বী পুরুষ, প্রথম থেকেই সে ঈশ্বর ছাড়া আর কারও তোয়াক্কা রাখত না। ক্রমেই তার স্পর্ধা বেড়ে চলেছিল, শেষে এমন হ'ল যে ঈশ্বরের সিংহাসন অধিকার করবার দুরাকাঙ্ক্ষায় সে নানান ছল কৌশল উদ্ভাবন করল। ঈশ্বর মানবদম্পতি আদম ও ঈভকে সৃষ্টি করে ইডেন উদ্যানে রেখেছিলেন, ঈশ্বর-সৃষ্ট আদমের প্রতি শয়তানের কোন প্রীতি বা শ্রদ্ধা ছিল না, সে তাদের প্রণোদিত করল ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে। ফলে মানবদম্পতিকে ঈশ্বর উদ্যান থেকে বহিষ্কৃত করলেন। দোষ প্রধানত শয়তানের সেজন্য তিনি তাকে ক্ষমা করলেন না, শয়তান ও তার অনুচরদের প্রতি দণ্ডাদেশ হ'ল নির্বাসন। সে-আদেশ তারা করল প্রত্যাখ্যান, তখন ঐশী স্বর্গদূতগণের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বাধল। স্বর্গদূতবাহিনীর নেতা ছিলেন আর্কেঞ্জেল মাইকেল, শয়তানের সঙ্গে তিনিই সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পরিণামে শয়তান ও তার অনুচরবর্গের পতন হ'ল স্বর্গ থেকে নরকে, সে-রাজ্যের অধীশ্বররূপে নরক গুলজার করে রইল শয়তান। মানবের অহিতসাধন, ঈশ্বরবিরোধী করে তাদের নিরয়-পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই তার মহাব্রত। স্বর্গে সে ছিল ঈশ্বরের একজন অনুচরমাত্র—স্বর্গে দাসত্ব করার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা শ্রেয়, প্রসিদ্ধ ইংরেজ-কবি মিল্‌টন তাঁর *Paradise Lost* মহাকাব্যে শয়তানের মুখ দিয়ে এই কথাই বের করেছেন: 'Better to reign in Hell than serve in Heaven.'

রসাতলে শয়তানের মহাসমারোহে রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন কবি এইরূপ :

High on a throne of royal state, which far
Outshone the wealth of Ormuz and of Ind,
Or where the gorgeous East with the richest hand
Showers on her Kings barbaric pearl and gold,
Satan exalted sat.

(Paradise Lost, Book II)

স্বর্গে এঞ্জেলদের মত নরকে শয়তানের অনুচর এই দানবকুলও সংঘবদ্ধ-ভাবে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। সেই নারকীয় জগতের দানবগণ ছদ্ম আকারে মর্ত্য মানবকে ঘিরে নানান আধি-ব্যাধি সৃষ্টি করে, বিশেষক্ষেত্রে 'আলাদিন-প্রদীপ'-এর দানার মত মানুষের কাজেও লাগে, বশ্যতাও স্বীকার করে। এই দানারা চার শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—শেদিম, রউখিন, মাজিকিন ও লেলিন। মানুষের আর স্বর্গদূতের দুই বিভিন্ন প্রকারের গুণরাজি মিশ্র আকারে বিরাজ করে এই দানাদের মধ্যে। মানুষের মত তারা আহার-বিহার বংশবৃদ্ধি করে, মানুষের মতই তাদের মৃত্যু হয়, কিন্তু এঞ্জেলদের মত তাদের পাখা আছে, ব্যোমপথে বিচরণ করে, দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎকেও তারা দেখতে পায়। ইচ্ছামত মানুষের বা অন্য প্রাণীর দেহ ধারণ করতে পারে তারা, নিজেরা অদৃশ্য থেকে অন্যকে দেখতে পারে, মুখমণ্ডল পিছন দিকে ঘোরাতেও পারে। পৃথিবীতে তাদের বাসস্থান মনুষ্যপরিত্যক্ত মরুকান্তার জলাভূমি ও নোংরা স্থানসমূহ, মানুষের পক্ষে সে-সব জায়গায় একলা যাওয়া বিপজ্জনক। বাঁধা বস্তু বা সীলমোহর-দেওয়া কোন জিনিসের ওপর তাদের প্রভাব নেই, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণমাত্রই তারা তিরোহিত হয়।

দৈত্যরাজ আসমেদাই-র উপকথা

রাজা সলোমনের সীলমোহর-দেওয়া কলসীর মধ্যে আবদ্ধ এক দৈত্যের উপাখ্যান 'আরব্য রজনী'তে বর্ণিত হয়েছে, সেই উপাখ্যানের ধীবর সাগরগর্ভ থেকে একটি কলসী তুলে, তার সীলমোহর ভেঙে তার মধ্যে আবদ্ধ দৈত্যকে মুক্তি দিয়েছিল। ইহুদিদের পুরাণ-কাহিনীতে ঠিক সেই রকমের একটি উপকথা

আছে, উপকথার দৈত্য স্বয়ং দৈত্যরাজ 'আসমেদাই' বা আসমোডিউস্‌। প্রভৃত বলশালী কূটচক্রী দানব, মানুষের অহিতসাধনই ছিল তার প্রধান কর্ম। স্বকার্যসিদ্ধির জন্য রাজা সলোমনের সেই দৈত্যরাজকে শৃঙ্খলিত করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তিনি তখন তাঁর সুবিখ্যাত মন্দির নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছেন, কিন্তু পাথর কাটা নিয়ে সমূহ বাধা উপস্থিত হ'ল। মন্দির নির্মাণে লৌহের ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ, পাথর কাটার কোন উপায়ই যখন তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন তিনি জানতে পারলেন 'সামির'-নামে একটি পতঙ্গজাতীয় জীব সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিদ্যমান রয়েছে, যার তীক্ষ্ণ দন্ত পাথর কাটতে সক্ষম, এবং মোজেস নাকি কোন নির্মাণকার্যে পাথর কাটার জন্য এই জীবকেই যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এই 'সামির'-পতঙ্গ কোথায় পাওয়া যায় তার সন্ধান একমাত্র দৈত্যরাজ আসমেদাই জানেন, আর কেউ নয়, কিন্তু সে তো সহজ পাত্র নয় যে জিজ্ঞাসা করলেই বলে দেবে। সলোমন তখন তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য বেনাইয়াকে আদেশ দিলেন পার্বত্যভূমিতে দৈত্যরাজের আবাস থেকে তাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসতে। বেনাইয়া গেলেন সেই পাহাড়ে, কিন্তু এই দুর্ধর্ষ দানববীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হয়ে বুদ্ধিমানের মত কৌশলের আশ্রয় নিলেন তিনি। পাহাড়ের গায়ে পানীয় জলের একটি আধার ছিল, উপরিভাগ সীলমোহর দিয়ে বন্ধ। বেনাইয়া সেই আধারটির তলদেশ ফুটো করে জল বের করে দিলেন, এবং উপরে ছিদ্র করে সেই রন্ধ্রপথে মদিরার ধারা বইয়ে দিয়ে চৌবাচ্চাটিকে ভরে তুললেন। তৃষ্ণার্ত দৈত্যরাজ এসে তার সীলমোহর অটুট অবস্থায় দেখে কোন সন্দেহই করল না, তখন সে আধার থেকে সুরা বের করে পান করল এবং অল্পক্ষণ-মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। বেনাইয়া সেই নিদ্রিত দৈত্যরাজকে মন্ত্রপূত শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে সলোমনের কাছে তাকে হাজির করলেন, এবং এই বেগতিক অবস্থায় পড়ে সলোমনকে সে 'সামির'-এর সন্ধান দিতে বাধ্য হয়েছিল। রাজা মন্দির নির্মাণকার্য শেষ করেছিলেন, কিন্তু মানুষের হিতার্থে এই দৈত্যরাজকে তিনি কলসীর মধ্যে পুরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে ভাবীকালের 'আরব্য রজনী'র একটি মনোরম আখ্যায়িকার উপাদানের যোগান দিয়েছিলেন, এমন কোন কথা ইহুদিদের পুরাণ-কথায় অবশ্যই নেই।

মধ্যযুগে ইহুদিদের ভূত-প্রেত কাহিনী

ত্রয়োদশ শতাব্দ থেকে যে-সব ইহুদি উপকথার সৃষ্টি হতে লাগল, সেগুলির মধ্যে গুহ্য তত্ত্ব নিহিত আছে বলেই দাবি করা হয়। এরূপ একটি কাহিনী— 'গোলেম' (Golem) নামে এক বামনাকৃতি মানুষের সৃষ্টি। কথিত আছে, এই বালখিল্যকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন রাব্বি এলিজা, সৃষ্টিকার্য শেষ করে তার মৃন্ময় ললাটে 'এমেট' (*emet*) অর্থাৎ 'সত্য' এই শব্দটি লিখে দিয়েছিলেন। সেই নামের সঞ্জীবনী গুণেই গোলেম পেল জীবন, কিন্তু তাকে বাক্‌শক্তি দেওয়া হ'ল না। ক্রমে সেই জীবটি বালখিল্য মূর্তি ছেড়ে দানবাকার, প্রভূত বলশালী হয়ে উঠল। তার এই পরিবর্তন দেখে রাব্বি এলিজা ভয় পেয়ে তার কপালে লেখা জীবনদায়ক নাম 'এমেট' (সত্য)-এর 'এ' (*e*) অক্ষরটি মুছে দিয়ে শুধু 'মেট' (*met*) শব্দটি রাখলেন, এই শব্দের অর্থ, মৃত্যু। তখনই গোলেম মৃত্যুর কবলে পড়েছিল। বুঝতে কষ্ট হয় না, বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে আদমের জন্মবৃত্তান্ত ও নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে মানবের মৃত্যুর যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তারই অক্ষম অনুকরণে এই আখ্যায়িকা রচিত।

মধ্যযুগে পূর্ব-ইউরোপীয় ইহুদিধর্ম হয়ে উঠেছিল ভূত-প্রেত ডাকিনী-যোগিনীর বাসা-বিশেষ, সেই ধর্মবৃক্ষের শাখাগুলিতে তারা ঝুলত বাদুড়ের মত, আবার সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে মানুষের ঘাড়ে চড়েও বসত। এমনি করে 'দানায় বা ভূতে পাওয়া'র বিশ্বাস বিশেষ প্রসারলাভ করেছিল, ওই দানাদের নাম দেওয়া হয়েছিল দিব্‌বুক্ (Dybbuk), মানুষের দেহকে আশ্রয় করত তারা, এবং যার ওপর চাপত তার ব্যক্তিত্ব একেবারেই লোপ পেত। ওঝার ঝাড়ফুঁক, যেমনটি আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলে এখনো দেখা যায়, তেমনি মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা ভূত-তাড়ানোর ব্যবস্থায় বিশ্বাস করত এই সময়কার ইহুদিরা।* ১৬০২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'মা-সে গ্রন্থে' (Ma'aseh Book)

* ভূতপ্রেত বা গন্ধর্ব পৃথিবীর মানুষকে আশ্রয় করে, এই বিশ্বাস ভারতের বৈদিকযুগেও প্রচলিত ছিল, তার নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যে আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে : তে পাতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহান্ এম। তস্য আসীদ দুহিতা গন্ধর্বগৃহীতা, তম্ অপৃচ্ছাম, কোঽসীতি। সোঽব্রবীৎ সুধন্বা আঙ্গীরস ইতি।—অর্থ : পাতঞ্চল কাপ্যের গৃহে গেলাম।

এই দিব্বুকের আবির্ভাবের একটি কথিকা আছে, সেই কথিকায় বলা হয়েছে : একটি দিববুক বা প্রেত কোন যুবকের দেহে প্রবিষ্ট হয়েছিল। সেই প্রেতটির আত্মা জীবিতকালে অনেক অপকর্ম করেছিল, সেজন্য মুহূর্তের জন্যও তার স্বস্তি ছিল না। এ-সময়কার এই সব কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই, বিগত জীবনের কর্মভোগ করা হয় ইহজীবনে দেহীকে আশ্রয় করে, এই ধরনের চিন্তাকে একরকম জন্মান্তরবাদই বলতে হয়। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস ইহুদিদের মনে নূতন জাগ্রত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

বস্তুত 'জুডাইজম্' বা হিব্রু ধর্মচিন্তা নির্বাসনোত্তর কালে নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, নানান দেশকালের ভাবতরঙ্গে দোল খেয়ে ইহুদিদের উপরোক্ত রাব্বিনিক কল্পনায় সাহিত্যিক রূপ ধারণ করেছিল। আদম-ঈভের সৃষ্টিকর্তা ইডেন-নন্দনবিহারী ঈশ্বর, মোজেসের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত অগ্নিশিখারূপী ঈশ্বর, মোজেসের সঙ্গে যাঁর হয়েছিল সাক্ষাৎমত সংলাপ, যিনি ছিলেন হিব্রুজাতির প্রভু, ক্যানানের অন্যান্য দেবতার প্রতি ঈর্ষান্বিত ('jealous'), ক্রোধান্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ, সেই কঠোর জাতীয় ঈশ্বর-কল্পনার পরিবর্তন হ'ল নির্বাসনোত্তর কালে ব্যাবিলোনীয় ও পারসীকদের সংস্পর্শে, তাদের ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতে, তখন তাঁর সেই রুদ্ররূপ বদলে গিয়ে তিনি হলেন ব্রহ্মাণ্ডের প্রেমার্দ্রচিত্ত করুণাময় জগদীশ্বর। সেই সঙ্গে যে অশুভশক্তি শয়তানের আবির্ভাব হয়েছিল, কালক্রমে সে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল, দ্বৈতবাদী জরথুষ্ট্র-ধর্মের আহ্‌রিমান-এরই প্রতিরূপ এই শয়তান। একটি স্বর্গ ও নরক প্রতিষ্ঠানও যথাকালে পরিকল্পিত হয়েছিল, সেইসব স্বর্গদূত বা এঞ্জেল বোধ করি ব্যাবিলোনীয় বিশ্বদেবনিচয় ও জরথুষ্ট্রীয় 'স্পেনটা' (ঐশী গুণসমূহের প্রতীকরূপী দেব)-গণেরই প্রতিচ্ছবি। প্রাক্‌নির্বাসনকালের বাইবেলে আমরা অবশ্য দু-এক স্থলে এঞ্জেলের সাক্ষাৎ যে পাই না তা নয়, কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই দেখা যায়, নিতান্তই খাপছাড়া ভাবে তাদের আবির্ভাব, তাদের উল্লেখও অনেক ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, এবং এমনই তাদের

তার এক কন্যা গন্ধর্ব গৃহীতা (আবিষ্টা) হয়েছিল। সেই গন্ধর্বকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে ? সে বলল, আমি সুধন্বা আঙ্গীরস (অঙ্গীরস গোত্রোৎপন্ন)।

দৈহিক দুর্বলতা যে লট-উপাখ্যানের এঞ্জেলদ্বয়কে সোডোমবাসীদের নির্যাতনের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য লটের গৃহে প্রবেশ করতে হয়েছিল, যদিও মুখে তারা বলেছিল বটে যে প্রভু-ঈশ্বর তাদের পাঠিয়েছেন সোডোম নগর ধ্বংস করবার জন্য। পক্ষান্তরে নির্বাসনোত্তর কালের স্বর্গ-প্রতিষ্ঠান ছিল পরম শক্তিশালী, স্বর্গদূতরা ছিলেন ঈশ্বরের পরামর্শদাতা, ঈশ্বরের সৈন্যবাহিনী, তা ছাড়া ছিল শয়তান ও তার নারকীয় শক্তিপুঞ্জের একটি ফৌজ, তাদের সম্বন্ধে বিবিধ চমকপ্রদ বিবরণ থেকেই আমরা ধর্মকল্পনার পরিবর্তনের ধারা বুঝতে পারি। পরিশেষে রাব্বিনিক ধর্মসাহিত্যে ভূতপ্রেত ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস স্থানলাভ করেছিল তাও আমরা দেখেছি। কিন্তু ভূতপ্রেত প্রভৃতি কুসংস্কারই প্রভূত রাব্বিনিক সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল না। এই সাহিত্যে প্রাচীন হিব্রু ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুব্যাখ্যান বিষয়ে কূটতর্ক যেরূপ কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করেছিল তা দেখলে আমাদের দেশের টীকা-ভাষ্যকারগণ তাঁদের দোসরের সন্ধান পাবেন সন্দেহ নেই।

॥ দশ ॥

উত্তরকালের রাব্বি ও রাব্বিনিক রচনাবলী : 'অ্যান্টি-সেমেটিজম্'

বাইবেলের 'প্রাচীন বিধান' খৃস্টপূর্বাব্দের প্রাক্-নির্বাসন ও নির্বাসনোত্তর কালের রচনা, মোজেস-কানুন ও নবীদের মুখ-নিঃসৃত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লিখিত হয়েছিল এই সব গ্রন্থে। লিখিত গ্রন্থের হিব্রু নাম 'তোরা' (Torah), কিন্তু 'তোরা' ছাড়াও আর-এক শ্রেণীর ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়েছিল পরবর্তী খৃষ্টীয় যুগে, সেগুলি রাব্বি (Rabbi) বা পুরোহিতদের রচনা। এই 'রাব্বিনিক' শাস্ত্রের (Rabbinical writings) নাম 'তালমুড' (Talmud)। লিখিত গ্রন্থ বা 'তোরা' রচনাকালে হিব্রু সমাজে কতকগুলি ধর্মনীতির অনুব্যাখ্যান শ্রুতিরূপে মুখে-মুখে প্রচারিত হ'ত, সেই সব শ্রুত বচনগুলি সংকলন করে 'তালমুড' শাস্ত্র লিখিত হয়েছিল, রাব্বিরা এই কথাই বলেন। 'তালমুড' শব্দের অর্থ 'অধীত বিদ্যা', যে-সব গ্রন্থে এই 'অধীত বিদ্যা'-র পাণ্ডিত্যপূর্ণ রাব্বিনিক ভাষ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেই রচনাগুলিই তালমুড-সাহিত্য। ৭০ খৃস্টাব্দে জেরুসালেম ধ্বংসের পর তালমুড রচনা আরম্ভ হয়। তালমুড বহু গ্রন্থের সমষ্টি, রচনাকাল তিন পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায় ২২০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, এ-সময়ে জাফা নামে একটি ক্ষুদ্র স্থানের বিদ্যালয়ের (beth hamidrash) শিক্ষকেরা যে কয়েক খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন সেই রচনাগুলির নাম 'প্যালেস্টাইনের তালমুড'। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাবিলনে ভাষ্যকারদের (Amoraim) উদ্যোগে তালমুড সংকলিত হয়েছিল, এই গ্রন্থগুলির নাম 'ব্যাবিলোনীয় তালমুড'। তৃতীয় পর্যায়ের কার্য শেষ হয়েছিল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে, এ-সময়ে কোন নূতন রচনা হয় নি, কয়েকটি বিতর্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মূল তালমুড শাস্ত্রের অসম্পূর্ণ বৃত্তটিকে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। এই পর্যায় 'সিদ্ধান্তকারীর (Saboraim) রচনা যুগ' নামে খ্যাত (৫৫০ খৃঃ)। তালমুড রচনা এখানেই শেষ হয়েছিল বটে, কিন্তু তার জের চলেছিল একাদশ শতাব্দ পর্যন্ত, এই যুগের নাম 'জিওনিম' (Geonim) বা 'মহামহিম', ব্যাবিলোনিয়ার দুটি ইহুদি আকাদামির অধ্যক্ষদের পদবী থেকে এই নামকরণ।

'তালমুড'-গ্রন্থ

তালমুড গ্রন্থগুলিতে রাব্বিরা প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের টীকা টিপ্পনী আর ভাষ্য রচনা করেই ক্ষান্ত হয় নি, তার মধ্যে নূতন কাহিনী ও রূপক সন্নিবিষ্ট করে ঐতিহ্যেরও পরিবর্তন করেছিল। কিন্তু ধর্মের এই রূপান্তর কোন উন্নত চিন্তাধারার স্বাক্ষর বহন করে না, সেখানে শুধু প্রাচীন প্রথা, আইন-কানুন, ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠানাদির সমর্থনে রাশি রাশি যুক্তিজাল বয়ন করা হয়েছিল। ইহুদিরা দাবি করে সর্বকালে সংসারজীবনের সর্বপ্রকার অবস্থায় তালমুডের বিধানগুলি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য, এই দাবির অসারতা স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুত ধর্মতত্ত্বের বিচারে চুলচেরা তর্ক, কথার ভেল্কিবাজি, নীতিদর্শনে রূপকের অপব্যবহার, সমাজে স্বাধীন চিন্তার শ্বাসরোধকারী আয়োজন তালমুড-গ্রন্থে যেমন দেখা যায় এমনটি বোধ করি জগতে অল্প ধর্মশাস্ত্রেই আছে। তালমুডের দুই অংশ, একটির নাম 'মিশনা' (Mishna), অপরটির নাম 'গেমারা' (Gemara)। এই অংশ দুটিতে প্রাচীন বিধানের 'পেনটাটিউক', অর্থাৎ জেনেসিস, এক্সোডাস প্রভৃতি গ্রন্থ-পঞ্চকের নানান তত্ত্বের নানান ব্যাখ্যা-সমেত রাব্বিনিক অনুশাসন রয়েছে। মূল বিষয়কে বিকৃত করে কিরূপে নানান কাল্পনিক জিনিস জুড়ে দেওয়া হয়েছে তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃতি :

(ক) ইহুদি 'ফাদার' (Pirke Aboth)-দের সৃষ্টি বিষয়ক উক্তি :

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১নং মিশনা : দশটি (দৈব) বাক্যের উচ্চারণে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। শাস্ত্রের এই কথাটির মর্মার্থ কি ? সৃষ্টি তো একটি বাক্যের দ্বারাই সম্পন্ন হতে পারত। অর্থ এই যে দশটি বাক্য দ্বারা সৃষ্ট পৃথিবীকে দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিরা ধ্বংস করলে তারা দণ্ডার্হ হবে, এবং যে-সব সাধু-প্রকৃতির মানুষ দশটি বাক্য দ্বারা সৃষ্ট পৃথিবীকে রক্ষা করে তারা হবে পুরস্কৃত।

২নং মিশনা : আদম থেকে নোয়া পর্যন্ত দশ বংশ। এই দীর্ঘ কাল দীর্ঘ যন্ত্রণার দ্যোতক। সকল বংশই বার বার দুষ্কার্যে রত ছিল যে-পর্যন্ত না প্লাবনের জল এসে পড়েছিল।

নোয়া থেকে আব্রাহাম দশ বংশ। দীর্ঘ কাল দীর্ঘ যন্ত্রণার দ্যোতক। সকল বংশই বার বার দুষ্কার্যে রত ছিল, যে-পর্যন্ত না আমাদের পিতৃ-পুরুষ আব্রাহামের আবির্ভাব হয়েছিল।

... ...

৪নং মিশনা : মিশরে আমাদের পিতৃপুরুষদের দশটি দিব্য দর্শন ঘটেছিল, (লোহিত) সাগরে দশটি। পবিত্র প্রভুর (Holy One) জয় হোক, মিশরে তিনি দশটি প্লেগ এনেছিলেন মিশরীদের ওপর, আর দশটি (লোহিত) সাগরে।......

৫নং মিশনা : আমাদের পিতৃগণের যজ্ঞস্থলে দশটি আশ্চর্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। (সেই দশটি এই) (১) যজ্ঞপশুর পবিত্র মাংসের গন্ধে কোন গর্ভিণী নারীর গর্ভপাত হয় নি, (২) পবিত্র মাংস কখনো পচে নি, (৩) বধ্যস্থলে কোন মাছি দেখা যায় নি, (৪) প্রায়শ্চিত্তের দিনে প্রধান পুরোহিত অশুচি হন নি, (৫) বৃষ্টির জল যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত করে নি (৬) যজ্ঞাগ্নির ধূম বায়ুতাড়িত হয় নি, (৭) নৈবেদ্যের জোড়া রুটির মধ্যে কোন দোষের লক্ষণ দেখা যায় নি, (৮) তারা (রুটিগুলো) সারি সারি খাড়া দাঁড়িয়ে, মাঝে ছিল যথেষ্ট ফাঁক, (৯) জেরুসালেমে সাপের বা বিছার উপদ্রব ঘটে নি, (১০) কোন লোক তার সহচরকে বলে নি, জেরুসালেমের কোন স্থানেই আর এক রাত্রি বাস করা চলে না।

৬ নং মিশনা : 'সাবাথ' অর্থাৎ সৃষ্টির সপ্তম দিবসের প্রত্যূষে দশটি দ্রব্য সৃষ্ট হয়েছিল। সেগুলি এই : (১) পৃথিবীর মুখ, (২) কূপের মুখ, (৩) গর্দভীর মুখ, (৪) রামধনু, (৫) ম্যানা (manna), (৬) মোজেসের যষ্টি, (৭) 'সামির' ('The Shamir'), (৮) শাস্ত্র, (৯) লেখা, (১০) তালিকা (table)।

[এই মিশনাগুলি 'সাবাথ' দিবসের বিকালের প্রার্থনা-সভায় পঠিত হয়। 'দশ' সংখ্যাটির পবিত্রতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে নানারূপ কল্পনা দ্বারা, তা-ই লক্ষ্যের বিষয়]

(খ) পেসাহিম (Pessahim) অথাৎ রোজা বা উপবাসবিধি :

[পেনটাটিউকের একটি বিধানের অনুব্যাখ্যান। বিষয়টির আলোচনা মিশনার পর গেমারা উভয় অংশেই করা হয়েছে।]

মিশনা : রোজা শুরু হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ আহার করবে না, দরিদ্র ব্যক্তিও শয়নের পূর্বে খাবে না, তখন সে দান-পাত্র (charity plate) থেকে খাদ্য পেলেও তাকে অন্যূন চার পেয়ালা মদ্য দেওয়া বিধেয়।

গেমারা : বাড়িতে ভোজ্য দ্রব্য ঝুলিয়ে রাখলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। তাই লোকে বলে খাদ্যের ঝুড়ি ঝুলিয়ে রাখা খাদ্যকেই ঝুলিয়ে রাখার সমান। কথাটা শুধু রুটির বেলায় প্রযোজ্য, মাংস ও মাছের বেলায় নয়, কেননা ঐসব সামগ্রী ঝুলিয়ে রাখাই বিধান। বাড়িতে ভুষি বা খুদ-কুঁড়ো রাখলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। প্রেতগণ ঐসব জিনিসের শক্তিবলেই সাবাথ ও চতুর্থ দিনের নিশি যাপন করে।···বদনার মুখে ময়লা থাকলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। প্লেট থেকে জল পান করলে চোখে ছানি পড়ে। হাত না ধুয়ে আহার করলে ত্রিশ দিন বিভীষিকা দর্শন হয়। হাত না ধুয়ে রক্ত মোক্ষণ করলে সাত দিন বিভীষিকা দর্শন হয়।···নানা রন্ধ্রে হাত দেবার ফল বিভীষিকা দর্শন, কপালে হাত রাখার ফল নিদ্রা। রাব্বিদের শিক্ষা: পানাহারের দ্রব্যাদি শয্যার নিচে লৌহপাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখলেও প্রেত দানার আশ্রয়স্থান হয়।

[দ্রষ্টব্য : ভূত দানার উপদ্রব নূতন দেখা দিয়েছে। 'প্রাচীন বিধান' গ্রন্থসমূহে দানার উল্লেখ নেই। এখানে রাশি রাশি কুসংস্কার পেনটাটিউকের অপেক্ষাকৃত সহজ সরল বিধানগুলিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে]

মিশনা ও গেমারার উপরোক্ত বিষয়-বর্ণনা থেকে রাব্বিনিক রচনার পরিচয় সামান্য কিছুটা পাওয়া যায়। প্রাচীন বিধানের নবীদের দৃঢ় সবল বাণীর অবিরল মুক্তধারা আর নেই, 'সাম'-এর অপরূপ সংগীত-মূর্ছনা শুব্ধ হয়ে গেছে, 'প্রোভার্ব' ও 'জব'-এর প্রজ্ঞাবচন আর শোনা যায় না। এখন শুধু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধ রাব্বিদের উদ্দাম কল্পনা আসর জাঁকিয়ে বসেছে। পেন্টাটিউক গ্রন্থ-পঞ্চকে ইহুদিদের অনেক প্রাচীন আইন-কানুন লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেই আইনের অনেকগুলিই ব্যাবিলন-রাজ হাম্মুরাবির (খৃঃ পূঃ ২১০০) 'কোডে'র অনুরূপ। উদাহরণ-স্বরূপ 'একসোডাসে'র একুশ অধ্যায়ে বর্ণিত বৃষের শৃঙ্গাঘাতে মানুষের প্রাণহানির দণ্ড-বিষয়ক ধারার কথা বলা যেতে পারে, যার উল্লেখ হাম্মুরাবির কোডেও আছে। বৃষটিকে লোষ্ট্রক্ষেপে বধ করবার বিধান দেওয়া হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে বৃষের মালিকেরও

প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, বিশেষত মালিক যদি বৃষের সাংঘাতিক প্রকৃতি জেনেও অসাবধান হয়ে থাকে। এই বিষয়টি নিয়ে তালমুডের একটি নিবন্ধে (Baba Kamma) মিশনা ও গেমারায় যে দীর্ঘ বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ধৈর্যের মহাপরীক্ষা, সম্ভবত ভারতীয় ন্যায়-শাস্ত্র বা স্মার্ত পণ্ডিতদের কূটতর্ক মস্তিষ্কের অপব্যবহারে এই রাব্বিনিক রচনাকে অতিক্রম করতে পারে নি। রাব্বিনিক শাস্ত্রে ব্রত উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, সুন্নত, বিবাহ, জন্ম, ব্যাধি, মৃতের সমাধি, এহেন বিষয় নেই যার বিধান দেওয়া হয় নি।

খৃস্টানদের গির্জা, মুসলমানদের মসজিদ, তেমনি 'সিনাগগ' (Synagogue) ইহুদিদের প্রার্থনাগার। দেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদির দল ইউরোপের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, সর্বত্রই তারা নিজেদের ঐতিহ্য আর পৃথক সত্তা বজায় রেখেছে সিনাগগ্‌ নির্মাণ করে, সেখানে তারা মিলিত হয়ে জাতীয় প্রভুর পূজা উপাসনা করেছে। এইসব উপাসনার সংকলনে যে প্রার্থনা-পুস্তক রচিত হয়েছে, রাব্বিনিক সাহিত্যে সেই গ্রন্থটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এখানে একটি স্তোত্রের অনুবাদ দেওয়া হ'ল, স্তোত্রটি ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী 'জিওনিম যুগে' রচিত :

স্বর্গ মর্ত্য রূপায়িত হয় নি তখন—
বিরাজেন বিশ্বপতি। সৃজিতে ভুবন
বাসনা অন্তরে জাগে। চৌদিকে অমনি
'রাজ-রাজেশ্বর' নাম উঠে জয়ধ্বনি।

রুদ্র অদ্বিতীয় তিনি কল্পান্তের ক্ষণে
বসেন একাকী নিজ রত্ন সিংহাসনে,
অক্ষয় মহিমা-দীপ্ত, অতীতে যেমন
এখনো যে তা-ই, ভাবী কালেও তেমন।

এক তিনি শক্তিমান সর্বাধিনায়ক,
অনন্ত অসীম ধাতা সৃষ্টিবিধায়ক,
আদি নাই, শেষ নাই, কীর্তি সমুজ্জ্বল
অপ্রমেয় পরাক্রম প্রভুত্ব প্রবল।

তিনি যে ঈশ্বর মোর সমুদ্ধারকারী,
দুর্যোগ আঁধারে মোর বিপদকাণ্ডারী।
আমার বাহুর শক্তি পরম আশ্রয়,
পূর্ণ সুধাপাত্র যিনি প্রার্থনা বিষয়।

আত্মা মোর সঁপিয়াছি দিব্য হস্তে তাঁর
সহায় আমার তিনি, ভয় কিবা আর!
সেই সঙ্গে দেহ মোর করিয়াছি দান,
অশুভে ডরাই নাকো, সাথী ভগবান।

সেমেটিক বিদ্বেষের উৎপত্তি ও ফলাফল

জুডাইজম্ প্রসঙ্গের আলোচনায় ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, পূর্ব-ভূমধ্যসাগর উপকূলে গ্রীক অধিকারকালে হিব্রুচিন্তার ওপর গ্রীক প্রভাব এসে পড়েছিল, বিশেষ করে আলেকজেন্দ্রিয়ায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহুদি জাতীয়তা তার স্বতন্ত্র সত্তা সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখেছিল। স্বতন্ত্র সমাজের রীতিনীতি, আচার-বিচারের গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয় নি তারা, গ্রীকরা মূর্তি উপাসক বিধর্মী বলে তাদের সঙ্গে সামাজিক সংস্রব পরিহার, তাদের উৎসব পার্বণ বর্জনও করত তারা হিব্রুধর্মের বিধানমত। গ্রীকদের পৌত্তলিক পূজাপার্বণের জাঁকজমক, উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদ ও বাহুবলের গর্বকে তারা ঘৃণা করত। গ্রীকদের সম্বন্ধে তাদের এই ধারণা যে একান্তই অমূলক ছিল তা নয়, তবে সেই সঙ্গে একথাও বলতে হয়, গ্রীকদের অসাধারণ মানবিক মননশক্তি, গ্রীক-সাহিত্যের অনির্বচনীয় রসসম্ভার, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করবার মত সূক্ষ্মানুভূতি ধর্মান্ধ ইহুদিদের হয়তো বা ছিল না। তার ওপর 'ঈশ্বর-নির্বাচিত-জাতি' তারা, এই বিশ্বাস ছিল তাদের একটি উপসর্গ-বিশেষ, যা সর্বদাই তাদের পরধর্মের প্রতি উন্নাসিক করে রাখত। এই সব কারণে এই রসবর্জিত রুক্ষ কঠিন জাতি স্বভাবত আমোদপ্রিয় গ্রীকদের বিরাগভাজন হয়েছিল—এখানেই পাই আমরা 'সেমেটিক বিদ্বেষ' (antisemitism)-এর প্রথম সূত্রপাত। রোমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই বিদ্বেষ কোন ব্যাপক নির্যাতনের আকার ধারণ করে নি, যদিও গ্রীক

শাসনকালে 'মেক্‌কাবি যুদ্ধে'র মত দু-একটি লড়াই যে বাধে নি তা নয়, এবং পরিণামে ইহুদিদের অদৃষ্টে অল্পকালের জন্য স্বাধীনতা লাভও ঘটেছিল। প্রধানত গ্রীকরা ইহুদিদের নিন্দাসূচক গ্রন্থরচনার মধ্যেই তাদের প্রতি বিদ্বেষকে সীমিত করে রাখত। এই নিন্দাপ্রচার-সাহিত্যকে অতিক্রম করে সত্যিকার হাতাহাতি লড়াই শুরু হ'ল রোমানদের রাজত্বকালে, তখন বাধল ইহুদি ও জেনটাইলদের মধ্যে তুমুল বিরোধ, এবং ৭০ খৃস্টাব্দে জেরুসালেমের মন্দির ভাঙার পর থেকে ইহুদিরা ছত্রভঙ্গ ভাবে নানান দিগ্‌দেশে ছড়িয়ে পড়ল (Dispersion of the Jews)। দেশত্যাগ করে যারা 'দায়েস্পোরা' (*diaspora*) হয় নি, যারা জেরুসালেমে রয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেককেই শহীদের মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল।

ইহুদিরা প্রথমে টায়ার সিডন প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলিতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, সেখান থেকে জাহাজে চড়ে তারা গিয়েছিল এথেন্স ও অ্যানটিওক, আলেকজেন্দ্রিয়া ও কার্থেজ, রোম ও মার্সেল, এমন-কি সুদূর স্পেনেও। বহু শতাব্দ পরে তারা কিরূপে জার্মানি, পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ায় গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তার একটি মোটামুটি বিবরণ এই গ্রন্থের ভূমিকায় দেওয়া হয়েছে। মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়া ছিল নানান সংস্কৃতির মহামিলন-ক্ষেত্র, সেখানে গ্রীক সাহিত্য গ্রীক দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়-সূত্রে তার ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছিল 'গ্রীক প্রভাবিত জুডাইজম' (Hellenistic Judaism), যার আকৃতি ও প্রকৃতির কথা ফিলোর দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রীক প্রভাব আলেকজেন্দ্রিয়ান ইহুদিদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, সেখানে তারা গ্রীককে নিজেদের ভাষারূপে গ্রহণ করে যথাকালে হিব্রু ধর্মগ্রন্থরাজি, মানে সমগ্র 'প্রাচীন বিধান'কে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেছিল, এই অনুবাদই বর্তমানে প্রচলিত বাইবেল-গ্রন্থের মূল। ইহুদিরা আর যেখানেই ছড়িয়ে পড়েছিল, সে-সব স্থানেও তারা নিজেদের হিব্রু ভাষা ও আরামাইক লিখন ভুলে গিয়ে স্থানীয় ভাষা ও লিপিলিখন গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু অবস্থাগতিকে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য কখনো বিস্মৃত হয় নি তারা, এবং সেজন্য সর্বদাই নিজেদের প্রবাসী বলে মনে করেছে। রাব্বিনিক সাহিত্যই ছিল তাদের গোষ্ঠী-আচরণের উৎসমূল, তার সঙ্গে খৃষ্টীয় সমাজের কোনরূপ. আপস-রফা হয়ে ওঠে নি। এই কারণে সর্বত্রই তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে গণ্য হ'ত, তাদের

ওপর চলত নির্মম নির্যাতন। মধ্যযুগের ইউরোপে শহরের বাইরে নোংরা 'ঘেটো' (ghetto) বা বস্তিতে বসবাস করত তারা অস্পৃশ্যের মত, প্রচলিত সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূমির স্বত্বাধিকার ছিল তাদের নিষিদ্ধ, কোন 'গিল্ড' বা ব্যবসায়ী সংস্থায় যোগদানও তারা করতে পারত না। রাষ্ট্রের বৃহত্তর সমাজের বাইরে যাদের অবস্থান তাদের পক্ষে অসামাজিক, এমন-কি সমাজ-বিরোধী হওয়াও আশ্চর্য নয়। তেমনি একটি ক্রূরপ্রকৃতি সমাজ-বিরোধী ইহুদি চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন মহাকবি শেকস্‌পীয়র তাঁর 'মার্চেণ্ট অফ ভিনিস' নাটকে, কিন্তু তিনি ইহুদি জাতির অন্তর্দাহের কথা বিস্মৃত হন নি, কারণ সেই শাইলকের মুখ দিয়েই আবার তিনি বের করেছেন ইহুদি জাতির প্রতি জেনটাইলদের মায়ামমতাশূন্য আচরণের নিদারুণ মর্মবেদনা।*

কিন্তু আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য, তিতিক্ষা এই ইহুদি জাতির—এত বাধা অন্তরায়, নিগ্রহ প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও মধ্য ইউরোপে ইহুদিরা বণিক ও মহাজন বা ব্যাঙ্কার রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। আরব অধিকৃত স্পেনে তারা আরবদের গণিত, ভেষজবিদ্যা, দর্শন আয়ত্ত করেছিল, নিজেদের সাংস্কৃতিক শিক্ষায়তন স্থাপন করেছিল কর্‌ডোভা বারসিলোনা প্রভৃতি নগরে। এই সময়কার ইহুদিদের মধ্যে কয়েকজন মনীষী, বিশেষ করে কর্‌ডোভার বিখ্যাত ভিষক্ রাব্বি মোজেস মাইমন (১১৩৫-১২০৪) এবং বারসিলোনার হাসদেই ক্রেসকাস (১৩৭০-১৪৩০) প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহের আক্ষরিক ব্যাখ্যা পরিহার করে নূতন ভাষ্যদ্বারা শাস্ত্রের সঙ্গে সহজ বিচারবুদ্ধির বিরোধ খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছিলেন। স্পেনে মুস্লিম রাজত্বকালে ইহুদিদের ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া হয় নি, পক্ষান্তরে তাদের আর্থিক উন্নতিই ঘটেছিল, কিন্তু ১৪৯২

* *Merchant of Venice*-এ Shylock-এর কথাগুলি এই: "And what's the reason? 'I am a Jew!' hath not a Jew eyes? hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as the Christian is? If you prick us do we not bleed? If you tickle us do we not laugh? if you poison us do we not die?" (*Merchant of Venice, Act III* Sc i)

খৃস্টাব্দে ফার্ডিনেণ্ডের খৃস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাদের আবার ভাগ্যবিপর্যয় দেখা দিল। খৃস্টানদের 'ইনকুইজিসন' নামে প্রতিষ্ঠান ইহুদিদের বাধ্য করল দুই পথের একটিকে বেছে নিতে : প্রথমটি খৃস্টধর্ম গ্রহণ, দ্বিতীয়টি নির্বাসন। নির্বাসনকেই বরণ করে নিয়েছিল ইহুদিরা, ঘরছাড়া হয়ে তারা গেল জেনোয়া ভিনিস প্রভৃতি ইতালীয় বন্দর-সমূহে, কিন্তু ভিনিস ছাড়া আর কোথাও তাদের স্থান দেওয়া হ'ল না। দৈন্যদুর্দশাপ্রপীড়িত ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় তারা আফ্রিকার কূলে উঠে নানান স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছুসংখ্যক ইহুদিকে কর্তৃপক্ষ ভিনিসে স্থান দিয়েছিল তাদের সামুদ্রিক অভিযানকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হবার জন্য। তখন আমেরিকা আবিষ্কারের সময়, অনেক ইহুদি কলম্বাসকে অভিযানের জন্য অর্থপ্রদান করেছিল এই উদ্দেশ্যে যে আবিষ্কৃত দেশে গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করতে পারবে। সম্ভবত কলম্বাস ছিলেন তাদেরই স্বজাতীয় ("a man perhaps of their own race"—Will Durant)। এই সময়ে অনেক ইহুদি গিয়েছিল হল্যাণ্ডে, সেখানে তারা নিরুপদ্রবে স্বকীয় জাতীয়তা বজায় রেখে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) এখানকার একটি ইহুদি-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে দর্শনতত্ত্বের পরিকল্পনা করেছিলেন, সে-তত্ত্ব ইহুদি ধর্মশাস্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে রাব্বিগণ তাঁকে বিচারার্থ আহ্বান করলেন। দীপালোকিত বৃহৎ হলঘর, সেখানে এসে উপস্থিত হলেন স্পিনোজা, জিজ্ঞাসা করা হল তাঁকে : "এ-কথা কি সত্য ? তুমি কি বলেছ এই জড় পৃথিবী ঈশ্বরের বাহ্যরূপ, স্বর্গদূতরা সব মানবচিত্তের কল্পনা, জীবনই আত্মা, আর প্রাচীন-বিধানে অমৃতত্বের (immortality) কথা নেই ?" স্পিনোজা স্বীকার করলেন, হ্যাঁ ঠিক তাই। রাব্বিরা প্রত্যাহার করতে বলল তাঁকে তাঁর তত্ত্বকথা। স্পিনোজা সে আদেশ অগ্রাহ্য করলেন। তখন হিব্রু বিধানমত তাঁকে অভিসম্পাত দিয়ে অপাংক্তেয় করা হ'ল। "সেই অভিসম্পাত (curse) পাঠকালে মাঝে মাঝে শিঙা ফুকরে উঠল, একটি একটি করে আলো নিভিয়ে দেওয়া হ'ল, শেষ বাতিটির নির্বাপণই হ'ল অপাংক্তেয় ব্যক্তির আত্মিক জীবনের শেষ ফুৎকারের প্রতীক। সেই সমিতি তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।"

এই সব গোঁড়ামি, উদগ্র জাতীয় ঐতিহ্যের বিষময় কর্মফলরূপেই দেখা দিয়েছিল বিংশ শতাব্দে জার্মানিতে হিটলারের 'অ্যানটিসেমেটিজম্' আর ইহুদির ওপর 'পোগ্রোম' বা নিষ্ঠুর অমানুষিক নির্যাতন। বাসভূমিকে প্রবাস মনে করে যে জাতি দেশবাসী থেকে দূরে পৃথক সমাজে অবস্থান করে, দেশের সম্পদে বিপদে যে জাতি শুধু তার সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, এমন একটি সম্প্রদায়কে জাতীয় নিরাপত্তার বিঘ্ন বলেই মনে করেছিলেন হিটলার, কিন্তু ব্যাধির চেয়েও অধিকতর উৎকট ওষধি প্রয়োগ করেছিলেন তিনি, গ্যাস চেম্বারে লক্ষ লক্ষ ইহুদিহত্যার যজ্ঞানুষ্ঠান হয়েছিল আধুনিক ইউরোপের সভ্য সমাজের চক্ষের ওপর—কিমাশ্চর্যং অতঃপরং!

আন্তর্জাতিক ইহুদি সম্প্রদায় পৃথিবীর যেখানেই থাক আর যে ভাষায়ই কথা বলুক, সকলেই তারা জাতির অপমান লাঞ্ছনা নির্যাতনকে জাতির পূর্বকৃত পাপের দরুন ঈশ্বরের দণ্ডরূপেই গ্রহণ করেছে। যুগ যুগ ধরে সর্বান্তঃকরণে একথাও তারা বিশ্বাস করে এসেছে যে প্রায়শ্চিত্তের পর কল্মষ-কলুষ ধৌত হয়ে একদিন জেগে উঠবে সুপ্রভাত, সকল দৈন্য দুর্দশার অবসান ঘটবে, উচ্ছৃঙ্খল সন্তানকে প্রভু আবার তাদের স্বদেশ প্যালেস্টাইনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন ('Return of the Prodigal')। এই বিশ্বাসের কথা রাব্বিনিক সাহিত্যের 'শেমোনে এস্‌রে' ('The Shemoneh Esreh') নামক বন্দনামালার মধ্যে একাধিক স্থানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

৭ম বন্দনা

দেখ চেয়ে আমাদের দুঃখ যন্ত্রণা,
আমাদের পক্ষ গ্রহণ কর, ত্রাণ কর,
তুমি যে ঈশ্বর, রাজাধিরাজ, পরাক্রান্ত সমুদ্ধর্তা,
স্বস্তি প্রভু, ইসরায়েলের পরিত্রাতা।

১০ম বন্দনা

স্বাধীনতার তূর্যধ্বনি কর,
পতাকা তুলে ধর,

পৃথিবীর চারদিক থেকে (ইহুদি) নির্বাসিতের
স্বদেশ পানে জয়যাত্রার জন্য।
স্বস্তি প্রভু, ইসরায়েলিদের তুমি করেছ সমবেত।

১১শ বন্দনা

অতীতের 'জজ'দের ফিরিয়ে দাও,
সেই আদিকালের মন্ত্রণাদাতা।
আমাদের গ্লানি দীর্ঘনিঃশ্বাস
অপনোদন কর।
একমাত্র তোমার রাজ-শাসন বিস্তৃত হোক
আমাদের ওপর,
করুণা সত্যনিষ্ঠা ন্যায়ের শাসন।
স্বস্তি প্রভু, রাজাধিরাজ,
সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়ের অনুরাগী।

নানান দেশের সিনাগগে দীর্ঘকাল ধরে এই যে আকুতি দিকে দিকে ধ্বনিত হয়েছিল, জাতীয়তার স্বাধীনতার আকুতি, অনুগত জনের এমন মর্মান্তিক ক্রন্দনের প্রতি ইহুদি জাতির ভাগ্যবিধাতা বধির থাকতে পারেন নি। বন্দনার ফলশ্রুতিরূপেই যেন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের মাতৃভূমির দাবি স্বীকার করা হ'ল 'ব্যালফোর ঘোষণা'র (Balfour Declaration) দ্বারা, তারপর 'লীগ অফ্‌ নেশন্স'-এর কল্যাণে ম্যাণ্ডেট-বলে প্যালেস্টাইন শাসনের ভার পেয়ে ইংরেজ সেখানে ইউরোপ থেকে কাতারে কাতারে ইহুদি আমদানি করল বসবাসের জন্য। পরিশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হ'ল আরবদের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে, সেই রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার কাহিনী এই গ্রন্থের ভূমিকায় বিশদভাবেই বলা হয়েছে। এই পুনর্নব রাষ্ট্রের আবির্ভাব মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কিরূপ জটিল করে তুলেছে আমরা তা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। ইউরোপ আমেরিকা থেকে দলে দলে ইহুদি আগমনের ফলে স্থানীয় আরবদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছে, আরব শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, বাত্যা-সন্তাড়িত

ইতস্ততঃ ভাসমান একটি ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী, যারা ভুলে গিয়েছিল তাদের জাতীয় ভাষা আচার নিয়ম-নিষ্ঠা, যাদের একমাত্র বন্ধন-সূত্র ধর্মের ঐতিহ্য আর নির্যাতিতের সাহচর্য, এমন একটি নির্বাসিত গোষ্ঠীর দুই সহস্র বৎসর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পর অক্ষত শরীরে, না অক্ষত শরীরে নয়, অসহনীয় লাঞ্ছনাভোগের পর, ভগ্ন প্রাণমন নিয়ে সগৌরবে পিতৃপুরুষের অবিস্মরণীয় দেশে প্রত্যাবর্তন ইতিহাসের একটি অপূর্ব অধ্যায় যার তুলনা জগতে নেই।

বর্ষপঞ্জী

খৃঃ পূঃ	
২৩০০০০-১৮০০০০	প্রাচীন প্রস্তরযুগের (paleolithic) চেলিয়ান ও অকিউলিয়ান সংস্কৃতি (Chellian and Acheulian cultures)
১৫০০০০-২০০০০	মাউস্টেরিয়ান (Mousterian) মানব ; উচ্চ প্রাচীন প্রস্তরযুগের (Upper Paleolithic) অরিগনেসিয়ান (Aurignacian) সংস্কৃতি
৮০০০	নাটুফিয়ান (Natufian) সংস্কৃতি
২০০০-১৫০০	ব্রোঞ্জযুগীয় সভ্যতা
১৬৫০-১২২০	মিশরে ইহুদিদের দাসত্ব (?)
১৫৮০-১৩৬০	প্যালেস্টাইনে মিশরীয় সাম্রাজ্য ; ফারাও তৃতীয় থাটমোসের মিশরে অভিযান ; ইখনাটনের রাজত্বকালে প্যালেস্টাইনে বিদ্রোহ
১৩০০-১২৩৩	দ্বিতীয় রামেসিসের রাজত্বকাল ; মিশর কর্তৃক প্যালেস্টাইন সাময়িকভাবে পুনরুদ্ধার
১২০০	মোজেস ; ইহুদিগণ কর্তৃক ক্যানান অধিকার
১২০০-১০২৫	'জজ'গণের কাল
১০২৫-১০১০	ইহুদিরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সল (Saul)
১০১০-৯৭৪	ডেভিড (David)
৯৭৪-৯৩৭	সলোমন (Solomon)
৯৩৭	বিভক্ত প্যালেস্টাইনে দুইটি হিব্রুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত—ইসরায়েল ও জুডা ; ইসরায়েল-রাজ জেরোবোয়াম ও জুডা-রাজ রেহোবোয়াম
৯২৫	ফারাও শিশঙ্ক কর্তৃক জুডা আক্রমণ ও জেরুসালেম অধিকার
৮৫৪	ইসরায়েল-রাজ আহাবের রাজত্বকাল ; প্রফেট এলিজা
৭৬০-৭৫০	ইসরায়েল-রাজ দ্বিতীয় জেরোবোয়াম ; প্রফেট আমোস

৭৩৩	ইসরায়েল-রাজ হোসিয়া ; আসিরিয়া কর্তৃক ইসরায়েল অধিকার ; সামরিয়ার পতন
৭০২	প্রফেট প্রথম ইসায়া
৭০১	জুডা-রাজ হেজেকিয়া ; আসিরিয়াধিপ সেন্নাচেরিবের জেরুসালেম অবরোধ ; হেজেকিয়ার আত্মসমর্পণ
৬৩৯-৬০৮	জুডা-রাজ জোসিয়ার রাজত্বকাল ; জোসিয়ার ধর্ম-সংস্কার ; মেগিড্ডোর যুদ্ধে জোসিয়া নিহত ; প্যালেস্টাইন মিশর-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত
৬০৪	কারকেমিসের যুদ্ধে মিশর-সম্রাট নেকোর পরাজয় ; প্যালেস্টাইন ক্যালডিয়ারাজ নেবুকাড্নেজ্জারের অধীন-রাজ্যে পরিণত হল
৬০৩-৫৮৭	জুডা-রাজ জেহোয়াকিমের রাজ্যচ্যুতি ও জেডকিয়ার সিংহাসনে আরোহণ ; প্রফেট জেরেমিয়ার আবির্ভাব (খৃঃ পূঃ ৬০০) ; জেডকিয়ার ষড়যন্ত্র ; ক্যালডিয়া-রাজ নেবুকাডনেজ্জার কর্তৃক দ্বিতীয় বার জুডা আক্রমণ ও জেরুসালেম নগর ধ্বংস ; বদ্ধ দশায় ইহুদিদের ব্যাবিলনে নির্বাসন
৫৮৬-৫৩৮	ব্যাবিলনে নির্বাসিত ইহুদিদের বন্ধন-দশা (captivity)
৫৮০	ব্যাবিলনে ইহুদি নবী ইজেকিয়েল
৫৫৫-৫২৯	মিডিস ও পারসীকদের রাজা কুরুশ বা সাইরাস
৫৪০	প্রফেট দ্বিতীয় ইসায়া
৫৩৯	পারস্য সম্রাট সাইরাস কর্তৃক ব্যাবিলন অধিকার ; ইহুদিদের মুক্তিদান
৫২০	পারস্য সম্রাট দারায়ুসের রাজত্বকালে জেরুসালেমের দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণ
৪৪৪	জেরুসালেমে প্রফেট এজরা
৩৩৪	দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের জেরুসালেম নগরে প্রবেশ
৩৩২	আলেকজাণ্ডারের প্যালেস্টাইন বিজয়

৩৩০	সমগ্র নিকট প্রাচী আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য ভুক্ত
৩২৩	আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু ; প্যালেস্টাইন মিশরের গ্রীক (Ptolemy) টোলেমি রাজার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত
২২৩-১৬৮	সিরিয়ার গ্রীক সেলুসিড (*Seleucides*) রাজ্যের অন্তর্গত প্যালেস্টাইন ; 'ডেনিয়েল'-গ্রন্থ রচনা
১৬৮	এনটিওকাস এপিফ্যানিস কর্তৃক প্যালেস্টাইনে গ্রীক-সংস্কৃতি আরোপ প্রচেষ্টা ; মেক্‌কাবিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম (War of the Maccabees) ; ইহুদিরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ; হাসমোনিয়ানদের (Hasmoneans) শাসন কাল
৭০	উগ্র জাতীয়তাবাদের পুনরভ্যুত্থান ; জেরুসালেম নগর ধ্বংস
৬৩	রোমান সেনাপতি পম্‌পি (Pompey) কর্তৃক জেরুসালেম নগর অধিকার ; প্যালেস্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ; ইহুদিদের স্বাধীনতা দুই সহস্র বৎসরের জন্য লুপ্ত

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

A. C. Bouquet—*Sacred Books of the World*

A. Robertson—*Morals in World History*

Bertrand Russel—*Western Philosophy*

Edward Caird—*Evolution of Religion*

Edwyn R. Bevan & Charles Singers (Editors)—*Legacy of Israel*

Eric B. Ceadel—*Literatures of the East*

Gordon Childe—*What Happened in History*

H. Frankfort & others—*Before Philosophy*

Herbert J. Muller—*The Uses of the Past*

H. G. Wells—*Outline History of the World*

H. R. Hall—*The Ancient History of the Near East*

Herbert Spencer Robinson & Knox Wilson—*Myths and Legends of All Nations*

H. Wheeler Robinson—*Religious Ideas of the Old Testament*

James T. Shotwell—*The History of History, vol I*

J. H. Breasted—*Ancient Times*

Martin Noth—*The History of Israel*

Old Testament—*Genesis ; Exodus ; Leviticus ; Numbers ; Deuteronomy ; Joshua ; Judges ; Ruth ; Samuel I & II ; Kings I & II ; Chronicles I & II ; Job ; Psalms ; Proverbs ; Ecelesiastes ; The Song of Solomon ; Isiah ; Jeremiah ; Lamentations ; Ezekiel ; Daniel ; Hosea ; Amos ; Micah ; Nahum*

Otto Pfleiderer—*Philosophy of Religion, vol III*

Sir Leonard Wooley—*Ur of the Chaldees—Digging of the Past*

Will Durant—*Our Oriental Heritage*

W. F. Albright—*The Archaeology of Palestine*

এই লেখকের আর তিনখানি বই সম্বন্ধে

ক য়ে ক টি অ ভি ম ত

প্রাচীন ইরাক

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :

অতিপ্রাচীনকালের ইতিহাস বিষয়ে ইতিপূর্বে দু'খানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। তাঁর 'প্রাচীন মিশর' ও 'মহাচীনের ইতিকথা' বাংলা সাহিত্যর বিশেষ সম্পদরূপে সানন্দে স্বীকৃত। এখন 'প্রাচীন ইরাক' গ্রন্থখানি রচনা করে তিনি বাংলা ভাষার অনুরাগী পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।...তিনি সযত্ন গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক জ্ঞান বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে...বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর এই বইটি ইতিহাস হিসেবে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পাবে সন্দেহ নেই ; এ-ছাড়া বইটির সাহিত্যিক মূল্যও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নির্দ্বিধায় বলা যায়, বইটি পাঠককে ঐতিহাসিক জ্ঞানের সঙ্গে উপন্যাস পাঠের আনন্দ দেবে।...বইটিতে সভ্যতার সার্বিক বিবর্তনধারার একটি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ চিত্র নিপুণভাবে উপস্থাপিত।

যুগান্তর বলেন :

যথার্থ ইতিহাসবেত্তার দৃষ্টি এবং রচনার প্রাঞ্জলতায় 'প্রাচীন ইরাক' বইখানি যথার্থ সমৃদ্ধ।...উইল ডুরাণ্ট, হল, জুলিয়ান হাক্স্লে প্রভৃতি পণ্ডিত-বর্গের বই পড়বার আগে বর্তমান লেখকের এই জাতীয় বইগুলি পড়ে নিলে উচ্চমান বিশিষ্ট পাঠকও লাভবান হবেন। সব চেয়ে বড় কথা, প্রাচীন ইরাকের ইতিহাস বিশ্লেষণে লেখক প্রধান যুক্তিতর্কগুলির সম্ভাব্য স্বাভাবিক ফলশ্রুতিকেই দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন। সাধারণ পাঠক এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক—উভয়ের পক্ষ থেকেই লেখকের কাছে অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার আরও ইতিহাস গ্রন্থ আশা করি। কারণ তাঁর রচনা-সম্পদে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে...

সাপ্তাহিক অমৃত বলেন :

"প্রাচীন ইরাকে"র মত এমন একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর সুলিখিত গ্রন্থ প্রণয়ন লেখকের কৃতিত্ব ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও লোকশ্রুতির সমন্বয়ে সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ ক্রমবিকাশ গ্রন্থকারের অনন্যসাধারণ পরিবেশন পদ্ধতিতে অতিশয় সুখপাঠ্য হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এই ধারাবাহিক বিবরণ বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ সংযোজন।

Amrita Bazar Patrika বলেন :

The fascinating evolution of human culture as a result of intellectual struggle...has been offered as an attractive story. The history of ideas has been offered briefly and brilliantly by a competent author.... The influence of physical environment and space relationship on human cultural patterns has been shown with lucidity and a sense of reality.

সাপ্তাহিক দেশ বলেন :

ইতিহাস যে উপন্যাস অথবা কথাসাহিত্যের যে কোনো কল্পনাশ্রয়ী আখ্যান-বস্তুর মতোই রোমাঞ্চকর, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেটি একাধিকবার প্রমাণ করেছেন।...'প্রাচীন ইরাক' গ্রন্থে সেই শক্তি তীব্রতর ঔজ্জ্বল্যে দেখা দিয়েছে।...তাঁর আলোচনা উদ্দীপক...মনোগ্রাহী।...এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সাহিত্য শাখায় একটি স্থায়ী সম্পদ।

দৈনিক বসুমতী বলেন :

'প্রাচীন ইরাক' চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ ...সুপণ্ডিত গ্রন্থকার অত্যন্ত যত্ন সহকারে মানব সভ্যতার গোড়ার কথা থেকে সুমেরীয় সভ্যতার সমূহ কাহিনী·· বিবৃত করেছেন।...বহু পরিশ্রমের ফলেই যে এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রাচীন মিশর

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

The present work forms a very illuminating introduction to the splendour of Ancient Egyptian culture...The book

is eminently readable...A book of this type has a very great intellectual and cultural significance for Bengali readers.

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

সুসাহিত্যিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "প্রাচীন মিশর" নামে মিশর দেশের একটি মনোজ্ঞ ইতিহাস রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।...এমন একটি উপাদেয় গ্রন্থ রচনার জন্য এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসশাখার একটি প্রকাণ্ড ফাঁক পূরণ করার জন্য শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার প্রতিটি অনুরাগী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ডক্টর কালিদাস নাগ বলেন :

...শীঘ্র এই ইতিহাস-বিজ্ঞান সমর্থিত বাংলা বইখানি রাষ্ট্রভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত।

Amrita Bazar Patrika বলেন :

We congratulate the author on his fruitful labour which has definitely enriched Bengali literature. Told in literary prose, the dry facts of history have become immensely interesting. Here is a suitable book for every library.

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :

"প্রাচীন মিশর" বইটি থেকে বাঙালী পাঠক প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুন্দর ও সম্পূর্ণ পরিচয় পাবেন।...গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ—অথবা বলা যায় পুরো বইটির স্কীম—অত্যন্ত সুন্দর। বিশেষ করে প্রাচীন মিশরের ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্য-নীতি সম্পর্কে লেখকের অনেকগুলি স্বাধীন মন্তব্য নূতন রকমের অনুসন্ধিৎসা জাগায়।

অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি এম. পি. বলেন :

"প্রাচীন মিশর" সম্বন্ধে আপনার গ্রন্থটি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে। তথ্যের সমৃদ্ধি, ভাষার স্বচ্ছতা এবং সভ্যতার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে আপনার একান্ত আগ্রহ ও আবেগ মিলিত হয়ে রচনাকে প্রাণবন্ত করেছে। বাংলা ভাষায় literature of knowledge-এর যে অভাব এখনও প্রভূত, তাকে পূরণ করতে আপনার গ্রন্থটি যথেষ্ট সাহায্য করবে।

মহাচীনের ইতিকথা

অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এল. সি. বলেন :

MAHA-CHINER ITIKATHA...is destined to go down in the history of Bengali literature as a remarkable monument of painstaking, comprehensive and accurate historical scholarship ..It is the first endeavour of its kind in the Bengali Language.

সাপ্তাহিক দেশ বলেন :

...এই অমূল্য গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক স্বীকৃতি ছাড়াও একটি বিশেষ সাহিত্যমূল্যও রয়েছে। ইতিহাস যে কখনো কখনো উপন্যাসের চেয়েও সুখ-পাঠ্য হয় বর্তমান গ্রন্থে তার প্রমাণ মিলবে।

মাসিক বসুমতী বলেন :

.. চীনের বিগত সভ্যতা ও বর্তমান সভ্যতা, তার পুরাতন ও নূতন সমস্যাসমূহ, তার রাষ্ট্রব্যবস্থা শাসনপদ্ধতি, তার সামাজিক আচার আচরণ, এ সব-কিছুরই একটি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থে।... চীন দেশ সম্বন্ধে পুস্তকখানি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা দাবী করতে পারে স্বচ্ছন্দেই।

দৈনিক বসুমতী বলেন :

...প্রাচীন চীনের ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা, শিল্পকার্য, বৈজ্ঞানিক অনুশীলন, কৃষিকার্য, রাজনীতি ও...বিচিত্র কাহিনী থেকে বর্তমান চীনের অভ্যুত্থান পর্যন্ত এক বিরাট ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে "মহাচীনের ইতিকথা"-র মধ্যে।

মাসিক শনিবারের চিঠি বলেন :

প্রবীণ লেখক দীর্ঘ দিনের গবেষণায়...প্রাচীনতম হইতে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত মহাচীনের এই নির্ভরযোগ্য ইতিহাস স্বললিত বাংলা ভাষায় লিখিয়াছেন। মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য সম্বন্ধে বাঙালী জাতির অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য তাঁহার দীর্ঘকালের সাধনা ইতিপূর্বে "প্রাচীন মিশরে" সার্থকতা লাভ করিয়াছে, "মহাচীনের ইতিকথা" সেই সাধনাকে আরও সার্থকতা দান করিল।